স্তালিন রচনাবলী

ত্রয়োদশ খণ্ড

রচনাকাল

জুলাই ১৯৩০—জানুয়ারি ১৯৩৪

নবজাতক প্রকাশন

এ-৬৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
৩০শে আগস্ট, ১৯৭৫

প্রকাশক
মজহারুল ইসলাম
নবজাতক প্রকাশন
এ-৬৪, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-১২

মুদ্রক
সুধীর পাল
সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১১৪/১এ, রাজা রামমোহন সরণি
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী
খালেদ চৌধুরী

দুনিয়ার শ্রমিক, এক হও!

সম্পাদকমণ্ডলী

পীযূষ দাশগুপ্ত

কল্পতরু সেনগুপ্ত

প্রভাস সিংহ

শঙ্কর দাশগুপ্ত

সুদর্শন রায় চৌধুরী

প্রকাশকের নিবেদন

১৯৭৩ সালের জানুয়ারি মাসে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম পথিকৃৎ শ্রদ্ধেয় মুজফ্ফর আহ্মদের শুভেচ্ছাকে পাথেয় করে আমরা স্তালিন রচনাবলী প্রকাশের গুরু দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলাম। মুজফ্ফর আহ্মদের জীবদ্দশাতেই উক্ত রচনাবলীর প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয়। তারপর তিনি আমাদের ছেড়ে চলে যান। কিন্তু শত প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও তাঁর অনুপ্রেরণা অলক্ষ্যে আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছে, অঙ্গীকার পালনে আমাদের অতন্দ্র রেখেছে। আজ দীর্ঘ দুস্তর পথ চলার অবসান ঘটল। মূল রচনাবলীর সর্বশেষ খণ্ডটি স্তালিনানুরাগীদের হাতে তুলে দিতে পেরে বিনম্র তৃপ্তিতে আমাদের মন ভরে উঠেছে।

রচনাবলীর প্রথম খণ্ড প্রকাশের অব্যবহিত পরেই প্রকাশন জগতে এক সার্বিক সংকট সৃষ্টি হয়। মুদ্রণযোগ্য কাগজের মূল্য অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পায় এবং মুদ্রণের অন্যবিধ উপকরণেরও ক্রমিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। নিরুপায় হয়ে আমরা গ্রাহক মূল্যের হার বর্ধিত করতে বাধ্য হই। সহমর্মী গ্রাহকদের সহযোগিতা ভিন্ন আমাদের মতো ক্ষুদ্র প্রকাশন সংস্থার পক্ষে এরূপ সংকটের মোকাবিলা করে রচনাবলী প্রকাশের কাজ অব্যাহত রাখা সহজ ছিল না। আজ সর্বাগ্রে তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে স্তালিন অনুরাগীদের সাহচর্যে স্তালিনের সমগ্র রচনাবলী ভারতীয় ভাষায় প্রথম প্রকাশের সুযোগ পেয়ে আমরা ধন্য।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি আমরা রচনাবলীর অনুবাদক ও সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যদের প্রতি। গ্রাহক জনগণের সহমর্মিতার সঙ্গে এঁদের শ্রম, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার যোগ ঘটেছে বলেই রচনাবলী প্রকাশের কাজ গতিবেগ লাভ করেছিল। প্রসঙ্গতঃ, অনুবাদক শ্রীপ্রমথ চক্রবর্তী ও সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য শ্রীসুদর্শন রায় চৌধুরীর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। অনুবাদ ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে আপৎকালীন সমস্যার সম্মুখীন হয়েও তাঁরা যে রকম সাহস, দৃঢ়তা ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন তার জন্য তাঁদের অভিনন্দন জানাই।

নবজাতক প্রকাশন
৩০শে আগস্ট, ১৯৭৫

মজহারুল ইসলাম

বাঙলা সংস্করণের ভূমিকা

স্তালিন রচনাবলীর এই খণ্ডটিতে স্তালিনের যে নিবন্ধ, রিপোর্ট, পত্রাদি ও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে তা জুলাই, ১৯৩০ থেকে জানুয়ারি, ১৯৩৪ সময়পর্বের।

এই সময়পর্ব ছিল সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও সংস্কৃতির বিপুল জোয়ারের পর্ব। সোভিয়েত ইউনিয়নে এই সময়কালে একদিকে যেমন বলিষ্ঠ সমাজতান্ত্রিক শিল্প, অপরদিকে তেমন উন্নত যৌথ বৃহদায়তন কৃষির বিকাশ ঘটেছে। পুঁজিবাদী দেশগুলি সোভিয়েত ইউনিয়নের এই সমৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত হয়েছে এবং চেষ্টা চালিয়েছে সোভিয়েতের ভাঙনের জন্য। শাখ্‌তি বা মেট্রো-ভিকার্সে'র মতো অসংখ্য ঘটনাই এর প্রমাণ।

এই খণ্ডে সংকলিত 'সি. পি. এস. ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটির কাজ সম্বন্ধে সপ্তদশ পার্টি কংগ্রেসের রিপোর্ট'-এ স্তালিন জাতীয় অর্থনীতির ও সংস্কৃতির সকল ফ্রন্ট জুড়ে সমাজতন্ত্রের বিরাট সাফল্যকে তুলে ধরেছেন। এই সাফল্যের দ্বারা বলশেভিক পার্টির সাধারণ লাইনটি যে বরাবর সঠিক ছিল স্তালিন তা প্রমাণ করেছেন। সেই সঙ্গে আগামী দিনের দায়িত্বের প্রতিও তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন।

এই রিপোর্টে স্তালিন বিশ্ব পুঁজিবাদের অব্যাহত সংকটকেও ব্যাখ্যা করেছেন। সেই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিকে সতর্ক করে দিয়েছেন এই মর্মে যে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে তাদের যে-কোনও যুদ্ধই হবে মারাত্মক। এই যুদ্ধের পরিণতিক্রমে এশিয়া ও ইউরোপের অনেক দেশেই বুর্জোয়া-জমিদার জমানার কবর রচিত হবে, বিপ্লব হয়ে উঠবে অনিবার্য। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিদেশনীতি শান্তির, কিন্তু পুঁজিবাদী পরিবেষ্টনীর পরিপ্রেক্ষিতে তার প্রতিরক্ষা-সামর্থ্যকে শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তার ওপর স্তালিন বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

'সি. পি. এস. ইউ (বি)র ষোড়শ কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক রিপোর্টের ওপর আলোচনার জবাবে'-তে স্তালিন দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদীদের মার্কসবাদ-বিরোধী লাইনকে আক্রমণ করে জোর দিয়ে বলেছেন যে বিশ্বজোড়া

পরিসরে সমাজতন্ত্রের জয়লাভের পরেই মাত্র জাতীয় ভাষাগুলি একটি সাধারণ ভাষায় লীন হয়ে যাবে।

'উদ্যোগ-কর্মকর্তাদের কর্তব্য' এবং 'অর্থনৈতিক নির্মাণক্ষেত্রে নতুন পরিবেশ—নতুন কর্তব্য' শীর্ষক দুটি ভাষণে স্তালিন উন্নত প্রযুক্তিকৌশল আয়ত্ত করার ওপর জোর দিয়েছেন। নতুন পদ্ধতির কাজ ও নতুন পদ্ধতির পরিচালনা আয়ত্ত করতে হলে কোন্ কোন্ বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে স্তালিন তাও নির্দেশ করেছেন।

'সি. পি. এস. ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের যুগ্ম প্লেনাম' প্রবন্ধে স্তালিন স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন যে বিশ্ব পুঁজিবাদী সংকটের কালে সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বিরাট সাফল্য সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির জয়যাত্রারই দিক্‌নির্দেশক।

'যৌথ খামারের শক-ব্রিগেড কর্মীদের প্রথম সারা-ইউনিয়ন কংগ্রেসে প্রদত্ত ভাষণ'-এ স্তালিন বলেছেন যে, কৃষিক্ষেত্রে যৌথ খামারের পথই হল একমাত্র সঠিক পথ।

'বলশেভিকবাদের ইতিহাস সম্পর্কিত কয়েকটি প্রশ্ন'-এ এবং 'ওলেখ্‌নোভিচ এবং এ্যারিস্তোভকে জবাব'-এ স্তালিন বলশেভিক পার্টির ইতিহাসকে বৈজ্ঞানিক ও বলশেভিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণের কথা বলেছেন। স্তালিন বলেছেন যে ট্রট্‌স্কিপন্থীরা পার্টির ইতিহাসকে এমনভাবে বিকৃত করে যে তারা লেনিনকেও হেয় প্রতিপন্ন করতে দ্বিধাবোধ করে না।

'জার্মান লেখক এমিল লুডভিগের সঙ্গে আলাপ'-এ স্তালিন ইতিহাসে ব্যক্তির ও জনগণের ভূমিকা নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন।

কর্ণেল রবিন্‌স্‌ ও নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর মুখপাত্র ডুরান্টির সঙ্গে সাক্ষাৎকারে স্তালিন অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের বৈদেশিক নীতির বনিয়াদটি বিশ্লেষণ করেন।

এ ছাড়া এই খণ্ডে আরও অনেক চিঠিপত্র, সংক্ষিপ্ত ভাষণ ও নিবন্ধাদি আছে যার প্রত্যেকটিই স্তালিনের ব্যক্তিত্ব ও সমাজবাদী ভাবনার প্রতিফলন। পাঠকদের কাছে অনুরোধ যে এই খণ্ডটি পাঠের সময় যেন তাঁরা সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-এর ইতিহাস, সংক্ষিপ্ত পাঠ-এর দশম ও একাদশ অধ্যায় দুটি পড়ে নেন।

স্তালিন রচনাবলীর বর্তমান বাংলা সংস্করণটিতে কমরেড স্তালিনের জীবৎ-কালেই সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-এর কেন্দ্রীয়

কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে প্রকাশিত স্তালিন রচনাবলী (ইংরাজী)তে সংকলিত লেখাগুলি স্থান পেয়েছে। সে হিসেবে এগুলির প্রামাণিকতা সন্দেহাতীত। কিন্তু ঐ ইংরাজী রচনাবলীর মোট ১৩টি খণ্ড ছাড়াও স্তালিনের অনেক রচনা বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে আছে যা অদ্যাবধি খণ্ডাকারে প্রকাশিত হয়নি। আমাদের ইচ্ছা আছে ভবিষ্যতে স্তালিনের ঐ রচনাগুলিও বাঙলায় প্রকাশ করার। এ কাজ সংশয়াতীতভাবে দুরূহ কিন্তু বর্তমান সংস্করণের ১৪ খণ্ড (১ খণ্ডে স্তালিন জীবনীসহ) প্রকাশের সূচনায় ও তা প্রকাশকালে আমরা যে অসংখ্য প্রতিকূলতা অতিক্রম করতে পেরেছি সেই সাহসেই ভবিষ্যতের পরিকল্পনাটিও রূপায়িত হবে বলে আশা রাখি। অবশ্য এর জন্য প্রধান প্রয়োজন হল পাঠকবর্গের আনুকূল্য। আপাততঃ আমাদের আশু দায়িত্ব থাকল স্তালিনের জীবনীটি প্রকাশ করার।

রচনাবলীর এই ১৩টি খণ্ড প্রকাশের ক্ষেত্রে আমরা যাঁদের সহযোগিতা পেয়েছি এই অবসরে তাঁদের ধন্যবাদ জানাই। আজকে আমাদের প্রথম মনে আসছে প্রয়াত কমিউনিস্ট নেতা মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের কথা। তাঁর শুভেচ্ছা আমাদের নিরন্তর অনুপ্রাণিত করেছে এই মহৎ কর্মসম্পাদনে। তাঁর আশিস ভিন্ন এই রচনাবলী হয়তো আদৌ প্রকাশ হতো না।

আমরা কৃতজ্ঞ রচনাবলীর অনুবাদকমণ্ডলীর কাছে। তাঁরা সকলেই তাঁদের কাজকে অশেষ নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন। বিশেষতঃ বয়োজ্যেষ্ঠ অনুবাদক প্রমথ চক্রবর্তী যে শারীরিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বিরাট দায়িত্বভার হাসিমুখে তুলে নিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত বিরল।

আমরা ধন্যবাদ জানাই কালীপদ দাসকে। তাঁর দায়িত্ব ছিল রচনাবলীর প্রুফ-সংশোধনের, কিন্তু তা ছাড়াও তিনি স্বেচ্ছায় অনেক গুরুভার বহন করেছেন, বস্তুতঃ তিনি ছিলেন এই রচনাবলী প্রকাশে নিত্য প্রয়োজনের।

পরিশেষে পাঠকবর্গের কাছে আমাদের সম্পাদনের কাজের ক্ষেত্রে যে বিলক্ষণ অনেক ত্রুটি থেকে গেছে তার জন্য মার্জনা চাইছি। ভবিষ্যতে রচনাবলীর অন্য কোনও সংস্করণে যাতে আমরা ত্রুটিমুক্ত থাকতে পারি তার জন্য পাঠকদের কাছে এ সম্বন্ধে মতামত চেয়ে রাখছি।

অভিনন্দন সহ।

৩০শে আগস্ট, ১৯৭৫ — সম্পাদকমণ্ডলী

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
সি. পি. এস. ইউ (বি)র ষোড়শ কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক রিপোর্টের ওপর আলোচনার জবাবে (২রা জুলাই, ১৯৩০)	...	১৭
কমরেড শাতুনোভস্কিকে চিঠি	...	৩১
কমরেড CH-এর কাছে চিঠি	...	৩৪
কমরেড দেমিয়ান বেদ্‌নির প্রতি (একটি চিঠি থেকে উদ্ধৃত অংশ)	...	৩৭
ইহুদী-বিরোধিতা (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদী সংবাদ প্রতিষ্ঠানের এক তদন্তের জবাবে)	...	৪২
উদ্যোগ-কর্মকর্তাদের কর্তব্য (সমাজতান্ত্রিক শিল্পের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের প্রথম সারা-ইউনিয়ন সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ, ৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ১৯৩১)	...	৪৩
কমরেড এৎচিনকে চিঠি	...	৫৫
আজ্‌নেফ্‌ৎ ও গ্রোজ্‌নেফ্‌ৎ-এর কর্মীদের প্রতি অভিনন্দন	...	৫৭
ইলেক্ট্রোজাভোদ্‌কে	...	৫৮
ম্যাগ্‌নিতোগোর্‌স্ক্‌ লৌহ ও ইস্পাত শিল্প প্রকল্প, ম্যাগ্‌নিতোগোর্‌স্ক্‌	...	৫৯
মেশিন ও ট্রাক্টর স্টেশনগুলির সারা-যুক্তরাষ্ট্রীয় কেন্দ্রের বোর্ডের সভাপতিকে, সকল মেশিন ও ট্রাক্টর স্টেশনকে	...	৬০
শস্য অছি বোর্ডের সভাপতিকে, সকল রাষ্ট্রীয় শস্য খামারকে	...	৬২

বিষয় পৃষ্ঠা

অর্থনৈতিক নির্মাণক্ষেত্রে নতুন পরিবেশ—নতুন কর্তব্য
(উদ্যোগ-কর্মকর্তাদের একটি সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ, ২১শে জুন, ১৯৩১) ... ৬৩
১। শ্রমশক্তি (Manpower) ... ৬৪
২। মজুরী ... ৬৬
৩। কাজের সংগঠন ... ৭০
৪। একটি শ্রমিকশ্রেণীর শিল্প ও প্রকৌশলী বুদ্ধিজীবী বাহিনী ... ৭৪
৫। পুরানো শিল্প ও প্রকৌশলী বুদ্ধিজীবী বাহিনীর মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের চিহ্ন ... ৭৮
৬। ব্যবসায় হিসেব-রক্ষা ... ৮১
৭। কাজের নতুন পদ্ধতি, পরিচালনার নতুন পদ্ধতি ... ৮৪
এ্যামো-র শ্রমিক এবং প্রশাসন ও প্রকৌশল-কর্মীদের প্রতি ... ৮৮
খারকভ ট্রাক্টর ওয়ার্কস প্রকল্পের শ্রমিক এবং প্রশাসন ও প্রকৌশল-কর্মীদের প্রতি ... ৮৯
'তেখ্‌নিকা' সংবাদপত্রের প্রতি ... ৯০
বলশেভিকবাদের ইতিহাস সম্পর্কিত কয়েকটি প্রশ্ন
('প্রলেতারস্কায়া রিভল্যুৎসিয়া'র সম্পাদমণ্ডলীর কাছে লিখিত পত্র) ... ৯১
নিঝনি-নোভগোরোদ অটোমোবাইল কারখানা ... ১০৭
জার্মান লেখক এমিল লুডভিগের সঙ্গে আলাপ
(১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৩১) ... ১০৮

বিষয়		পৃষ্ঠা
নিঝনি-নোভগোরোদ-মলোটভ অটোমোবাইল কারখানার ডিরেক্টর এবং অটোমোবাইল কারখানা প্রকল্পের প্রধানের প্রতি	...	১২৬
সারাতোভ হার্ভেস্টার কম্বাইন ওয়ার্কসের ডিরেক্টর এবং হার্ভেস্টার কম্বাইন ওয়ার্কস প্রকল্পের প্রধানকে	...	১২৭
ওলেখ্‌নোভিচ এবং এ্যারিস্তোভকে জবাব	...	১২৮
ম্যাগনিতোগোরস্ক লৌহ ও ইস্পাত কারখানা প্রকল্প, ম্যাগনিতোগোরস্ক	...	১৩৪
'এ্যাসোসিয়েটেড প্রেস' সংবাদসংস্থার প্রতিনিধি মিঃ রিচার্ডসনের পত্রের জবাবে	...	১৩৫
নালিশ সংস্থার গুরুত্ব ও কর্তব্যসমূহ	...	১৩৬
র‍্যাল্‌ফ ভি. বার্ণেসের প্রশ্নের জবাব (৩রা মে, ১৯৩২)	...	১৩৭
কুজ্‌নেৎস্ক লৌহ ও ইস্পাত কারখানা প্রকল্প, কুজ্‌নেৎস্ক	...	১৪০
সারা-ইউনিয়ন লেনিনবাদী যুব কমিউনিস্ট লীগের সপ্তম সারা-ইউনিয়ন সম্মেলনকে অভিনন্দন	...	১৪১
ম্যাক্সিম গোর্কিকে অভিনন্দন	...	১৪২
নীপার জল-বিদ্যুৎ শক্তিকেন্দ্রের নির্মাতাদের প্রতি	...	১৪৩
লেনিনগ্রাদকে অভিনন্দন	...	১৪৪
'প্রাভদা' সংবাদপত্রের সম্পাদকমণ্ডলীকে চিঠি	...	১৪৫
মিঃ ক্যাম্বেল সত্যকে অতিরঞ্জিত করছেন	...	১৪৬
মিঃ ক্যাম্বেলের সঙ্গে আলাপের বিবরণী (২৮শে জানুয়ারি, ১৯২৯)	...	১৪৭

বিষয়		পৃষ্ঠা
ও. জি. পি. ইউ-এর পঞ্চদশ বার্ষিকী	...	১৫৬
সি. পি. এস. ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের যুগ্ম প্লেনাম	...	১৫৭
প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলাফল	...	১৫৯
১। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আন্তর্জাতিক তাৎপর্য	...	১৫৯
২। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল কাজ এবং তা সম্পাদনের উপায়	...	১৬৯
৩। শিল্পক্ষেত্রে চার বছরে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলাফল	...	১৭৫
৪। কৃষির ক্ষেত্রে চার বছরে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফল	...	১৮৩
৫। শ্রমিকদের ও কৃষকদের বৈষয়িক অবস্থার উন্নয়নে চার বছরে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলাফল	...	১৮৯
৬। শহর ও গ্রামের মধ্যে ব্যবসার পরিমাণ সম্পর্কে চার বছরে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফল	...	১৯৪
৭। শত্রুতাপূর্ণ শ্রেণীগুলির অবশিষ্টাংশের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ক্ষেত্রে চার বছরে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফল	...	১৯৮
৮। সাধারণ সিদ্ধান্তসমূহ	...	২০২
গ্রামাঞ্চলে কাজ (১১ই জানুয়ারি, ১৯৩৩ তারিখে প্রদত্ত ভাষণ)	...	২০৫
রাবোৎসিৎসার প্রতি	...	২২২

বিষয়		পৃষ্ঠা
কমরেড আই. এন. বাঝানভের কাছে চিঠি	...	২২৩
যৌথ খামারের শক-ব্রিগেড কর্মীদের প্রথম সারা-ইউনিয়ন কংগ্রেসে প্রদত্ত ভাষণ (১৯শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩)	...	২২৪
১। যৌথ খামারের পথ হল একমাত্র সঠিক পথ	...	২২৪
২। আমাদের আশু কর্তব্য—যৌথ খামারের সকল কৃষককে সমৃদ্ধ করে তোলা	...	২৩২
৩। বিবিধ মন্তব্য	...	২৩৬
পঞ্চদশ বার্ষিকী উপলক্ষে লালফৌজকে অভিনন্দন (ইউ. এস. এস. আর-এর বিপ্লবী সামরিক কাউন্সিলের প্রতি)	...	২৪৩
মিঃ বার্ণসের একটি চিঠির জবাবে (২০শে মার্চ, ১৯৩৩)	...	২৪৪
কমরেড এস. এম. বুদিয়োন্নিকে	...	২৪৫
কমরেড রবিন্সের সঙ্গে কথোপকথন (১৩ই মে, ১৯৩৩)	...	২৪৬
সারা-ইউনিয়ন লেনিনবাদী যুব কমিউনিস্ট লীগের পঞ্চদশ বার্ষিকীতে অভিনন্দন	...	২৫৮
'নিউ ইয়র্ক টাইমস্'-এর সংবাদদাতা মিঃ ডুরান্টির সঙ্গে কথোপকথন (২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৩৩)	...	২৫৯
সি. পি. এস. ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটির কাজ সম্বন্ধে সপ্তদশ পার্টি কংগ্রেসে রিপোর্ট (২৬শে জানুয়ারি, ১৯৩৪)	...	২৬৪
১। বিশ্ব পুঁজিবাদের অবিরাম সংকট এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বহিঃপরিস্থিতি	...	২৬৪
১। পুঁজিবাদী দেশসমূহে অর্থনৈতিক সংকটের ধারা	...	২৬৫

বিষয়		পৃষ্ঠা
২। ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে রাজনৈতিক পরিস্থিতির ক্ষেত্রে বর্ধমান উত্তেজনা	...	২৭১
৩। ইউ. এস. এস. আর ও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যেকার সম্পর্ক	...	২৭৯
২। জাতীয় অর্থনীতির ক্রমাগত অগ্রগতি এবং ইউ. এস. এস. আর-এর আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি	...	২৮৫
১। শিল্পের অগ্রগতি	...	২৮৮
২। কৃষিক্ষেত্রে অগ্রগতি	...	২৯৪
৩। শ্রমজীবী জনগণের বস্তুগত ও সাংস্কৃতিক মানের উন্নতি	...	৩০৮
৪। বাণিজ্যের পরিমাণের (টার্ণওভার) ও পরিবহনের বৃদ্ধি	...	৩১৪
৩। পার্টি	...	৩১৯
১। মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রশ্ন	...	৩২১
২। সাংগঠনিক নেতৃত্বের প্রশ্ন	...	৩৩৫
শ্রমিক ও কৃষকের লালফৌজের ফ্রুঞ্জ সামরিক এ্যাকাডেমীর প্রধান ও কমিশার কমরেড শাপোশনিকোভকে। রাজনৈতিক কার্যক্রমের সহকারী কমরেড শ্চাদেঙ্কোকে	...	৩৪৯
আলোচনার জবাবের পরিবর্তে (৩১শে জানুয়ারি, ১৯৩৪)	...	৩৫০
টীকা	...	৩৫১

সি. পি. এস. ইউ (বি)র ষোড়শ কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক রিপোর্টের ওপর আলোচনার জবাবে[১]

২রা জুলাই, ১৯৩০

কমরেডগণ, কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্টের ওপর আলোচনার পরে এবং দক্ষিণ-পন্থী বিরোধীপক্ষের প্রাক্তন নেতাদের প্রদত্ত বিবৃতিগুলির বিষয়ে এই কংগ্রেসে যা যা হয়েছে তার পরে আমার সমাপ্তিকালীন মন্তব্যে আমার সামান্যই কিছু বলার মতো পড়ে আছে।

আমি আমার রিপোর্টে বলেছি যে ষোড়শ কংগ্রেস হল আমাদের পার্টির ইতিহাসে সেই অল্প সংখ্যক কংগ্রেসের অন্যতম যেখানে কোনও দানা বেঁধে-ওঠা ধরনের বিরোধীপক্ষ নেই যারা তাদের লাইন হাজির করতে ও তাকে পার্টির লাইনের বিপরীতে উপস্থিত করতে সক্ষম। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে বস্তুত: ঠিক এমনটিই হয়েছে। আমাদের কংগ্রেসে—ষোড়শ কংগ্রেসে যে শুধু একটি নির্দিষ্ট দানা-বেঁধে-ওঠা স্তরের বিরোধীপক্ষই নেই তা-ই নয় এমনকি সেখানে একটি ছোট্ট গোষ্ঠী বা এমনকি একক ব্যক্তিগত কমরেডরাও নেই যাঁরা এখানে মঞ্চের ওপর এগিয়ে আসা ও পার্টি-লাইন ভুল বলে ঘোষণা করাকে সঠিক বলে মনে করেন।

স্পষ্টতঃই আমাদের পার্টির অনুসৃত লাইনটিই হল একমাত্র সঠিক লাইন, তদুপরি এটা দেখা গেছে যে এই লাইনের সঠিকতাটি এতই স্বতঃস্পষ্ট ও এতই তর্কাতীত যে এমনকি দক্ষিণপন্থী বিরোধীপক্ষের প্রাক্তন নেতারাও তাঁদের ঘোষণায় পার্টির গোটা কর্মনীতির সঠিকতার সপক্ষে জোর দিয়ে বক্তব্য রাখাটা প্রয়োজনীয় বলে দ্বিধাহীনভাবে মনে করেন।

এই সবের পরে রিপোর্টে ব্যাখ্যাত বক্তব্যগুলির সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার অবশ্যই কোনও দরকার নেই। এর দরকার নেই এই কারণে যে তার স্বতঃস্পষ্ট সঠিকতার পরিপ্রেক্ষিতে এই কংগ্রেসে পার্টির লাইনটিকে আরও কোনরকমে রক্ষা করার দরকার নেই। এবং তথাপি যদি আমি আলোচনার জবাবে আমার উত্তর দেওয়ার অধিকারটি পরিত্যাগ না করি, তবে তা করিনি এইজন্য যে কংগ্রেস সভাপতিমণ্ডলীর কাছে কিছু কমরেডের উপস্থাপিত টীকা-

গুলির ওপর সংক্ষেপে জবাব দেওয়া ও তৎপরবর্তীকালে দক্ষিণপন্থী বিরোধী-পক্ষের প্রাক্তন নেতাদের উক্তি সম্পর্কে দু-চার কথা বলাটা প্রয়োজনাতিরিক্ত হবে বলে আমি মনে করি না। ঐ টীকাগুলির মধ্যে বেশ ভাল সংখ্যকই হল দ্বিতীয় সারির গুরুত্বের প্রশ্নগুলির সম্বন্ধীয়: রিপোর্টে অশ্বপালন সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়নি কেন এবং আলোচনার জবাব দেওয়ার সময় এটা কি ছোঁয়া যেত না? (হাস্যরোল।) রিপোর্টে গৃহনির্মাণ সম্পর্কে উল্লেখ নেই কেন এবং আলোচনার জবাবে এর সম্বন্ধে কি কিছু বলা যেত না? রিপোর্টে কৃষির বৈদ্যুতীকরণ সম্বন্ধে কিছু বলা হয়নি কেন এবং আলোচনার জবাবে এ ব্যাপারে কি কিছু বলা যেত না? এবং একই ধারায় আরও সব বিষয়।

এইসব কমরেডের প্রতি আমার জবাব অবশ্যই হবে এই যে আমার রিপোর্টে আমি আমাদের জাতীয় অর্থনীতির সমস্ত সমস্যা আলোচনা করতে পারিনি। আর আমি যে সেটা পারিনি শুধু তা-ই নয়, ওরকম করার অধিকারও আমার ছিল না কারণ শিল্প ও কৃষির সুনির্দিষ্ট সমস্যার ওপর কমরেড কুয়িবিশেভ এবং ইয়াকোভলেভকে আপনাদের কাছে যে রিপোর্ট পেশ করতে হবে তার চৌহদ্দিতে কোনও অনুপ্রবেশের অধিকার আমাদের নেই। সব প্রশ্নই যদি সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্টে আলোচনা করতে হয় তবে শিল্প, কৃষি ইত্যাদি বিষয়ের রিপোর্টাররা তাঁদের রিপোর্টে কি বলবেন? (একাধিক কণ্ঠস্বর: 'একেবারে ঠিক!')

বিশেষ করে কৃষির বৈদ্যুতীকরণের ওপর বক্তব্য সম্বন্ধে আমি এটা বলবই যে এর প্রণেতা কয়েকটি ক্ষেত্রে ভুল করেছেন। তিনি দৃঢ়ভাবে এ কথা বলেছেন যে আমরা ইতিমধ্যেই কৃষির বৈদ্যুতীকরণ সমস্যার 'সম্পূর্ণ সম্মুখীন হয়েছি' কৃষিবিষয়ক গণ-কমিশারমণ্ডলী এ ব্যাপারে অগ্রগতিকে ব্যাহত করছেন, লেনিন এ বিষয়ে অন্যরকম চিন্তা করেছিলেন ইত্যাদি ইত্যাদি। কমরেডগণ, এ সবই মিথ্যা। এটা বলা যেতে পারে না যে আমরা কৃষির বৈদ্যুতীকরণ সমস্যার 'সম্পূর্ণ সম্মুখীন' হয়ে আছি। যদি বস্তুতঃই আমরা কৃষির বৈদ্যুতী-করণের একেবারে মুখোমুখি হতাম তাহলে ইতিমধ্যেই আমাদের দশ-পনেরটি এমন জেলা থাকত যেখানে কৃষি উৎপাদনের বৈদ্যুতীকরণ হয়েছে। কিন্তু আপনারা এ কথা ভালমতই জানেন যে এখনো পর্যন্ত এ-রকম কিছু আমাদের নেই। আমাদের দেশে কৃষির বৈদ্যুতীকরণ সম্বন্ধে বর্তমান মুহূর্তে বড়জোর যেটা বলা যেতে পারে তা এই যে এই বিষয়টি পরীক্ষার স্তরে বিদ্যমান।

অনুরূপ পরীক্ষাগুলিকে উৎসাহিত করে লেনিন এই বিষয়টিকে এই রকমই গণ্য করেছিলেন। কিছু কিছু কমরেড মনে করেন যে ট্রাক্টর ইতিমধ্যেই সেকেলে হয়ে গেছে এবং ট্রাক্টর থেকে কৃষির বৈদ্যুতীকরণের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় এসে গেছে। সেই কমরেডদের কথা উড়িয়ে দেওয়া দরকার। আর তাদের প্রতি ঠিক এই জিনিসটাই কৃষিবিষয়ক গণ-কমিশারমণ্ডলী করে যাচ্ছেন। সুতরাং কৃষিবিষয়ক গণ-কমিশারমণ্ডলীর প্রতি ঐ টীকাকারের অসন্তোষকে ন্যায্য বলে গণ্য করা যায় না।

টীকা-বক্তব্যগুলির দ্বিতীয় পর্যায় হল জাতিগত প্রশ্ন সম্বন্ধীয়। এগুলির মধ্যে একটি—আমার মতে সেটাই হল সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক—সেখানে ষোড়শ কংগ্রেসে আমার রিপোর্টে জাতীয় ভাষাগুলির সমস্যাকে যেভাবে আলোচনা করা হয়েছে তার সঙ্গে ১৯২৫ সালে প্রাচ্যের জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ভাষণে ঐ সমস্যাটি যেভাবে আলোচিত হয়েছে তার তুলনা করা হয়েছে ও এমন কিছু স্পষ্টতার অভাব লক্ষ্য করেছে যা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। টীকায় বলা হয়েছে: 'আপনি সে সময় জাতীয় ভাষাগুলির বিলুপ্তি ও সমাজতন্ত্রের পর্বে (একটি দেশে) একটি একক, সাধারণ ভাষার গঠন বিষয়ে তত্ত্বটির (কাউট্স্কির) বিরোধিতা করেছিলেন আর আজ সেখানে ষোড়শ কংগ্রেসে আপনার রিপোর্টে আপনি বলছেন যে কমিউনিস্টরা জাতীয় সংস্কৃতিসমূহের ও জাতীয় ভাষাগুলির একটি সাধারণ ভাষাসমৃদ্ধ একটি সাধারণ সংস্কৃতির ভেতর লীন হয়ে যাওয়ায় বিশ্বাস করে (এক বিশ্বজোড়া পরিসরে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের পর্বে)। এখানে কি স্পষ্টতার কিছুই অভাব নেই?'

আমি মনে করি যে এখানে স্পষ্টতার কোনও অভাবই নেই বা সামঞ্জস্য দ্বন্দ্বও নেই। ১৯২৫ সালে আমার ভাষণে আমি কাউট্স্কির সেই জাতিগত উগ্র দম্ভের তত্ত্বের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলাম যে তত্ত্বের ভিত্তিতে অস্ট্রো জার্মান যুক্তরাজ্যে গত শতাব্দীর মধ্যভাগে সর্বহারা বিপ্লবের কোনও বিজয়লাভ অবশ্যম্ভাবীরূপেই পরিণত হবে একটি সাধারণ জার্মান ভাষাসহ একটি সাধারণ জার্মান জাতির মধ্যে জাতিগুলির লীন হয়ে যাওয়ায় এবং চেকদের জার্মানীকরণে। আমি এই তত্ত্বের বিরোধিতা করেছিলাম তা মার্কসবাদ-বিরোধী, লেনিনবাদ-বিরোধী বলে এবং একে খণ্ডন করার জন্য আমাকে ইউ. এস. এস. আর-এ সমাজতন্ত্রের বিজয়লাভের পর আমাদের দেশের জীবন থেকে তথ্য উদ্ধৃত করতে হয়েছে। এই ষোড়শ কংগ্রেসে প্রদত্ত আমার রিপোর্ট থেকে

দেখা যাবে যে এখনো আমি এই তত্ত্বের বিরোধিতা করি। আমি এর বিরোধিতা করি এইজন্য যে সকল জাতির—ধরা যাক্ ইউ. এস. এস. আর-এর সকল জাতির একটি সাধারণ বৃহৎ-রুশ ভাষাসহ একটি সাধারণ বৃহৎ-রুশ জাতিতে লীন হয়ে যাওয়ার তত্ত্ব হল এমন একটি উগ্র-জাতিদম্ভের তত্ত্ব, লেনিনবাদ-বিরোধী তত্ত্ব যা লেনিনবাদের এই মৌলিক সূত্রটিকেই নাকচ করে দেয় যে জাতিগত পার্থক্যগুলি নিকট ভবিষ্যতে বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে না, এমনকি এক বিশ্বজোড়া পরিসরে সর্বহারা বিপ্লবের বিজয়লাভের পরেও সেগুলি দীর্ঘকাল ধরে বজায় থাকতে বাধ্য।

আর জাতীয় সংস্কৃতি ও জাতীয় ভাষাগুলির সুদূরতর সম্ভাবনার ক্ষেত্রে আমি সব সময়েই এই লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে আশ্লিষ্ট থেকেছি ও বরাবরই তাই থাকব যে এক বিশ্বজোড়া পরিসরে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের সময়পর্বে যখন সমাজতন্ত্র সুসংহত হয়েছে ও জীবনধারায় পরিণত হয়ে গেছে তখন জাতীয় ভাষাগুলি অবশ্যই এক সাধারণ ভাষায় লীন হয়ে যেতে বাধ্য, কিন্তু সেই ভাষাটি নিশ্চয়ই বৃহৎ-রুশ বা জার্মান কোনটাই হবে না—তা হবে নতুন একটা কিছু। ষোড়শ কংগ্রেসে আমার রিপোর্টেও এ বিষয়ে আমি এক নির্দিষ্ট বক্তব্য রেখেছি।

তাহলে এখানে স্পষ্টতার অভাবই-বা কোথায়, আর ঠিক কোন্‌টাই-বা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ ?

স্পষ্টই প্রতীয়মান যে টীকাকারেরা অন্ততঃ দুটি বিষয়ে খুব স্পষ্ট নন, যথা :

প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ তাঁরা এই ঘটনা সম্বন্ধে স্পষ্ট নন যে ইউ. এস. এস. আর-এ আমরা ইতিমধ্যেই সমাজতন্ত্রের সময়পর্বে প্রবেশ করেছি; তদুপরি, আমরা এই পর্বে যে প্রবেশ করেছি তা সত্ত্বেও জাতিগুলি যে শুধু বিলুপ্তই হচ্ছে না তাই নয়, বরং সেগুলি বিকশিত ও উন্নত হচ্ছে। বাস্তবে সত্যসত্যই কি আমরা সমাজতন্ত্রের পর্বে ইতিমধ্যেই প্রবেশ করেছি ? আমাদের সময়পর্বটিকে সাধারণতঃ ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে পরিবৃত্তির পর্ব বলা হয়। একে এক পরিবৃত্তির পর্ব বলা হয়েছিল ১৯১৮ সালে যখন লেনিন তাঁর প্রখ্যাত নিবন্ধ '"বামপন্থী" শিশুসুলভতা এবং পেটি-বুর্জোয়া মানসিকতা'-য় প্রথম এই পর্বটিকে তার পাঁচ ধরনের অর্থনীতিসহ বিবৃত করেছিলেন। আজ ১৯৩০ সালে এটিকে এক পরিবৃত্তি পর্ব বলা হয় যখন এই ধরনগুলির মধ্যে কয়েকটি সেকেলে হয়ে গিয়ে ইতিমধ্যেই বিলুপ্তির পথে, আর সেগুলির মধ্যে

আবার একটি—শিল্প ও কৃষির ক্ষেত্রে নতুন ধরনের অর্থনীতিটি অভূতপূর্ব বেগে বৃদ্ধি ও বিকাশলাভ করছে। এটা কি বলা যেতে পারে যে এই দু'ধরনের পরিবৃত্তি পর্ব অভিন্ন এবং তারা একে অপর থেকে চূড়ান্তভাবে পৃথক নয়? নিশ্চয়ই বলা যায় না।

১৯১৮ সালে জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে আমাদের কি ছিল? এক ধ্বংসপ্রাপ্ত শিল্প এবং সিগারেট লাইটার; ব্যাপক হারে কোনও যৌথ খামার নয়, নয় কোনও রাষ্ট্রীয় খামার; শহরাঞ্চলে এক 'নতুন' বুর্জোয়াশ্রেণীর ও গ্রামাঞ্চলে কুলাকদের উদ্ভব।

আজ আমাদের কি আছে? সমাজতান্ত্রিক শিল্প—পুনরুজ্জীবিত এবং পুনর্নির্মাণরত, রাষ্ট্রীয় খামার ও যৌথ খামারের এক বিস্তৃত ব্যবস্থা যা শুধু বসন্তকালীন রোপণ ক্ষেত্রেই ইউ. এস. এস. আর-এর মোট রোপণ এলাকার ৪০ শতাংশকে অন্তর্ভুক্ত করে, শহরাঞ্চলে এক মুমূর্ষু 'নতুন' বুর্জোয়াশ্রেণী এবং গ্রামাঞ্চলে এক মুমূর্ষু কুলাকশ্রেণী।

আগেরটা হল এক পরিবৃত্তি পর্ব, পরেরটাও তাই। তথাপি স্বর্গ আর মর্তের মতোই তারা পরস্পর থেকে বহু দূর। এবং তথাপি, কেউ এটা অস্বীকার করতে পারে না যে আমরা শেষ গুরুত্বপূর্ণ ধনিকশ্রেণী—কুলাকশ্রেণীকে বিলুপ্ত করার মুখে এসে দাঁড়িয়েছি। স্পষ্টই প্রতীয়মান যে আমরা পুরানো ধারণার যে পরিবৃত্তি পর্ব তা থেকে ইতিমধ্যেই নির্গত হয়েছি এবং গোটা রণাঙ্গণ জুড়ে প্রত্যক্ষ ও অপ্রতিরোধ্যভাবে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের পর্বে প্রবেশ করেছি। স্পষ্টতঃই আমরা ইতিমধ্যেই সমাজতন্ত্রের পর্বে প্রবেশ করেছি কারণ যদিও আমরা এখনো একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজের সম্পূর্ণ গঠন ও শ্রেণী-বৈষম্যগুলির বিলুপ্তিকরণ থেকে দূরেই রয়েছি তবু আজ সমাজতান্ত্রিক ক্ষেত্রই গোটা জাতীয় অর্থনীতির সকল অর্থনৈতিক অক্ষদণ্ডগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। তথাপি, জাতীয় ভাষাগুলি যে কেবল বিলুপ্তই হচ্ছে না বা কোনও সাধারণ ভাষার ভেতর লীন হয়ে যাচ্ছে না তাই নয়, পক্ষান্তরে জাতীয় সংস্কৃতি ও জাতীয় ভাষাগুলি বিকশিত ও উন্নত হচ্ছে। এটা কি স্পষ্ট নয় যে একটি দেশে সমাজতন্ত্রের সময়পর্বে, অপ্রতিরোধ্যভাবে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের পর্বে একটি একক রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে জাতীয় ভাষাগুলির বিলুপ্তির ও একটি সাধারণ ভাষায় সেগুলি লীন হয়ে যাওয়ার তত্ত্বটি এক ভ্রান্ত, মার্কসবাদ-বিরোধী, লেনিনবাদ-বিরোধী তত্ত্ব?

দ্বিতীয়তঃ, টীকাকারেরা এ বিষয়েও স্পষ্ট নন যে জাতীয় ভাষাগুলির বিলুপ্তির ও এক সাধারণ ভাষায় সেগুলি লীন হয়ে যাওয়ার বিষয়টি কোনও অন্তর্জাতিক প্রশ্ন নয়, একটি দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের প্রশ্ন নয়, তা হল এক আন্তর্জাতিক প্রশ্ন, এক আন্তর্জাতিক পরিসরে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের প্রশ্ন। লেনিন যথার্থই বলেছিলেন যে এক আন্তর্জাতিক পরিসরে সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বের বিজয়লাভের পরেও এক দীর্ঘকাল জুড়ে জাতিগত পার্থক্যগুলি বিরাজ করবে।

এ ছাড়া আরও একটি পরিস্থিতিকে আমাদের অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে যা ইউ. এস. এস. আর-এর কতকগুলি জাতিকে স্পর্শ করছে। একটি ইউক্রেন আছে যা ইউ. এস. এস. আর-এর অংশ গঠন করে। কিন্তু আর একটি ইউক্রেনও আছে যা অন্যান্য রাষ্ট্রের অংশ গঠন করে। একটি বিয়েলোরাশিয়া আছে যা ইউ. এস. এস. আর-এর অংশ গঠন করে। কিন্তু আর একটি বিয়েলোরাশিয়াও আছে যা অন্যান্য রাষ্ট্রের অংশ গঠন করে। এই বিশেষ পরিস্থিতিকে বিবেচনা না করেই ইউক্রেনীয় ও বিয়েলোরুশ ভাষার প্রশ্ন সমাধান করা যায় বলে কি আপনারা মনে করেন?

এর পর ইউ. এস. এস. আর-এর দক্ষিণ সীমান্ত বরাবর তার জাতিগুলির কথা—আজারবাইজান থেকে কাজাখস্তান ও বুরিয়াৎ মঙ্গোলিয়ার কথা ধরুন। সেগুলির সবকটিই ইউক্রেন ও বিয়েলোরাশিয়ার মতো অবস্থায় রয়েছে। স্বভাবতঃই এখানেও এই জাতিগুলির বিকাশের বিশেষ অবস্থাগুলিকে আমাদের বিবেচনায় আনতেই হবে।

এটা কি নিশ্চিত নয় যে জাতীয় সংস্কৃতি ও জাতীয় ভাষাগুলির সমস্যার সঙ্গে বিজড়িত এইসব ও অনুরূপ প্রশ্নগুলিকে একটি একক রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে, ইউ. এস. এস. আর-এর মধ্যে সমাধান করা যেতে পারে না?

কমরেড, সাধারণভাবে জাতিগত প্রশ্নের বিষয়ে ও বিশেষ করে জাতিগত প্রশ্নে উপরি-উল্লিখিত টীকার বিষয়ে ব্যাপারটা এইরকমই দাঁড়ায়।

এবার আমায় দক্ষিণপন্থী বিরোধীপক্ষের প্রাক্তন নেতাদের উক্তিগুলি সম্পর্কে আলোচনায় যেতে দিন।

দক্ষিণপন্থী বিরোধীপক্ষের পূর্বতন নেতাদের কাছ থেকে কংগ্রেস কি দাবি করে? সম্ভবতঃ অনুতাপ বা আত্মসংশোধন? নিশ্চয়ই তা নয়! আমাদের পার্টি, আমাদের পার্টি-কংগ্রেস পার্টি-সদস্যদের এমন কিছুতে বাধ্য করাতে

পারে না যা তাদের হতমান করে। দক্ষিণপন্থী বিরোধীপক্ষের নেতাদের কাছ থেকে কংগ্রেস তিনটি জিনিস চায় :

প্রথমতঃ, তাঁরা উপলব্ধি করুন যে তাঁরা যে লাইনটিকে তুলে ধরছেন তার সঙ্গে পার্টির লাইনটির বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান এবং তাঁদের তুলে-ধরা লাইনটি বস্তুগতভাবে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের দিকে নয়, পক্ষান্তরে ধনতন্ত্রের বিজয়ের দিকে এগিয়ে যায় (**একাধিক কণ্ঠস্বর ঃ** 'একেবারে ঠিক !') ;

দ্বিতীয়তঃ, তাঁরা ঐ লাইনটিকে একটি লেনিনবাদ-বিরোধী লাইন হিসেবে চিহ্নিত করুন এবং তা থেকে নিজেদেরকে পরিষ্কারভাবে ও সততার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করুন (**একাধিক কণ্ঠস্বর :** 'একেবার ঠিক !') ;

তৃতীয়তঃ, তাঁরা আমাদের পাশে এসে দাঁড়ান ও আমাদের সঙ্গে একত্রে সকল দক্ষিণপন্থী ভ্রষ্টাচারীর বিরুদ্ধে এক দৃঢ়পণ সংগ্রাম চালান। (**একাধিক কণ্ঠস্বর ঃ** 'একেবারে ঠিক !' **প্রচণ্ড করতালি।**)

দক্ষিণপন্থী বিরোধীপক্ষের প্রাক্তন নেতাদের কাছ থেকে কংগ্রেস এটাই দাবি করে।

এই দাবিগুলির মধ্যে এমন কিছু কি আছে যা বলশেভিক থাকতে-চান এমন মানুষের পক্ষে অপমানজনক ?

নিশ্চিতভাবেই এর মধ্যে কিছু অপমানজনক নেই বা তা থাকতে পারে না। প্রত্যেক বলশেভিক, প্রত্যেক বিপ্লবী, প্রত্যেক আত্মসম্মান-সচেতন পার্টি-সদস্যই উপলব্ধি করবেন যে তিনি যদি পরিষ্কারভাবে ও সততার সঙ্গে যেসব ঘটনা স্পষ্ট ও তর্কাতীত সেগুলিকে স্বীকার করেন তাহলে তিনি কেবল আরও উন্নতই হতে পারেন ও পার্টির চোখে মর্যাদা লাভ করতে পারেন।

সেই কারণেই আমি মনে করি যে, তমস্কি যে বলেন লোকে তাঁকে গোবি মরুভূমিতে পঙ্গপাল ও বুনো মধু ভক্ষণের জন্য পাঠাতে চাইছে সেটা এক গ্রাম্য বিচিত্রানুষ্ঠান-রঙ্গমঞ্চের ভাহা রসিকতাগুলির সমগোত্রীয় এবং তার সঙ্গে কোনও বিপ্লবীর আত্মসম্মানের প্রশ্নের কোনওরূপ সঙ্গতি নেই। (**হাস্যরোল। করতালি।**)

প্রশ্ন উঠতে পারে যে কংগ্রেস আবার কেন দক্ষিণপন্থী বিরোধীপক্ষের প্রাক্তন নেতাদের কাছ থেকে এইসব দাবি করছে ?

এটা কি ঘটনা নয় যে তাদের সামনে এর আগে ১৯২৯-এর নভেম্বরে, কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামে[8] এই দাবিগুলি আরেকবার উত্থাপন করা হয়েছিল ?

এটা কি ঘটনা নয় যে তাঁরা—দক্ষিণপন্থী বিরোধীপক্ষের প্রাক্তন নেতারা—এই সব দাবি সে-সময় মেনে নিয়েছিলেন, তাঁদের নিজেদের লাইনটির ভ্রান্ত চরিত্রকে স্বীকার করে নিয়ে তা বর্জন করেছিলেন, পার্টি-লাইনের অভ্রান্ততা মেনে নিয়েছিলেন ও দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে পার্টির সঙ্গে একত্রে লড়াইয়ের শপথ নিয়েছিলেন? হাঁ, সে-রকমই সব ছিল। তাহলে আর ব্যাপারটা কি? ব্যাপারটা এই যে তাঁরা তাঁদের শপথ রাখেননি, সাত মাস আগে তাঁরা যে অঙ্গীকার দিয়েছিলেন তা পালন করেননি ও করছেন না। (একাধিক কণ্ঠস্বর: 'একেবারে ঠিক!') যুগলানোভ পুরোপুরি ঠিকই ছিলেন যখন তাঁর ভাষণে তিনি এ কথা বলেছিলেন যে তাঁরা কেন্দ্রীয় কমিটির নভেম্বর প্লেনামে প্রদত্ত তাঁদের অঙ্গীকারগুলি পালন করেননি।

বর্তমান কংগ্রেসে যে অবিশ্বাসের তাঁরা সম্মুখীন তার উৎস হল সেইটাই।

এই কারণেই কংগ্রেস আরেকবার তার দাবিগুলি তাঁদের সামনে হাজির করছে।

রাইকভ, তমস্কি এবং যুগলানোভ এখানে অভিযোগ করেছেন যে কংগ্রেস তাঁদের সঙ্গে অবিশ্বাসভরে আচরণ করছে। কিন্তু তা কার দোষ? এ তো তাঁদেরই দোষ। যে তার অঙ্গীকার পালন করে না সে তো বিশ্বাস পাওয়ার প্রত্যাশা করতে পারে না।

দক্ষিণপন্থী বিরোধীপক্ষের প্রাক্তন নেতারা—তাঁরা এমন কোনও সুযোগ, কোনও মুহূর্ত কি পেয়েছিলেন যাতে তাঁরা তাঁদের অঙ্গীকার পালন করতে এবং নতুন ও উন্নততর জীবনে প্রবেশ করতে পারতেন? নিশ্চয়ই তাঁরা পেয়েছিলেন। এবং সাত মাসে এই সুযোগ ও মুহূর্তগুলি থেকে কি সুবিধা তাঁরা গ্রহণ করেছেন? কিছুই না।

রাইকভ সম্প্রতি উরাল অঞ্চলের সম্মেলনে[৫] যোগ দিয়েছিলেন। ফলতঃ, তিনি তাঁর ত্রুটিগুলি সংশোধন করে নেওয়ার এক চমৎকার সুযোগ পেয়েছিলেন। আর হলটা কি? স্পষ্টভাবে ও দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁর দোলাচলচিত্ততাগুলি পরিবর্জনের পরিবর্তে তিনি ছল আর কৌশল খাটাতে শুরু করলেন। স্বভাবতঃই উরাল অঞ্চলের কমিটি তাঁকে প্রত্যাখ্যান না করে পারেনি।

এবার উরাল অঞ্চলের সম্মেলনে রাইকভের প্রদত্ত ভাষণের সঙ্গে ষোড়শ কংগ্রেসে তাঁর ভাষণের তুলনা করুন। দু'য়ের ভেতর বিস্তর ফারাক আছে। সেখানে তিনি সম্মেলনের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে ছল আর কৌশল খাটালেন।

এখানে তিনি তাঁর ত্রুটিগুলিকে স্বীকার করে নিতে স্পষ্টাস্পষ্ট ও খোলাখুলি প্রয়াস পেয়েছেন, দক্ষিণপন্থী বিরোধীপক্ষ থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেছেন ও ভ্রষ্টাচারীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে পার্টিকে সমর্থনের শপথ করেছেন। কোত্থেকে এল এমন পরিবর্তন, আর কেমনভাবেই-বা একে ব্যাখ্যা করা যাবে? এটা নিশ্চয়ই ব্যাখ্যা করতে হবে দক্ষিণপন্থী বিরোধীপক্ষের নেতাদের পক্ষে পার্টিতে উদ্ভূত এক বিপজ্জনক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে। সে-ক্ষেত্রে এতে কিছু বিস্ময়ের নেই যে কংগ্রেস এই নির্দিষ্ট উপলব্ধি অর্জন করেছে যে এসব লোকদের কাছ থেকে কিছুই পাওয়া যাবে না যদি না তাঁদের ওপর চাপ দেওয়া যায়। (**সকলের হাস্যরোল। দীর্ঘ করতালি।**)

কেন্দ্রীয় কমিটির নভেম্বর প্লেনামের কাছে যে শপথ তিনি করেছিলেন তা পালন করার কোনও সুযোগ কি যুগলানোভ পেয়েছিলেন? হাঁ, তিনি পেয়েছিলেন। মস্কো বিদ্যুৎ কারখানায় অ-পার্টি সভার কথা আমি বলতে চাইছি, সেখানে তিনি সম্প্রতি বক্তৃতা দিয়েছেন। আর হলটা কি? একজন বলশেভিকের পক্ষে যেমন যথাযথ তেমন বক্তব্য রাখার বদলে তিনি পার্টি-লাইনের খুঁত খুঁজতে শুরু করলেন। সে-জন্য তিনি অবশ্য কারখানার পার্টি-শাখা কর্তৃক উচিত মতোই প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন।

এবার সেই বক্তৃতার সঙ্গে আজকের প্রাভদায় মুদ্রিত তাঁর বিবৃতির তুলনা করুন। দু'য়ের মধ্যে এক দুস্তর ব্যবধান বিদ্যমান। এই পরিবর্তনকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে? আবার তা করা যাবে সেই বিপজ্জনক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে পার্টিতে যা দক্ষিণপন্থী বিরোধীপক্ষের প্রাক্তন নেতাদের চারপাশে উদ্ভূত হয়েছে। সেক্ষেত্রে এতে বিস্ময় সামান্যই হতে পারে যে পার্টি এ থেকে এক নির্দিষ্ট শিক্ষা অর্জন করেছে, যথা এসব লোকদের কাছ থেকে কিছুই পাওয়া যায় না যদি না তাঁদের ওপর চাপ ফেলা যায়। (**সাধারণের হাস্যরোল। করতালি।**)

অথবা, উদাহরণস্বরূপ, ধরুন তমস্কির কথা। সম্প্রতি তিনি তিফলিসে ট্রান্সককেশীয় সম্মেলনে[৩] ছিলেন। ফলতঃ, তিনি তাঁর অন্যায় সংশোধনের একটা সুযোগ পেয়েছিলেন। আর হলটা কি? তাঁর ভাষণে তিনি রাষ্ট্রীয় খামার, যৌথ খামার, সমবায়, সাংস্কৃতিক বিপ্লব ও অনুরূপ সর্ববিধ বিষয় নিয়ে আলোচনা করে গেলেন কিন্তু প্রধান বিষয়টি অর্থাৎ ট্রেড ইউনিয়নসমূহের সারা-ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের ভেতর তাঁর সুবিধাবাদী কার্যকলাপ সম্বন্ধে

একটি শব্দও উচ্চারণ করলেন না। আর একেই বলে পার্টিকে প্রদত্ত প্রতিজ্ঞা-পূরণ! লক্ষ লক্ষ চোখ আমাদের সবাইয়ের ওপর লক্ষ্য রাখছে এবং এই বিষয়ে তুমি কাউকেই কৌশল করে ঠকাতে পারবে না এই জিনিসটা উপলব্ধি না করেই তিনি পার্টিকে কৌশল করে ঠকাতে চেয়েছিলেন।

এবার তাঁর তিফলিসের ভাষণের সঙ্গে এই কংগ্রেসে প্রদত্ত তাঁর ভাষণের তুলনা করুন, এখানে তিনি এ. ইউ. সি. সি. টি. ইউ-এর নেতৃত্বের ক্ষেত্রে তাঁর সুবিধাবাদী ভুলগুলিকে সরাসরি ও খোলাখুলি স্বীকার করেছেন। এ দু'য়ের মধ্যে দুস্তর ফারাক আছে। এই ফারাককে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? আবারও তা যায় সেই বিপজ্জনক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে যেটা দক্ষিণপন্থী বিরোধীপক্ষের প্রাক্তন নেতাদের চারপাশে উদ্ভূত হয়েছে। সেক্ষেত্রে এতে সামান্যই বিস্ময় থাকতে পারে যে এই কমরেডদের দিয়ে যাতে তাঁদের দায়িত্ব-গুলি পালন করানো যায় সেজন্য কংগ্রেস তাঁদের ওপর যথাবিহিত চাপ সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছে। (**করতালি। সভাকক্ষের চারিধারে সাধারণ হাস্যধ্বনি।**)

এই কমরেডদের প্রতি কংগ্রেস এখনো যে অবিশ্বাস পোষণ করে তার উৎস হল এইটাই।

দক্ষিণপন্থী বিরোধীপক্ষের প্রাক্তন নেতাদের এই যে অদ্ভুত থেকেও অতিরিক্ত আচরণ সেটা কিভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে?

এই ঘটনাটিই-বা কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে অতীতে তাঁরা বাইরের চাপ ব্যতিরেকে স্বেচ্ছায় তাঁদের অঙ্গীকারগুলি পালনের জন্য একবারও প্রয়াস পাননি?

এটা অন্ততঃ দুটি পরিস্থিতির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়।

প্রথমতঃ, এই ঘটনার দ্বারা যে পার্টি-লাইনটি সঠিক এ ব্যাপারে তখনো পর্যন্ত পুরোপুরি নিশ্চিত না হয়ে সাময়িকভাবে মাথা নিচু রেখে এবং পার্টির বিরুদ্ধে আরেকবার খোলাখুলি বেরিয়ে আসার জন্য এক উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় থেকে তারা গোপনে গোপনে কিছু একটা উপদলীয় কার্যকলাপ অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছিল। তারা যখন তাদের উপদলীয় সভাগুলিতে হাজির হতো ও পার্টির প্রশ্নগুলি আলোচনা করত তখন তারা সাধারণতঃ এইভাবে হিসেব করত: বসন্তকাল অবধি অপেক্ষা করা যাক; পার্টি তখন হয়তো কাস্তে হাতে রোপণের জন্য এগিয়ে আসবে, তখনই আমরা আঘাত

হানব—জোর আঘাত। কিন্তু বসন্তকাল তাদের কোনও সুবিধা দিল না, রোপণের কাজ সফলভাবেই এগোল। তখন তারা নতুন করে হিসেব করল: শরৎ পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাক, পার্টি তখন হয়তো কাস্তে হাতে শস্য-সংগ্রহের জন্য এগিয়ে যাবে, তখনই আমরা কেন্দ্রীয় কমিটির ওপর আঘাত হানব। কিন্তু শরৎও তাদের কষ্টের পুরস্কারস্বরূপ কিছুই না দিয়ে তাদের নিরাশ করল। এবং প্রত্যেক বছর বসন্ত আর শরৎ যেমন ফিরে ফিরে আসে দক্ষিণপন্থী বিরোধী-পক্ষের প্রাক্তন নেতারাও তেমন একবার বসন্ত আরেকবার শরতের ওপর তাদের আশা নিবদ্ধ করে সময়ের প্রতীক্ষা করে চলে। (**সভাকক্ষ জুড়ে সাধারণ হাস্যরোল।**)

স্বভাবতঃই পার্টির ওপর আঘাত হানার জন্য এক অনুকূল মুহূর্তের প্রত্যাশায় তারা যেহেতু মরশুমের পর মরশুম প্রতীক্ষায় সময় কাটিয়ে চলে সেহেতু তারা তাদের অঙ্গীকার পালনে অক্ষম হয়।

পরিশেষে **দ্বিতীয় কারণটি।** সেটি নিহিত রয়েছে এই পরিস্থিতিতে যে দক্ষিণপন্থী বিরোধীপক্ষের প্রাক্তন নেতারা আমাদের বলশেভিক হারের বিকাশকে উপলব্ধি করেন না, ঐ হারগুলিতে বিশ্বাস করেন না এবং সাধারণ-ভাবে এমন কোনও কিছুই স্বীকার করে নেবেন না যা ক্রমিক বিকাশের মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, জিনিসগুলিকে নিজের নিজের পথ অনুসরণ করতে দেওয়া হবে—এই মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। তদুপরি আমাদের বলশেভিক বেগ, আমাদের বিকাশের নতুন পদ্ধতি যা পুনর্নির্মাণের সময়পর্বের সঙ্গে বিজড়িত, শ্রেণী-সংগ্রামের তীব্রায়ন ও সেই তীব্রায়নের পরিণতি তাদেরকে বিপদাশঙ্কা, বিভ্রান্তি, ভীতি ও সন্ত্রাসে আবিষ্ট করে তোলে। সুতরাং এটা স্বাভাবিক যে আমাদের পার্টির সবচেয়ে তীক্ষ্ণ শ্লোগানগুলির সঙ্গে জড়িত সমস্ত কিছু থেকেই তারা সংকুচিত হয়ে যাবে।

তারা সেই একই রোগে আক্রান্ত যা ছিল চেকভের সুবিদিত চরিত্র বেলিকোভ—গ্রীকের শিক্ষক—'বস্ত্রাবৃত মানুষ'-এর। চেকভের গল্প 'বস্ত্রাবৃত মানুষ' মনে পড়ে? মনে পড়বে সেই চরিত্রটি কি গ্রীষ্ম কি ঠাণ্ডা আবহাওয়া সর্বদাই যে হাতে একটা ছাতা নিয়ে গামবুট আর পুরু কাপড়ের কোট পরনে ঘুরে বেড়াত। 'মাপ করবেন, এই জুলাইয়ের গরমে কেন গামবুট আর একটা পুরু কাপড়ের কোট চাপিয়েছেন?' বেলিকোভকে প্রশ্ন করা হতো। বেলিকোভ বলতেন: 'বলতে তো পারেন না, উল্টোপাল্টা কিছু একটা ঘটে যেতে পারে;

হঠাৎ বরফ নামতে পারে—তাহলে কি হবে?' (সাধারণের হাস্যরোল। করতালি।) তাঁর ধূসর রসহীন জীবনে যা কিছু নতুন, যা কিছু তাঁর রোজনামচার বাইরে তাকেই তিনি ভয় পেতেন প্লেগের মতো। নতুন একটা রেস্তোরাঁ যদি খোলা হতো বেলিকোভ তৎক্ষণাৎ সশঙ্ক হতেন, বলতেন: 'একটা রেস্তোরাঁ থাকা অবশ্য চমৎকার ব্যাপার, কিন্তু সাবধান, প্রতিকূল কিছু একটা ঘটে যেতে পারে।' একটা নাট্যসংস্থা যদি তৈরী হয় বা একটা পাঠাগার খোলা হয় বেলিকোভ আবার সন্ত্রস্ত হতেন, বলতেন: 'একটা নাট্যসংস্থা, একটা নতুন পাঠাগার—কি হবে ওসব দিয়ে? সাবধান—গোলমাল কিছু হতে পারে!' (সাধারণের হাস্যরোল।)

এই একই কথা নিশ্চয় বলতে হবে দক্ষিণপন্থী বিরোধীদের প্রাক্তন নেতাদের সম্বন্ধে। মনে আছে সেই কারিগরী কলেজগুলিকে অর্থনৈতিক গণ-কমিশার-মণ্ডলীতে স্থানান্তর করার কথা? আমরা শুধু দুটি কারিগরী কলেজকে জাতীয় অর্থনীতিবিষয়ক সর্বোচ্চ কাউন্সিলে স্থানান্তর করতে চেয়েছিলাম। মনে হয় যে ব্যাপারটা সামান্যই। কিন্তু তথাপি আমরা দক্ষিণপন্থী ভ্রষ্টাচারীদের তরফ থেকে প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হয়েছিলাম। 'জা. অ. স. কা-র হাতে দুটি কারিগরী কলেজ তুলে দেওয়া? কেন? আরেকটু অপেক্ষা করা কি ভাল নয়? সাবধান—এই পরিকল্পনার ফলে গোলমাল কিছু হয়ে যেতে পারে।' তথাপি আজ আমাদের সবকটি কারিগরী কলেজকেই অর্থনৈতিক গণ-কমিশার-মণ্ডলীতে স্থানান্তর করা হয়েছে। আর সব কিছুই আমাদের ভালমত চলছে।

অথবা, দৃষ্টান্তস্বরূপ, ধরুন কুলাকদের বিরুদ্ধে গৃহীত জরুরী ব্যবস্থাগুলিকে। সেই সময়ে দক্ষিণপন্থী বিরোধী নেতাদের হাত-পা ছোঁড়া মনে পড়ে? 'কুলাকদের বিরুদ্ধে জরুরী ব্যবস্থা? কেন? কুলাকদের সম্বন্ধে একটা উদার নীতি গ্রহণই কি আরও ভাল হতো না? সাবধান—এই পরিকল্পনার ফলে গোলমাল কিছু হতে পারে!' তথাপি আজ আমরা কুলাকদেরকে একটি শ্রেণী হিসেবে উৎসাদনের কর্মনীতি চালিয়ে যাচ্ছি যে কর্মনীতিটির তুলনায় কুলাকদের বিরুদ্ধে জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ নিছক তুচ্ছ ব্যাপার। আর সব কিছুই আমাদের ঠিকমতো চলছে।

অথবা, দৃষ্টান্তস্বরূপ, ধরুন যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামারগুলির কথা। 'রাষ্ট্রীয় খামার আর যৌথ খামার? কিসের জন্য ওসব? এত ব্যস্ত কেন? মনে

রাখবেন, এই রাষ্ট্রীয় আর যৌথ খামারের পরিণতিতে কিছু একটা ঘটে যেতে পারে।'

ইত্যাদি ইত্যাদি আরও সব এরকম।

নতুন সম্পর্কে এই ভীতি, নতুন সমস্যাগুলিকে এক নতুন পথে বিবেচনা করায় এই অক্ষমতা, 'কিছু একটা গোলমাল হয়ে যেতে পারে' এই আশংকা, বস্ত্রাবৃত মানুষের এই স্পর্শই দক্ষিণপন্থী বিরোধীদের পূর্বতন নেতাদেরকে পার্টির সঙ্গে যথাযথভাবে মিলিত হতে বাধা দেয়।

বস্ত্রাবৃত মানুষের এই স্পর্শই তাদের ক্ষেত্রে বিশেষ রকম হাস্যকর সব রূপ গ্রহণ করে যখন বিপদ দেখা দেয়, যখন দিগন্তে সামান্যতম মেঘেরও আভাস আসে। দেশের যে-কোনও জায়গায় যে মুহূর্তে কোনও সমস্যা বা সংঘাতের ঘটনা হয় তখনই কোনও কিছু গোলমাল হতে পারে এই ভয়ে তারা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। একটি আরশোলাও যদি কোথাও খড়মড়ে শব্দ করে ওঠে তাহলে সেটা গর্ত থেকে বেরিয়ে আসার অনেক আগেই তারা ভীতিগ্রস্ত হয়ে পিছু হঠতে শুরু করে এবং একটা বিপর্যয়ের, সোভিয়েত শাসনের পতনের কথা তুলে আর্তনাদ করতে শুরু করে দেয়। (**উচ্চকণ্ঠ হাস্যরোল**।)

আমরা তাদের এই বলে শান্ত করতে, তাদের মনে বিশ্বাস আনতে সচেষ্ট হই যে এখনো পর্যন্ত কোনও বিপজ্জনক কিছু ঘটেনি, যাই হোক ওটা আর-শোলা মাত্র—ও থেকে ভয় পাওয়ার দরকার নেই। কিন্তু সে-সব নিষ্ফল। তারা আর্তনাদ করতেই থাকে: 'বলেন কি, ওটা একটা আরশোলা? না—ওটা আরশোলা নয়, ওটা সহস্র বন্য জন্তু! ওটা আরশোলা নয়, ওটা মৃত্যুগহ্বর—সোভিয়েত জমানার পতন।'··· আর চলতে থাকে এক নিত্য হট্টগোল। বুখারিন বিষয়টির ওপর তাত্ত্বিক নিবন্ধ লেখেন ও তা কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে প্রেরণ করেন, তাতে দৃঢ়ভাবে বলা হয়েছে যে কেন্দ্রীয় কমিটির কর্মনীতি দেশে ধ্বংস ডেকে এনেছে এবং সেই মুহূর্তেই যদি না-ও হয় তবে বড়জোর এক মাসের মধ্যে সোভিয়েত জমানা নিশ্চিত বিনষ্ট হবে। রাইকভ নিজেকে বুখারিনের তত্ত্বের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট করেন অবশ্য এই দ্বিধা নিয়ে যে বুখারিনের সঙ্গে তাঁর এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মতভেদের বিষয় আছে যথা তাঁর মতে সোভিয়েত শাসন এক মাসের মধ্যে নয়, তা এক মাস দু'দিন পরে বিনষ্ট হবে। (**সাধারণের হাস্যরোল**।) তমস্কিও নিজেকে বুখারিন ও রাইকভের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করেন কিন্তু তত্ত্ব পরিহারে, একটি দলিল যার জন্য তাঁদেরকে পরবর্তীকালে জবাবদিহি

হতে হবে সেটা পরিহারে তাঁদের অক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান, বলেন : 'কতবার তোমাদের বলেছি যে যা খুশি করে যাও কিন্তু কোনও দলিলপত্র রেখে যেও না, রেখে যেও না কোনও চিহ্ন।' (**সভাকক্ষ জুড়ে প্রচণ্ড হাস্যরোল। দীর্ঘ করতালি।**)

সত্য যে পরবর্তীকালে একটা বছর যখন কেটে গেল আর প্রত্যেক মূর্খই দেখতে পেল যে ঐ আরশোলা সংক্রান্ত বিপদটির সামান্য মূল্যও নেই তখন দক্ষিণপন্থী ভ্রষ্টাচারীরা সাহস পেয়ে এবং এমনকি অল্প কিছুটা দম্ভ প্রকাশেও পরাঙ্মুখ না হয়ে এ কথা ঘোষণা করতে এগিয়ে আসতে শুরু করল যে কোনও আরশোলার ভয়ে তারা ভীত নয় এবং যা-ই হোক ঐ বিশেষ আরশোলাটি ছিল এক দুবল ও ক্ষীণ জীব। (**হাস্যরোল। করতালি।**) কিন্তু সেটা হল একটা বছর কেটে যাওয়ার পর। ইত্যবসরে—এই দীর্ঘসূত্রীদের ধৈর্যসহকারে সহ্য করে যান।

কমরেড, এইসব পরিস্থিতিই দক্ষিণপন্থী বিরোধীদের প্রাক্তন নেতাদেরকে পার্টি-নেতৃত্বের অন্তঃসারের ঘনিষ্ঠতর হয়ে আসতে ও তার সঙ্গে পুরোপুরি লীন হয়ে যেতে বাধা দেয়।

এখানে পরিস্থিতির প্রতিবিধান কিভাবে হতে পারে?

একটি মাত্র পথে তা হতে পারে : তাদের অতীত থেকে চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে আসা, নতুন করে তাদের শক্তিসম্পন্ন করা ও বলশেভিক হারের বিকাশের জন্য লড়াইয়ে, দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে পুরোপুরি লীন হয়ে যাওয়া।

নান্য পন্থা।

দক্ষিণপন্থী বিরোধীদের পূর্বতন নেতারা যদি এটা করতে পারেন তো বেশ ভাল। নইলে নিজেদের ওপর ছাড়া আর কারুর ওপরেই তাঁদের দোষ চাপানোর জায়গা থাকবে না। (**সমগ্র সভাকক্ষ জুড়ে দীর্ঘ করতালি। আনন্দধ্বনি। সকলে উঠে দাঁড়ান ও 'আন্তর্জাতিক' সঙ্গীত গান।**)

প্রাভদা, সংখ্যা ১৮১
৩রা জুলাই, ১৯৩০

কমরেড শাতুনোভস্কিকে চিঠি

কমরেড শাতুনোভস্কি,

আপনার প্রথম চিঠিটি (লিব্‌নেখ্‌ট সম্বন্ধে) আমি মনে করতে পারছি না। আপনার দ্বিতীয় চিঠিটি (সমালোচনা প্রসঙ্গে) আমি পড়েছি। সমালোচনা নিশ্চয়ই আবশ্যক ও বাধ্যতামূলক, কিন্তু তা এক শর্তে যে তা শূন্যসার নয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ আপনার সমালোচনাটি বন্ধ্যা বিনা ভিন্ন কিছু নয়। এক এক করে তার আলোচনা করা যাক।

(১) এটা সত্য নয় যে বিপ্লবের আগে **কেবল** কুলাকরাই জমি কিনত। বস্তুতঃ কুলাক ও **মাঝারি** কৃষক উভয়েই জমি কিনে থাকত। জমি ক্রয়কারী কৃষক পরিবারগুলিকে যদি সামাজিক গোষ্ঠী অনুসারে ভাগ করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে তাদের একটা বৃহত্তর অংশই আসছে কুলাকদের চেয়েও বেশি মাঝারি কৃষকদের থেকে। কিন্তু ক্রীত জমির পরিমাণকেই যদি মাপকাঠি ধরা হয় তাহলে কুলাকদেরই প্রাধান্য দৃষ্ট হবে। আমার বক্তৃতায়[৭] অবশ্য মাঝারি কৃষকদের কথাই আমার মনে ছিল।

(২) লেনিনবাদী অবস্থানে জড়বুদ্ধিদের প্রত্যাবর্তন এই কথাটি হল এই বক্তব্যটি প্রকাশেরই এক ভিন্ন কায়দা যে তারা তাদের ভ্রান্তিগুলি পরিত্যাগ করছে। আমি বিশ্বাস করি যে এটা স্পষ্ট ও বোধগম্য। এ ব্যাপারে আপনার 'সমালোচনামূলক' মন্তব্য সত্যই হাস্যোদ্দীপক।

(৩) রাই শস্যকে শুয়োরের খাদ্যে রূপান্তর সম্বন্ধেও আপনি অনুরূপই ভ্রান্ত। এখানে আমি যেটা বোঝাতে চাইছি তা এই নয় যে শুয়োরকেও রাই শস্য খাওয়ানো যেতে পারে, আমি বলছি এই যে রাইয়ের ক্ষেত্রে এক **অত্যুৎপাদনের সংকট** হয়েছে[৮] যার ফলে রাই ফলনকারী এলাকাকে প্রসারিত করা অলাভজনক হয়ে পড়েছে ও তা পুঁজিপতিদেরকে বাধ্য করছে (দাম বজায় রাখার জন্য) এক বিশেষ রাসায়নিক প্রযুক্তির দ্বারা রাইকে নষ্ট করে ফেলতে যাতে তা কেবল শুয়োরের খাদ্যের যোগ্য হয় (এবং মানুষের ভোগের পক্ষে অনুপযুক্ত হয়)। এই 'সামান্য ব্যাপারটিকে' আপনি দেখেও না-দেখে পারেন কি করে?

(৪) আপনি আরও ভুল করছেন এইরকম ধারণা পোষণ করে যে ধনতন্ত্রের অবক্ষয় তার বৃদ্ধিকে পূর্বাহ্নেই ব্যাহত করে। লেনিনের *সাম্রাজ্যবাদ*[৯] পড়ুন এবং বুঝবেন যে কতকগুলি শিল্পে ও দেশে ধনতন্ত্রের অবক্ষয় অন্যান্য শিল্পে ও দেশে ধনতন্ত্রের বৃদ্ধিকে পূর্বাহ্নে ব্যাহত করে না বরং স্বীকারই করে নেয়। লেনিনের লেখার মধ্যে এই 'সামান্য ব্যাপারটি'কে দেখতে কিভাবে ব্যর্থ হন? সমালোচনা যদি করতে চান তবে করুন কিন্তু লেনিনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে করুন এবং আপনার সমালোচনাকে যদি ফলপ্রসূ করতে চান তবে কেবল ঐ দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই সমালোচনা করুন।

(৫) আপনি একই রকমের ভুল করেন যখন আমাদের দেশকে আপনি 'ঔপনিবেশিক ধরন'-এর বলে বর্ণনা করেন। ঔপনিবেশিক দেশগুলি হল মুখ্যতঃ প্রাক-পুঁজিবাদী দেশ। কিন্তু আমাদেরটা হল এক পুঁজিবাদ-উত্তর দেশ। প্রথমোক্তটি বিকশিত পুঁজিবাদের স্তরে পৌছায়নি। শেষোক্তটি বিকশিত পুঁজিবাদকে ছাপিয়ে গেছে। এরা হল দুটি বুনিয়াদী পৃথক ধরনের। কমরেড সমালোচক, এই 'সামান্য ব্যাপারটা' ভুলতে পারা যায় কি করে?

(৬) আপনি এতে বিস্মিত হয়েছেন যে স্তালিনের মতানুযায়ী নতুন অর্থনীতিবিষয়ক ক্যাডারদের পুরানোদের চাইতে প্রকৌশলগত দিক থেকে আরও অভিজ্ঞ হতে হবে।[১০] প্রশ্ন উঠতে পারে যে এটা কেন? এটা কি সত্য নয় যে আমাদের দেশে আমাদের পুরানো অর্থনীতিবিষয়ক ক্যাডাররা সেই পুনরুদ্ধার পর্বের সময়কালে প্রশিক্ষিত হয়েছিল যখন পুরানো আর প্রকৌশলগত পশ্চাৎপদ কারখানাগুলি সামর্থ্যানুসারে কাজ করছিল এবং ফলতঃ তারা বেশি প্রকৌশলী অভিজ্ঞতা অর্জনে সমর্থ হয়নি? এটা কি সত্য নয় যে পুনর্গঠনের পর্বে যখন নতুন, আধুনিক প্রকৌশলী সরঞ্জাম প্রযুক্ত হচ্ছে তখন পুরানো অর্থনীতিবিষয়ক ক্যাডারদেরকে প্রায়শঃই নতুন, যোগ্যতর প্রকৌশলবিদ ক্যাডারদের কাছে হার মেনে নতুন প্রক্রিয়ায় পুনঃপ্রশিক্ষিত করে তুলতে হবে? আপনি কি সত্যসত্যই অস্বীকার করবেন যে পুরানো অর্থনীতিবিষয়ক ক্যাডার যারা পুরানো কারখানাগুলিকে সেগুলির সামর্থ্যানুসারে চালাতে বা সেগুলিকে পুনরায় চালু করতে প্রশিক্ষিত তাঁরা প্রায়শঃই শুধু যে নতুন যন্ত্রপাতির সঙ্গে তা-ই নয়, আমাদের নতুন বেগমাত্রার সঙ্গেও এঁটে উঠতে পুরোপুরি অক্ষম প্রমাণিত হন?

(৭) আমি আপনার চিঠিতে উত্থাপিত অন্যান্য বিষয়গুলি নিয়ে

আলোচনায় যাব না, সেগুলি আরও ক্ষুদ্র ও আরও সামান্য, যদিও ঠিক একই রকম ভ্রান্ত।

(৮) আপনি আমার প্রতি আপনার 'নিষ্ঠার' কথা তুলেছেন। সম্ভবতঃ ওটা নেহাৎই এক দৈবাৎ উক্তি। সম্ভবতঃ ··কিন্তু ঐ কথাটি যদি দৈবাৎ না-ই হয় তবে আমি আপনাকে ব্যক্তির প্রতি নিষ্ঠার 'নীতিটি' বর্জনের পরামর্শ দেব। এটা বলশেভিক পদ্ধতি নয়। শ্রমিকশ্রেণী, তার পার্টি, তার রাষ্ট্রের প্রতি নিষ্ঠাবান হোন। সেটা হল এক চমৎকার ও কাযকর ব্যাপার। কিন্তু তার সঙ্গে ব্যক্তির প্রতি নিষ্ঠাকে—দুর্বলচেতা বুদ্ধিজীবীদের এই বাজে ও ব্যর্থ ছলকে গুলিয়ে ফেলবেন না।

কমিউনিস্ট অভিনন্দনসহ,

আগস্ট, ১৯৩০

জে. স্তালিন

কমরেড CH-এর কাছে চিঠি

কমরেড CH,

আপনার টীকাটি ভুলবোঝাবুঝিতে ভরা। পঞ্চদশ পার্টি সম্মেলনে আমার রিপোর্টে 'শিল্পায়নের স্বার্থ (অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ)-এর সঙ্গে শ্রমজীবী জনগণের মূল সাধারণ অংশের স্বার্থের ঐক্য'-এর কথা বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে আমাদের শিল্পায়নের পদ্ধতি অর্থাৎ শিল্পায়নের সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতি 'ব্যাপক বিশাল জনগণের দারিদ্র্য নয়, বরং তাদের জীবনযাত্রার মানে এক উন্নতি এনে দেয়, আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বগুলিকে তীব্র করে না বরং তাকে মসৃণ করে দেয় ও তাকে অতিক্রম করে।'[১১] সুতরাং এখানে ব্যাপারটি হল শ্রমিক-শ্রেণী ও শ্রমজীবী জনগণের মূল সাধারণ অংশের বিশেষতঃ কৃষকসমাজের মূল সাধারণ অংশের মৈত্রীবন্ধন সম্বন্ধীয়। সুতরাং এখানে ব্যাপারটি হল ঐ **মৈত্রী-বন্ধনের অভ্যন্তরে** দ্বন্দ্বগুলির সম্বন্ধে যা শিল্পায়ন যেমন বাড়বে অর্থাৎ দেশের শ্রমিকশ্রেণীর শক্তি ও প্রভাব যেমন বাড়বে তেমন সফলভাবে মসৃণ হয়ে যাবে ও অতিক্রম করা যাবে।

আমার রিপোর্টে এই বিষয়টিই আলোচিত হয়েছে।

কিন্তু এ-সব ভুলে গিয়ে আপনি সর্বহারাশ্রেণী ও কুলাকদের মধ্যেকার দ্বন্দ্বগুলির পক্ষে যুক্তি দেখাচ্ছেন যে দ্বন্দ্বগুলি সেই মৈত্রীবন্ধনের পরিধির বাইরে পড়ে ও যতক্ষণ পর্যন্ত না কুলাকদেরকে একটি শ্রেণী হিসেবে উৎখাত করছি ততক্ষণ পর্যন্ত যেগুলি বৃদ্ধি পাবে ও তীব্রতর হয়ে উঠবে।

অনুমিত হয় যে আপনি দুটি ভিন্ন বিষয়কে গুলিয়ে ফেলেছেন। সর্বহারা-শ্রেণী ও শ্রমজীবী জনগণের মূল সাধারণ অংশের ভেতরকার দ্বন্দ্বকে আপনি সর্বহারাশ্রেণী ও কুলাকদের ভেতরকার দ্বন্দ্বের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছেন।

ব্যাপারটা স্পষ্ট তো? মনে হয় যে স্পষ্টই।

কমিউনিস্ট অভিনন্দনসহ,

নভেম্বর, ১৯৩০ **জে. স্তালিন**

কমরেড Ch,

(১) আপনার প্রথম চিঠিতে আপনি 'দ্বন্দ্ব' শব্দটি নিয়ে **খেলা** করেছেন ও মৈত্রীবন্ধনের বাইরের দ্বন্দ্বগুলি (অর্থাৎ সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব ও দেশের পুঁজিবাদী শক্তিসমূহের ভেতরকার দ্বন্দ্ব) এবং মৈত্রীবন্ধনের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-গুলি (অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের মূল সাধারণ অংশের ভেতরকার দ্বন্দ্ব)-কে **একত্রে তালগোল পাকিয়ে** ফেলেছেন। মার্কসবাদীদের পক্ষে অনন্মুমোদনীয় এই খেলাটি আপনি এড়াতে পারতেন যদি পার্টি এবং ট্রট্স্কি-পন্থীদের ভেতরকার মতানৈক্যগুলির মূল কারণগুলি অনুধাবনের কষ্টটুকু করতেন। ট্রট্স্কিপন্থীরা আমাদের বলেছিল :

(ক) মাঝারি কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণীর ভেতরকার দ্বন্দ্বগুলিকে **আপনারা সামলাতে পারবেন না**; সেগুলি সংঘটিত হবেই ও মৈত্রীবন্ধনটিও বিনষ্ট হবে যদি একটি বিজয়ী বিশ্ব-বিপ্লব ঠিক সময়ে সাহায্য প্রসার না করে ;

(খ) পুঁজিবাদী শক্তিসমূহকে আপনারা **অতিক্রম করবেন না,** আপনাদের নিজেদের প্রচেষ্টায় আপনারা সম্পূর্ণভাবে সমাজতন্ত্র নির্মাণ করবেন না এবং একটা বিজয়ী বিশ্ব-বিপ্লব সময়মত সাহায্য প্রসার না করলে একটা থার্মিডর অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে।

আমরা জানি যে এই উভয় প্রশ্নেই ট্রট্স্কিপন্থীরা পরাস্ত হয়েছিল। কিন্তু ট্রট্স্কিপন্থীদের সঙ্গে আমাদের বিরোধগুলিকে যথাযথ বিবেচনা করার কোনও ইচ্ছাই আপনার ছিল না। আমার জবাবে আমি সেইজন্যই বাধ্য হয়েছি 'দ্বন্দ্ব' শব্দটিকে নিয়ে আপনার খেলাটাকে প্রকট করে ধরতে এবং বলেছি যে ভিন্নরূপ দ্বন্দ্বের দুটি ধারাকে একত্রে তালগোল পাকিয়ে ফেলাটা অনন্মুমোদনীয়।

এবং এ বিষয়ে আপনার জবাবটা কি ছিল ?

(২) আপনার ভুলটি সততার সঙ্গে স্বীকার করে নেওয়ার বদলে আপনি 'কূটনীতির চালে' প্রশ্নটিকে এড়িয়ে গেলেন ও 'দ্বন্দ্ব' শব্দটিকে নিয়ে খেলা করা থেকে সরে গেলেন '**আভ্যন্তরীণ** দ্বন্দ্ব' শব্দ দুটি নিয়ে খেলা করতে, মৈত্রী-বন্ধনের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও দেশের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে, সর্বহারার একনায়কত্ব ও ধনতন্ত্রের ভেতরকার দ্বন্দ্বকে একত্রে তালগোল পাকিয়ে দিলেন। অর্থাৎ আপনার পুরানো ভ্রান্তিটিই আপনি 'অদৃশ্যভাবে' কেবল তার রূপের দিক থেকে নিছক একটা বদল ঘটিয়ে পুনরাবৃত্ত করে চলছেন। আমি এই সত্যকে গোপন করব না যে দুটি ভিন্নরূপ দ্বন্দ্বকে একত্রে তালগোল পাকিয়ে ফেলা এবং এই

প্রশ্নটিকে 'কূটনীতির চাল মেরে' উপেক্ষা করে যাওয়া হল ট্রট্স্কিপন্থী-জিনো-ভিয়েভপন্থী চিন্তাধারার এক অতি বিশিষ্ট লক্ষণ। আমি ভাবিনি যে আপনি এই রোগে সংক্রামিত। এখন এ ব্যাপারেও আমাকে ভেবে দেখতে হবে।

যেহেতু আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয় যে আর কোন্ খেলায় আপনি নামবেন এবং যেহেতু সাম্প্রতিক ব্যাপার নিয়ে আমি এখন অত্যন্ত বেশি রকম কাজের চাপে আছি যে আমার খেলার অবসর নেই তাই, কমরেড Ch, এখানেই আপনাকে আমার বিদায় জানাতে হচ্ছে।

৭ই ডিসেম্বর, ১৯৩০ — জে. স্তালিন

কমরেড দেমিয়ান বেদ্‌নির প্রতি

(একটি চিঠি থেকে উদ্ধৃত অংশ)

আপনার ৮ই ডিসেম্বরের চিঠি পেয়েছি। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে আপনি আমার উত্তর চান। বেশ, তাই এখানে দিলাম।

সর্বপ্রথমে আপনার কিছু ছোট্ট এবং সামান্য উক্তি ও কটাক্ষ বিষয়ে। এইসব নোংরা 'তুচ্ছ' জিনিসগুলি যদি আকস্মিক হতো তাহলে তা উপেক্ষা করা যেত, কিন্তু সেগুলি এত বেশি সংখ্যক এবং এমন এক প্রাণবন্ত উচ্ছ্বাসে তা 'উজাড় করা হয়েছে' যে সেগুলি আপনার গোটা চিঠিটির সুর বেঁধে দিয়েছে। আর সকলেই জানে যে সুরই সঙ্গীতকে তৈরী করে।

আপনার মূল্যায়নে কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত হল একটা 'ফাঁস'—একটা চিহ্ন যে 'আমার (অর্থাৎ আপনার) সর্বনাশের প্রহর এসে গেছে।' কেন, কিসের ভিত্তিতে? একজন কমিউনিস্টকে কি বলা হবে যদি সে কেন্দ্রীয় কমিটির একটি সিদ্ধান্তের অন্তঃসারকে যথাযথভাবে বিবেচনা করার ও তার ভুলগুলিকে শুধরে নেওয়ার পরিবর্তে সেটাকে একটা 'ফাঁস' বলে গণ্য করে? ···

প্রশংসা যখন প্রাপ্য তখন বহুবারই কেন্দ্রীয় কমিটি আপনাকে প্রশংসা করেছে। এবং বহুবারই পার্টি আপনাকে আমাদের পার্টির বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠী বা সদস্যদের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করেছে (ব্যাপারগুলিকে কিছুটা প্রসারিত করেও)। বহু কবি এবং লেখক যখন ভুল করেছেন তখন কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বারা ভর্ৎসিত হয়েছেন। এই সবই আপনি স্বাভাবিক ও বোধগম্য বলে গণ্য করেছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় কমিটি যখন আপনার ভুলগুলিকে সমালোচনা করতে বাধ্য হল তখন আপনি হঠাৎ খেপে উঠতে ও একটা 'ফাঁস'-এর কথা তুলে চিৎকার করতে শুরু করলেন। কিসের ভিত্তিতে? কেন্দ্রীয় কমিটির বোধহয় আপনার ভুলকে সমালোচনার অধিকার নেই? কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত বোধহয় আপনার ওপর বাধ্যতামূলকভাবে প্রযোজ্য নয়? আপনার কবিতা বোধহয় সব সমালোচনার উর্ধ্বে? দেখতে কি পাচ্ছেন না যে আপনি 'অতিশয় আত্মগর্ব' নামক কিছু একটা দুঃখজনক রোগে আক্রান্ত হয়েছেন? কমরেড দেমিয়ান, আর অল্প একটু বিনয়।···

আপনার ভুলগুলির সারবস্তুটি কি? তা হল এই ঘটনা যে ইউ. এস. এস. আর-এর জীবনের পদ্ধতি ও পরিবেশগত ত্রুটি সম্বন্ধে আপনার সমালোচনা —যেটা হল সমালোচনার এক প্রয়োজনীয় ও অবধারিত জরুরী বিষয়—প্রথম দিকে তা আপনি বেশ অভ্রান্ততা ও দক্ষতার সঙ্গে চালিয়ে গিয়েছিলেন, পরে সেটা আপনাকে এমন দিকে টেনে নিয়ে গেছে যাতে তা আপনার রচনার মধ্যে ইউ. এস. এস. আর-এর, তার অতীত ও বর্তমানের বিষয়ে কুৎসায় পরিণত হয়েছে। এই রকমই হল আপনার 'চুল্লী থেকে নেমে এস' ও 'করুণাহারা' লেখা দুটি। এই রকমই হল আপনার 'পেরেরভা' লেখাটিও যা আমি আজকেই কমরেড মলোটভের পরামর্শে পড়লাম।

আপনি বলছেন যে কমরেড মলোটভ আপনার 'চুল্লী থেকে নেমে এস' শীর্ষক ব্যঙ্গ রচনাটির প্রশংসা করেছেন। সে তো খুবই সম্ভব। আমিও কমরেড মলোটভের থেকে এর কিছু কম প্রশংসা করিনি কারণ এটায় (অন্যান্য ব্যঙ্গ রচনাতেও) বেশ কতকগুলি অনুচ্ছেদ আছে যা সঠিক জায়গায় আঘাত হানে। কিন্তু দুধে কিছু গোমূত্র আছে যা গোটা জিনিসটাকেই নষ্ট করে দেয় ও তাকে এক অবধারিত 'পেরেরভা'-য় পরিণত করেছে। এটাই হল ব্যাপার আর এইটাই এই ব্যঙ্গ রচনাগুলির সুর নির্ধারণ করেছে।

আপনি নিজেই বিচার করুন।

গোটা দুনিয়া আজ স্বীকার করে যে বিপ্লবী আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল পশ্চিম ইউরোপ থেকে রাশিয়ায় স্থানান্তরিত হয়েছে। সকল দেশের বিপ্লবীরা ইউ. এস. এস. আর-এর দিকে আশাভরে তাকায় যে তা হল সারা দুনিয়ার শ্রমজীবী মানুষের মুক্তি-সংগ্রামের কেন্দ্র এবং তাকে তাদের একমাত্র মাতৃভূমি বলে স্বীকৃতি দেয়। সব দেশেই বিপ্লবী শ্রমিকরা সর্বসম্মতভাবে সোভিয়েত শ্রমিকশ্রেণীকে এবং সোভিয়েত শ্রমিকদের অগ্রবাহিনী হিসেবে প্রথমে ও সর্বাগ্রে সেই রুশ শ্রমিকশ্রেণীকে প্রশংসা করে তাদের স্বীকৃত নেতা হিসেবে যা অন্যদেশের সর্বহারাদের চিরকালের স্বপ্নলালিত সবচেয়ে বৈপ্লবিক ও সক্রিয় কর্মনীতিকে কার্যকরী করছে। সকল দেশের বিপ্লবী শ্রমিকদের নেতারা রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর, তার অতীত ও রাশিয়ার অতীতের অত্যন্ত শিক্ষাদায়ী ইতিহাস অধ্যয়ন করছে এ কথা স্মরণ রেখে যে প্রতিক্রিয়াশীল রাশিয়া ছাড়াও অস্তিত্ব ছিল এক বিপ্লবী রাশিয়ার. র‍্যাদিশচেভ ও চের্নিশেভস্কিদের রাশিয়ার, ঝেলিয়াবোভ ও উলিয়ানোভদের, খাল্‌তুরিন ও আলেক্সেয়েভদের রাশিয়ার।

আর এই সবকিছু রুশ শ্রমিকদের হৃদয়কে এমন এক বৈপ্লবিক জাতীয় গর্বে ভরিয়ে দেয় (ভরিয়ে না দিয়ে পারে না!) যা পাহাড়কে টলিয়ে দিতে পারে এবং যাদু ঘটাতে পারে।

আর আপনি? বিপ্লবের ইতিহাসের অন্যতম মহত্তম এই প্রক্রিয়ার অর্থ অনুধাবন করার ও অগ্রসর সর্বহারাশ্রেণীর এক চারণ কবির সুউচ্চ কর্তব্য সম্পাদনে যোগ্য হওয়ার পরিবর্তে দেশের এক শান্ত জায়গায় অবসর নিয়েছেন এবং কারামজিনের রচনার ক্লান্তিকরতম উদ্ধৃতিগুলি ও দোমোস্ত্রয়* থেকে সমান ক্লান্তিকর প্রবচনের মধ্যে এক বিশৃঙ্খলায় জড়িয়ে পড়ার পর গম্বুজ থেকে চিৎকার করতে শুরু করলেন এই বলে যে অতীতে রাশিয়া ছিল এক পতিত জঘন্য দেশ, আজকের রাশিয়া হল এক নির্ভেজাল 'পেরেরভা', 'আলস্য' আর 'উনানপাড়ে গা এলানো'-র বাসনা হল সাধারণভাবে রুশদের মধ্যে এক প্রায়-জাতীয় সুলক্ষণ, সুতরাং সেটা রুশ শ্রমিকদেরও বৈশিষ্ট্য যারা অক্টোবর বিপ্লব সম্পাদিত করার পরেও অবশ্যই রুশ রয়ে যায়। আর একেই আপনি বলেন বলশেভিক সমালোচনা! না, মহান্ সম্মানিতপ্রবর কমরেড দেমিয়ান, এটা বলশেভিক সমালোচনা নয়, বরং এটা হল আমাদের জনগণ সম্পর্কে কুৎসা. ইউ. এস. এস. আর-কে হেয় করা, ইউ. এস. এস. আর-এর সর্বহারাশ্রেণীকে হেয় করা, রুশ সর্বহারাশ্রেণীকে হেয় করা।

আর এর পরেও আপনি চান যে কেন্দ্রীয় কমিটি চুপচাপ থাকবে! আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটি সম্বন্ধে কি ভাবেন?

আর আপনি চান যে আমিও চুপ করে থাকি এই ভিত্তিতে যে আপনি বোধহয় আমার প্রতি এক 'জীবনী সংক্রান্ত দরদ' পোষণ করেন! আপনি কত সরল আর বলশেভিকদের কত সামান্য চেনেন।…

সম্ভবতঃ একজন 'সাক্ষর মানুষ হিসেবে আপনি লেনিনের নীচের কথাগুলি শুনতে গররাজী হবেন না:

> 'জাতীয় গর্বের অনুভূতি কি আমাদের কাছে, বৃহৎ-রুশ শ্রেণী-সচেতন সর্বহারাদের কাছে অপরিচিত? নিশ্চয়ই নয়! আমরা আমাদের ভাষাকে ও আমাদের দেশকে ভালবাসি, আমরা সবার চেয়ে বেশি কাজ করছি

দোমোস্ত্রয়—ষোড়শ শতাব্দীর রুশ সাহিত্যের একটি স্মারক—সামাজিক, ধর্মীয় ও বিশেষ করে পারিবারিক আচরণের একটি বিধি। এটা এখন এক রক্ষণশীল ও অ-সংস্কৃত জীবন-ধারার সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে।—অনুবাদক।

তার মেহনতী জনগণকে (অর্থাৎ তার জনসংখ্যার নয়-দশমাংশকে) গণতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রীদের রাজনৈতিক সচেতন জীবনের স্তরে উন্নীত করতে। অন্য সব কিছুর থেকে আমাদের যা বেশি ব্যথা দেয় তা হল আমাদের চমৎকার এই দেশের ওপর জারের জহ্লাদদের, অভিজাতদের ও পুঁজিপতিদের সংগঠিত দৌরাত্ম্য, নিপীড়ন আর অপমান দেখা ও তা অনুভব করা। এই ঘটনায় আমরা গর্বিত যে এইসব দৌরাত্ম্য আমাদের মধ্যে, বৃহৎ-রুশদের মধ্যে প্রতিরোধ সৃষ্টি করেছে; এর থেকেই এসেছে রাদিশ্চেভ, ডিসেম্ব্রিস্ট ও সত্তরের বিপ্লবী সাধারণরা; ১৯০৫ সালে বৃহৎ-রুশ শ্রমিকশ্রেণী জনসাধারণের এক শক্তিশালী, বিপ্লবী পার্টি গড়ে তুলেছিল; একই সঙ্গে বৃহৎ-রুশ কৃষকরা গণতন্ত্রী হয়ে উঠছিল, পুরোহিত আর জমিদারদের উৎখাত করতে শুরু করেছিল। আমাদের মনে পড়ে যে অর্ধ শতাব্দীকাল আগে বিপ্লবের লক্ষ্যে যিনি প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন সেই বৃহৎ-রুশ গণতন্ত্রী চের্নিশেভস্কি বলেছিলেন: "এক দুর্দশাজনক জাতি, এক ক্রীতদাসের জাতি—আগাগোড়া সবাই ক্রীতদাস।" ঘোষিত এবং অঘোষিত বৃহৎ-রুশ ক্রীতদাসেরা (জার রাজতান্ত্রিক জমানার ক্রীতদাসেরা) এসব কথা আবার মনে আনতে চায় না। তথাপি আমাদের মতে এই কথাগুলি ছিল দেশের জন্য অকৃত্রিম ভালবাসাসিক্ত, যে ভালবাসা ছিল বৃহৎ-রুশ জনগণের সাধারণের মধ্যে এক বৈপ্লবিক উদ্দীপনার অনুপস্থিতির দুঃখে বিমর্ষ। সেই উদ্দীপনা তখন অনুপস্থিত ছিল। এখন তা আছে অল্পই; কিন্তু তা ইতিমধ্যেই আছে। এক জাতীয় গর্বের অনুভূতিতে আমরা আপ্লুত কারণ বৃহৎ-রুশ জাতিও এক বিপ্লবী শ্রেণী গড়ে তুলেছে, তারাও প্রমাণ করেছে যে শুধু অসহায় জনগণের বিরাট হত্যাকাণ্ড, ফাঁসির সারি, অন্ধ কারাগার, বিরাট দুর্ভিক্ষ এবং পুরোহিত, জার, জমিদার ও বণিকদের কাছে ব্যাপক গোলামিই নয়, সেই সঙ্গে মানব জাতিকে স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের চমৎকার দৃষ্টান্তও দেওয়ার তারা যোগ্য।' (লেনিন, **বৃহৎ-রুশদের জাতীয় গৌরববোধ** দ্রষ্টব্য।)[১২]

বিশ্বের মহত্তম আন্তর্জাতিকতাবাদী লেনিন **এইভাবেই** বৃহৎ-রুশদের জাতীয় গৌরবের কথা বলতে পেরেছিলেন।

আর তিনি এ-রকম বলেছিলেন কারণ তিনি জানতেন যে

'বৃহৎ-রুশদের জাতীয় গৌরবের স্বার্থ (হীন অর্থে নয়) বৃহৎ-রুশ (এবং

অন্যান্য সব) সর্বহারাদের সমাজতান্ত্রিক স্বার্থের সঙ্গে একেবারে মিলে যায়।' (ঐ)[১৩]

এখানেই পাচ্ছেন লেনিনের সুস্পষ্ট ও সাহসী 'কর্মসূচী'।

এই 'কর্মসূচী' হল সেই বিপ্লবীদের কাছে পুরোপুরি বোধগম্য ও স্বাভাবিক যারা তাদের শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে, তাদের জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধনে গ্রথিত।

এটা সেলেভিচ্ ধরনের সেই রাজনৈতিক অধঃপতিতদের বোধগম্য ও স্বাভাবিক নয় যারা তাদের শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে, তাদের জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত নয় ও সংযুক্ত থাকতে পারে না।

লেনিনের এই 'কর্মসূচী'কে কি আপনার সাম্প্রতিকতম ব্যঙ্গ রচনাগুলির মধ্যে প্রকাশিত অস্বাস্থ্যকর প্রবণতার সঙ্গে মেলানো যায়?

দুর্ভাগ্যবশতঃ তা পারা যায় না এবং তা যায় না কারণ এ দুয়ের মধ্যে সদৃশ কিছুই নেই।

এইটাই হল আলোচ্য ব্যাপার, আর এটাই বুঝতে আপনি নারাজ।

সেইজন্যই **সমস্ত মূল্য দিয়েও** আপনাকে পুরানো, লেনিনবাদী পথে ফিরতেই হবে।

এইটাই হল আসল ব্যাপার এবং তা কোনও সন্ত্রস্ত বুদ্ধিজীবীর অর্থহীন বিলাপ নয় যে এক সন্ত্রস্ত অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছে এই বলে যে তারা কিভাবে দেমিয়ানকে 'বিচ্ছিন্ন' করতে চায়, যে দেমিয়ানের লেখা 'আর ছাপা হবে না' ইত্যাদি ইত্যাদি।

১২ই ডিসেম্বর, ১৯৩০ **জে. স্তালিন**

ইহুদী-বিরোধিতা

(মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদী সংবাদ প্রতিষ্ঠানের
এক তদন্তের জবাবে)

আপনাদের তদন্তের জবাবে :

উগ্র জাতি ও বর্ণদম্ভ হল স্বগোত্রভোজনের আমলের বৈশিষ্ট্য মানবদ্বেষী প্রথাগুলিরই রেশ বিশেষ। উগ্র বর্ণদম্ভের এক চূড়ান্ত রূপ হিসেবে ইহুদী-বিরোধিতা হল স্বগোত্রভোজনের সবচেয়ে বিপজ্জনক রেশ।

ইহুদী-বিরোধিতা হল শোষকদের কাছে সুবিধাজনক এই দিক থেকে যে তা এমন এক বজ্রবারক যা পুঁজিবাদের প্রতি উদ্দিষ্ট শ্রমজীবী জনগণের আঘাতকে বিপথগামী করে দেয়। ইহুদী-বিরোধিতা হল শ্রমজীবী জনগণের পক্ষে বিপজ্জনক কারণ তা এমন এক ভ্রান্ত পথ যা তাদেরকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করে ও তাদেরকে জঙ্গলে টেনে নামায়। সুতরাং অবিচল আন্ত-র্জাতিকতাবাদী হিসেবে কমিউনিস্টরা ইহুদী-বিরোধিতার আপোষহীন অঙ্গী-কারবদ্ধ শত্রু না হয়ে পারে না।

ইউ. এস. এস. আর-এ সোভিয়েত ব্যবস্থার এক নিদারুণ বৈরী ব্যাপার হিসেবে ইহুদী-বিরোধিতা হল আইনের চূড়ান্ত কঠোরতার সঙ্গে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ইউ. এস. এস. আর-এর আইন অনুসারে সক্রিয় ইহুদী-বিরোধীরা মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য।

১২ই জানুয়ারি, ১৯৩১ জে. স্তালিন

প্রাভদা সংবাদপত্র, সংখ্যা ৩২৯
৩০শে নভেম্বর, ১৯৩৬-এ প্রথম প্রকাশিত

উদ্যোগ-কর্মকর্তাদের কর্তব্য

(সমাজতান্ত্রিক শিল্পের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের প্রথম সারা-ইউনিয়ন সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ,১৪ ৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ১৯৩১)

কমরেড, আপনাদের সম্মেলনের আলোচনাদি সমাপ্তির মুখে। এবার আপনারা প্রস্তাব গ্রহণ করতে চলেছেন। আমার সন্দেহ নেই যে এগুলি সর্ব-সম্মতভাবেই গৃহীত হবে। এইসব প্রস্তাবে—আমি এগুলির সঙ্গে কিছুটা পরিচিত—আপনারা ১৯৩১ সালের শিল্পের নিয়ন্ত্রণ পরিসংখ্যানগুলি অনুমোদন করেছেন ও সেগুলি পূরণে শপথবদ্ধ হয়েছেন।

একজন বলশেভিকের কাছে তার কথাই হল তার চুক্তি। বলশেভিকরা তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণে অভ্যস্ত। কিন্তু ১৯৩১ সালের নিয়ন্ত্রণ পরিসংখ্যান পূরণের প্রতিশ্রুতির অর্থ কি? এর অর্থ হল শিল্পজ উৎপাদনের ৪৫ শতাংশ বৃদ্ধিকে নিশ্চিত করা। আর সেটা হল বেশ বড় কাজ। তার চেয়েও বেশি। এই ধরনের একটি অঙ্গীকারের অর্থ এই যে আপনারা যে শুধু চার বছর সময়-কালের মধ্যে আমাদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পূরণের শপথ নিচ্ছেন তাই নয়—সে ব্যাপার তো ইতিমধ্যেই স্থির হয়ে গেছে এবং তার ওপর আর কোনও প্রস্তাবও নিষ্প্রয়োজন—**এর অর্থ এই যে আপনারা এটি তিন বছরের মধ্যে সকল বুনিয়াদি ও নির্ণায়ক শিল্পশাখাতেও পূরণের প্রতিজ্ঞা নিচ্ছেন!**

এটা ভাল কথা যে সম্মেলন একটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ১৯৩১ সালের পরি-কল্পনা পূরণ করার, তিন বছরের মধ্যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পূরণ করার। কিন্তু এক 'তিক্ত অভিজ্ঞতার' শিক্ষা আমাদের হয়েছে। আমরা তো জানি যে প্রতিশ্রুতি সর্বদা পালিত হয় না। ১৯৩০ সালের শুরুতেও ঐ বছরের পরি-কল্পনা পূরণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। সে-সময় প্রয়োজন ছিল আমাদের শিল্পের উৎপাদনকে ৩১ থেকে ৩২ শতাংশ বর্ধিত করা। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি সর্বাংশে রক্ষিত হয়নি। বস্তুতঃ ১৯৩০ সালে শিল্পজ উৎপাদনের বৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ২৫ শতাংশ। আমরা এ-প্রশ্ন তুলবই যে একই ব্যাপার কি

আবার এ-বছরও ঘটবে না? আমাদের শিল্পসমূহের পরিচালক ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এখন ১৯৩১ সালে শিল্পজ উৎপাদন ৪৫ শতাংশ বর্ধিত করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি যে রক্ষিত হবে তার নিশ্চয়তা কি?

নিয়ন্ত্রণ পরিসংখ্যান পূরণের জন্য, ৪৫ শতাংশ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য, চার বছরে নয় বরং বুনিয়াদি ও নির্ণায়ক শিল্প-শাখার ক্ষেত্রে তিন বছরেই পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা পূরণের জন্য কোন্ জিনিসটা দরকার?

এর জন্য দুটি মৌলিক পরিবেশের দরকার।

প্রথমতঃ, বাস্তব বা আমরা যেমন বলে থাকি সেই 'বস্তুগত' সম্ভাবনা।

দ্বিতীয়তঃ, এইসব সম্ভাবনার রূপায়ণ সম্ভব হয় এমনভাবে আমাদের শিল্পোদ্যোগগুলিকে পরিচালনা করার ইচ্ছা ও যোগ্যতা।

পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা পূর্ণ পূরণের মতো 'বস্তুগত' সম্ভাবনা কি গত বছর আমাদের ছিল? হাঁ, আমাদের তা ছিল। অকাট্য সব ঘটনা এর সাক্ষ্য দেবে। এ-সব ঘটনা থেকে দেখা যায় গত বছর মার্চ ও এপ্রিলে তার পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় শিল্প-উৎপাদনে ৩১ শতাংশ বৃদ্ধি অর্জন করে। প্রশ্ন উঠবে যে কেন তাহলে গোটা বছরের পরিকল্পনা পূরণ করতে আমরা ব্যর্থ হয়েছিলাম? তাতে বাধা এসেছিল কোত্থেকে? অভাবটা ছিল কিসের? **যেসব সম্ভাবনা বর্তমান ছিল তার সদ্ব্যবহার করার সামর্থ্যের অভাব ছিল। কলকারখানা ও খনিগুলিকে সঠিক পরিচালনা করার সামর্থ্যের অভাব ছিল।**

আমাদের প্রথম পরিবেশটি ছিল: পরিকল্পনা পরিপূরণের 'বস্তুগত' সম্ভাবনা। কিন্তু দ্বিতীয় পরিবেশটি আমাদের যথেষ্ট মাত্রায় ছিল না, যথা: উৎপাদন পরিচালনার যোগ্যতা, আর ঠিক যেহেতু কারখানা পরিচালনার যোগ্যতা আমাদের ছিল না তাই পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়নি। ৩১-৩২ শতাংশ বৃদ্ধির পরিবর্তে আমরা মাত্র ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি অর্জন করেছিলাম।

অবশ্য ২৫ শতাংশ বৃদ্ধিও একটা বড় ব্যাপার। একটি ধনতান্ত্রিক দেশও ১৯৩০ সালে তার উৎপাদন বাড়ায়নি বা এখনো উৎপাদন বাড়াচ্ছে না। ব্যতিক্রমহীনভাবেই সমস্ত ধনতান্ত্রিক দেশে উৎপাদনক্ষেত্রে এক তীব্র অধোগতি ঘটছে। এহেন পরিস্থিতিতে ২৫ শতাংশ বৃদ্ধিও একটা বড় অগ্রপদক্ষেপ। কিন্তু আমরা তো আরও বেশি অর্জন করতে পারতাম। এর জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় 'বস্তুগত' পরিবেশই আমাদের ছিল।

এবং সেই কারণেই এ-বছরেও যে গত বছর যা ঘটেছিল তার পুনরাবৃত্তি হবে না, পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হবে, বর্তমান সম্ভাবনাগুলিকে যেভাবে ব্যবহার করা উচিত সেভাবেই আমরা ব্যবহার করব, আপনাদের প্রতিশ্রুতি কিছুটা মাত্রায় কাগজে প্রতিশ্রুতিই থাকবে না—এ সবের নিশ্চয়তা কোথায় ?

রাষ্ট্র ও দেশের ইতিহাসে, সেনাবাহিনীর ইতিহাসে এমন সব ঘটনা আছে যখন সাফল্য আর বিজয়লাভের সকল সম্ভাবনাই ছিল কিন্তু তবু যেহেতু নেতারা এসব লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন, এগুলির কিভাবে সুযোগ নিতে হয় তা জানতেন না তাই এই সম্ভাবনাগুলি বিনষ্ট হয়েছে ও সেনাবাহিনীর পরাজয় ঘটেছে।

১৯৩১ সালের নিয়ন্ত্রণ পরিসংখ্যান পূরণে প্রয়োজন এমন সমস্ত সম্ভাবনা কি আমাদের আছে ?

হাঁ, আমাদের সে-সব সম্ভাবনা আছে।

এইসব সম্ভাবনা কি কি ? এই সম্ভাবনাগুলি যাতে সত্যসত্যই বিদ্যমান থাকে তার জন্য কি কি আমাদের প্রয়োজন ?

সর্বপ্রথম, দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণ **প্রাকৃতিক সম্পদ**ঃ লৌহ আকর, কয়লা, তেল, শস্য, কার্পাস তুলা। এসব সম্পদ কি আমাদের আছে ? হাঁ, আমাদের তা আছে। অন্য যে-কোনও দেশের তুলনায় এ-সব আমাদের বেশি পরিমাণেই আছে। উদাহরণস্বরূপ, ধরুন উরাল অঞ্চলকে যা এমন এক সম্পদসম্ভার দেয় যেটা অন্য কোনও দেশে মিলবে না। লৌহ আকর, কয়লা, তেল, শস্য—কি নেই উরালে ? সম্ভবতঃ এক রবার ছাড়া আমাদের দেশে সব কিছুই আমাদের আছে। কিন্তু দু-এক বছরের মধ্যেই আমরা নিজেদের রবারও পাব। প্রাকৃতিক সম্পদের দিক থেকে বলা যায় যে আমরা পুরোপুরি সমৃদ্ধ। এমনকি প্রয়োজনের চাইতেও বেশিই আমাদের আছে।

আর কি জিনিসের প্রয়োজন ?

একটি **সরকার** যা জনকল্যাণের জন্য এই প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ সদ্ব্যবহারে ইচ্ছুক এবং সক্ষম। এ-রকম একটি সরকার কি আমাদের আছে ? আমাদের তা আছে। সত্য যে প্রাকৃতিক সম্পদ সদ্ব্যবহারে আমাদের কাজ আমাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে সংঘাত ছাড়া সর্বদা চলে না। উদাহরণস্বরূপ, গত বছর সোভিয়েত সরকারকে একটি দ্বিতীয় কয়লা ও ধাতুশিল্প উৎস যা ছাড়া আমরা আর এগোতে পারি না তা স্থাপনের প্রশ্নে কিছুটা লড়াই করতে

হয়েছে। কিন্তু আমরা ইতিমধ্যেই এসব প্রতিবন্ধক অতিক্রম করেছি এবং অচিরাৎ এই উৎসটি পাব।

আর কি জিনিসের দরকার?

দরকার এই যে এই সরকারকে বিশাল শ্রমিক ও কৃষকসাধারণের সমর্থন ভোগ করতে হবে। আমাদের সরকার কি এইরূপ সমর্থন ভোগ করে? হাঁ, তা করে। সোভিয়েত সরকার যেমন শ্রমিক ও কৃষকের সমর্থন পায় তেমন আর কোনও সরকারকে দুনিয়ায় দেখা যাবে না। সমাজতান্ত্রিক অগ্রগতি-উদ্যোগের বৃদ্ধি, শক্‌-ব্রিগেড কার্যক্রমের প্রসার, পাল্টা-পরিকল্পনার জন্য অভিযান ও লড়াইয়ের উল্লেখ করার প্রয়োজন আমার নেই। বিশাল জনসাধারণ সোভিয়েত সরকারকে যে সমর্থন দেয় তার সুস্পষ্ট নির্দেশক এই সমস্ত ঘটনাগুলিই ভালমত জানা আছে।

১৯৩১-এর নিয়ন্ত্রণ পরিসংখ্যান পূরণ ও অতি-পূরণের জন্য আর কি কি প্রয়োজন?

প্রয়োজন এমন একটি ব্যবস্থার যা ধনতন্ত্রের চিকিৎসা-অসাধ্য রোগগুলি থেকে মুক্ত এবং ধনতন্ত্রের থেকে অনেক বেশি সুবিধাসমৃদ্ধ। সংকট, বেকারত্ব, অপচয়, চরম দারিদ্র্য—এই সবই হল ধনতন্ত্রের চিকিৎসা-অসাধ্য ব্যাধি। আমাদের ব্যবস্থাটি এসব ব্যাধিতে ভোগে না কারণ ক্ষমতা আছে আমাদের হাতে, শ্রমিকশ্রেণীর হাতে; কারণ আমরা এক পরিকল্পিত অর্থনীতি চালাচ্ছি, সুসম্বদ্ধভাবে সম্পদ সঞ্চয় করছি ও জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন প্রশাখায় তা যথাযথ বণ্টন করছি। ধনতন্ত্রের অ-চিকিৎসাসাধ্য ব্যাধিগুলি থেকে আমরা মুক্ত। এটাই আমাদেরকে ধনতন্ত্র থেকে পৃথক চিহ্নিত করে; ধনতন্ত্রের ওপর আমাদের নির্ণায়ক যোগ্যতরতাকে এটাই গড়ে তোলে।

পুঁজিবাদীরা অর্থনৈতিক সংকট থেকে যেভাবে মুক্ত হতে প্রয়াসী তা লক্ষ্য করুন। তারা যথাসাধ্য শ্রমিকদের মজুরি হ্রাস করছে। তারা যথাসাধ্য কাঁচামালের দাম হ্রাস করছে। কিন্তু জনগণের ভোগের জন্য খাদ্য ও শিল্পজ পণ্যের দাম তারা কোনও গুরুত্বপূর্ণ মাত্রায় কমাতে চায় না। এর অর্থ এই যে, তারা মুখ্য ভোক্তাদের মূল্যে, শ্রমিক ও কৃষকদের মূল্যে, মেহনতী জনগণের মূল্যে সংকট থেকে রেহাই পেতে চায়। পুঁজিবাদীরা তাদের নিজেদের পায়ের তলা থেকে মাটি কেটে নিচ্ছে। এবং সংকটকে অতিক্রম করার পরিবর্তে তারা একে জোরদার করে তুলছে; নতুন নতুন পরিবেশ ঘনীভূত হচ্ছে যা

এক নতুন, আরও বেশি গুরুতর সংকটের দিকে এগিয়ে চলেছে।

আমাদের যোগ্যতরতা এই ঘটনায় নিহিত যে আমাদের কোনও অত্যুৎপাদনের সংকট নেই, আমাদের কখনই লক্ষ লক্ষ বেকার নেই এবং তা থাকবেও না, উৎপাদনক্ষেত্রে কোনও নৈরাজ্য আমাদের নেই কারণ আমরা এক পরিকল্পিত অর্থনীতি চালাচ্ছি। কিন্তু তাই তো সব নয়। আমাদের দেশ হল সবচেয়ে কেন্দ্রীভূত শিল্পের দেশ। এর অর্থ যে আমরা সর্বোত্তম প্রকৌশলের ওপর ভিত্তি করে আমাদের শিল্প গড়ে তুলতে পারি ও তন্মাধ্যমে এক অভূতপূর্ব শ্রম-উৎপাদনশীলতা, এক অভূতপূর্ব হারের পুঞ্জীভবন অর্জন করতে পারি। আমাদের অতীতে দুর্বলতা ছিল এই যে এই শিল্প গড়ে উঠেছিল ক্ষুদ্রকল্প ও ক্ষুদ্র কৃষিখামারের ওপর ভিত্তি করে। অতীতে ছিল এই রকমই; এখন আর এ-রকম নেই। অচিরাৎ, সম্ভবতঃ এক বছরের মধ্যেই আমরা দুনিয়ার বৃহত্তম-আয়তন কৃষির দেশে পরিণত হব। এই বছর রাষ্ট্রীয় ও যৌথ খামারগুলি—আর এরা হল বৃহদায়তন খামারেরই রূপ—ইতিমধ্যেই আমাদের বাজারযোগ্য শস্যের অর্ধেক যোগান দিয়েছে। আর তার অর্থ এই যে আমাদের ব্যবস্থা, সোভিয়েত ব্যবস্থা আমাদের সামনে এমন দ্রুত অগ্রগতির সুযোগ এনে দেয় যা কোনও বুর্জোয়া দেশ স্বপ্নেও ভাবতে পারে না।

বিশাল পদক্ষেপে আগুয়ান হওয়ার জন্য আর কি কি প্রয়োজন?

প্রয়োজন একটি পার্টির যা শ্রমিকশ্রেণীর সকল সর্বোত্তম সদস্যের প্রচেষ্টাকে এক কেন্দ্রের দিকে পরিচালিত করার মতো দৃঢ় ও ঐক্যবদ্ধ এবং প্রতিবন্ধকে নির্ভীক থাকার মতো ও একটি সঠিক, বৈপ্লবিক, বলশেভিক কর্মনীতিকে সুসম্বদ্ধভাবে অনুসরণ করার মতো যথেষ্ট অভিজ্ঞ। এ-রকম পার্টি কি আমাদের আছে? হাঁ, আমাদের আছে। এর কর্মনীতি কি সঠিক? হাঁ, তা সঠিক কারণ তা গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য এনে দিচ্ছে। এটা এখন শুধু শ্রমিকশ্রেণীর মিত্রদের দ্বারাই নয়, তার শত্রুদের দ্বারাও স্বীকৃত। দেখুন কেমনভাবে সব সুবিদিত 'সম্মানীয়' ভদ্রমহোদয়গণ—আমেরিকায় ফিশ, ব্রিটেনে চার্চিল, ফ্রান্সে পঁয়কেয়ার আমাদের পার্টির বিরুদ্ধে ক্ষেপে গেছেন ও ক্রুদ্ধ হয়েছেন। কেন তাঁরা খেপেছেন ও ক্রুদ্ধ হয়েছেন? কারণ আমাদের পার্টির কর্মনীতি হল সঠিক, কারণ তা সাফল্যের পর সাফল্য এনে দিচ্ছে।

এখানেই, কমরেড, আপনারা সেই সমস্ত বস্তুগত সম্ভাবনাই পেলেন যা

১৯৩১-এর নিয়ন্ত্রণ পরিসংখ্যান পূরণে আমাদের সাহায্য করবে, চার বছরে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পূরণে এবং মূল শিল্পগুলিতে এমনকি তিন বছরের মধ্যেই তা পূরণ করতে আমাদের সহায়তা করবে।

এইভাবেই আমরা পরিকল্পনা পূরণের প্রথম পরিবেশটি পেলাম, যথা 'বস্তুগত' সম্ভাবনা।

দ্বিতীয় পরিবেশটি কি আমাদের আছে যথা এইসব সম্ভাবনা সদ্ব্যবহারের সামর্থ্য ?

অন্যভাবে বলা যায় যে আমাদের কলকারখানা ও খনিগুলি কি যথাযথভাবে পরিচালিত হয় ? এ ব্যাপারে সব কিছু কি ঠিক ঠিক আছে ?

দুর্ভাগ্যবশতঃ এ ব্যাপারে সব কিছু ঠিক ঠিক নেই। আর বলশেভিক হিসেবে আমাদের এ কথা সোজাসুজি ও স্পষ্টভাবে বলতেই হবে।

উৎপাদনের পরিচালনার অর্থ কি ? আমাদের মধ্যে এমন লোক আছে যারা আমাদের কারখানাগুলি পরিচালনার প্রশ্নে সর্বদা কোনও বলশেভিক দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখে না। আমাদের মধ্যে এমন লোক আছে যারা পরিচালনাকে কাগজপত্র ও নির্দেশাদি সই করার সমতুল বলে গণ্য করে। এটা দুঃখজনক, কিন্তু সত্য। মাঝে মাঝে শ্চেদ্রিনের পম্পাদুরদের কথা মনে না করে পারা যায় না। মনে পড়ে কি যে মাদাম পম্পাদুর কিভাবে ছোট পম্পাদুরকে শেখাতেন : 'বিজ্ঞান নিয়ে তোমার মাথা ঘামিও না, পদার্থ নিয়ে নয়, অন্যেরা সে-সব করুকগে। তোমার কাজ ওসব নয়—তোমার কাজ হল কাগজপত্রে সইসাবুদ করা।' লজ্জা নিয়েই এ কথা আমাদের নিশ্চয়ই স্বীকার করতে হবে যে এমনকি আমাদের বলশেভিকদের মধ্যেও এ রকম লোকের সংখ্যা অল্প নয় যাঁরা কাগজ সই করেই পরিচালনার কাজ করেন। কিন্তু বিষয়গুলির মধ্যে প্রবেশ করা, প্রকৌশলটি আয়ত্ত করা, কাজটার ওপর দখল আনা—ওসব ধর্তব্যের বাইরে।

এটা কেমন করে হয় যে আমরা বলশেভিকরা যারা তিনটি বিপ্লব সমাধা করেছি, তীব্র গৃহযুদ্ধ থেকে যারা বিজয়ী হয়ে বেরিয়েছি, যারা এক আধুনিক শিল্প নির্মাণের প্রচণ্ড কর্তব্য পালন করেছি, যারা কৃষকসমাজকে সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে নিয়ে গেছি—এটা কেমন করে হয় যে সেই আমরা উৎপাদন পরিচালনার ক্ষেত্রে একখণ্ড কাগজের কাছে মাথা নোয়াই ?

কারণটা এই যে উৎপাদন পরিচালনার চাইতে কাগজে সই করাটা

সহজতর। আর তাই অনেক উদ্যোগ-কর্মকর্তাই এই ন্যূনতম প্রতিরোধের পথটা গ্রহণ করছেন। আমরা যারা কেন্দ্রে আছি দোষ তাদেরও। প্রায় দশ বছর আগে একটি স্লোগান দেওয়া হয়েছিল : 'যেহেতু কমিউনিস্টরা এখনো উৎপাদন-প্রকৌশল যথাযথ অনুধাবন করেনি, যেহেতু তাদের এখনো পরিচালনকলা শিক্ষা করতে হবে তাই পুরানো কারিগর আর ইঞ্জিনীয়াররা—বিশেষজ্ঞরাই উৎপাদন চালিয়ে নিয়ে যাক, আর তোমরা কমিউনিস্টরা উদ্যোগ-প্রতিষ্ঠানের প্রকৌশলে নাক গলিও না ; কিন্তু নাক-না-গলানোর সাথে সাথেই প্রকৌশলটা শিক্ষা কর, পরিচালনকলাকে ক্লান্তিহীনভাবে শিক্ষা কর যাতে পরবর্তীকালে যেসব বিশেষজ্ঞ আমাদের প্রতি অনুগত তাদের সঙ্গে একত্রে উৎপাদনের সত্যকারের পরিচালক হতে পার, উদ্যোগ-প্রতিষ্ঠানের সত্যকারের নিয়ন্তা হতে পার।' স্লোগানটি ছিল এইরকমই। কিন্তু আসলে ঘটল কি ? এই সূত্রের দ্বিতীয় অংশটি খারিজ করা হল কারণ কাগজ সইয়ের চেয়ে শিক্ষাগ্রহণ হল কঠিনতর কাজ ; আর ঐ সূত্রের দ্বিতীয় অংশটিকে বিকৃত করা হল : নাক-না-গলানোর ব্যবস্থা করা হল উৎপাদন-প্রকৌশল শিক্ষা করা থেকে দূরে থাকা। ফলটা হল যাচ্ছেতাই, এমন ক্ষতিকর আর বিপজ্জনক যাচ্ছেতাই যে যত দ্রুত তা বর্জন করব ততই ভাল !

খোদ জীবন থেকেই আমরা একাধিকবার এই সতর্ক-সংকেত পেয়েছি যে এই ক্ষেত্রে যা যা চলছে তা সবই ভাল নয়। শাখ্‌তি ঘটনা[১৫] হল প্রথম গুরুতর সতর্ক-সংকেত। শাখ্‌তি ঘটনা দেখিয়ে দিল যে পার্টি-সংগঠনগুলি ও ট্রেড ইউনিয়নগুলির বৈপ্লবিক সতর্কতার অভাব আছে। তা দেখিয়ে দিল যে আমাদের শিল্পোদ্যোগ কর্মকর্তারা কারিগরী জ্ঞানে জঘন্য রকম পিছিয়ে পড়া ; পুরানো ইঞ্জিনীয়ার আর কারিগরদের কয়েকজন তদারকীবিহীন অবস্থায় কর্মরত থাকায় বেশ সহজেই ধ্বংসাত্মক কার্যাবলীতে চলে যায় বিশেষ করে যেহেতু তারা আমাদের বিদেশী শত্রুদের কাছ থেকে 'উপহার'-এর দ্বারা নিয়ত আকীর্ণ হয়ে থাকছে।

দ্বিতীয় সতর্ক-সংকেতটি ছিল 'শিল্প পার্টি' বিচার।[১৬]

অবশ্য ধ্বংসাত্মক কার্যক্রমের অন্তর্নিহিত কারণ হল শ্রেণী-সংগ্রাম। শ্রেণী-শত্রুরা সমাজতান্ত্রিক আক্রমণোদ্যোগকে প্রচণ্ডরকম বাধা দেয়। যাই হোক, নিছক এটাই তো ধ্বংসাত্মক কার্যাবলীর নিদারুণ বৃদ্ধির কোনও পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা নয়।

কেমন করে এটা হল যে ধ্বংসাত্মক কার্যাবলী এমন বিরাট আকার ধারণ করল? কার দোষে এমন হয়েছে? দোষ আমাদের। আমরা যদি উৎপাদন পরিচালনার কাজকে ভিন্নভাবে চালাতাম, উদ্যোগের প্রকৌশল জানবার জন্য, প্রকৌশল আয়ত্ত করার জন্য আমরা যদি অনেক আগে থেকেই শুরু করতাম, উৎপাদন পরিচালনার কাজে আমরা যদি আরও ঘন ঘন ও দক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করতাম তাহলে ধ্বংসকারীরা এত বেশি ক্ষতিসাধনে সফল হতো না।

আমাদের অবশ্যই নিজেদেরকে হতে হবে উদ্যোগ-প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞ, নিয়ন্তা; কারিগরী বিজ্ঞানের সাহায্য আমাদের নিতে হবে—খোদ জীবনের শিক্ষাই আমাদের ওপর এমনি। কিন্তু কি প্রথম সতর্ক-সংকেত, কি দ্বিতীয় সতর্ক-সংকেত কোনটাই প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করেনি। আমাদের প্রকৌশলমুখী হওয়ার এই হল সময়, আসল সময়। এই হল সময় পুরানো শ্লোগান, প্রকৌশলের ক্ষেত্রে নাক-না-গলানোর সেকেলে শ্লোগান বর্জন করার এবং আমাদের অর্থনৈতিক বিষয়াদির ক্ষেত্রে আমাদের নিজেদেরই বিশেষজ্ঞ, বিশারদ ও পূর্ণ নিয়ন্তা হয়ে ওঠার।

প্রায়শঃই প্রশ্ন ওঠে: কেন আমাদের এক-ব্যক্তিকেন্দ্রিক পরিচালনা হবে না? আমাদের তা নেই এবং যতক্ষণ না আমরা প্রকৌশল আয়ত্ত করছি ততক্ষণ আমরা তা নেব না। যতক্ষণ না আমাদের বলশেভিকদের মধ্যে এমন যথেষ্টসংখ্যক লোক হচ্ছে যারা প্রকৌশল, মিতব্যয়িতা ও অর্থনীতি বিষয়ে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল ততক্ষণ আমরা সত্যকারের এক-ব্যক্তিকেন্দ্রিক পরিচালনা পাব না। যত খুশি সংখ্যক প্রস্তাব আপনি লিখতে পারেন, যত খুশি সংখ্যক শপথ আপনি নিতে পারেন কিন্তু যতক্ষণ না আপনি কলকারখানা ও খনির প্রকৌশল, মিতব্যয়িতা ও অর্থনীতি আয়ত্ত করছেন ততক্ষণ ওসব থেকে কিছুই ফল হবে না, কোনও এক-ব্যক্তিকেন্দ্রিক পরিচালনা হবে না।

সুতরাং আমাদের সামনে কর্তব্য হল নিজেরদেই প্রকৌশল আয়ত্ত করা, নিজেদেরই উদ্যোগ-প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্তা হয়ে আসা। আমাদের পরিকল্পনাগুলি পূর্ণতঃ পূরণ করার এবং এক-ব্যক্তিকেন্দ্রিক পরিচালনা কায়েম করার এই হল একমাত্র গ্যারান্টি।

এটা অবশ্যই কোনও সহজ ব্যাপার নয়; কিন্তু নিশ্চয়ই এটা সম্পন্ন করা যায়। বিজ্ঞান, কারিগরী অভিজ্ঞতা, জ্ঞান এ সমস্তই হল এমন জিনিস যা অর্জনসাধ্য। আজ এসব না পেতে পারি কিন্তু আগামীকাল তো পাব।

আসল ব্যাপার হল প্রকৌশল আয়ত্ত করার, উৎপাদনের বিজ্ঞান আয়ত্ত করার আবেগময় বলশেভিক আকাঙ্ক্ষা থাকা। কোনও কিছুর জন্য যদি আবেগময় আকাঙ্ক্ষা থাকে তাহলে সে সব কিছুই অর্জনসাধ্য, অতিক্রমসাধ্য।

মাঝেমাঝে প্রশ্ন করা হয় যে আন্দোলনে একটা নিয়ন্ত্রণ আনার জন্য বেগমাত্রাকে স্তিমিত করা সম্ভব কিনা। না কমরেড, তা সম্ভব নয়। বেগমাত্রাকে অবশ্যই স্তিমিত করা চলবে না। পক্ষান্তরে আমাদের ক্ষমতা ও সম্ভাবনায় যতটা পারা যায় ততটা তাকে বাড়াতেই হবে। ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিক ও কৃষকদের প্রতি আমাদের যা দায়িত্ব তা আমাদেরকে এই নির্দেশই দেয়। গোটা দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি আমাদের যা দায়িত্ব তা আমাদেরকে এই নির্দেশই দিয়ে থাকে।

বেগমাত্রা স্তিমিত করার অর্থ হল পিছিয়ে পড়া। আর যারা পিছিয়ে পড়ে তারা পরাস্ত হয়। কিন্তু আমরা পরাস্ত হতে চাই না। না, আমরা পরাস্ত হতে গররাজী! পুরানো রাশিয়ার ইতিহাসে একটি লক্ষণ হল এই যে তার পশ্চাৎপদতার দরুণ তাকে নিয়ত পরাজয় ভোগ করতে হয়েছে। সে মার খেয়েছে মোঙ্গল খাঁদের হাতে। সে মার খেয়েছে তুর্ক সর্দারদের হাতে। সে মার খেয়েছে সুইডেনের সামন্তপ্রভুদের হাতে। সে মার খেয়েছে পোল আর লিথুয়ানীয় অভিজাতবর্গের হাতে। সে মার খেয়েছে ব্রিটিশ আর ফরাসী ধনিকদের কাছে। জাপানী ব্যারনদের কাছে সে মার খেয়েছে। সকলেই তাকে মেরেছে—তার পশ্চাৎপদতার দরুণ, তার সামরিক পশ্চাৎপদতা, সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতা, রাজনৈতিক পশ্চাৎপদতা, শিল্পক্ষেত্রীয় পশ্চাৎপদতা, কৃষিক্ষেত্রীয় পশ্চাৎপদতার দরুণ। তারা তাকে মেরেছে কারণ ওরকম করাই ছিল লাভজনক এবং শাস্তি ছাড়াই ওরকম করা যেত। প্রাক্-বিপ্লবকালের কবির সেই কথা কটি মনে আছে: 'জননী রাশিয়া, তুমি দরিদ্র এবং প্রাচুর্যপূর্ণ, শক্তিমতী আর নির্বীর্যা।'[১৭] ঐসব ভদ্রলোকেরা প্রাচীন কবির এই কবিতার সঙ্গে বেশ পরিচিত ছিল। তারা তাকে এই কথা বলে মেরেছে: 'তুমি তো প্রাচুর্যে ভরা', সুতরাং তোমার মূল্যে যে-কেউ ধনী হতে পারে। তারা তাকে এই কথা বলে মেরেছে: 'তুমি দরিদ্র আর নির্বীর্যা', সুতরাং শাস্তির থেকে অব্যাহতি পেয়েই তোমাকে মারা যায় আর লুঠ করা যায়। শোষকদের বিধান তো এই—দুর্বল আর পশ্চাৎপদদের মারা। ধনতন্ত্রের এই হল জঙ্‌লী বিধান। তুমি পিছিয়ে-পড়া, তুমি দুর্বল—

তাই তুমি ভুল; তাই তোমাকে মারা যায় ও দাসে পরিণত করা যায়। তুমি শক্তিমান—তাহলে তুমি ঠিক; তাহলে তোমার থেকে আমাদের অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে।

সেই কারণেই আমাদের কিছুতেই পিছিয়ে-পড়া চলবে না।

'অতীতে আমাদের কোন পিতৃভূমি ছিল না, তখন তা আমরা পেতে সক্ষমও হইনি। কিন্তু আজ যেহেতু আমরা পুঁজিবাদকে উৎখাত করেছি ও ক্ষমতা এসেছে আমাদের হাতে, জনগণের হাতে, তাই আমাদের এক পিতৃভূমি রয়েছে এবং তার স্বাধীনতা আমরা তুলে ধরব। আপনারা কি চান যে আমাদের সমাজতান্ত্রিক পিতৃভূমি পরাস্ত হোক এবং তার স্বাধীনতা হারাক? যদি তা না চান তবে ন্যূনতম সম্ভব সময়ে তার পশ্চাৎপদতার অবসান আপনাদের করতেই হবে এবং তার সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এক অকৃত্রিম বলশেভিক বেগমাত্রা বিকশিত করতে হবে। অন্য কোনও পথ নেই। লেনিন তাই অক্টোবর বিপ্লবের পূর্বাহ্ণে বলেছিলেন: 'হয় বিধ্বস্ত হও, অথবা অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশগুলিকে অতিক্রম কর ও ছাপিয়ে যাও।'

অগ্রসর দেশগুলি থেকে আমরা পঞ্চাশ বা একশ বছর পিছিয়ে আছি। এই ফারাক আমাদের দশ বছরের মধ্যে পূরণ করতে হবে। হয় আমরা এটা করব অথবা নিপাত যাব।

ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিক ও কৃষকদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব এই নির্দেশই আমাদের দেয়।

কিন্তু আমাদের এ-ছাড়াও অত্যন্ত গুরুতর, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আরও দায়িত্ব আছে। তা হল বিশ্ব সর্বহারাশ্রেণীর প্রতি আমাদের দায়িত্ব। সেগুলি ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিক ও কৃষকদের প্রতি আমাদের দায়িত্বের সঙ্গে মিলে যায়। কিন্তু সেগুলিকে আমরা এক উচ্চতর আসন দিই। ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণী হল বিশ্ব শ্রমিকশ্রেণীর অংশ। আমরা যে বিজয়লাভ করেছি সে শুধু ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণীর প্রয়াসের মাধ্যমেই নয়, সেজন্য বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর সাহায্যকেও ধন্যবাদ দিই। এই সাহায্য ছাড়া অনেক আগেই আমরা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যেতাম। বলা হয় যে আমাদের দেশ হল সকল দেশের সর্বহারাশ্রেণীর দুঃসাধ্য ও দুঃসাহসিক আক্রমণের জন্য নির্বাচিত বাহিনী। এ বক্তব্য ঠিকই। কিন্তু আমাদের ওপর তা অত্যন্ত গুরুতর দায়িত্ব আরোপ করে। আন্তর্জাতিক সর্বহারাশ্রেণী কেন আমাদের সমর্থন করে? এই সমর্থনকে

কিভাবে আমরা মূল্য দিয়েছি? দিয়েছি এই ঘটনার মাধ্যমে যে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমরাই সর্বপ্রথম নিজেদেরকে এগিয়ে দিয়েছি, আমরাই সর্বপ্রথম শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রক্ষমতা কায়েম করেছি, আমরাই সর্বপ্রথম সমাজতন্ত্র নির্মাণ শুরু করেছি। মূল্য দিয়েছি এই ঘটনার মাধ্যমে যে আমরা একটি লক্ষ্য পূরণের কাজে নিয়োজিত, যা সফল হলে গোটা দুনিয়াকে পাল্টে দেবে ও গোটা শ্রমিকশ্রেণীকে মুক্ত করবে। কিন্তু সেই সাফল্যের জন্য প্রয়োজন কিসের? প্রয়োজন হল আমাদের পশ্চাৎপদতার দূরীকরণ, নির্মাণের কর্মকাণ্ডে এক উচ্চ হারের বলশেভিক বেগমাত্রার বিকাশ। আমাদের অবশ্যই এমনভাবে সামনে আগুয়ান হতে হবে যাতে গোটা দুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণী আমাদের দিকে চেয়ে বলতে পারে: ওখানেই আছে আমাদের অগ্রণী বাহিনী, আমাদের দুঃসাধ্য ও দুঃসাহসিক আক্রমণ বাহিনী, আমাদের শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রক্ষমতা, আমাদের পিতৃভূমি; ওরা নিযুক্ত আছে ওদের লক্ষ্যে, **আমাদের** লক্ষ্যে, আর ওরা ভালই কাজ চালাচ্ছে; পুঁজিবাদীদের বিরুদ্ধে এস ওদের আমরা মদৎ দিই এবং বিশ্ব-বিপ্লবের লক্ষ্যকে উন্নীত করি। বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর আশাকে কি আমাদের অবশ্যই পূরণ করতে হবে না, তাদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব কি অবশ্যই পালন করতে হবে না? হাঁ, আমাদের অবশ্যই তা করতে হবে যদি না আমরা নিজেদেরকে চূড়ান্ত রকম হেয় করতে চাই।

এই হল আমাদের দায়িত্ব, আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক।

আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে এই দায়িত্বগুলিই আমাদের বিকাশের ক্ষেত্রে এক বলশেভিক বেগমাত্রার জন্য নির্দেশ দেয়।

আমি এ কথা বলব না যে এই বছরগুলিতে উৎপাদন পরিচালনার ব্যাপারে আমরা কিছুই অর্জন করিনি। বস্তুতঃ, আমরা বেশ কিছুই সম্পন্ন করেছি। যুদ্ধ-পূর্ব স্তরের চাইতে আমরা আমাদের শিল্প-উৎপাদনকে দ্বিগুণ করেছি। আমরা দুনিয়ার বৃহত্তম-আয়তনিক কৃষি-উৎপাদন তৈরী করেছি। কিন্তু আরও বেশিই আমরা অর্জন করতে পারতাম যদি এই সময়পর্বে আমরা উৎপাদন, উৎপাদনী প্রকৌশল, তার অর্থনৈতিক ও মিতব্যয়িতার দিকগুলি আয়ত্ত করার সত্যসত্যই চেষ্টা করতাম।

খুব বেশি হলেও দশ বছরের মধ্যেই আমাদের সেই দূরত্বকে পূরণ করে নিতে হবে যা অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশগুলি থেকে আমাদের পৃথক করে রেখেছে। এর জন্য সকল 'বস্তুগত' সম্ভাবনা আমাদের রয়েছে। যেটার

অভাব তা হল শুধু এইসব সম্ভাবনার সদ্ব্যবহার করার যোগ্যতা। আর এটা তো আমাদের ওপরে নির্ভর করে। শুধু আমাদেরই ওপরে! আমরা জানি যে এসব সম্ভাবনার সুযোগ ব্যবহারের এই হল সময়। উৎপাদনের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ-না-করার পচা কর্মপন্থার অবসান ঘটানোর এই হল সময়। একটি নতুন কর্মপন্থা—বর্তমান সময়পর্বের পক্ষে মানানসই কর্মপন্থা—**প্রত্যেক বিষয়ে হস্তক্ষেপ** করার কর্মপন্থা গ্রহণ করার এই হল সময়। আপনি যদি কারখানার ম্যানেজার হন তাহলে কারখানার সমস্ত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করুন, প্রত্যেক বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করুন, কোনও কিছু যেন আপনার দৃষ্টি না এড়ায়, শিখুন এবং আবার শিখুন। বলশেভিকদের অবশ্যই প্রকৌশল আয়ত্ত করতে হবে। এই হল সময় যে বলশেভিকরা স্বয়ং বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠুক। পুনর্গঠনের পর্বে প্রকৌশলই সব কিছু নির্ধারণ করে। আর একজন উদ্যোগকর্মকর্তা যিনি প্রকৌশল শিখতে নারাজ, যিনি প্রকৌশল আয়ত্ত করতে নারাজ তিনি কর্মকর্তা নন, নিছকই এক হাস্যকর ব্যাপার।

বলা হয়ে থাকে যে প্রকৌশল আয়ত্ত করা কঠিন কাজ। সেটা সত্য নয়! এমন কোনও দুর্গ নেই যা বলশেভিকরা দখল করতে অক্ষম। আমরা অত্যন্ত কঠিন অনেক সমস্যার সমাধান করেছি। আমরা পুঁজিবাদকে উৎখাত করেছি। আমরা ক্ষমতা দখল করেছি। আমরা এক বিরাট সমাজতান্ত্রিক শিল্প নির্মাণ করেছি। মধ্য কৃষকদের আমরা সমাজতন্ত্রের পথে সরিয়ে নিয়ে এসেছি। নির্মাণের পরিপ্রেক্ষিতে যেটা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তা আমরা ইতিমধ্যেই সম্পন্ন করেছি। যা অবশিষ্ট কৃত্য তা তেমন বেশি নয়, যথা: প্রকৌশল শিক্ষা করা, বিজ্ঞান আয়ত্ত করা। আর যখন তা আমরা সম্পন্ন করব তখন এমন এক বেগমাত্রা বিকশিত করব যা এখন কেউ স্বপ্নেও ভাবতে সাহস পায় না।

আর সত্যসত্যই তা যদি আমরা চাই তবে তা সম্পন্ন করবও।

প্রাভদা, সংখ্যা ৩৫
৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩১

কমরেড এৎচিনকে চিঠি

কমরেড এৎচিন,

আপনার পুস্তিকাটি পড়তে আমি পারিনি (সময়াভাবের দরুণ !) কিন্তু আপনার চারটি প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত জবাব আমি দিতে পারি।

(১) **'অন্তঃপার্টি দ্বন্দ্ব।'** এঙ্গেলসের সময় থেকেই এই বক্তব্যটি স্বতঃসিদ্ধবৎ হয়ে আসছে যে সর্বহারাশ্রেণীর পার্টির বিকাশ ঘটে অন্তঃপার্টি দ্বন্দ্বগুলিকে উত্তীর্ণ করার মাধ্যমে। এই দ্বন্দ্বগুলি প্রকাশ পায় স্পষ্ট বা সংগুপ্ত মতদ্বৈধতায়। অলোভ্স্কির এ-ব্যাপারে করার কিছু নেই কারণ তিনি আমাদের পার্টিকে ভুল ভেবেছেন, দৃষ্টান্তস্বরূপ, তাকে ভেবেছেন দুটি বৈরী শ্রেণীর একটি জোট বলে, এইসব শ্রেণীর প্রতিনিধি বলে অথচ আমাদের পার্টি সেখানে (কমিনটার্নের অন্যান্য অংশের ন্যায়) বস্তুতঃ একটি শ্রেণীর অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিনিধি। এবং সর্বোপরি আমরা সেই কমিউনিস্ট পার্টিগুলির সম্পর্কেই ভাবছি যেগুলির প্রত্যেকটিই হল একটি (সর্বহারা) শ্রেণীর প্রতিনিধি।

(২) **লেনিনবাদ।** এতে কোনও সংশয় নেই যে লেনিনবাদই হল দুনিয়ার শ্রমিক-আন্দোলনের সবচেয়ে বামপন্থী (উদ্ধৃতিচিহ্ন ছাড়া) প্রবণতা। শ্রমিক আন্দোলনের ভেতরে সামন্তবাদী-রাজতন্ত্রী (যথা 'রুশ জনগণের লীগ') ও প্রকাশ্য পুঁজিবাদী ঝোঁক (যথা ক্যাডেটরা) থেকে শুরু করে গোপন বুর্জোয়া ঝোঁক (যথা সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা, বিশেষতঃ 'বামপন্থী' সোশ্যাল ডিমোক্র্যাট, এ্যানার্কিস্ট, এ্যানার্কো-সিণ্ডিক্যালিষ্ট) ও অতি-বাম 'কমিউনিস্ট' ঝোঁক পর্যন্ত সমস্ত রকমের প্রবণতাই বর্তমান। এ-সবের ভেতর সবচেয়ে বামপন্থী এবং একমাত্র সুসম্বদ্ধ রূপের বিপ্লবী প্রবণতা হল লেনিনবাদ।

(৩) **'বামপন্থী' এবং দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির উৎস।** তাদের উৎসগুলি হল সাধারণ এই অর্থে যে তারা উভয়েই আমাদের প্রতি বিরোধী শ্রেণীগুলির চাপকেই প্রতিফলন করে। পার্টির বিরুদ্ধে তাদের লড়াইয়ের রূপ ও পদ্ধতিগুলি তারা অর্থাৎ ঐ বিচ্যুতিগুলি যে সামাজিক স্তরের প্রতিনিধিত্ব করে তার তারতম্য অনুযায়ী ভিন্নরূপ হয়ে থাকে।

(৪) **দুই রণাঙ্গনে সংগ্রাম**। এক্ষেত্রে ব্যাখ্যা করার কিছু নেই। আমি এটা বুঝতে অপারগ যে কমরেড ক্যান্‌তোর কেন আপনার সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করছেন ?

কমিউনিস্ট অভিনন্দনসহ,

২৭শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩১ **জে. স্তালিন**

আজ্‌নেফ্‌ৎ ও গ্রোজ্‌নেফ্‌ৎ-এর কর্মীদের প্রতি অভিনন্দন

আড়াই বছর সময়কালের মধ্যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য আজারবাইজান তৈল শিল্পের রাষ্ট্রীয় সমিতি এবং গ্রোজ্‌নি তৈল ও গ্যাস শিল্পের রাষ্ট্রীয় সমিতির শ্রমিক এবং প্রশাসনিক ও কারিগরী কর্মীদেরকে আমি অভিনন্দন জানাই। কমরেডগণ, অভিনন্দন জানাই আপনাদের বিজয়কে!

পুঁজিবাদের শেকল যারা ভেঙে দিয়েছে ও নিজেদের দেশের নিয়ন্তা হয়ে উঠেছে ইউ. এস. এস. আর-এর সেই শ্রমিকরা দীর্ঘজীবী হোন!

সোভিয়েত ক্ষমতা দীর্ঘজীবী হোক! বলশেভিকদের পার্টি দীর্ঘজীবী হোক!

৩১শে মার্চ, ১৯৩১ **জে. স্তালিন**

প্রাভদা, সংখ্যা ৯০
১লা এপ্রিল, ১৯৩১

ইলেক্ট্রোজাভোদ্কে

ইলেক্ট্রোজাভোদ-এর শ্রমিক এবং প্রশাসনিক ও কারিগরী কর্মী যাঁরা আড়াই বছরের মধ্যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পূরণ করেছেন তাঁদেরকে বিপুল অভিনন্দন জানাই।

আরও বিজয়ের দিকে এগিয়ে চলুন !

জে. স্তালিন

প্রাভদা, সংখ্যা ৯২

৩রা এপ্রিল, ১৯৩৩

ম্যাগ্‌নিতোগোর্স্ক্‌ লৌহ ও ইস্পাত
শিল্প প্রকল্প, ম্যাগ্‌নিতোগোর্স্ক্‌

ম্যাগ্‌নিতোগোর্স্কের শ্রমিক ও কার্যনির্বাহী কর্মীদেরকে তাঁদের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বিজয়[১৮] উপলক্ষে আমি অভিনন্দন জানাই।

কমরেডগণ, এগিয়ে চলুন নতুন নতুন বিজয়ের দিকে!

জে. স্তালিন

প্রাভদা, সংখ্যা ১৩৬

১৯শে মে, ১৯৩১

মেশিন ও ট্রাক্টর স্টেশনগুলির সারা-যুক্তরাষ্ট্রীয় কেন্দ্রের বোর্ডের সভাপতিকে, সকল মেশিন ও ট্রাক্টর স্টেশনকে

১৮,০০০,০০০ হেক্টেয়ার এলাকা রোপণের পরিকল্পনাটিকে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই পূরণ করা উপলক্ষে মেশিন ও ট্রাক্টর স্টেশনগুলির শ্রমজীবী নারী ও পুরুষকে, কারিগর ও বিশেষজ্ঞদের ও গোটা কর্মকর্তাদেরকে ভ্রাতৃত্বমূলক অভিনন্দন জানাই।

কমরেডগণ, আপনাদের বিজয়লাভের জন্য অভিনন্দন জানাই!

গত বছর মেশিন ও ট্রাক্টর স্টেশনগুলি প্রায় ২,০০০,০০০ হেক্টেয়ার পরিমাণ যৌথ খামার জমিতে রোপণ করেছিল। এ বছরে—১৮,০০০,০০০ হেক্টেয়ারের বেশি। গত বছর মেশিন ও ট্রাক্টর স্টেশনগুলি ২,৩৪৭টি যৌথ খামারকে কাজ দিয়েছিল। এ বছরে—৪৬,৫১৪টি যৌথ খামারকে। কাঠের লাঙল থেকে ট্রাক্টর—আমাদের দেশের কৃষক খামারগুলি এই পথই পরিক্রমা করেছে। সকলে এ কথা জানুক যে সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রমিকশ্রেণী তার মিত্র—শ্রমজীবী কৃষকসমাজের কারিগরী পুনঃসমৃদ্ধিকে দৃঢ়ভাবে ও আস্থাভরে উন্নত করে চলেছে।

এই আশা পোষণ করা যাক যে মেশিন ও ট্রাক্টর স্টেশনগুলি অর্জিত ফলেই সন্তুষ্ট হয়ে বসে থাকবে না বরং এক পাল্টা-পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিকল্পনায় নির্দেশিত (এবং ইতিমধ্যেই সম্পাদিত) ১৮,০০০ হেক্টেয়ার পরিমাণ রোপিত এলাকাকে ২০,০০০,০০০ হেক্টেয়ারে বর্ধিত করবে।

এই আশা পোষণ করা যাক যে মেশিন ও ট্রাক্টর স্টেশনগুলি এতেই থেমে যাবে না, বরং আস্থাভরেই তাদের পরবর্তী কর্তব্যগুলি সম্পাদনে এগিয়ে যাবে: ৫,০০০,০০০ হেক্টেয়ার পরিমাণ কর্ষিত কিন্তু অনাবাদী জমিকে তৈরী করা, ফসল কাটা ও গোলাজাত করার অভিযানকে সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করা, ১৫,০০০,০০০ হেক্টেয়ার মতো জমিতে শরৎকালীন কর্ষণ সম্পন্ন করা, শীতকালীন শস্য এলাকাকে ৮,০০০,০০০ হেক্টেয়ারে বাড়ানো, আরও এক হাজার মেশিন ও ট্রাক্টর স্টেশন সংগঠিত করা এবং এইভাবে পরবর্তী বছরে যৌথ খামারগুলির বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠের কাজে লাগার বনিয়াদ তৈরী করা।

সকলে এ কথা জানুক যে ক্ষুদ্র-কৃষক অর্থনীতি ও পশ্চাৎপদ কৃষি প্রকৌশলের একটি দেশ থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন আধুনিকতম কৃষি প্রকৌশলসমৃদ্ধ বৃহদায়তন ও যৌথ অর্থনীতির একটি দেশে রূপান্তরিত হচ্ছে !

কমরেডগণ, নতুন নতুন বিজয়ের দিকে এগিয়ে চলুন !

জে. স্তালিন

প্রাভদা, সংখ্যা ১৪৫
২৮শে মে, ১৯৩১

শস্য অছি বোর্ডের সভাপতিকে,
সকল রাষ্ট্রীয় শস্য খামারকে

নতুন সোভিয়েত কৃষির নেতৃস্থানীয় শক্তিকে, কৃষি সংগঠিত করার নয়া প্রকৌশল ও নয়া পদ্ধতির সমাজতান্ত্রিক পতাকাবাহীকে, **রাষ্ট্রীয় শস্য খামার ব্যবস্থাকে,** তার শ্রমজীবী পুরুষ ও শ্রমজীবী নারীকে, তার কারিগর ও বিশেষজ্ঞদেরকে, তার নেতা ও নির্দেশকদেরকে ভ্রাতৃপ্রতিম অভিনন্দন জানাই!

রোপণ পরিকল্পনা পূরণ করেই নিশ্চিন্ত থাকবেন না। আপনাদেরকে এই পরিকল্পনার **লক্ষ্যমাত্রার চাইতেও অতিরিক্ত পূরণ** করতেই হবে আর তা আপনারা পারেনও কারণ সে-রকম করার মতো সব সম্ভাবনাই আপনাদের আছে।

সাইবেরিয়ায় ও বিশেষতঃ দূর প্রাচ্যে আপনাদের **পশ্চাৎপদ বাহিনীকে** সারিবদ্ধ করান, **যৌথ খামারগুলিকে** যথাসাধ্য **সাহায্য করুন,** ইতিমধ্যেই আরব্ধ **ফসল কাটা ও গোলাজাত করার** কাজের প্রস্তুতি চালান—রাষ্ট্রীয় শস্য খামারের এটাই প্রধান আশু কাজ—এবং **নতুন নতুন সাফল্য** অর্জন করুন।

নতুন নতুন বিজয়লাভের দিকে এগিয়ে চলুন!

জে. স্তালিন

প্রাভদা, সংখ্যা ১৪৭
৩০শে মে, ১৯৩১

অর্থনৈতিক নির্মাণক্ষেত্রে নতুন পরিবেশ—নতুন কর্তব্য

(উদ্যোগ-কর্মকর্তাদের একটি সম্মেলনে[১৯] প্রদত্ত ভাষণ, ২৩শে জুন, ১৯৩১)

কমরেডগণ, এই সম্মেলনে উপস্থাপিত নথিপত্র দেখিয়ে দেয় যে পরিকল্পনা পুরণের দিক থেকে আমাদের শিল্পব্যবস্থা একটি বহুবর্ণ চিত্রই তুলে ধরে। এই রকম শিল্প-শাখাও আছে যেগুলি গত বছরের তুলনায় গেল পাঁচ মাসে তাদের উৎপাদনকে ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ বাড়িয়েছে। অন্যান্য শাখাগুলি তাদের উৎপাদনকে ২০ থেকে ৩০ শতাংশের বেশি বাড়াতে পারেনি। সর্বোপরি কতকগুলি শাখা আছে যেগুলি খুব সামান্য বৃদ্ধিই—৬ থেকে ১০ শতাংশ মতো অর্জন করেছে, অনেক সময় তার চেয়েও কম পাওয়া গেছে। শেষোক্তদের মধ্যে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করব কয়লা খনি এবং লৌহ ও ইস্পাত শিল্পকে। দেখতেই পাচ্ছেন যে চিত্রটি বহুবর্ণ।

এই তারতম্যকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? কতকগুলি শিল্পশাখা কেন পিছিয়ে আছে? কেন এমন হয় যে কতকগুলি শিল্পশাখা মাত্র ২০-২৫ শতাংশ বৃদ্ধি অর্জন করে আবার কয়লা খনি এবং লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে আরও অনেক কম বৃদ্ধি অর্জিত হয় আর সেগুলি অন্যান্য শাখার পেছনে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে?

এর কারণ এই যে সম্প্রতি শিল্পের বিকাশের পরিবেশগুলির আমূল পরিবর্তন ঘটেছে; নতুন পরিবেশের উদ্ভব হয়েছে যা নতুন প্রক্রিয়ার পরিচালনা দাবি করছে; কিন্তু আমাদের উদ্যোগগুলির কিছু কর্মকর্তা তাঁদের কার্যধারার পরিবর্তন ঘটানোর বদলে পুরানো ধারাতেই চলছেন। সুতরাং মূল ব্যাপারটা এই যে শিল্পের বিকাশের নতুন পরিবেশগুলি নতুন কর্মপদ্ধতি চাইছে; কিন্তু আমাদের উদ্যোগগুলির কিছু কর্মকর্তা এটা বোঝেন না এবং দেখেন না যে এখন তাঁদের অবশ্যই নতুন পরিচালন পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে।

এই কারণেই আমাদের শিল্পের কতকগুলি শাখা পিছিয়ে পড়ছে।

আমাদের শিল্পক্ষেত্রের বিকাশের এই নতুন পরিবেশগুলি কি কি? কি করে তা উদ্ভূত হল?

এ-রকম অন্ততঃ ছটি নতুন পরিবেশ আছে।

সেগুলি পরীক্ষা করা যাক।

১। শ্রমশক্তি (Manpower)

সর্বপ্রথমে প্রশ্ন হল আমাদের কারখানাগুলির জন্য শ্রমশক্তি যোগানের ব্যাপার। আগে শ্রমিকরা সাধারণতঃ স্বেচ্ছায় কলকারখানাগুলিতে কাজে এগিয়ে আসত—সেই কারণে কিছুটা মাত্রায় এই ক্ষেত্রে কাজকর্ম আপনা-আপনি এগিয়ে যেত। আর এটা ঘটত এই কারণে যে বেকারত্ব ছিল, গ্রামাঞ্চলে বৈষম্য ছিল, দারিদ্র্য এবং অনাহার-ভীতি ছিল, এ-সবই মানুষকে গ্রাম থেকে শহরে তাড়িয়ে নিয়ে যেত। আপনাদের সেই সূত্রটি কি মনে আছে: 'গ্রাম থেকে কৃষকদের শহরে পলায়ন'? কৃষককে গ্রাম থেকে শহরে পালাতে কোন্ জিনিসটা বাধ্য করেছিল? অনাহারের ভীতি, বেকারত্ব, আর এই ঘটনা যে গ্রাম তার কাছে বিমাতৃসুলভ ছিল এবং সে তার গ্রাম থেকে খোদ শয়তানের খপ্পরেও পালাতে প্রস্তুত ছিল কেবল কোনওরকম কাজ যদি সে পেত।

অল্পকাল পূর্বে অবস্থা ছিল এই রকমই বা প্রায় এই রকমই।

এ-রকম কি বলা যেতে পারে যে আজও সেই একই অবস্থা বিদ্যমান? না, তা বলা যায় না। বরং এখন অবস্থা আমূল পরিবর্তিত হয়েছে। আর অবস্থা যেহেতু পাল্টেছে তাই আর আমরা শ্রমশক্তির কোনও স্বয়ংক্রিয় প্রবাহ পাই না।

বস্তুতঃ এই সময়কালের মধ্যে কি পরিবর্তন ঘটেছে? প্রথমতঃ, আমরা বেকারী দূর করেছি—ফলতঃ আমরা সেই শক্তিকে উৎখাত করেছি যা 'শ্রমের বাজার'-এর ওপর চাপ ফেলছিল। দ্বিতীয়তঃ, আমরা গ্রামাঞ্চলে বৈষম্যকে চূড়ান্তভাবে উৎখাত করেছি—ফলতঃ সেখানকার সেই গণ-দারিদ্র্যকে আমরা অতিক্রম করেছি যা কৃষককে গ্রাম থেকে শহরে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। সবশেষে, আমরা গ্রামাঞ্চলে হাজার হাজার ট্রাক্টর ও কৃষি-যন্ত্রপাতি যোগান দিয়েছি, কুলাকদের ধ্বংস করেছি, যৌথ খামার সংগঠিত করেছি এবং কৃষকদেরকে মানুষের মতো বাঁচার জন্য সুযোগ ও কাজ দিয়েছি। আজ আর গ্রামাঞ্চলকে কৃষকের বিমাতৃসুলভ বলে অভিহিত করা যায় না। এবং ঠিক যেহেতু তাকে আর কৃষকের প্রতি বিমাতৃসুলভ বলে অভিহিত করা যায় না,

তাই কৃষকরা গ্রামাঞ্চলে স্থায়ী বাস করতে শুরু করেছে; 'গ্রাম থেকে শহরে কৃষকের পলায়ন'ও আর আমাদের নেই এবং শ্রমশক্তির কোনও স্বয়ংক্রিয় অন্তঃপ্রবাহও আর নেই।

আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে আমাদের কারখানাগুলিতে শ্রমশক্তির যোগানের ক্ষেত্রে আমাদের এখন একেবারে এক নতুন পরিস্থিতি ও নতুন সব পরিবেশ বিদ্যমান।

এ থেকে কি দাঁড়ায়?

দাঁড়ায় প্রথমতঃ এই যে, কোনও স্বয়ংক্রিয় শ্রমশক্তির প্রবাহের ওপর আমরা অবশ্যই নির্ভর করব না। এর অর্থ এই যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জিনিসগুলিকে এগোতে দেওয়ার 'নীতি' থেকে আমরা অবশ্যই শিল্পক্ষেত্রে **সংগঠিতভাবে** শ্রমিক নিয়োগের নীতিতে উত্তরণ করব। কিন্তু এটা অর্জনের উপায় একটিমাত্র—তা হল যৌথ খামার ও যৌথ খামারের কৃষকদের সঙ্গে অর্থনৈতিক সংগঠনগুলির চুক্তি। আপনারা জানেন যে কতকগুলি অর্থনৈতিক সংগঠন ও যৌথ খামার ইতিমধ্যেই এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছে; আর অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দিয়েছে যে যৌথ খামার ও শিল্প-উদ্যোগ উভয়ের ক্ষেত্রেই এই প্রথাটি গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা দিয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ, দাঁড়ায় এই যে, আমাদেরকে অবশ্যই আশু এগিয়ে যেতে হবে শ্রমের কঠোরতর প্রক্রিয়াগুলির **যান্ত্রিকীকরণের** দিকে এবং তাকে যথাসাধ্য বিকশিত করে তুলতে হবে (টিম্বার শিল্প, নির্মাণ শিল্প, কয়লা খনি, মাল মজুত ও খালাস, পরিবহন, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প ইত্যাদি)। এর অর্থ অবশ্যই এই নয় যে আমাদের কায়িক শ্রম পরিবর্জন করতেই হবে। বরং আগামী দীর্ঘকাল জুড়ে উৎপাদনের ক্ষেত্রে কায়িক শ্রম একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাই পালন করে যাবে। কিন্তু তার অর্থ এইটাই যে শ্রমের যান্ত্রিকীকরণ হল আমাদের কাছে এমন এক **নতুন ও নির্ণায়ক** শক্তি যা ছাড়া আমাদের বেগমাত্রা বা উৎপাদনের নতুন মাত্রা কোনটাই বজায় রাখা যাবে না।

এখনো আমাদের মধ্যে বেশ এ-রকম উদ্যোগ-কর্মকর্তা আছেন যাঁরা যান্ত্রিকীকরণে বা যৌথ খামারের সঙ্গে চুক্তিতে কোনটাতেই 'বিশ্বাস করেন না।' এঁরা হলেন ঠিক সেই কর্মকর্তারা যাঁরা নতুন পরিস্থিতি অনুধাবন করতে অক্ষম, যাঁরা নতুন পদ্ধতিতে কাজ চালাতে চান না এবং যাঁরা সেই 'পুরানো ভাল দিনগুলি'-র জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলেন যখন শিল্প-উদ্যোগগুলিতে

'আপনা থেকেই' শ্রমশক্তি চলে আসত। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, আকাশ যেমন মাটির থেকে দূরে থাকে এইসব উদ্যোগ-কর্মকর্তারাও তেমন অর্থনৈতিক নির্মাণ-কাণ্ডে নতুন পরিবেশ যেসব নতুন কর্তব্য আরোপ করেছে তা থেকে দূরে থাকেন। আপাতদৃষ্টিতে তাঁরা এ কথাই ভাবেন যে শ্রমশক্তির ব্যাপারে যেসব সমস্যা তা আপতিক ধরনের এবং শ্রমশক্তির যে ঘাটতি তা বলতে কি আপনা-আপনিই দূরীভূত হবে। কমরেডগণ, সেটা এক প্রবঞ্চনাই। শ্রমশক্তির ক্ষেত্রে যে সমস্যা তা আপনা-আপনি মিটে যেতে পারে না। সেটা মিটতে পারে একমাত্র আমাদের নিজেদের প্রচেষ্টার দৌলতেই।

সুতরাং, কর্তব্য হল **সংগঠিতভাবে যৌথ খামারগুলির সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে শ্রমশক্তি নিয়োগ করা এবং শ্রমের যান্ত্রিকীকরণ করা।**

আমাদের শিল্পের বিকাশের প্রথম নতুন শর্ত সম্পর্কে ব্যাপারটা এ-রকমই দাঁড়ায়।

এবার দ্বিতীয় শর্তটি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

২। মজুরী

আমি এইমাত্র আমাদের কারখানাগুলির জন্য সংগঠিতভাবে শ্রমিক নিয়োগের কথা বলেছি। কিন্তু যা যা করতে হবে তা তো শুধু শ্রমিক নিয়োগই নয়। আমাদের উদ্যোগগুলির জন্য শ্রমশক্তি যোগান সুনিশ্চিত করতে হলে আমাদের অবশ্যই দেখতে হবে যাতে শ্রমিকরা তাদের কারখানার সাথে যুক্ত থাকে ও কারখানাগুলিতে শ্রমিকবাহিনী মোটামুটি স্থির থাকে। এটা প্রমাণের প্রয়োজন সামান্য যে এমনটি নিয়মিত শ্রমিকবাহিনী যা উৎপাদন-প্রকৌশলকে মোটামুটি আয়ত্ত করেছে ও নতুন যন্ত্রপাতির সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে সেটা ছাড়া কোনও অগ্রগতি সাধন অসম্ভব, উৎপাদন-পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা পূরণ অসম্ভব। এটা অর্জিত না হলে আমাদেরকে নতুন শ্রমিকদের হাতে-কলমে শেখানোর কাজ চালিয়ে যেতে হবে এবং অর্ধেক সময়ই উৎপাদনের কাজে না লাগিয়ে তার পরিবর্তে সে-সময়টা তাদের প্রশিক্ষণের জন্য ব্যয় করতে হবে। কিন্তু এখন বাস্তবে কি ঘটছে? এটা কি বলা যেতে পারে যে আমাদের কারখানাগুলিতে শ্রমিকবাহিনীর অন্তর্গঠন মোটামুটি স্থিরই আছে? দুর্ভাগ্যবশতঃ এ কথা বলা যায় না। বরং বলা যায় যে আমাদের কারখানা-গুলিতে এখনো পর্যন্ত আমাদের শ্রমশক্তির এক তথাকথিত **তরলীভূত অবস্থাই**

আছে। তদুপরি বেশ কিছু কারখানায় শ্রমশক্তির এই তরলীভূত অবস্থা দূরীভূত হওয়া দূরস্থান, তা বাড়ছে ও আরও চিহ্নিত হয়ে উঠছে। যাই হোক, আপনারা অল্প কিছু কারখানা পাবেন যেখানে আধ বছর বা এমনকি সিকি বছরের মধ্যে কর্মীবাহিনী মোট সংখ্যার অন্তত: ৩০-৪ শতাংশ পর্যন্ত পরিবর্তিত হয় না।

আগে আমাদের শিল্পের পুনর্জাগরণ পর্বে যখন তার কারিগরী সরঞ্জাম খুব জটিল ছিল না এবং উৎপাদনের মাত্রা খুব বিরাট ছিল না তখন শ্রমশক্তির এই তথাকথিত তরলীভূত অবস্থাকে 'মেনে নেওয়া' মোটামুটি সম্ভব ছিল। এখন এটা আলাদা ব্যাপার। এখনকার পরিস্থিতি একেবারে ভিন্ন। এখন জোরদার পুনর্গঠন পর্বে উৎপাদনের মাত্রা যখন সুবিশাল হয়ে দাঁড়িয়েছে ও কারিগরী সরঞ্জাম অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠেছে তখন শ্রমশক্তির তরলীভূত অবস্থা উৎপাদনের ক্ষেত্রে যন্ত্রণার হেতু হয়ে দাঁড়িয়েছে ও তা আমাদের কারখানাগুলিকে ছত্রভঙ্গ করে দিচ্ছে। শ্রমশক্তির এই তরলীভূত অবস্থাকে 'মেনে নেওয়া'-র এখন অর্থ হবে আমাদের শিল্পগুলিতে ভাঙন আনা, উৎপাদন পরিকল্পনাগুলির লক্ষ্যমাত্রা পূরণের সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করা এবং উৎপাদনের মানকে উন্নত করার সমস্ত সুযোগকে বিধ্বস্ত করা।

শ্রমশক্তির তরলীভূত অবস্থার কারণ কি?

কারণ হল মজুরীর ভুল কাঠামো, ভুল মজুরী-হার, মজুরী সমানীকরণের 'বামপন্থী' অভ্যাস। বেশ কয়েকটি কারখানায় মজুরী-হার এমনভাবে তৈরী হয় যাতে দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমের মধ্যে, ভারী ও হাল্কা কাজের মধ্যে যে পার্থক্য তা প্রায় বিলুপ্ত হয়। মজুরী সমানীকরণের পরিণতি এই যে অদক্ষ শ্রমিক দক্ষ শ্রমিক হবার উৎসাহ হারায় ও এইভাবে অগ্রগতির সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত হয়, ফলতঃ, সে কারখানার মধ্যে নিজেকে 'দর্শক' বলে অনুভব করে, মনে করে যে 'অল্প কিছু অর্থ উপার্জনের' জন্য কেবল সাময়িক ভাবেই সে কর্মরত এবং তারপর অন্য কোথাও 'তার ভাগ্য পরীক্ষার' জন্য চলে যাবে। মজুরী সমানীকরণের পরিণতি এই যে দক্ষ শ্রমিক কারখানা থেকে কারখানান্তরে যেতে বাধ্য হয় যতক্ষণ না সে এমন একটা খুঁজে পায় যেখানে তার দক্ষতা যথাযথ মর্যাদা পাচ্ছে।

এই কারণেই এক কারখানা থেকে অন্য কারখানায় 'সচরাচর' ভেসে বেড়ানো, এই কারণেই শ্রমশক্তির সেই তরলীভূত অবস্থা।

এই খারাপ প্রথাটির অবসান করতে হলে আমাদের অবশ্যই মজুরী সমানীকরণের অবসান ঘটাতে হবে ও পুরানো মজুরী-হার বাতিল করতে হবে। এই খারাপ প্রথাটির অবসান ঘটাতে হলে আমাদের অবশ্যই এমন মজুরী-হার তৈরী করতে হবে যা দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকের, ভারী ও হাল্কা কাজের মধ্যেকার পার্থক্যকে বিবেচনা করবে। আমরা এ-রকম একটা পরিস্থিতি মেনে নিতে পারি না যেখানে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের একজন রোলিং-মিল শ্রমিক একজন জঞ্জাল পরিষ্কারকের থেকে বেশি আয় করে না। আমরা এমন একটা পরিস্থিতি মেনে নিতে পারি না যেখানে একজন লোকোমোটিভ ড্রাইভার একজন নকল-নবিশ করণিকের সমানই মজুরী পায়। মার্কস এবং লেনিন বলেছেন যে সমাজতন্ত্রেও, এমনকি শ্রেণীসমূহের বিলুপ্তির পরেও দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমের পার্থক্য বজায় থাকবে; একমাত্র সাম্যবাদেই অনুরূপ পার্থক্যের অবসান ঘটবে এবং ফলতঃ সমাজতন্ত্রেও প্রয়োজন অনুসারে নয়, সম্পন্ন কাজের মাপকাঠিতেই 'মজুরী' দিতে হবে। কিন্তু আমাদের উদ্যোগ-কর্মকর্তা ও ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকর্তাদের মধ্যে যারা সাম্যতন্ত্রী তারা এতে রাজী নয় এবং তারা বিশ্বাস করে যে আমাদের সোভিয়েত ব্যবস্থাতেই এই পার্থক্য ইতিমধ্যে বিলুপ্ত হয়েছে। কে সঠিক? মার্কস এবং লেনিন, না সাম্যতন্ত্রীরা? এটা ধরে নিতে হবেই যে মার্কস আর লেনিনই সঠিক ছিলেন। আর এ থেকে এটাই দাঁড়ায় যে দক্ষ এবং অদক্ষ শ্রমিকের মধ্যেকার পার্থক্যকে বিবেচনা না করে মজুরী সমানীকরণের 'নীতি'র ওপর ভিত্তি করে যে-ই মজুরী-হার নির্ধারণ করে সে-ই মার্কসবাদ থেকে, লেনিনবাদ থেকে বিচ্যুত হয়।

শিল্পের প্রত্যেকটি শাখায়, প্রত্যেকটি কারখানায়, প্রত্যেকটি ওয়ার্কশপে মোটামুটি দক্ষ শ্রমিকদের একটি নেতৃস্থানীয় গোষ্ঠী থাকা যাকে সর্বপ্রথমে ও সর্বাগ্রগণ্যভাবে বজায় রাখতে হবে যদি আমরা সত্যসত্যই কারখানাগুলিতে একটি নিয়মিত শ্রমিকবাহিনী সুনিশ্চিত করতে চাই। শ্রমিকদের এই নেতৃস্থানীয় গোষ্ঠীগুলিই হল উৎপাদনক্ষেত্রে মুখ্য সংযোগ। কারখানায়, ওয়ার্কশপে এদেরকে বজায় রাখার মাধ্যমে আমরা গোটা শ্রমিকবাহিনীকেই বজায় রাখতে পারি এবং শ্রমশক্তির তরলতাকে চূড়ান্তভাবে প্রতিহত করতে পারি। কিন্তু কিভাবে এদেরকে কারখানায় বজায় রাখতে পারব? আমরা তাদের ধরে রাখতে পারি একমাত্র উচ্চতর পদে তাদের উন্নীত করে, তাদের মজুরীর হার বাড়িয়ে, এমন একটা মজুরী ব্যবস্থার প্রবর্তন করে যা শ্রমিককে

তার যোগ্যতা অনুসারে প্রাপ্য দেবে।

এবং উচ্চতর পদে তাদের উন্নীত করা ও তাদের মজুরী-হার বাড়ানোর অর্থটা কি, অদক্ষ শ্রমিকদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? অন্য সব কিছু বাদ দিয়েও এর অর্থ হবে অদক্ষ শ্রমিকদের সামনে সম্ভাবনা খুলে দেওয়া এবং আরও ওপরে ওঠার, একজন দক্ষ শ্রমিকের স্তরে ওঠার জন্য তাকে উৎসাহ দেওয়া। আপনারা নিজেরাই জানেন যে আমাদের এখন শত-সহস্র এমনকি লাখ লাখ দক্ষ শ্রমিক প্রয়োজন। কিন্তু দক্ষ শ্রমিক ক্যাডার গড়ে তুলতে হলে আমাদের অবশ্যই অদক্ষ শ্রমিকদের জন্য উৎসাহদানের একটা ব্যবস্থা করতে হবে, তাদের জন্য এগিয়ে-যাওয়ার, এক উচ্চতর পদে উন্নীত হওয়ার একটা সম্ভাবনার ব্যবস্থা করতে হবে। আর যত সাহসভরে এই পথ আমরা গ্রহণ করব ততই ভাল হবে কারণ শ্রমশক্তির তরলতা অবসানে এটাই হল প্রধান সাধন। এ-ব্যাপারে বায়সংকোচ করাটা অপরাধীসুলভ হবে, সেটা হবে আমাদের সমাজতান্ত্রিক শিল্পের স্বার্থের বিরুদ্ধাচরণ।

কিন্তু এটাই তো সব নয়।

কারখানায় শ্রমিকদের ধরে রাখতে হলে আমাদের অবশ্যই শ্রমিকদের জন্য পণ্যের যোগানকে ও বাস্তুপরিবেশকে আরও উন্নত করতে হবে। এটা অনস্বীকার্য যে, শ্রমিকদের বাসগৃহ নির্মাণ ও পণ্য যোগানের ক্ষেত্রে গত কয়েক বছরে অনেক কাজই সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু যা সম্পন্ন হয়েছে তা শ্রমিকদের দ্রুত বর্ধমান চাহিদার তুলনায় একেবারেই যথেষ্ট নয়। এ যুক্তি দেওয়া নিরর্থক যে আজকের তুলনায় আগে অল্পসংখ্যক বাসগৃহ ছিল এবং সেইজন্য আমরা অর্জিত ফলেই সন্তুষ্ট হতে পারি। এমন ওজর দেওয়াও অর্থহীন যে আজকের তুলনায় আগে শ্রমিকদের জন্য পণ্যের যোগান অনেক বেশি খারাপ ছিল আর তাই বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা সন্তুষ্টই থাকতে পারি। একমাত্র তারাই অতীতকে উল্লেখ করে নিজেদের সন্তুষ্ট রাখতে পারে যারা আগাগোড়া পচে নষ্ট হয়ে গেছে। আমাদেরকে অবশ্যই অতীত থেকে নয়, পক্ষান্তরে বর্তমান মুহূর্তে শ্রমিকদের বর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে এগোতে হবে। এটা আমাদের বুঝতেই হবে যে আমাদের দেশে শ্রমিকদের জীবনের পরিবেশ আমূল পালটে গেছে। আজকের শ্রমিক সেদিনকার শ্রমিক আর নেই। আজকের শ্রমিক, সোভিয়েত শ্রমিক চায় যে খাদ্য, বাসগৃহ, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য সমস্ত প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই তার সকল বস্তুগত ও সাংস্কৃতিক চাহিদা পূরণ হোক। তার এরকম চাইবার

অধিকার আছে আর আমাদের কর্তব্য হল তার জন্য এই সমস্ত পরিবেশই অর্জন করা। এটা সত্য যে আমাদের শ্রমিক বেকারত্বে ভোগে না ; সে ধনতন্ত্রের জোয়াল থেকে মুক্ত ; সে আর তার কাজের দাস নয়, বরং নিয়ন্তা। কিন্তু এ-ও যথেষ্ট নয়। তার দাবি হল যে তার সমস্ত বস্তুগত ও সাংস্কৃতিক চাহিদা মিটুক আর আমাদের কর্তব্য হল তার এই দাবি পূরণ করা। ভুলে যাবেন না যে শ্রমিকদের কাছ থেকে আমরা নিজেরাও কতকগুলি জিনিস দাবি করছি—তার কাছ থেকে দাবি করছি শ্রম-শৃংখলা, জোরদার প্রচেষ্টা, ভ্রাতৃত্বমূলক প্রতিযোগিতা, শক্-ব্রিগেডের কাজ। ভুলবেন না যে, শ্রমিকদের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠই সোভিয়েত সরকারের এই দাবিগুলিকে ব্যাপক উৎসাহভরে গ্রহণ করেছে ও বীরত্বের সঙ্গে সেগুলি পূরণ করছে। সুতরাং সোভিয়েত সরকারের এই দাবিগুলিকে পূরণের সময় শ্রমিকরা যদি আবার তাদের তরফে দাবি করে যে তাদের বস্তুগত ও সাংস্কৃতিক পরিবেশকে আরও উন্নীত করার ব্যাপারে সোভিয়েত সরকারও তার দায়িত্ব পালন করুক তাহলে বিস্মিত হবেন না।

সুতরাং কর্তব্য হল **শ্রমশক্তির তরলতার অবসান ঘটানো, মজুরী সমানীকরণ বর্জন করা, যথাযথভাবে মজুরী বিন্যস্ত করা এবং শ্রমিকদের বাঁচার পরিবেশকে উন্নত করা।**

আমাদের শিল্পের বিকাশের দ্বিতীয় নতুন শর্তটির ক্ষেত্রে ব্যাপারটা এরকমই দাঁড়ায়।

তৃতীয় শর্তটির আলোচনায় আসা যাক।

৩। কাজের সংগঠন

আমি বলেছি যে শ্রমশক্তির তরলতার অবসান করা, কারখানাগুলিতে শ্রমিকদের ধরে রাখা প্রয়োজন। কিন্তু কারখানাগুলিতে শ্রমিকদের ধরে রাখাটাই সব নয় ; ব্যাপারটার সেখানেই শেষ নয়। শ্রমশক্তির তরলতা রোধই যথেষ্ট নয়। শ্রমিকদের জন্য এমন কাজের পরিবেশ আমাদের তৈরী করতে হবে যা তাদেরকে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে, উৎপাদনশীলতা বাড়াতে ও উৎপাদিত পণ্যের গুণমান উন্নীত করতে সক্ষম করে তুলবে। ফলতঃ, কারখানাগুলিতে আমাদের অবশ্যই এমনভাবে কাজ সংগঠিত করতে হবে যাতে শ্রমের উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রে প্রতি মাসে, প্রতি কোয়ার্টারে বৃদ্ধি সম্ভব করা যায়।

এটা কি বলা যেতে পারে যে আমাদের কারখানাগুলিতে কাজের বর্তমান সংগঠনটি উৎপাদন ক্ষেত্রে আধুনিক প্রয়োজনকে মেটায়? দুর্ভাগ্যবশতঃ তা বলা যেতে পারে না। সর্বক্ষেত্রেই আমাদের এখনো এ-রকম কতকগুলি কারখানা আছে যেখানে জঘন্যভাবে কাজ সংগঠিত হয়, যেখানে কাজের ক্ষেত্রে শৃংখলা আর সমন্বয়ের বদলে আছে বিশৃংখলা আর বিপর্যয়, যেখানে কাজের ক্ষেত্রে দায়িত্বের বদলে আছে চূড়ান্ত দায়িত্বহীনতা, ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধের অভাব।

ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধের অভাব বলতে কি বোঝায়? তা হল কাউকে যে কাজের ভার অর্পিত হয়েছে তা করতে কোনও দায়িত্ববোধের অভাব, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের জন্য যে দায়িত্ব তার অভাব। স্বভাবতঃই যেখানে কোনও ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ নেই সেখানে শ্রমের উৎপাদনশীলতার কোনও বৃদ্ধির, উৎপাদনের গুণমানের কোনও উন্নতির, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ব্যবহারে কোনও যত্নের প্রশ্নই উঠতে পারে না। আপনারা জানেন যে ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধের অভাব রেলওয়েতে কি পরিণতি ঘটিয়েছিল। সেই একই পরিণতিতে এগোচ্ছে শিল্পক্ষেত্রও। রেলওয়েতে যে ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধের অভাব ঘটে তা আমরা উৎখাত করেছি ও এইভাবে তার কাজকে উন্নত করেছি। ঠিক একই জিনিস করতে হবে শিল্পক্ষেত্রেও যদি তার কাজকে উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করতে চাই।

যেখানে একটা বিশেষ সঠিক কাজের জন্য কোনও শ্রমিকেরই দায়িত্ব নেই সে-রকম ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধের অভাবের ক্ষেত্রে তার সাথে সাথেই স্বভাবতঃই কাজের যে খারাপ সংগঠন দেখা দেয় তা আমরা আগে কোনও-না-কোনভাবে 'চালিয়ে নিতে' পারতাম। কিন্তু এখন ব্যাপার অন্য। এখানকার পরিস্থিতি একেবারে পৃথক। বর্তমানের বিশাল আয়তনিক উৎপাদন ও বিরাটকায় উদ্যোগগুলি বিদ্যমান থাকায় ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধের অভাব শিল্পক্ষেত্রে এমন এক সংকটের হেতু হয়ে দাঁড়িয়েছে যা উৎপাদন ও সংগঠনের ক্ষেত্রে কারখানা-গুলিতে আমাদের অর্জিত সকল ফলকেই বিপর্যস্ত করে তুলছে।

আমাদের কারখানাগুলির মধ্যে কয়েকটিতে ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধের এই অভাব কি কারণে একটি নিয়ম হয়ে দাঁড়াতে পারল? কারখানাগুলিতে তার অনুপ্রবেশ ঘটেছে অব্যাহত শ্রম-সপ্তাহের (uninterrupted working-week) এক অবৈধ সঙ্গী হিসেবে। এটা জোর দিয়ে বলা ভুল হবে যে অব্যাহত শ্রম-

সপ্তাহ আবশ্যিকভাবেই উৎপাদন ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধের অভাব ডেকে আনে। কাজ যদি ঠিকমত সংগঠিত হয়, যদি প্রত্যেক লোককে একেকটা নির্দিষ্ট কাজের জন্য দায়িত্ব দেওয়া যায়, যদি নির্দিষ্ট শ্রমিকদলকে যন্ত্রপাতির ভার দেওয়া যায়, যদি কাজের শিফ্‌টগুলি এমন যথাযথভাবে সংগঠিত হয় যাতে তারা মান ও দক্ষতার দিক থেকে সমান হয়—এই ধরনের পরিবেশে অব্যাহত শ্রম-সপ্তাহ নিয়ে আসে শ্রম-উৎপাদনশীলতায় এক বিরাট রকম বৃদ্ধি, কাজের মানের উন্নয়ন এবং ব্যক্তিগত দায়িত্বহীনতার অবসান। রেলওয়েতে ব্যাপারটা এই রকমই, সেখানে এখন অব্যাহত শ্রম-সপ্তাহ চালানো হচ্ছে, কিন্তু ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধের অভাব আর নেই। এটা কি বলা যেতে পারে যে শিল্প-উদ্যোগগুলিতেও অব্যাহত শ্রম-সপ্তাহের অবস্থাটা একইরকম সন্তোষজনক? দুর্ভাগ্যবশতঃ তা বলা যেতে পারে না। আসল ব্যাপার এই যে আমাদের কতকগুলি কারখানায় যথাযোগ্য পরিবেশ প্রস্তুত না করেই, শিফ্‌টগুলিকে মান ও দক্ষতার দিক থেকে মোটামুটি সমান করে যথাযথ সংগঠিত না করেই, প্রত্যেক শ্রমিককে একেকটা বিশেষ সঠিক কাজের দায়িত্বভার না দিয়েই বড় তাড়াহুড়ো করে অব্যাহত শ্রম-সপ্তাহ প্রথা গৃহীত হয়েছে। ফল হয়েছে এই যে, অব্যাহত শ্রম-সপ্তাহকে আপনা-আপনি বাড়তে দিয়ে তা থেকে ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধের অভাব উদ্ভূত হয়েছে। ফল হয়েছে এই যে, কতকগুলি কারখানাতেই আমরা অব্যাহত শ্রম-সপ্তাহ পেয়েছি কাগজে-কলমে, কথায় কিন্তু ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধের অভাব পেয়েছি কাগজে-কলমে নয়, বাস্তব কর্মক্ষেত্রেই। ফল হয়েছে এই যে, কাজের কোনও দায়িত্ব-বোধ নেই, যন্ত্রপাতির যথেচ্ছ ব্যবহার হচ্ছে, বহু যন্ত্রপাতি ভেঙে পড়ছে, এবং শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য কোনও উৎসাহদান (incentive) নেই। শ্রমিকরা এ কথা অহেতুক বলে না যে: 'আমরা শ্রমের উৎপাদন-শীলতা বাড়াতে পারি ও কাজকর্ম উন্নত করতে পারি, কিন্তু কারুরই যখন কোনও দায়িত্ব নেই তখন সে-সবের মূল্যটা কে দিতে আসছে?'

এ থেকে দাঁড়ায় এই যে আমাদের কিছু সংখ্যক কমরেড অব্যাহত শ্রম-সপ্তাহ প্রবর্তনে একটু তাড়াহুড়ো করেছেন এবং তাঁদের সেই তাড়াহুড়োতে সেটিকে বিকৃত করেছেন ও ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধের অভাবের একটি ব্যবস্থায় পরিণত করেছেন।

এই অবস্থার অবসানের ও ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধের অভাব দূরীকরণের

দুটি পথ আছে। হয় অব্যাহত শ্রম-সপ্তাহ কার্যকরী করার প্রক্রিয়ার পরিবর্তন করুন যাতে তা ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধের অভাবে পরিণত না হয়, এমনটিই করা হয়েছিল রেলওয়েতে। অথবা যেখানে পরিস্থিতি এর অনুকূল নয় সেখানে স্তালিনগ্রাদ ট্রাক্টর ওয়ার্কসে সম্প্রতি যেমন করা হয়েছে সেইরকমভাবে নামেমাত্র অব্যাহত শ্রম-সপ্তাহকে বর্জন করুন ও অব্যাহত ছ'দিনের সপ্তাহকে সাময়িকভাবে গ্রহণ করুন এবং এমন পরিবেশ প্রস্তুত করুন যাতে প্রয়োজন হলে নামেমাত্র নয়, সত্যকারের এক অব্যাহত শ্রম-সপ্তাহে ফেরা যায়, ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধের অভাবে নয় পক্ষান্তরে অব্যাহত শ্রম-সপ্তাহেই শেষ পর্যন্ত ফেরা যায়।

অন্য একটি পথও আছে।

এতে সন্দেহ নেই যে আমাদের উদ্যোগ-কর্মকর্তারা এ-সবই বেশ ভালমতো বোঝেন। কিন্তু তাঁরা চুপ করে থাকেন। কেন? কারণ স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান যে তাঁরা সত্যকে ভয় পান। কিন্তু বলশেভিকরা কবে থেকে সত্যকে ভয় পেতে শুরু করল? এটা কি সত্য নয় যে অনেকগুলি কারখানায় অব্যাহত শ্রম-সপ্তাহের ফল হয়েছে ব্যক্তিগত দায়িত্বের অভাব ও এইভাবে তার চরম মাত্রায় বিকৃতি ঘটেছে? প্রশ্ন হল: এ-রকম একটা অব্যাহত শ্রম-সপ্তাহ কে চায়? কে এ কথা জোর দিয়ে বলার সাহস করে যে কাজের সঠিক সংগঠনের চাইতে, শ্রমের বর্ধিত উৎপাদনশীলতার চাইতে, একটি খাঁটি অব্যাহত শ্রম সপ্তাহের চাইতে, আমাদের সমাজতান্ত্রিক শিল্পের স্বার্থের চাইতে নামেমাত্র ও বিকৃত এই অব্যাহত শ্রম-সপ্তাহকে টিঁকিয়ে রাখাই হল অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ? এটা কি পরিষ্কার নয় যে যত দ্রুত আমরা এই নামেমাত্র অব্যাহত শ্রম-সপ্তাহকে বিলুপ্ত করব তত দ্রুত আমরা কাজের এক যথাযথ সংগঠন অর্জন করব?

কিছু কিছু কমরেড ভাবেন যে মন্ত্র পড়ে আর বড় বড় কথা বলেই আমরা ব্যক্তিগত দায়িত্বের অভাবকে দূর করতে পারব। যাই হোক, আমি এরকম কিছু সংখ্যক উদ্যোগ-কর্মকর্তাদের জানি যাঁরা ব্যক্তিগত দায়িত্বের অভাবের বিরুদ্ধে তাদের লড়াইয়ে নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ রাখেন প্রায়শঃই সভাস্থলে ভাষণদানে, ব্যক্তিগত দায়িত্বের অভাবের ওপর অভিশাপ নিক্ষেপে। তাঁদের এই বিশ্বাস যে ঐসব বক্তৃতা দেওয়ার পর বলতে কি আপনা-আপনিই ব্যক্তিগত দায়িত্বহীনতা অপসৃত হতে বাধ্য। তাঁরা যদি মনে করেন যে ভাষণ দিয়ে আর মন্ত্র পড়েই ব্যক্তিগত দায়িত্বহীনতা দূর করা যায় তবে তাঁরা শোচনীয়-

রকম ভ্রান্ত। না কমরেড, ব্যক্তিগত দায়িত্বহীনতা কখনই আপনা-আপনি অপসৃত হবে না। একমাত্র আমরাই তা দূর করতে পারি এবং অবশ্যই তা করবও; কারণ আপনি-আমিই তো নিয়ন্ত্রণক্ষমতায় আসীন, আর সমস্ত কিছুর জন্য—ব্যক্তিগত দায়িত্বহীনতার জন্যও আপনাকে আর আমাকেই তো জবাব দিতে হবে। আমি মনে করি যে আরও ভাল হবে যদি বক্তৃতা দেওয়া আর মন্ত্রপড়ার বদলে আমাদের উদ্যোগ-কর্মকর্তারা কোন খনিতে বা কারখানায় দু-এক মাস কাটান, কাজের সংগঠন বিষয়ে সব খুঁটিনাটি আর 'তুচ্ছ' ব্যাপারও অধ্যয়ন করেন, সেখানে বস্তুতঃই ব্যক্তিগত দায়িত্বহীনতার অবসান ঘটান এবং এই লব্ধ অভিজ্ঞতাকে এই বা সেই উদ্যোগে কাজে লাগান। সেটা হবে আরও ভাল। সেটাই হবে ব্যক্তিগত দায়িত্বহীনতার বিরুদ্ধে, কাজের যথাযথ ও বলশেভিক সংগঠনের জন্য, আমাদের উদ্যোগগুলিতে যথাযথভাবে শক্তিবণ্টনের জন্য সত্যকারের লড়াই চালানো।

সুতরাং কর্তব্য হল **ব্যক্তিগত দায়িত্বহীনতার অবসান ঘটানো, কাজের সংগঠনকে উন্নত করা এবং আমাদের উদ্যোগগুলিতে যথাযথভাবে শক্তি বণ্টন করা।**

আমাদের শিল্পের বিকাশের তৃতীয় নতুন শর্তটির বিষয়ে ব্যাপারটা এ-রকমই দাঁড়ায়।

চতুর্থ শর্তটির আলোচনায় আসা যাক।

৪। একটি শ্রমিকশ্রেণীর শিল্প ও প্রকৌশলী বুদ্ধিজীবী বাহিনী

সাধারণভাবে শিল্পের প্রশাসন-কর্মীদের ক্ষেত্রে এবং বিশেষ করে ইঞ্জিনীয়ারিং ও প্রকৌশল-কর্মীদের ক্ষেত্রেও পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে।

আগে পরিস্থিতি ছিল এই যে আমাদের সকল শিল্পের জন্য যোগানের মূল উৎস ছিল ইউক্রেনের কয়লা ও ধাতুশিল্পের ঘাঁটি। ইউক্রেন আমাদের সমস্ত শিল্প এলাকাকেই—দক্ষিণে এবং মস্কো ও লেনিনগ্রাদ উভয়কেই ধাতু সরবরাহ করত। সেখান থেকে কয়লাও সরবরাহ হতো ইউ. এস. এস. আর-এর মুখ্য উদ্যোগগুলিতে। আমি উরাল অঞ্চলের কথা বাদ দিচ্ছি কারণ দনেৎস অববাহিকার চাইতে গোটা উরাল এলাকার আপেক্ষিক গুরুত্ব ছিল খুবই কম। তদনুযায়ী শিল্পক্ষেত্রের প্রশাসন-কর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য আমাদের তিনটি

মূল কেন্দ্র ছিল: দক্ষিণ, মস্কো জেলা ও লেনিনগ্রাদ জেলা। স্বভাবতঃই ঐ ধরনের পরিস্থিতিতে সে-সময় আমাদের দেশের হাতে যা ছিল সেই অতি ক্ষুদ্রসংখ্যক ইঞ্জিনীয়ারিং ও কারিগরী শক্তিদের সাহায্যে আমরা কোনরকমে কাজ চালিয়ে নিতে পারতাম।

অল্পকাল পূর্বে অবস্থা ছিল এই।

কিন্তু এখনকার পরিস্থিতি একেবারেই আলাদা। আমার মনে হয় যে এখন এটা নিশ্চিত যে শিল্পের বিকাশের বর্তমান হারের ও বিশাল আয়তনের পরিপ্রেক্ষিতে শুধুমাত্র ইউক্রেনের কয়লা আর ধাতুশিল্পের ঘাঁটির মাধ্যমে কাজ চালাতে আমরা ইতিমধ্যেই অক্ষম হয়ে পড়েছি। আপনারা জানেন যে, উৎপাদন বৃদ্ধি সত্ত্বেও ইউক্রেনের কয়লা ও ধাতুর যোগান ইতিমধ্যেই অপ্রতুল হয়ে পড়েছে। আপনারা জানেন যে, এই কারণে আমরা পূর্বে—উরাল-কুজ্‌নেৎস্ক্‌ অববাহিকায় একটা নতুন কয়লা ও ধাতুশিল্পের ঘাঁটি তৈরী করতে বাধ্য হয়েছি। আপনারা জানেন যে, এই ঘাঁটি তৈরী করার কাজটি আমাদের বিফল হয়নি। কিন্তু তা-ও তো যথেষ্ট নয়। আমাদের অবশ্যই খোদ সাইবেরিয়াতেই তার বর্ধমান চাহিদা মেটাতে আরও একটি লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গড়ে তুলতে হবে। আর তা ইতিমধ্যেই আমরা গড়ে তুলছি। এ-ছাড়াও কাজাকস্তানে ও তুর্কিস্তানে আমাদের অবশ্যই অ-লৌহঘটিত ধাতুর একটা ঘাঁটি গড়ে তুলতে হবে। সবশেষে, আমাদের অবশ্যই গড়ে তুলতে হবে বিরাট রেলওয়ে ব্যবস্থা। সেটাই হল গোটা ইউ. এস. এস. আর-এর স্বার্থের—প্রান্তিক প্রজাতন্ত্রগুলির এবং কেন্দ্রেরও স্বার্থের নির্দেশ।

কিন্তু এ থেকে দাঁড়ায় এই যে, আমরা আগে যে অতি ক্ষুদ্র ইঞ্জিনীয়ারিং, কারিগরী ও প্রশাসন শিল্প কর্মীদের দিয়ে কোনওক্রমে কাজ চালিয়ে নিয়েছিলাম তা দিয়ে আজ আর চালাতে পারব না। দাঁড়ায় এই যে, ইঞ্জিনীয়ারিং ও কারিগরী কর্মীদের প্রশিক্ষণের পুরানো কেন্দ্রগুলি আর পর্যাপ্ত নয়, উরাল অঞ্চলে, সাইবেরিয়ায় ও মধ্য এশিয়ায় নতুন কেন্দ্রগুলির একটা গোটা জাল আমাদের অবশ্যই তৈরী করতে হবে। যদি সত্যসত্যই আমরা ইউ. এস. এস. আর-এর সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়নের কর্মসূচীকে পালন করতে চাই তাহলে এখন আমাদের অবশ্যই তিনগুণ বা পাঁচগুণ বেশি ইঞ্জিনীয়ারিং, কারিগরী ও প্রশাসন শিল্প-কর্মীদের যোগান সুনিশ্চিত করতে হবে।

কিন্তু যেমন-তেমন ধরনের প্রশাসন, ইঞ্জিনীয়ারিং ও কারিগরী শক্তির

প্রয়োজন আমাদের নেই। আমাদের প্রয়োজন এমন প্রশাসন, ইঞ্জিনীয়ারিং ও কারিগরী শক্তির যা আমাদের দেশের শ্রমিকশ্রেণীর কর্মনীতি অনুধাবনে সক্ষম, সেই কর্মনীতির আত্তীকরণে সক্ষম এবং তাকে বিবেকবুদ্ধির সঙ্গে পালন করতে প্রস্তুত। আর এর অর্থ কি? এর অর্থ এই যে আমাদের দেশ এমন এক বিকাশের পর্যায়ে প্রবেশ করেছে যেখানে **শ্রমিকশ্রেণীকে অবশ্যই তার এমন শিল্প ও প্রকৌশলী বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী গড়ে তুলতে হবে** যা উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থকে শাসকশ্রেণীর স্বার্থের ন্যায় ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে সক্ষম।

কোনও শাসকশ্রেণীই তার নিজস্ব বুদ্ধিজীবী বাহিনী ছাড়া কাজ চালাতে পারেনি। এরকম বিশ্বাস করার কোনও কারণই নেই যে ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণী তার নিজস্ব শিল্প ও প্রকৌশলী বুদ্ধিজীবী বাহিনী ছাড়াই কাজ চালিয়ে নিতে পারে।

সোভিয়েত সরকার এই পরিস্থিতিকে বিবেচনা করেছে এবং শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী কৃষকের সকলের জন্য জাতীয় অর্থনীতির প্রত্যেক প্রশাখায় সকল উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির দ্বার প্রশস্ত করে খুলে দিয়েছে। আপনারা জানেন শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকদের হাজার হাজার তরুণ বর্তমানে উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে অধ্যয়নরত। যেখানে আগে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ধনী পরিবারের তরুণ বংশধরদেরই একচেটিয়া ছিল সেখানে আজ সোভিয়েত ব্যবস্থায় শ্রমিকশ্রেণীর ও কৃষকদের তরুণদেরই সেখানে প্রাধান্য। সন্দেহ নেই যে আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি থেকে আচিরাৎ হাজার হাজার নতুন কারিগর ও ইঞ্জিনীয়ার, আমাদের শিল্প ব্যবস্থার নতুন নেতারা বেরিয়ে আসবে।

কিন্তু সেটা হল ব্যাপারটার একটা দিক মাত্র। অন্যদিক হল এই যে, শ্রমিকশ্রেণীর শিল্প ও প্রকৌশলী বুদ্ধিজীবী বাহিনী শুধু যারা উচ্চতর শিক্ষা অর্জন করেছে তাদের ভেতর থেকেই নয়, সেই সঙ্গে আমাদের কারখানাগুলির ব্যবহারিক শ্রমিকদের ভেতর থেকে, দক্ষ শ্রমিকদের থেকে, কল-কারখানা ও খনির শ্রমিকশ্রেণীর সাংস্কৃতিক শক্তি থেকেও নিযুক্ত হবে। সমকক্ষ হওয়ার বা ছাপিয়ে যাওয়ার জন্য ভ্রাতৃত্বমূলক প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তারা, শক্-ব্রিগেডগুলির নেতারা, যারা কার্যক্ষেত্রেই শ্রম-উদ্দীপনাকে উৎসাহিত করে, আমাদের নির্মাণকাণ্ডের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কার্যধারার সংগঠকেরা

—এরাই হল শ্রমিকশ্রেণীর সেই নতুন স্তর যারা উচ্চতর শিক্ষাপ্রাপ্ত কমরেডদের সঙ্গে একত্রে শ্রমিকশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী বাহিনীর অন্তঃসার, আমাদের শিল্পের প্রশাসন-কর্মীদের অন্তঃসারকে অবশ্যই গড়ে তুলবে। কর্তব্য হল এটা লক্ষ্য রাখা যাতে এই 'সাধারণ স্তরের' কমরেডরা যারা উৎসাহ দেখিয়েছে তাদেরকে না ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেওয়া হয়, তাদেরকে সাহসভরে দায়িত্বপূর্ণ পদে উন্নীত করা হয়, তাদের সংগঠনী যোগ্যতা প্রদর্শনের সুযোগ ও তাদের জ্ঞানকে সম্পূরণ করার সুযোগ দেওয়া হয়, তাদের কাজের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী করা হয়, আর এ ব্যাপারে অর্থের কৃচ্ছ্রতা না করা হয়।

এইসব কমরেডের মধ্যে পার্টি-বাহির্ভূত লোক কিছু কম নেই। কিন্তু তা যেন তাদেরকে সাহসভরে নেতৃস্থানীয় পদে উন্নীত করায় আমাদের ব্যাহত না করে। বরং ঠিক এই পার্টি-বহির্ভূত কমরেডদেরকে অবশ্যই আমাদের বিশেষ নজর দিতে হবে, তাদেরকে দায়িত্বশীল পদে অবশ্যই উন্নীত করতে হবে যাতে তারা নিজেরাই এটা দেখতে পারে যে পার্টি যোগ্য ও সক্ষম শ্রমিকদের মর্যাদা দেয়।

কিছু কমরেড মনে করে যে কলকারখানাগুলিতে একমাত্র পার্টি সদস্য-দেরকেই নেতৃত্বস্থানীয় পদে বসানো যেতে পারে। ঠিক এই কারণেই তারা প্রায়শঃই যোগ্যতা ও উৎসাহসমৃদ্ধ পার্টি-বাহির্ভূত কমরেডদের ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে তাদের বদলে পার্টি-সদস্যদেরকে ওপরতলায় বসিয়ে দেয়, তা তারা কম যোগ্য হলেও এবং কোনও উৎসাহ না দেখালেও। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এই রকম একটা 'নীতি' যদি তাকে তাই বলা যায় তবে সেটার চেয়ে অধিকতর মূর্খ ও প্রতিক্রিয়াশীল আর কিছু নেই। এটা প্রমাণের প্রয়োজন সামান্যই যে এই ধরনের একটা 'নীতি' কেবল পার্টিকে হেয়ই করতে পারে ও তা থেকে পার্টি-বহির্ভূত শ্রমিকদের বিমুখ করে তোলে। পার্টিকে এক পৃথক জাতে পরিণত করা কোনমতেই আমাদের নীতি নয়। আমাদের নীতি হল পার্টি ও পার্টি-বহির্ভূত শ্রমিকদের মধ্যে এক 'পারস্পরিক বিশ্বাস'এর, 'পারস্পারিক নিয়ন্ত্রণ'এর পরিবেশকে সুনিশ্চিত করা। আমাদের পার্টি যে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে শক্তিশালী তার অন্যতম কারণ এই যে তা এই নীতিটি অনুসরণ করে চলে।

সুতরাং কর্তব্য হল **এটা লক্ষ্য রাখা যে ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণীর তার নিজস্ব শিল্প ও প্রকৌশলী বুদ্ধিজীবী বাহিনী থাকে।**

আমাদের শিল্পের বিকাশের চতুর্থ নতুন শর্তটি সম্বন্ধে ব্যাপারটা এ-রকমই দাঁড়ায়।

এবার পঞ্চম শর্তটির আলোচনায় আসা যাক।

৫। পুরানো শিল্প ও প্রকৌশলী বুদ্ধিজীবী বাহিনীর মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের চিহ্ন

পুরানো বুর্জোয়া শিল্প ও প্রকৌশলী বুদ্ধিজীবী বাহিনীর প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্নটিও এক নতুন আলোকে উপস্থিত করা হয়েছে।

প্রায় দু'বছর আগে পরিস্থিতি ছিল এই যে, পুরানো প্রকৌশলী বুদ্ধিজীবীদের উচ্চতর দক্ষ অংশটি বিনাশের রোগে সংক্রামিত ছিল। তদুপরি ধ্বংসাত্মক কাজ ছিল সে-সময় এক ফ্যাশনসুলভ কার্যকলাপ। কয়েকজন ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত ছিল, কয়েকজন ছিল ধ্বংসকারীদের রক্ষক, আবার কয়েকজন যা ঘটছে তা থেকে নিজেদের হাত ধুয়ে ফেলেছিল ও নিরপেক্ষ থেকেছিল আর বাদবাকীরাও সোভিয়েত শাসন ও ধ্বংসকারীদের মধ্যে দোদুল্যমান ছিল। অবশ্য পুরানো প্রকৌশলী বুদ্ধিজীবী বাহিনীর সংখ্যাগরিষ্ঠরা মোটামুটি অনুগতভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু আমরা এখানে প্রকৌশলী বুদ্ধিজীবী বাহিনীর সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্বন্ধে নয়, তাদের মধ্যে যারা অত্যন্ত উচ্চদক্ষ অংশ তাদের সম্বন্ধেই বলছি।

ধ্বংসাত্মক কার্যধারার উদ্ভব কে ঘটিয়েছিল? কে তা লালন করেছিল? ইউ. এস. এস. আর-এ শ্রেণী-সংগ্রামের তীব্রায়ন, শহর ও গ্রামাঞ্চলে পুঁজিপতি শক্তির বিরুদ্ধে সোভিয়েত সরকারের আঘাত হানার নীতি, সোভিয়েত সরকারের নীতির বিরুদ্ধে এইসব শক্তির প্রতিরোধ, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির জটিলতা এবং যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামার বিকাশের সমস্যা। যেখানে ধ্বংসকারীদের জঙ্গী অংশের কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেয়েছিল পুঁজিবাদী দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদীদের আগ্রাসনমূলক ষড়যন্ত্র ও আমাদের দেশের ভেতরকার শস্য সংক্রান্ত সমস্যার মাধ্যমে সেখানে আবার সক্রিয় ধ্বংসকারীদের প্রতি পুরানো প্রকৌশলী বুদ্ধিজীবীদের অন্যান্য অংশের দোদুল্যমানতা মদৎ পেয়েছিল এমন সব উক্তি মারফত যা ট্রটস্কিপন্থী মেনশেভিক বাচালদের মধ্যে ফ্যাশন ছিল, তারা বলত যে 'যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামারগুলি থেকে কিছুতেই কিছু বেরিয়ে আসবে না', 'যাই হোক না কেন, সোভিয়েত ক্ষমতার অধঃপতন

ঘটছে ও তা অচিরাৎ ভেঙে পড়বেই', 'বলশেভিকরা তাদের নীতির দরুণ নিজেরাই আগ্রাসনকে সুগম করে তুলছে' ইত্যাদি ইত্যাদি। তাছাড়া যদি দক্ষিণপন্থী ভ্রষ্টাচারীদের মধ্যে কিছু পুরানো বলশেভিকও 'মহামারী'কে রুখতে না পারে এবং পার্টি থেকে সে-সময় দূরে সরে যায় তাহলে এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে পুরানো প্রকৌশলী বুদ্ধিজীবীদের একটি অংশ যাদের বলশেভিকবাদ সম্পর্কে সামান্য জ্ঞানও নেই তারাও ভগবানের কৃপায় দোদুল্যমান হবে।

স্বভাবতঃই এহেন পরিস্থিতিতে পুরানো প্রকৌশলী বুদ্ধিজীবীদের প্রতি সোভিয়েত সরকার একটিমাত্র নীতিই অনুসরণ করতে পারে—তা সক্রিয় ধ্বংসকারীদের **ধ্বংস** করার, নিরপেক্ষদের **পৃথক করার** ও যারা অনুগত তাদেরকে **কাজে সামিল করার** নীতি।

এটা ছিল দু-এক বছর আগের ব্যাপার।

আজকের পরিস্থিতি ঠিক সেইরকমই আছে এমন কথা কি আমরা বলতে পারি? না, আমরা পারি না। পক্ষান্তরে এক নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। প্রথমেই বলা যায় যে গ্রামাঞ্চলে ও শহরে আমরা পুঁজিবাদী শক্তিগুলিকে উৎখাত করেছি ও সাফল্যের সঙ্গে সেগুলিকে অতিক্রম করছি। অবশ্য এ ব্যাপারটা পুরানো বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আনন্দের উদ্রেক করতে পারে না। খুবই সম্ভব যে তারা এখনো তাদের পরাজিত বন্ধুদের প্রতি দরদ পোষণ করে। কিন্তু এই সক্রিয়তর বন্ধুরা যখন প্রচণ্ড ও অপূরণীয় পরাজয়ে বিপর্যস্ত হয় তখন ঐ দরদীরা তাদের অদৃষ্টের ফল ভাগ করে নিতে স্বেচ্ছায় রাজী হতে অভ্যস্ত নয়, যারা নিরপেক্ষ বা দোদুল্যমান তারা তো আরও অভ্যস্ত নয়।

পুনশ্চ, আমরা শস্য-সংকট কাটিয়ে উঠেছি ও শুধু যে তা কাটিয়ে উঠেছি তাই নয়, আমরা এখন সোভিয়েত ক্ষমতা যতদিন বিদ্যমান আছে তার গোড়ার দিন থেকে অদ্যাবধি রপ্তানীকৃত শস্যের চেয়েও বেশি পরিমাণ শস্য রপ্তানী করছি। ফলতঃ, দোদুল্যমানদের এই 'যুক্তিটি'ও মাঠে মারা যায়।

তদুপরি, এমনকি অন্ধও এটা এখন দেখতে পারে যে যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামার বিকাশের রণাঙ্গনের প্রেক্ষিতে আমরা এক নির্দিষ্ট বিজয়লাভ করেছি ও প্রচণ্ড সাফল্য অর্জন করেছি।

ফলতঃ, পুরানো বুদ্ধিজীবী বাহিনীদের 'অস্ত্রাগার'-এর মুখ্য হাতিয়ারটি ব্যর্থ হয়েছে। আর বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের আগ্রাসনের আশা সম্বন্ধে এটা স্বীকার করতেই হবে যে অন্ততঃ সাময়িককালের জন্যও তা বালির ওপর নির্মিত ঘর

বলে প্রমাণিত হয়েছে। নিঃসন্দেহে, ছ'বছর ধরেই আগ্রাসন হওয়ার কথা ছিল কিন্তু একবারও আগ্রাসনের চেষ্টা করা যায়নি। এ কথা স্বীকার করার সময় এসেছে যে আমাদের বিজ্ঞ বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের নিছক নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরানো হয়েছে। এটা এই ঘটনা ছাড়াই যে মস্কোর বিখ্যাত বিচারে সক্রিয় ধ্বংসকারীদের যা আচরণ তা ধ্বংস করার ধারণাটিকেই হেয় করতে বাধ্য ছিল ও বাস্তবে হেয়ই করেছিল।

স্বভাবতঃই এইসব নতুন পরিস্থিতি আমাদের পুরানো প্রকৌশলী বুদ্ধিজীবীদের নিশ্চিতভাবে প্রভাবিত করেছিল। এই নতুন পরিস্থিতি পুরানো প্রকৌশলী বুদ্ধিজীবী মহলে নতুন অনুভূতির সৃষ্টি করতে বাধ্য ছিল আর বস্তুতঃ তাই সৃষ্টি করেছিল। প্রকৃতপক্ষে এই ঘটনাই ব্যাখ্যা করে যে কেন বুদ্ধিজীবীদের একটা অংশ যারা আগে ধ্বংসকারীদের প্রতি দরদী ছিল সোভিয়েত শাসনের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে অনুকূল এক পরিবর্তনের নির্দিষ্ট চিহ্ন বিদ্যমান? এই ঘটনা যে পুরানো বুদ্ধিজীবীদের কেবল এই স্তরটিই নয়, এমনকি যারা আগেকার নিশ্চিত ধ্বংসকারী তাদেরও একটা রীতিমত অংশ অনেক কলকারখানায় শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে হাতে হাত দিয়ে কাজ করতে শুরু করছে— এই ঘটনাই নিঃসংশয়ে দেখিয়ে দেয় যে পুরানো প্রকৌশলী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে একটা দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন শুরু হয়েছে। অবশ্য এর অর্থ এমন নয় যে দেশে আর কোনও ধ্বংসকারী নেই। না, এর অর্থ তা নয়। যতদিন পর্যন্ত আমাদের শ্রেণীগুলি আছে ও যতদিন পর্যন্ত পুঁজিবাদী পরিবেষ্টনী আছে ততদিন পর্যন্তই ধ্বংসকারীরা আছে ও অব্যাহত থাকবে। কিন্তু এর অর্থ এই যে যেহেতু পুরানো বুদ্ধিজীবী যারা কোনও-না-কোনভাবে ধ্বংসকারীদের প্রতি দরদ পোষণ করত তাদের একটা বড় অংশই এখন সোভিয়েত শাসনের সপক্ষে মোড় নিয়েছে তাই সক্রিয় ধ্বংসকারীরা সংখ্যায় অল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং এই সময়ের জন্য তাদেরকে একেবারে গা-ঢাকা দিতে হবে।

কিন্তু এ-থেকে দাঁড়ায় এই যে তদনুসারে পুরানো প্রকৌশলী বুদ্ধিজীবীদের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে অবশ্যই পাল্টাতে হবে। যেখানে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের চরমের সময় পুরানো প্রকৌশলী বুদ্ধিজীবীদের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিটি মূলতঃ তাদেরকে উৎখাত করার নীতিতেই প্রকাশ পেয়েছিল সেখানে আজ যখন ঐ বুদ্ধিজীবীরা সোভিয়েত শাসনের সপক্ষে আসছে তখন তাদেরকে কাজে সামিল করার ও তাদের প্রতি সনির্বন্ধতা দেখানোর নীতির

মাধ্যমেই তাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে মূলতঃ প্রকাশ করতে হবে। নতুন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আমাদের পুরানো নীতিটাকেই অনুসরণ করা হবে ভুল ও অ-দ্বন্দ্বমূলক। পুরানো আমলের প্রায় প্রত্যেক বিশেষজ্ঞ আর ইঞ্জিনীয়ারকেই অজানা অপরাধী আর ধ্বংসকারী বলে গণ্য করা হবে মূর্খতা ও অজ্ঞতা। আমরা সর্বদাই 'বিশেষজ্ঞ-নির্যাতন'-কে এক ক্ষতিকর ও জঘন্য ব্যাপার হিসেবে গণ্য করেছি ও এখনো তাই গণ্য করছি।

সুতরাং কর্তব্য হল **পুরানো আমলের ইঞ্জিনীয়ার ও প্রকৌশল-বিদ্দের প্রতি আমাদের মনোভাবের পরিবর্তনসাধন, তাদের প্রতি আরও নজর ও সনির্বন্ধতা প্রদর্শন, তাদের সহযোগিতা আরও সাহসভরে কাজে সামিল করা।**

আমাদের শিল্পের বিকাশের পক্ষে নতুন শর্তটি বিষয়ে ব্যাপার এ-রকমই দাঁড়ায়।

এবার সর্বশেষ শর্তটির আলোচনায় আসা যাক।

৬। ব্যবসায় হিসেব-রক্ষা

আরেকটি নতুন শর্ত সম্বন্ধে যদি আলোচনা না করি তবে ছবিটা অসম্পূর্ণ থাকবে। আমি শিল্পের জন্য, জাতীয় অর্থনীতির জন্য মূলধন পুঞ্জীভবনের উৎসের উল্লেখ করছি; আমি সেই পুঞ্জীভবনের হার বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করছি।

পুঞ্জীভবনের দিক থেকে বিচার করলে আমাদের শিল্পের বিকাশের নতুন আর বিশেষ লক্ষণটি কি? সেটা এই যে শিল্পের আরও প্রসারণের জন্য পুঞ্জীভবনের পুরানো উৎসগুলি ইতিমধ্যেই অপ্রতুল হতে শুরু করেছে; সুতরাং প্রয়োজন হল পুঞ্জীভবনের নতুন উৎস সন্ধান এবং পুরানো উৎসগুলির পুনর্শক্তি সংস্থাপন করা যদি আমরা সত্যসত্যই বলশেভিক বেগমাত্রার শিল্পায়নকে বজায় রাখতে ও বিকাশ করতে চাই।

পুঁজিবাদী দেশগুলির ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পাই যে উন্নততর পর্যায়ে নিজের শিল্পোন্নয়নে অভিলাষী কোনও একটি তরুণ রাষ্ট্রও দীর্ঘমেয়াদী ঋণের আকারে বৈদেশিক সাহায্যের মাধ্যম ছাড়া কাজ চালাতে পারেনি। এই কারণে পশ্চিমী দেশগুলির পুঁজিপতিরা এই ভরসায় আমাদের দেশকে ঋণ দিতে সরাসরি অস্বীকার করেছে যে ঋণের অভাব নিশ্চিতভাবেই আমাদের

শিল্পায়নকে ব্যাহত করবে। কিন্তু পুঁজিপতিরা ভুল ভেবেছিল। তারা এই ঘটনাকে বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছিল যে পুঁজিবাদী দেশগুলির মতো না হয়ে আমাদের দেশে পুঞ্জীভবনের কতকগুলি বিশেষ উৎস আছে যা আমাদের শিল্পকে পুনরায় বাঁচিয়ে তোলা ও আরও বিকশিত করার পক্ষে যথেষ্ট। আর বাস্তবিকই, আমরা যে কেবল আমাদের শিল্পকে পুনরায় বাঁচিয়ে তুলেছি, কেবল আমাদের কৃষিকে ও পরিবহনকে বাঁচিয়ে তুলেছি তাই নয় আমরা সেই সঙ্গে ইতিমধ্যেই ভারী শিল্প, কৃষি ও পরিবহন পুনর্নির্মাণের বিরাট কর্মকাণ্ডকে চালু করতেও সফল হয়েছি। অবশ্য এ কাজের জন্য অনেক লক্ষ রুবল ব্যয় হয়েছে। এই লক্ষ লক্ষ রুবল আমরা কোথেকে পেলাম? হাল্কা শিল্প, কৃষি ও বাজেট পুঞ্জীভবন থেকে। এইভাবেই আমরা সম্প্রতিকাল পর্যন্ত কাজ চালিয়ে গেছি।

কিন্তু আজকের পরিস্থিতি একেবারে ভিন্ন। যেখানে অতীতে মূলধন পুঞ্জীভবনের পুরানো উৎসগুলি শিল্প ও পরিবহনের পুনর্নির্মাণের পক্ষে যথেষ্ট ছিল সেখানে আজ তা নিশ্চিতই অপ্রতুল হয়ে পড়ছে। এখন প্রশ্নটা আমাদের পুরানো শিল্পের পুনর্নির্মাণের নয়। এখন প্রশ্ন হল উরাল অঞ্চলে, সাইবেরিয়ায়, কাজাকস্তানে নতুন ও কারিগরীভাবে সুসমৃদ্ধ শিল্প প্রতিষ্ঠা করা। এখন প্রশ্নটা হল ইউ. এস. এস. আর-এর শস্য, পালিত পশু ও কাঁচামালসমৃদ্ধ অঞ্চলে নতুন ও বৃহদায়তনিক খামার প্রথা কায়েম করা। প্রশ্নটা হল ইউ. এস. এস. আর-এর পূর্ব ও পশ্চিমের সংযোজক রেলপথের এক নতুন ব্যবস্থা তৈরী করা। সুতরাং, এই বিরাট কর্তব্য পালনের পক্ষে পুরানো পুঞ্জীভবনের উৎসগুলি যথেষ্ট হতে পারে না।

কিন্তু সেটাই সব নয়। এর সঙ্গে এই ঘটনাও জুড়তে হবে যে অদক্ষ পরিচালনার দরুণ ব্যবসায়-হিসেবরক্ষার নীতিগুলি আমাদের বেশ কতকগুলি কারখানায় ও ব্যবসায় সংগঠনে নিদারুণভাবে লংঘিত হয়ে থাকে। এটা ঘটনা যে কতকগুলি উদ্যোগ ও ব্যবসায় সংগঠন দীর্ঘকাল যাবৎ ঠিকমতো হিসেব রাখা, গণনা করা, আয় ও ব্যয়ের ঠিক মতো ব্যালান্স-শীট তৈরী করা বন্ধ করে দিয়েছে। এটা ঘটনা যে কতকগুলি উদ্যোগ ও ব্যবসায়-সংগঠনে 'মিতব্যয়িতার শাসন', 'অনুৎপাদক ব্যয়-সংকোচ', 'উৎপাদনের বিজ্ঞানভিত্তিক বিন্যাস' ইত্যাদি ধারণাগুলি দীর্ঘকাল সেকেলে হয়ে গেছে। স্পষ্টতঃই তারা ধরে নেয় যে স্টেট ব্যাঙ্ক 'প্রয়োজনমতো অর্থ যে-কোনও অবস্থাতেই আগাম দেবে।' এটা ঘটনা

যে কতকগুলি উদ্যোগে উৎপাদন-ব্যয় ইদানীংকালে বাড়তে শুরু করেছে। তাদেরকে ১০ শতাংশ এবং আরও বেশি হারে ব্যয়হ্রাসের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কিন্তু তার বদলে তারা ব্যয় বাড়াচ্ছে। কিন্তু উৎপাদন-ব্যয় হ্রাসের অর্থ কি? আপনারা জানেন যে এক শতাংশ উৎপাদন-ব্যয় হ্রাসের অর্থ হল শিল্পক্ষেত্রে ১৫ কোটি থেকে ২০ কোটি রুবল জমা হওয়া। নিশ্চিতভাবেই এইরকম পরিস্থিতিতে উৎপাদন-ব্যয় বাড়ানোর অর্থ হল শিল্পকে ও গোটা জাতীয় অর্থ-নীতিকে লক্ষ লক্ষ রুবল থেকে বঞ্চিত করা।

এ-সব থেকে এটাই দাঁড়ায় যে শুধু হাল্‌কা শিল্পের ওপর, বাজেট পুঞ্জীভবনের ওপর ও কৃষির রাজস্বের ওপর নির্ভর করা আর সম্ভব নয়। হাল্‌কা শিল্প হল পুঞ্জীভবনের এক প্রাচুর্যময় উৎস এবং তার নিয়ত প্রসারের সকল সম্ভাবনাই আছে, কিন্তু তা কোনও সীমাহীন উৎস নয়। কৃষিও কিছু কম প্রাচুর্যময় উৎস নয়, কিন্তু এখন তার পুনর্নির্মাণের সময়কালে খোদ কৃষিরই দরকার রাষ্ট্রের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্যের। আর বাজেটে পুঞ্জীভবনের বিষয়ে আপনারা নিজেরাই জানেন যে তা সীমাহীন হতে পারে না ও অবশ্যই তা হবেও না। তাহলে বাকি কি রইল? বাকী রইল ভারী শিল্প। ফলতঃ আমাদের অবশ্যই দেখতে হবে যে ভারী শিল্পও—এবং সর্বোপরি তার যন্ত্রোৎপাদন বিভাগ—যেন পুঞ্জীভবন যোগায়। ফলতঃ, পুঞ্জীভবনের পুরানো উৎসগুলিকে পুনঃশক্তিবিশিষ্ট ও প্রসারিত করার সাথে সাথে আমাদের অবশ্যই দেখতে হবে যাতে ভারী শিল্পও—সর্বোপরি তার যন্ত্রোৎপাদক বিভাগও—যেন পুঞ্জীভবন যোগায়।

এটাই হল সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসার পথ।

আর এর জন্য কি কি দরকার? আমাদের অবশ্যই অদক্ষতার অবসান ঘটাতে হবে, শিল্পের আভ্যন্তরীণ উৎসগুলিকে সহজলভ্য করতে হবে, আমাদের উদ্যোগগুলিতে ব্যবসায়িক হিসেবরক্ষা চালু ও পুনরায় জোরদার করতে হবে, রীতিবদ্ধভাবে উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস করতে হবে এবং ব্যতিক্রমনির্বিশেষে শিল্পের প্রত্যেক প্রশাখায় আভ্যন্তরীণ পুঞ্জীভবন বাড়াতে হবে।

এটাই হল সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসার পথ।

সুতরাং কর্তব্য হল **ব্যবসায়িক হিসেবরক্ষাকে চালু করা ও তাকে পুনরায় জোরদার করা, শিল্পের অভ্যন্তরে পুঞ্জীভবনকে বাড়ানো।**

৭। কাজের নতুন পদ্ধতি, পরিচালনার নতুন পদ্ধতি

কমরেডগণ, আমাদের শিল্পের বিকাশের নতুন শর্তগুলি এইরকমই।

এই নতুন শর্তগুলির গুরুত্ব এই যে তারা শিল্পের জন্য এক নতুন পরিস্থিতি তৈরী করছে যা কাজের নতুন পদ্ধতি ও পরিচালনার নতুন পদ্ধতির দাবি করে।

সুতরাং :

(ক) এ থেকে তাই দাঁড়ায় যে আগের মতো আমরা আর শ্রমশক্তির আপনা-আপনি অন্তঃপ্রবাহের ওপর ভরসা করতে পারি না। আমাদের শিল্প-সমূহের জন্য শ্রমশক্তি অর্জন করতে হলে তা অবশ্যই নিয়োগ করতে হবে সংগঠিত পদ্ধতিতে এবং শ্রমের যান্ত্রিকীকরণ করতে হবে। আমাদের কাজের বেগ ও উৎপাদনের পরিধির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যান্ত্রিকীকরণ ছাড়াই কাজ চালাতে পারি এ-রকম বিশ্বাস রাখাটা হল সমুদ্র থেকে চামচে করে জল তুলে তাকে শূন্য করে দেওয়ার বিশ্বাসেরই অনুরূপ।

(খ) এ থেকে আরও দাঁড়ায় যে আমরা আর শিল্পক্ষেত্রে শ্রমশক্তির তরলী-ভূত অবস্থাকে মেনে নিতে পারি না। এই খারাপ ব্যাপারটাকে দূর করতে হলে আমাদের অবশ্যই এক নতুনভাবে মজুরী-হার সংগঠিত করতে হবে ও দেখতে হবে যাতে কারখানাগুলিতে শ্রমিকশক্তির গঠন মোটামুটি স্থির থাকে।

(গ) এ থেকে আরও দাঁড়ায় যে আমরা আর শিল্পক্ষেত্রে ব্যক্তিগত দায়িত্ব-হীনতা মেনে নিতে পারি না। এই খারাপ ব্যাপারটি দূর করতে হলে নতুনভাবে কাজের সংগঠন করতে হবে এবং শক্তিসমূহকে এমনভাবে বণ্টন করতে হবে যাতে প্রত্যেক শ্রমিকদল তার কাজের জন্য, যন্ত্রপাতির জন্য এবং কাজের মানের জন্য দায়ী থাকে।

(ঘ) এ থেকে আরও দাঁড়ায় যে পুরানো দিনের মতো আর আমরা সেই পুরানো ইঞ্জিনীয়ার ও প্রকৌশলবিদদের অতি ক্ষুদ্র শক্তির মাধ্যমে কাজ চালাতে পারি না যা আমরা বুর্জোয়া রাশিয়া থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি। উৎপাদনের বর্তমান হার ও পরিধি বাড়াতে হলে আমাদের অবশ্যই এটা নিশ্চিত করতে হবে যে শ্রমিকশ্রেণীর যেন তার নিজস্ব শিল্প ও প্রকৌশলী বুদ্ধিজীবী বাহিনী থাকে।

(ঙ) এ থেকে আরও দাঁড়ায় যে আগেকার মতো আর আমরা পুরানো আমলের সমস্ত বিশেষজ্ঞ, ইঞ্জিনীয়ার ও কারিগরদের একসঙ্গে তালগোল পাকিয়ে ফেলতে পারি না। পরিবর্তিত পরিস্থিতিকে গণ্য করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই নিজেদের নীতির পরিবর্তন করতে হবে ও পুরানো আমলের সেইসব বিশেষজ্ঞ, ইঞ্জিনীয়ার ও কারিগরদের প্রতি চূড়ান্ত সনির্বন্ধতা দেখাতে হবে যারা নিশ্চিতভাবেই শ্রমিকশ্রেণীর সপক্ষে আসছে।

(চ) সবশেষে দাঁড়ায় এই যে পুরানো দিনের মতো আর আমরা পুঞ্জীভবনের পুরানো উৎসগুলির মাধ্যমেই কাজ চালাতে পারি না। শিল্প ও কৃষির আরও সম্প্রসারণ সুনিশ্চিত করতে হলে আমাদের অবশ্যই পুঞ্জীভবনের নতুন উৎস বার করতে হবে; আমাদের অবশ্যই অদক্ষতার অবসান ঘটাতে হবে, ব্যবসায়িক হিসেবরক্ষার প্রবর্তন করতে হবে, উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস করতে হবে এবং শিল্পের অভ্যন্তরে পুঞ্জীভবন বাড়াতে হবে।

এই হল শিল্প বিকাশের নতুন শর্তসমূহ যা কাজের নতুন পদ্ধতি ও অর্থনৈতিক নির্মাণক্ষেত্রে পরিচালনার নতুন পদ্ধতির দাবি করে।

নতুন নীতি অনুযায়ী পরিচালনা নিশ্চিত করতে হলে কি কি প্রয়োজন?

সর্বপ্রথমে আমাদের উদ্যোগ-কর্মকর্তাদের নতুন পরিস্থিতিটা অবশ্যই বুঝতে হবে, তাদেরকে অবশ্যই শিল্পবিকাশের নতুন শর্তগুলিকে সুসম্বদ্ধভাবে জানতে হবে এবং নতুন পরিস্থিতির চাহিদা অনুযায়ী নিজেদের কাজের পদ্ধতির সংস্কার করতে হবে।

পুনশ্চ, আমাদের উদ্যোগ-কর্মকর্তাদের তাদের উদ্যোগগুলিকে 'সাধারণভাবে' নয়, 'বিমূর্তভাবে' নয়, বরং অবশ্যই সুসম্বদ্ধভাবে, বিশেষভাবে নির্দেশ দিতে হবে; প্রত্যেকটি প্রশ্নকে চলতি সাধারণ বক্তব্যের দিক থেকে নয় বরং অবশ্যই এক কঠোর ব্যবসায়ীসুলভভাবে দেখতে হবে; তাদের অবশ্যই নিজেদেরকে আনুষ্ঠানিক লিখিত নির্দেশ বা সাধারণ চলতি বক্তব্য ও স্লোগানে সীমাবদ্ধ করা চলবে না, পক্ষান্তরে উদ্যোগের কলাকৌশল অধ্যয়ন করতে হবে এবং বিস্তারিত, 'তুচ্ছ ব্যাপারে'ও প্রবেশ করতে হবে কারণ 'তুচ্ছ ব্যাপার' থেকেই এখন বিরাট বিরাট জিনিস তৈরী হচ্ছে।

পুনশ্চ, আমাদের বর্তমান অব্যবহারযোগ্য প্রতিষ্ঠানগুলি যা কখনো কখনো এমনকি ১০০ থেকে ২০০র মতো সংখ্যক উদ্যোগ নিয়ে গঠিত হয় সেগুলিকে অবশ্যই অবিলম্বে কতকগুলি জোটে বিভক্ত করতে হবে। নিশ্চিতভাবেই

একটা জোটের সর্বাধ্যক্ষ যাকে একশ বা তারও বেশি সংখ্যক কারখানা নিয়ে কাজ করতে হয়, তিনি সত্যসত্যই ঐসব কারখানাকে, সেগুলির সম্ভাবনা ও সেগুলির কাজকে জানতে পারেন না। স্পষ্টতঃই, তিনি যদি ঐ কারখানা-গুলিকে না জানেন তবে সেগুলিকে নির্দেশ দেওয়ার অবস্থাও তার থাকে না। অতএব একটি জোটের সর্বাধ্যক্ষ যাতে কারখানাগুলিকে পুরোপুরি জানতে পারেন ও নির্দেশ দিতে পারেন সেজন্য তাঁকে অবশ্যই কতকগুলি কারখানার দায়িত্ব থেকে মুক্ত করতে হবে; জোটটিকে অবশ্যই কয়েকটি ক্ষুদ্রতর জোটে বিভক্ত করতে হবে এবং জোটের সদরদপ্তরগুলিকে কারখানাগুলির আরও কাছে নিয়ে আসতে হবে।

পুনশ্চ, আমাদের উদ্যোগজোটগুলিতে যৌথ পরিচালনের বদলে এক-ব্যক্তিক পরিচালন প্রবর্তন করতে হবে। বর্তমানে অবস্থা হল এই যে একটি উদ্যোগজোটের নেতৃত্বে রয়েছেন দশ থেকে পনেরজন ব্যক্তি যাঁরা দলিল তৈরী করছেন ও আলোচনা চালাচ্ছেন। কমরেড, এইভাবে আমরা পরিচালনার কাজ চালাতে পারি না। আমাদের অবশ্যই কাগুজে 'পরিচালনা'র অবসান ঘটাতে হবে এবং অকৃত্রিম ব্যবসায়ীসুলভ চটপটে বলশেভিক কর্মধারায় উত্তরণ করতে হবে। একটি উদ্যোগজোটের নেতৃত্বে একজন সভাপতি ও কয়েকজন সহ-সভাপতি থাকুন। তার পরিচালনার জন্য এটাই হবে যথেষ্ট। নেতৃত্বের অন্যান্য সদস্যদের কলকারখানায় পাঠানো উচিত। কাজ ও তাঁদের নিজেদের উভয়ের স্বার্থের দিক থেকে সেটাই হবে অনেক ভাল।

পুনশ্চ, উদ্যোগজোটগুলির সভাপতি ও সহ-সভাপতিদের আরও ঘন ঘন সফর করতে হবে কারখানাগুলিতে, সেখানে আরও বেশি সময় ধরে থাকতে ও কাজ করতে হবে, কারখানার কর্মীদের সঙ্গে নিজেদেরকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত করাতে হবে এবং স্থানীয় লোকদের শুধু শেখালেই চলবে না, তাদের কাছ থেকে শিখতেও হবে। কারখানা থেকে অনেক দূরে একটা দপ্তরে বসেই আপনি এখন নির্দেশ দিতে পারেন এমন চিন্তা করাটা অলীক। কারখানা-গুলিকে নির্দেশ দিতে হলে আপনাকে ঐসব কারখানার কর্মীদের সঙ্গে আরও বেশি যোগাযোগ করতে হবে, তাদের সঙ্গে জীবন্ত সংযোগ বজায় রাখতে হবে।

সর্বশেষে, ১৯৩১ সালে আমাদের উৎপাদন পরিকল্পনা সম্বন্ধে দুয়েকটি কথা। কিছু সংখ্যক পার্টির-কাছাকাছি অজ্ঞ লোক আছে যারা জোর দিয়ে বলে যে আমাদের উৎপাদন-পরিকল্পনা হল অবাস্তব এবং তা পূরণ করা যায় না। এরা

অনেকটা শ্চেড্রিনের সেই 'বিচক্ষণ সহজে-বিশ্বাসী'দের মতো যারা সব সময় তাদের চারধারে 'অনুপযুক্ততার এক শূন্যস্থান' ছড়িয়ে দিতে প্রস্তুত। আমাদের উৎপাদন পরিকল্পনা কি বাস্তবসম্মত না বাস্তবতাবর্জিত? খুব নিশ্চিতভাবেই তা বাস্তবসম্মত। এটা যে বাস্তবসম্মত তা শুধু এইজন্যই যে তা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত পরিবেশই প্রাপ্তিসাধ্য। এটা যে বাস্তবসম্মত তা শুধু এই জন্যই যে এখন এর পূরণ নির্ভর করছে নিছক আমাদেরই ওপর, আমাদের হাতে যে বিরাট সুযোগগুলি রয়েছে তার সুবিধা নেওয়ায় আমাদের যোগ্যতা ও ইচ্ছার ওপর। অন্য আর কিভাবে আমরা এই ঘটনাটি ব্যাখ্যা করতে পারি যে একটা গোটাসংখ্যক উদ্যোগ ও শিল্প ইতিমধ্যেই তাদের পরিকল্পিত লক্ষ্য-মাত্রা **ছাপিয়ে গিয়ে পূরণ** করেছে? এর অর্থ এই যে অন্যান্য উদ্যোগ ও শিল্পও তাদের পরিকল্পনাকে পূরণ ও অতি-পূরণ করতে পারে।

এটা মনে করা মূর্খামি হবে যে উৎপাদনে পরিকল্পনা হল পরিসংখ্যান ও প্রদত্ত কাজের একটা নিছক ফিরিস্তি। প্রকৃতপক্ষে উৎপাদন পরিকল্পনা হল লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন্ত ও বাস্তব কাযকলাপ। আমাদের উৎপাদন পরিকল্পনার বাস্তবতা নিহিত আছে লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে যারা এক নতুন জীবন তৈরী করছে। আমাদের কর্মসূচীর বাস্তবতা নিহিত আছে জীবন্ত জনগণে, আপনার আর আমার মধ্যে, আমাদের কাজের ইচ্ছায়, এক নতুন পদ্ধতিতে কাজ করতে আমাদের প্রস্তুতিতে, পরিকল্পনা পূরণে আমাদের দৃঢ় প্রত্যয়ে। সেই দৃঢ় প্রত্যয় কি আমাদের আছে? হাঁ, তা আমাদের আছে। বেশ, তাহলে আমাদের উৎপাদন কর্মসূচী পূরণ হতে পারে ও তা পূরণ হবেই। (দীর্ঘ করতালি।)

প্রাভদা, সংখ্যা ১৮৩
৫ই জুলাই, ১৯৩১

এ্যামো-র শ্রমিক এবং প্রশাসন ও প্রকৌশল-কর্মীদের প্রতি[20]

সি. পি. এস. ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটি বিরাট সন্তোষের সঙ্গে এ্যামো অটোমোবাইল ওয়ার্কসের শ্রমিক এবং প্রশাসন ও প্রকৌশল-কর্মীদের অর্জিত বিজয়কে লক্ষ্য করছে। যেখানে রুশ পুঁজিপতিরা কেবল এক পশ্চাৎপদ প্রকৌশল, নীচু হারের শ্রম-উৎপাদনশীলতা ও বর্বর পদ্ধতির শোষণসমেত অটোমোবাইল কারখানা তৈরী করতে পারত সেখানে ২৫,০০০ মোটর লরী উৎপাদনক্ষম ও আধুনিক প্রকৌশলবিদ্যার সকল অর্জিত ফলকে প্রয়োগকারী এক শক্তিশালী বৃহদাকার শিল্প গড়ে উঠেছে। আপনাদের জয়লাভ হল আমাদের দেশের সকল শ্রমজীবী জনগণের জয়লাভ। সি. পি. এস. ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটি তার এই দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশ করছে যে আপনাদের এই প্রথম বিরাট বিজয় অন্যদের দ্বারাও অনুসৃত হবে: কারখানার নতুন কারিগরী সরঞ্জামের ওপর দখল, উৎপাদন কর্মসূচীর দৃঢ় সম্পাদন, উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস ও উৎপাদনের উচ্চমানের দ্বারা।

ইউ. এস. এস. আর-এর প্রথম বিশাল অটোমোবাইল কারখানা—এ্যামো ওয়ার্কসের সকল নির্মাতাকে আন্তরিক বলশেভিক অভিনন্দন!

সি. পি. এস. ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক

জে. স্তালিন

প্রাভদা, সংখ্যা ২৭১

১লা অক্টোবর, ১৯৩১

খারকভ ট্রাক্টর ওয়ার্কস প্রকল্পের শ্রমিক এবং প্রশাসন ও প্রকৌশল-কর্মীদের প্রতি

আমাদের দেশের শ্রমজীবী জনগণ, লক্ষ লক্ষ যৌথ খামার কর্মীরা এবং পার্টি সর্বোচ্চ অভিনিবেশের সঙ্গে খারকভ ট্রাক্টর ওয়ার্কসের নির্মাণের পথ অনুসরণ করেছে। খারকভ ট্রাক্টর ওয়ার্কস হল ইউক্রেনে কৃষির যৌথীকরণের এক ইস্পাতপ্রাকার। এর নির্মাতারা হল সেই অগ্রপথিক যারা লক্ষ লক্ষ ইউক্রেনীয় কৃষকদেরকে সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। খারকভ ট্রাক্টর ওয়ার্কসের নির্মাণ, যা আমাদের ট্রাক্টর শিল্প পরিবারে যোগ দিচ্ছে, তা আমাদের দেশের সমাজতান্ত্রিক শিল্পের ইতিহাসে অকৃত্রিম বলশেভিক বেগমাত্রার এক আদর্শ হিসেবে প্রবিষ্ট হবে। সি. পি. এস. ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটি তার এই প্রত্যয় ঘোষণা করছে যে শ্রমিক এবং ইঞ্জিনীয়ারিং ও কারিগরী-কর্মীরা তরুণ উদ্যোগটির অসুবিধাগুলি অতিক্রম করবে, স্তালিন-গ্রাদ ওয়ার্কসের অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার করবে এবং ১৯৩২ সালের জন্য কর্মসূচী পূরণে সফল হবে।

ইউ. এস. এস. আর-এর দ্বিতীয় বিরাট ট্রাক্টর ওয়ার্কসের নির্মাতাদের নিবিড় বলশেভিক অভিনন্দন!

সি. পি. এস. ইউ (বি), কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক
জে. স্তালিন

প্রাভদা, সংখ্যা ২৭১
১লা অক্টোবর, ১৯৩১

'তেখ্নিকা'[২১] সংবাদপত্রের প্রতি

প্রথম বলশেভিক কারিগরী বিদ্যা সংক্রান্ত সংবাদপত্রের প্রকাশকে আমি অভিনন্দন জানাই।

তেখ্নিকা সংবাদপত্রটিকে অবশ্যই ব্যাপক শ্রমিক জনগণের, উদ্যোগ-কর্মকর্তা এবং ইঞ্জিনীয়ারিং ও কারিগরী-কর্মীদের প্রকৌশল আয়ত্ত করার এক শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে উঠতে হবে। পার্টিকে তার অবশ্যই সাহায্য করতে হবে যাতে শ্রমিকশ্রেণীর জনগণের মধ্য থেকে শত-সহস্র কারিগর ও ইঞ্জিনীয়ার-দের আরও গড়ে তোলা যায় যারা বলশেভিক বেগমাত্রার জন্য সংগ্রামী।

আমি এই সংবাদপত্রটির সর্বপ্রকার সাফল্য কামনা করি।

জে. স্তালিন

প্রাভদা, সংখ্যা ২৮০
১০ই অক্টোবর, ১৯৩১

বলশেভিকবাদের ইতিহাস সম্পর্কিত কয়েকটি প্রশ্ন

('প্রলেতারস্কায়া রিভল্যুৎসিয়া'র সম্পাদকমণ্ডলীর কাছে লিখিত পত্র)

প্রিয় কমরেডগণ,

প্রলেতারস্কায়া রিভল্যুৎসিয়ায়[২২] (১৯৩০ সালের ৬নং সংখ্যা) প্রকাশিত স্লুৎস্কির পার্টি-বিরোধী এবং আধা-ট্রট্স্কিবাদী নিবন্ধ 'প্রাক্-যুদ্ধকালীন সংকটপর্বে জার্মান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসী সম্বন্ধে বলশেভিকরা'টিকে আলোচনার জন্য প্রদত্ত নিবন্ধ হিসেবে প্রকাশের বিরুদ্ধে আমি দৃঢ় প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

স্লুৎস্কি জোরের সঙ্গে বলেছেন যে লেনিন (বলশেভিকরা) জার্মান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসিতে এবং সাধারণভাবে প্রাক্-যুদ্ধকালীন সোশ্যাল ডিমো-ক্র্যাসিতে **মধ্যপন্থাবাদের** বিপদকে খুব ছোট করে দেখেছিলেন; অর্থাৎ তিনি ছদ্মবেশের আড়ালে সুবিধাবাদের বিপদ, সুবিধাবাদের সঙ্গে আপোষের বিপদকে ছোট করে দেখেছিলেন। অন্যভাবে, স্লুৎস্কির মতে, লেনিন (বলশেভিকরা) সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামে ব্রতী হননি, কারণ, সার কথায়, মধ্যপন্থাবাদকে ছোট করে দেখার অর্থ হল সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে সর্বব্যাপী সংগ্রাম থেকে বিরত থাকা। সুতরাং এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, যুদ্ধের পূর্ববর্তীকালে লেনিন তখন প্রকৃত বলশেভিক হয়ে উঠতে পারেননি এবং কেবলমাত্র সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময়েই অথবা যুদ্ধ সমাপ্তির সময়েই লেনিন প্রকৃত বলশেভিক হয়ে উঠতে পেরেছিলেন।

স্লুৎস্কি তাঁর প্রবন্ধে যা বলেছেন তার এটাই হল মোদ্দা কথা। আর আপনারা এমন একজন সদ্য-আবিষ্কৃত 'ঐতিহাসিক'কে মিথ্যাবাদী এবং অপপ্রচারক হিসেবে না দেখে তার সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন এবং প্রচারের মাধ্যমটি ব্যবহার করতে দিয়েছেন। আমি আপনাদের পত্রিকায় স্লুৎস্কির লেখা নিবন্ধটিকে আলোচনার জন্য নিবন্ধ হিসেবে প্রকাশনার বিরোধিতা না করে পারছি না, কারণ এ সমস্ত প্রশ্ন যেমন লেনিনের **বলশেভিকবাদ**, যেমন লেনিন নীতিগতভাবে মধ্যপন্থাবাদের যা সুবিধাবাদের একটি নিশ্চিত রূপমাত্র, তার বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম **করেছিলেন** কি **করেননি**, যেমন লেনিন প্রকৃত বলশেভিক **ছিলেন** কি **ছিলেন না**, সে-সব

কখনোই কোনও আলোচনার বিষয়বস্তু করা যেতে পারে না।

২০শে অক্টোবর তারিখে 'সম্পাদকমণ্ডলীর কাছ থেকে' কেন্দ্রীয় কমিটিকে লেখা আপনাদের বিবৃতিতে আপনারা স্বীকার করেছেন যে, শ্লুৎস্কির লেখা প্রবন্ধটিকে আলোচনার জন্য প্রকাশ করে আপনারা ভুল করেছেন। সেটা অবশ্যই ভাল ব্যাপার এটা সত্ত্বেও যে সম্পাদকমণ্ডলীর বিবৃতিটি পাঠাতে অনেক বিলম্ব হয়েছে। কিন্তু 'সম্পাদকমণ্ডলী এটা রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বলে মনে করে যে বলশেভিকদের ও প্রাক্-যুদ্ধ দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের মধ্যেকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমস্ত জটিল সমস্যাগুলি প্রলেতারস্কায়া রিভল্যুৎসিয়ার পৃষ্ঠায় পুনরালোচিত হোক'—বিবৃতির মধ্যে এই মর্মে ঘোষণা করে আপনারা নতুন করে আর একটা ভুল করে ফেলেছেন। এর অর্থ এই যে, আপনারা এমন সব প্রশ্নের মধ্যে জনগণকে আবার টেনে নামাতে চাইছেন যেগুলি বলশেভিকবাদের স্বতঃসিদ্ধবৎ। অর্থাৎ আপনারা লেনিনের বলশেভিকবাদকে স্বতঃসিদ্ধ থেকে 'পুনর্বিশ্লেষণ' প্রয়োজন এমন এক সমস্যায় রূপান্তর করতে চাইছেন। কেন? কোন্ কোন্ কারণে?

প্রত্যেকেই জানেন যে পাশ্চাত্যের মধ্যপন্থাবাদ (কাউট্স্কি) এবং আমাদের দেশের মধ্যপন্থাবাদ (ট্রট্স্কি ইত্যাদি) সহ সমস্ত রকমের সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রামের মধ্য দিয়েই লেনিনবাদের জন্ম, উত্থান এবং শক্তিবৃদ্ধি হয়েছিল। বলশেভিকবাদের কট্টর শত্রুরাও এটা অস্বীকার করতে পারে না। এটা একটা স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু আপনারা আমাদের টেনে নামাতে চাইছেন একটি স্বতঃসিদ্ধকে 'পুনর্বিশ্লেষণ' প্রয়োজন এমন একটি সমস্যায় পরিণত করার কাজে। কেন? কি কি কারণে? সম্ভবতঃ বলশেভিকবাদের ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে। সম্ভবতঃ পচাগলা এক উদারনৈতিকতাবাদের খাতিরে যাতে শ্লুৎস্কিরা বা ট্রট্স্কির অন্যান্য চেলারা বলতে পারে যে তাদের গলা টিপে ধরা হচ্ছে? এটা একটা অদ্ভুত ধরনের উদারনৈতিকতাবাদ এবং বলশেভিকবাদের মূল স্বার্থকে বলি দিয়েই এসব কাজ হয়েছে।...

প্রকৃতপক্ষে শ্লুৎস্কির প্রবন্ধে এমন কি আছে সম্পাদকমণ্ডলী যেটাকে আলোচনাযোগ্য বলে মনে করলেন?

১। শ্লুৎস্কি সুস্পষ্টভাবে বলছেন যে, লেনিন (বলশেভিকরা) জার্মান

সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির সুবিধাবাদীদের প্রতি প্রাক্-যুদ্ধকালীন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সুবিধাবাদীদের প্রতি এক সম্পর্কচ্ছেদ ও তাদের থেকে বেরিয়ে আসার কোন লাইন অনুসরণ করেননি। আপনারা স্লুৎস্কির এই ট্রট্স্কিপন্থী গবেষণার ওপর আলোচনা শুরু করতে চাইছেন। কিন্তু তার মধ্যে আলোচনা করার কিই-বা আছে? এটা কি পরিষ্কার নয় যে স্লুৎস্কি সাধারণভাবে লেনিনের নামে কুৎসা, বলশেভিকদের নামে কুৎসা করছেন? কুৎসাকে কুৎসা বলেই অভিহিত করতে হবে এবং তাকে আলোচনার বিষয়বস্তু করে তোলা যাবে না।

প্রত্যেক বলশেভিক যদি তিনি প্রকৃতই বলশেভিক হয়ে থাকেন তবে জানেন যে, আনুমানিক ১৯০৩-০৪ সাল থেকে যখন রাশিয়ায় বলশেভিক গোষ্ঠীগুলি গড়ে উঠেছে, এবং যখন জার্মান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসিতে বামপন্থীরা প্রথম মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, লেনিন তখন থেকেই, এখানে রুশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টিতে ও সেখানে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে, বিশেষ করে জার্মান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টিতে সুবিধাবাদীদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ ও ভেঙে বেরিয়ে আসার লাইন গ্রহণ করেন।

প্রত্যেক বলশেভিক জানেন যে ঠিক সেই কারণেই এমনকি সেই সময়েও (১৯০৩-০৫) দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সুবিধাবাদীদের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে বলশেভিকরা 'বিভেদকামী', 'অন্তর্ঘাতক' প্রভৃতি সম্মানজনক খ্যাতি অর্জন করেছিল। কিন্তু লেনিন বা বলশেভিকরা কি করতে পারেন যদি দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের এবং সর্বোপরি জার্মান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টির বামপন্থী সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা এমন একটি দুর্বল ও শক্তিহীন গোষ্ঠী হয় যারা সাংগঠনিক আকারবর্জিত, আদর্শগতভাবে সম্বলহীন এবং 'সম্পর্কচ্ছেদ', 'বিভেদ' প্রভৃতি শব্দগুলি উচ্চারণ পর্যন্ত করতে ভয় পায়? এটা কখনই দাবি করা যেতে পারে না যে, লেনিন বা বলশেভিকরা রাশিয়ার ভেতর থেকে তাদের জন্য বামপন্থীদের কাজগুলি করে দেবেন এবং পশ্চিমের পার্টিগুলির মধ্যে বিভেদ ঘটাবেন।

এটা এই ঘটনা ছাড়াই যে, বামপন্থী সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের সাংগঠনিক ও আদর্শগত দুর্বলতা শুধু যুদ্ধ-পূর্ববর্তীকালেই একটি চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য ছিল না। এটা সুবিদিত যে, যুদ্ধ-পরবর্তী সময়েও বামপন্থীরা এই নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছেন। সকলেই জানেন, জার্মানির বামপন্থী সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের

সম্পর্কে লেনিন তাঁর 'জুনিয়াসের প্রচারপত্র সম্পর্কে'* নামক ১৯১৬ সালের অক্টোবর অর্থাৎ যুদ্ধ শুরু হবার দুবছরেরও বেশি দিন পরে প্রকাশিত প্রবন্ধে যে সমীক্ষা রেখেছিলেন সেখানে তিনি জার্মানির বামপন্থী সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের কতকগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ভুলের সমালোচনা করে বলেছিলেন, **'কাউট্স্কিপন্থী কপটতা, পণ্ডিতী এবং সুবিধাবাদীদের সঙ্গে "বন্ধুত্বের" নাগপাশে যারা আবদ্ধ সেই সমস্ত জার্মান বামপন্থীদেরই দুর্বলতার'** কথা; এই সমীক্ষায় তিনি বলেছিলেন যে—**'জুনিয়াস এখনো পর্যন্ত নিজেকে জার্মান "পরিমণ্ডল" এমনকি সেই বামপন্থী সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের থেকে মুক্ত করেননি যারা কোনও ভাঙনে ভয় পায়, ভয় পায় বৈপ্লবিক শ্লোগানগুলিকে পুরোপুরি উচ্চারণ করতে।'**[২৩]

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সকল গোষ্ঠীর মধ্যে তখন একমাত্র রুশ বলশেভিকরাই ছিল এমন গোষ্ঠী যারা সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা ও আদর্শগত সামর্থ্যের দরুণ তার নিজের রুশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টির ভেতরে তার নিজের সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে পারত যা সরাসরি সম্পর্কচ্ছেদ বা ভাঙনকে বোঝায়। এখন শ্লুৎস্কিরা যদি প্রমাণ করার নয় নিছক এ-রকম ধারণা করারও প্রয়াস পায় যে লেনিন ও রুশ বলশেভিকরা সুবিধাবাদীদের (প্রেখানভ, মার্তভ, দান) সঙ্গে একটা ভাঙন সংগঠিত করার ও মধ্যপন্থীদের (ট্রট্স্কি ও আগস্ট জোটের অন্যান্য অনুগামীরা) তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য তাদের সকল প্রচেষ্টা নিবদ্ধ করেননি সেক্ষেত্রে অবশ্য লেনিনের বলশেভিকবাদ ও বলশেভিকদের বলশেভিকবাদ নিয়ে তর্ক করা যায়। কিন্তু মোদ্দা ব্যাপার এই যে শ্লুৎস্কিরা এমন উন্মত্ত এক ধারণার ইঙ্গিত দেওয়ারও সাহস করেনি। তাঁরা সাহস করেনি কারণ তারা জানে যে সব জাতের সুবিধাবাদীদের প্রতি রুশ বলশেভিকদের অনুসৃত সম্পর্কচ্ছেদের দৃঢ় নীতি (১৯০৪-১২) বিষয়ক বিশ্ববিদিত ঘটনাগুলিই ঐরকম ধারণার বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ করবে। তারা সাহস করেনি কারণ তারা জানে যে ঠিক পরদিনই উপহাসাস্পদ হবে।

কিন্তু প্রশ্ন দাঁড়ায় যে: সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বহু পূর্বে (১৯০৪-১২) সেই একই সময় দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সুবিধাবাদী ও মধ্যপন্থীদের প্রতি এক

* জুনিয়াস হচ্ছে জার্মানির সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টির বামপন্থীদের নেতা রোজা লুক্সেমবার্গের ছদ্মনাম।

বিচ্ছেদের, এক ভাঙনের নীতি অনুসরণ করা ব্যতিরেকে রুশ বলশেভিকরা কি তাদের সুবিধাবাদী ও মধ্যপন্থী আপোষকামীদের সঙ্গে একটা ভাঙন আনতে পারত? এতে কে সন্দেহ করতে পারে যে সুবিধাবাদী ও মধ্যপন্থীদের প্রতি তাদের অনুসৃত নীতিকে রুশ বলশেভিকরা পাশ্চাত্যের বামপন্থীদের নীতির একটি আদর্শ হিসেবে গণ্য করেছিল? কে এতে সন্দেহ করতে পারে যে রুশ বলশেভিকরা তাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল যাতে পাশ্চাত্যের বামপন্থী সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদেরকে বিশেষতঃ জার্মান সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টির বামপন্থীদেরকে তাদের নিজেদের সুবিধাবাদী ও মধ্যপন্থীদের বিরুদ্ধে এক বিচ্ছেদের, এক ভাঙনের দিকে এগিয়ে দেওয়া যায়? পাশ্চাত্যের বামপন্থী সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা যা রুশ বলশেভিকদের পদাংক অনুসরণের পক্ষে নিজেদেরকে অতি অপরিণত বলে প্রমাণ করে তাহলে সেটা লেনিন বা রুশ বলশেভিকদের দোষ নয়।

(২) শ্লুৎস্কি লেনিন এবং বলশেভিকদের নিন্দা করেছেন জার্মান বামপন্থী সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের দৃঢ়ভাবে এবং সর্বান্তঃকরণে সাহায্য না করার জন্য, কেবলমাত্র গুরুত্বপূর্ণ শর্ত বজায় রেখে সাহায্য করার জন্য, উপদলীয় বিচার-বিবেচনা দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে বামপন্থীদের সর্বপ্রকার সহায়তা না করার জন্য। আপনারা এইসব প্রতারণামূলক মিথ্যা কুৎসা নিয়ে আলোচনা করতে চান। এটা কি পরিষ্কার নয় যে শ্লুৎস্কি লেনিনের এবং বলশেভিকদের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করে জার্মান বামপন্থীদের অবস্থানের প্রকৃত ফাঁকগুলো ঢাকা দেবার পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন? এটা কি নিশ্চিত নয় যে বলশেভিকরা বলশেভিকবাদ ও মেনশেভিকবাদের মধ্যে বারংবার দোদুল্যমান জার্মানির বামপন্থীদেরকে গুরুত্বপূর্ণ শর্তসাপেক্ষে ব্যতীত, তাদের ভুলগুলিকে গুরুত্ব সহকারে সমালোচনা না করে কোন সাহায্য করতে পারত না এবং এর অন্যথা করলে সেটা শ্রমিকশ্রেণী ও তার বিপ্লবের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতাই করা হতো? প্রতারণাপূর্ণ পরিকল্পনাকে তার যথার্থ নামেই অভিহিত করতে হবে এবং তাকে আলোচনার বিষয়বস্তু করা যাবে না।

হাঁ, বলশেভিকরা কতকগুলি বিশেষ শর্তসাপেক্ষে জার্মানির বামপন্থী সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের আধা-মেনশেভিক ভুলগুলিকে সমালোচনা করে তবেই তাদের সমর্থন করেছিল। কিন্তু সেজন্য তাদের প্রাপ্য হল উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন, ভর্ৎসনা নয়।

এতে সন্দেহ করার মতো লোক আছে কি ?

সাধারণভাবে সুপরিজ্ঞাত কিছু ঐতিহাসিক তথ্য দেখা যাক।

(ক) ১৯০৩ সালে রাশিয়ায় বলশেভিক ও মেনশেভিকদের মধ্যে পার্টি-সদস্যভুক্তির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ মতপার্থক্য দেখা দিয়েছিল। পার্টি-সদস্যভুক্তির বিষয়ে তাদের সূত্র অনুযায়ী বলশেভিকরা পার্টিতে অ-সর্বহারাদের অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে এক সাংগঠনিক বাধা তৈরী করতে চেয়েছিল। রুশ বিপ্লবের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক চরিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে এইরকম একটি অনুপ্রবেশের বিপদ ছিল সে-সময় অত্যন্ত বাস্তব। রুশ মেনশেভিকরা একেবারে বিপরীত অবস্থানের সপক্ষে ওকালতি করল যাতে অ-সর্বহারা লোকজনদের কাছে পার্টিতে ঢোকার দরজা পুরোপুরি খুলে যায়। বিশ্ব-বিপ্লব আন্দোলনে রুশ-বিপ্লবের প্রশ্নগুলির গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিম ইউরোপের সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা হস্তক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নেয়। জার্মানির বামপন্থী সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা পারভাস ও রোজা লুক্সেমবার্গ, তদানীন্তন বামপন্থীদের নেতা—তাঁরাও হস্তক্ষেপ করেন। আর তার ফলে কি হল ? তাঁরা উভয়েই মেনশেভিকদের সপক্ষে এবং বলশেভিকদের বিপক্ষে রায় দিলেন। তাঁরা বলশেভিকদের অতিমধ্যপন্থী ও ব্ল্যাঙ্কিষ্ট প্রবণতায় আক্রান্ত বলে দোষারোপ করলেন। ফলতঃ এই সমস্ত বিকৃত এবং অজ্ঞতাপূর্ণ বিশ্লেষণগুলিকে মেনশেভিকরা গ্রহণ করল এবং সর্বত্র ছড়িয়ে দিল।

১৯০৫ সালে, রুশ বিপ্লবের চরিত্র নির্ধারণের প্রশ্নে বলশেভিকদের সঙ্গে মেনশেভিকদের মতপার্থক্য দেখা দেয়। বলশেভিকরা সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকের এক ঐক্যের কথা বলেছিল। বলশেভিকরা দৃঢ়ভাবে বলেছিল যে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে সেই সময়ই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে উত্তরণের জন্য গ্রামের গরিবদের সমর্থন নিশ্চিত করে সর্বহারাশ্রেণী এবং কৃষকের এক বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্র কায়েম করাই মূল উদ্দেশ্য হতে হবে। রাশিয়ার মেনশেভিকরা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বের ধারণা অগ্রাহ্য করল, শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকের ঐক্যের নীতির বদলে তারা উদারপন্থী বুর্জোয়াদের সঙ্গে সমঝওতার নীতি গ্রহণ করল এবং তারা এই ঘোষণা করল যে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকের বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্র হল একটি প্রতিক্রিয়াশীল ব্ল্যাঙ্কিষ্ট পরিকল্পনা যা বুর্জোয়া বিপ্লবের বিকাশের বিপরীতমুখী, এই মতবিরোধের ক্ষেত্রে জার্মান বামপন্থী সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের, পারভাস ও রোজা লুক্সেমবার্গের মনোভাব কি ছিল ? তাঁরা নিরন্তর বিপ্লবের এক অলীক ও

আধা-মেনশেভিক পরিকল্পনার (মার্কসীয় পরিকল্পনার বিপ্লবের এক বিকৃত রূপের) উদ্ভাবন করলেন যা শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকের মৈত্রী নীতির মেনশেভিক প্রত্যাখ্যান দ্বারা আদ্যন্ত আচ্ছন্ন ছিল এবং তাঁরা এই পরিকল্পনাকে হাজির করলেন শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকের বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের বলশেভিক পরিকল্পনার বিপরীতে। ফলতঃ, নিরন্তর বিপ্লবের এই আধা-মেনশেভিক পরিকল্পনাটি ট্রট্স্কি (অংশতঃ মার্তভ) আঁকড়ে ধরলেন ও তাকে লেনিনবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের এক হাতিয়ারে পরিণত করলেন।

(গ) যুদ্ধ-পূর্বকালে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পার্টিগুলির সামনে যে জরুরীতম প্রশ্নগুলি হাজির হয়েছিল তার একটি হল জাতিগত ও ঔপনিবেশিক প্রশ্ন, নিপীড়িত জাতি ও উপনিবেশগুলির প্রশ্ন, নিপীড়িত জাতি ও উপনিবেশগুলির মুক্তির প্রশ্ন, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে যে পথ অনুসরণ করতে হবে তার প্রশ্ন, সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাতের পথের প্রশ্ন। সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবকে বিকশিত করার ও সাম্রাজ্যবাদকে ঘিরে ফেলার স্বার্থে বলশেভিকরা জাতিগুলির আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে নিপীড়িত জাতিগুলির ও উপনিবেশগুলির মুক্তি-আন্দোলনকে সমর্থন করার নীতি প্রস্তাব করেছিল এবং অগ্রসর দেশগুলির সর্বহারা বিপ্লব এবং উপনিবেশ ও নিপীড়িত দেশগুলির জনগণের বিপ্লবী মুক্তি-আন্দোলনের মধ্যে এক যুক্তফ্রন্টের পরিকল্পনা বিকশিত করেছিল। সমস্ত দেশের সুবিধাবাদীরা, সকল দেশের সামাজিক-জাতিদাম্ভিকরা ও সামাজিক-সাম্রাজ্য-বাদীরা এই কারণে বলশেভিকদের বিরুদ্ধে আঘাত হানতে তৎপর হয়ে উঠেছিল। বলশেভিকদের পাগলা কুকুরের মতো নির্যাতন করা হয়েছে। সে-সময় পশ্চিমের বামপন্থী সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা কোন্ অবস্থান গ্রহণ করেছিল? তারা সাম্রাজ্যবাদের এক আধা-মেনশেভিক তত্ত্ব খাড়া করেছিল, জাতিগুলির আত্ম-নিয়ন্ত্রণের মার্কসীয় নীতিকে (বেরিয়ে যাওয়া ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গড়ে তোলা সহ) বর্জন করেছিল, এই তত্ত্বকে বর্জন করেছিল যে সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লব এবং জাতীয় মুক্তির জন্য আন্দোলনের মধ্যে একটি যুক্তফ্রন্ট সম্ভব এবং সেইসব আধা-মেনশেভিক জগাখিচুড়ীকে টেনে আনল যা বলশেভিকদের মার্কসীয় পরিকল্পনার বিরুদ্ধে জাতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রশ্নের গুরুত্বকে ছোট করে দেখা ছাড়া আর কিছু নয়। এটা সবাই জানেন যে, পরবর্তীকালে এই আধা-মেনশেভিক জগাখিচুড়ীকে ট্রট্স্কি আঁকড়ে ধরেন এবং লেনিনবাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে তা ব্যবহার করেন।

জার্মানির বামপন্থী সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা এই সমস্ত সর্বজনবিদিত ভুলগুলিই করেছিলেন।

জার্মান বামপন্থীদের অন্যান্য ভুলগুলি, লেনিন তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে যে ভুলগুলির তীব্র সমালোচনা করে গেছেন, সে-সম্পর্কে আমার কিছু বলার দরকার নেই।

অথবা অক্টোবর বিপ্লবের সময় বলশেভিকদের নীতিসমূহ মূল্যায়ন করায় তারা যে ভুল করেছিল সে-সম্পর্কেও কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করছি না।

প্রাক্-যুদ্ধকালীন সময়ের ইতিহাস থেকে জার্মান বামপন্থীদের এই সমস্ত ভুলগুলি এ ছাড়া আর কি অর্থ বহন করে, যে বামপন্থী সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা তাদের 'বামপন্থাবাদ' সত্ত্বেও মেনশেভিক বোঝা থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারেনি ?

অবশ্য জার্মানিতে বামপন্থীদের ইতিহাস কেবল যে মারাত্মক ভুলেই ভরা তা নয়। তাদের কৃতিত্বের স্বাক্ষর হিসেবে আছে বহু মহান ও গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লবী কার্যকলাপও। আমার মনে আছে আভ্যন্তরীণ নীতির প্রশ্নে এবং বিশেষ করে নির্বাচনী লড়াইয়ের, পার্লামেন্টের ভেতরে ও বাইরে সংগ্রামের প্রশ্নগুলিতে, সাধারণ ধর্মঘটে, যুদ্ধে, ১৯০৫ সালে রুশ-বিপ্লব প্রভৃতির ক্ষেত্রে তাদের কতকগুলি অবদান ও বিপ্লবী কাজের কথা। এই কারণেই বলশেভিকরা তাদের বামপন্থী বলে মনে করত, তাদের সমর্থন করত এবং তাদের এগিয়ে যেতে উৎসাহ দিত। কিন্তু এগুলি এই সত্যকে অপনোদন করে না বা করতে পারে না যে সেই সময় জার্মানির বামপন্থী ডিমোক্র্যাটরা বহুবিধ মারাত্মক রাজনৈতিক ও তত্ত্বগত ভুল করেছিল, তারা মেনশেভিকদের বোঝা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করতে পারেনি, এবং সেজন্যই তাদের দরকার ছিল বলশেভিকদের হাতে তীব্র সমালোচিত হওয়া।

এখন আপনারা নিজেরাই বুঝে দেখুন লেনিন এবং বলশেভিকরা বামপন্থী সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদেরকে বিশেষ শর্তাধীন ব্যতীত এবং তাদের ভুলগুলির সুতীব্র সমালোচনা করা ছাড়া সমর্থন করতে পারতেন কিনা এবং তা করলে সেটা শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, বিপ্লবের স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, কমিউনিজমের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা হতো কিনা !

এটা কি এখন পরিষ্কার নয় যে, যদি কেউ বলশেভিক হয়ে থাকে তাহলে যে কাজের জন্য লেনিন এবং বলশেভিকদের সহর্ষ প্রশংসা জানানো উচিত ছিল,

সেই কাজের জন্য তাদের নিন্দা করে ক্রুশ্চেভ নিজেকে আধা-মেনশেভিক এবং ছদ্মবেশী ট্রটস্কিপন্থী হিসেবে সম্পূর্ণভাবে উদ্ঘাটিত করছেন?

ক্রুশ্চেভ মনে করেন যে, পশ্চিমের বামপন্থীদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে লেনিন এবং বলশেভিকরা তাদের নিজেদের উপদলীয় বিবেচনার দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন, ফলতঃ রুশ বলশেভিকরা আন্তর্জাতিক বিপ্লবের মহান আদর্শকে উপদলীয় স্বার্থে বিসর্জন দিয়েছিল। এটা বুঝতে কোন প্রমাণেরই দরকার হয় না যে এর চাইতে বেশি একটি ঘৃণ্য এবং বিরক্তিকর ধারণা আর হতে পারে না এই কারণেই যে নিম্নতম পর্যায়ের মেনশেভিকরাও বুঝতে শুরু করেছে যে রুশ বিপ্লব রুশদের ব্যক্তিগত স্বার্থ নয়; উপরন্তু এটি সমস্ত পৃথিবীর শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ এবং বিশ্ব সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবের স্বার্থ। এর চাইতে বেশি বিরক্তিকর আর কিছু হতে পারে না এজন্যই যে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পেশাদার নিন্দুকেরাও বুঝতে শুরু করেছে যে বিশ্বের সমস্ত দেশের শ্রমিকদের কাছে বলশেভিকদের দৃঢ়বদ্ধ এবং সম্পূর্ণ বিপ্লবী আন্তর্জাতিকতাবাদ হল সর্বহারাশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবাদের একটি আদর্শ।

হাঁ, রুশ বলশেভিকরা রুশ বিপ্লবের মৌলিক প্রশ্নগুলিকেই অগ্রভাগে রেখেছিল, যেমন পার্টির প্রশ্ন, বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রতি মার্কসীয় দৃষ্টি-ভঙ্গির প্রশ্ন, শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকের মৈত্রী, সর্বহারাশ্রেণীর কর্তৃত্ব, পার্লামেন্টের ভেতরে ও বাইরে সংগ্রাম, সাধারণ ধর্মঘট, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে উত্তরণ, সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব, সাম্রাজ্যবাদ, জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণ, নিপীড়িত জাতি ও উপনিবেশগুলির মুক্তি-আন্দোলন এবং এইসব আন্দোলনে সমর্থন দেওয়ার নীতি-নির্ধারণ ইত্যাদি প্রশ্ন। তারা বামপন্থী সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের বিপ্লবী সামর্থ্য যাচাইয়ের জন্য এসব প্রশ্নকে কষ্টিপাথর হিসেবে এগিয়ে দিয়েছিল। এ-রকম করার অধিকার কি তাদের ছিল? হাঁ, তাদের তা ছিল। শুধু অধিকারই নয়, এটা করা তাদের কর্তব্যও ছিল। এটা তাদের কর্তব্য ছিল কারণ এগুলি ছিল সেই বিশ্ব বিপ্লবেরই মৌলিক প্রশ্ন যার লক্ষ্যের কাছে বলশেভিকরা তাদের নীতি ও কৌশলকে অধীন রেখেছিল। এটা তাদের কর্তব্যই ছিল কারণ এ-সব প্রশ্নের মাধ্যমেই তারা দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলির বিপ্লবী চরিত্র পরীক্ষা করতে পারত। এক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে: এখানে রুশ বলশেভিকদের 'উপদলীয়তা' কোথায় আর 'উপদলীয়' বিবেচনার সঙ্গে এর সম্পর্কই-বা কি?

সেই সুদূর ১৯০২-এ লেনিন তাঁর **কী করতে হবে?** পুস্তিকায় লিখে-ছিলেন যে '**ইতিহাস আজ আমাদের সামনে এমন এক আশু কর্তব্য হাজির করেছে যা যে-কোনও দেশের সর্বহারাশ্রেণীর সামনে উপস্থিত সমস্ত আশু কর্তব্যের মধ্যে সবচেয়ে বৈপ্লবিক চরিত্রের**,' যে '**এই কর্তব্য পালন—শুধু ইউরোপের নয়, সেই সঙ্গে (এখন বলা যেতে পারে) এশীয় প্রতিক্রিয়ারও শক্তিশালীতম দুর্গপ্রাকারের বিনাশ—রুশ সর্বহারাশ্রেণীকে আন্তর্জাতিক বিপ্লবী সর্বহারাশ্রেণীর অগ্রবাহিনী হিসেবে গড়ে তুলবে**।'[২৪] **কী করতে হবে?** নামক এই পুস্তিকাটি প্রকাশের পর তিরিশ বছর কেটে গেছে। এ কথা কেউ অস্বীকার করতে সাহস পাবে না যে এই সময় পর্বের ঘটনাবলী লেনিনের বক্তব্যকেই চমৎকার-ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু এ থেকে এটাই কি দাঁড়ায় না যে রুশ বিপ্লব ছিল (এবং আজও আছে) বিশ্ব বিপ্লবের কেন্দ্রবিন্দু, রুশ বিপ্লবের মৌলিক প্রশ্নগুলি ছিল (এবং এখনো আছে) বিশ্ব বিপ্লবেরও মৌলিক প্রশ্ন?

এটা কি পরিষ্কার নয় যে একমাত্র এই সমস্ত মৌলিক প্রশ্নগুলির দ্বারাই পাশ্চাত্যের বামপন্থী সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটদের বিপ্লবী চরিত্রের প্রকৃত পরীক্ষা করা গিয়েছিল?

এটা কি নিশ্চিত নয় যে, যে সমস্ত লোক এই প্রশ্নগুলিকে 'উপদলীয়' প্রশ্ন বলে অভিহিত করে তারা নিজেদেরকেই নীচ এবং ঘৃণ্য ব্যক্তি হিসেবে উদ্‌ঘাটন করছে?

স্লুৎস্কি এই দৃঢ় বক্তব্য রেখেছেন যে, মধ্যপন্থাবাদের বিরুদ্ধে লেনিনের (বলশেভিকদের) দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং অনিবার সংগ্রামের প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট পরিমাণ সরকারী দলিলাদি পাওয়া যায়নি। তিনি এই আমলাতান্ত্রিক তত্ত্বকে এই বক্তব্যের সপক্ষে এক অপ্রতিরোধ্য যুক্তি হিসেবে খাড়া করেছেন যে লেনিন (বলশেভিকরা) দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে মধ্যপন্থাবাদের বিপদকে লঘুজ্ঞান করেছিলেন। আর এইসব উদ্ভট কথা, গণ্ডমূর্খের মিথ্যা যুক্তি আপনারা আলোচনার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু এর মধ্যে আলোচনা করার মতো আছেটা কি? যে-কোনভাবেই হোক না কেন এটা কি পরিষ্কার নয় যে দলিলপত্র নিয়ে কথা বলে স্লুৎস্কি তাঁর তথাকথিত ধারণার দুরবস্থা ও অসারত্বকেই ঢাকতে চাইছেন?

স্লুৎস্কি অধুনালভ্য পার্টি দলিলগুলিকে যথেষ্ট বলে বিবেচনা করেন না।

কেন? কি কি কারণে? দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গে এবং রুশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসিতে অন্তঃপার্টি সংগ্রাম প্রসঙ্গে যেসব সর্বজনবিদিত দলিলগুলি আছে সেগুলি কি খুব পরিষ্কারভাবে সুবিধাবাদী এবং মধ্যপন্থীদের বিরুদ্ধে লেনিন এবং বলশেভিকদের অশ্রান্ত সংগ্রামকে তুলে ধরতে যথেষ্ট নয়? শ্লুৎস্কি কি এইসব দলিল একবারও দেখেছেন? এছাড়া আর কত দলিল তাঁর দরকার হতে পারে?

ধরে নেওয়া যাক যে ইতিমধ্যে পরিজ্ঞাত দলিলগুলি ছাড়া আরও একরাশি দলিল পাওয়া গেল যার মধ্যে, ভাবা যাক, মধ্যপন্থাবাদকে চূর্ণ করার প্রয়োজনকে আরেকবার ব্যক্ত করে বলশেভিকদের সিদ্ধান্তগুলি রয়েছে। তার অর্থ কি এই হবে যে কেবল লিখিত দলিলগুলি থাকাই বলশেভিকদের প্রকৃত বিপ্লবী চরিত্র, এবং মধ্যপন্থাবাদের বিরুদ্ধে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রকৃত দৃঢ়তা প্রমাণ করার পক্ষে যথেষ্ট হবে? নিষ্কর্মা আমলারা ছাড়া আর কেউ কি কেবল লিখিত দলিলের ওপর নির্ভর করতে পারে? মহাফেজখানার ইঁদুর-গুলো ছাড়া আর কে এ কথা বোঝে না যে একটা পার্টি এবং তার নেতাদেরকে কেবল তাদের ঘোষণা দেখে পরীক্ষা করা যায় না, প্রাথমিকভাবে তাদের কাজ দেখেই তা করতে হয়? ইতিহাসে এমন সমাজতন্ত্রবাদী অপ্রতুল নয় যারা নিন্দুক সমালোচকদের সন্তুষ্ট রাখার জন্য সর্বপ্রকার বিপ্লবী সিদ্ধান্তে তৎপরভাবে স্বাক্ষর দিয়েছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তারা এগুলি পালন করেছে। আবার ইতিহাসে এমন সমাজতন্ত্রীরও অভাব নেই যাঁরা মুখে গেঁজলা তুলে অন্য দেশের শ্রমিক পার্টিকে সমস্ত কল্পনাসাধ্য অত্যন্ত বিপ্লবী কায পালনের জন্য ডাক দিয়েছেন। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তাঁরা নিজেদের পার্টিতে অথবা তাঁদের নিজেদের দেশে **তাঁদের নিজেদের** সুবিধাবাদী, **তাঁদের নিজেদের** বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে **পিছিয়ে যাননি**। এই জন্যই কি লেনিন আমাদের শেখাননি যে বিপ্লবী পার্টি, ধারা এবং নেতাদের চিনতে হবে তাদের ঘোষণা ও সিদ্ধান্ত দিয়ে নয়, পক্ষান্তরে তাদের কাজ দিয়েই।

এটা কি পরিষ্কার নয় যে, শ্লুৎস্কি যদি প্রকৃতই মধ্যপন্থাবাদের বিরুদ্ধে লেনিন ও বলশেভিকদের দৃঢ়তাকে পরীক্ষা করতে চাইতেন তাহলে তিনি তাঁর নিবন্ধের বনিয়াদটিকে কয়েকটি বিশেষ দলিল এবং দুটি বা তিনটি ব্যক্তিগত চিঠির ওপর দাঁড় করাতেন না, সেটা দাঁড় করাতেন বলশেভিকদের তাদের

কর্মকাণ্ড, তাদের ইতিহাস ও তাদের কার্যধারার এক পরীক্ষার ওপর? রুশ সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক পার্টিতে কি আমাদের সুবিধাবাদী ও মধ্যপন্থীরা ছিল না? এই সমস্ত প্রবণতার বিরুদ্ধে কি বলশেভিকরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও ক্ষমাহীন-ভাবে লড়াই করেনি? এই প্রবণতাগুলি কি পশ্চিমের মধ্যপন্থী ও সুবিধা-বাদীদের সংগে আদর্শগত ও সাংগঠনিক দিক থেকে সম্পর্কযুক্ত ছিল না? বলশেভিকরা কি মধ্যপন্থী ও সুবিধাবাদীদের এমনভাবে চূর্ণ করে দেয়নি, যা পৃথিবীর অন্যত্র কোথাও আর কোনও বামপন্থী গোষ্ঠী করেনি? এর পরেও কেউ কি করে বলে যে লেনিন এবং বলশেভিকরা মধ্যপন্থার বিপদকে লঘুজ্ঞান করেছিলেন? স্লুৎস্কি কেন এইসব তথ্যকে এড়িয়ে গেলেন যা বলশেভিকদের চরিত্রায়ণের পক্ষে নির্ণায়কভাবে গুরুত্বপূর্ণ? তিনি কেন লেনিন ও বলশেভিক পার্টিকে সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য পন্থায়, যেমন তাদের কাজ এবং ক্রিয়াকলাপ দিয়ে পরীক্ষার আশ্রয় নিলেন না? ইতস্ততঃ নির্বাচিত কিছু কাগজপত্র দেখে সংগ্রহ করার অপেক্ষাকৃত কম নির্ভরযোগ্য পদ্ধতিটি তিনি গ্রহণ করলেন কেন?

কারণ, বলশেভিকদের তাদের কাজ দ্বারা পরীক্ষা করার অধিকতর নির্ভর-যোগ্য পদ্ধতিটি গ্রহণ করলে তা স্লুৎস্কির সমস্ত ধারণাটাই তৎক্ষণাৎ বদলে দিত।

কারণ, বলশেভিকদের তাদের কাজ দিয়ে বিচার করলে দেখা যেত যে বলশেভিকরাই পৃথিবীর একমাত্র বিপ্লবী সংগঠন যারা মধ্যপন্থীদের এবং সুবিধাবাদীদের সম্পূর্ণ চূর্ণ করেছে এবং তাদেরকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করে দিয়েছে।

কেননা, বলশেভিকদের প্রকৃত কাজ এবং প্রকৃত ইতিহাস অবলম্বন করলে দেখা যেত যে, স্লুৎস্কির শিক্ষকরা, ট্রট্স্কিপন্থীরাই ছিল সেই প্রধান এবং মূল গোষ্ঠী যারা রাশিয়ায় মধ্যপন্থাবাদকে লালন করেছিল এবং তদুদ্দেশ্যে মধ্য-পন্থাবাদের এক আখড়া 'আগস্ট জোট' নামে এক বিশেষ সংগঠন গড়ে তুলেছিল।

কেননা, বলশেভিকদের তাদের কাজ দিয়ে বিচার করলে তা স্লুৎস্কিকে আমাদের পার্টির ইতিহাসের এমন এক বিকৃতিকারী বলে চিরকালের জন্য প্রকাশ করে দিত যে লেনিন ও বলশেভিকরা মধ্যপন্থাবাদের বিপদকে লঘুজ্ঞান করেছে এই অপবাদ দিয়ে প্রাক্-যুদ্ধকালীন ট্রট্স্কিবাদের মধ্যপন্থাবাদকেই আড়াল দেওয়ার প্রয়াসী।

কমরেড সম্পাদকগণ, এটাই হল শ্লুৎস্কি এবং তাঁর প্রবন্ধের আসল ব্যাপার।

তাহলে আপনারা বুঝতেই পারছেন যে, আমাদের পার্টির ইতিহাসের একজন অপপ্রচারকের সঙ্গে আলোচনা অনুমোদিত করে সম্পাদকমণ্ডলী প্রমাদই ঘটিয়েছেন।

সম্পাদকমণ্ডলী কিসের প্রভাবে এই ভুল রাস্তাটি বেছে নিলেন ?

আমার ধারণা, বলশেভিকদের একটি অংশের মধ্যে যে পচাগলা উদার-নৈতিকতাবাদ কিছুটা ছড়িয়েছে তার প্রভাবেই তাঁরা এই পথ নিয়েছেন। কোন কোন বলশেভিক মনে করেন যে ট্রট্স্কিবাদ হল সাম্যবাদেরই একটা অংশ যার বহু ভুল আছে তা ঠিক এবং যা অনেক বোকার মতো কাজ করেছে, এমনকি মাঝে মাঝে সোভিয়েত-বিরোধী কাজও করেছে, তবু যাই হোক না কেন, এটা সাম্যবাদেরই একটা অংশ। সুতরাং, ট্রট্স্কিবাদীদের প্রতি, ট্রট্স্কিবাদ-ভাবাপন্ন লোকজনদের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে এক ধরনের উদার-নৈতিকতাবাদ বিদ্যমান। এটা প্রমাণ করাই বাহুল্য যে ট্রট্স্কিবাদের প্রতি এই ধরনের মনোভাব অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং গভীর ভ্রান্ত। প্রকৃতপক্ষে বহুকাল আগে থেকেই ট্রট্স্কিবাদ আর সাম্যবাদের কোন অংশ নেই। প্রকৃতপক্ষে ট্রট্স্কিবাদ হল বুর্জোয়া প্রতিবিপ্লবীদেরই একটা অগ্রবর্তী অংশ যারা সাম্যবাদের বিরুদ্ধে, সোভিয়েত-রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ইউ. এস. এস. আর-এ সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার বিরুদ্ধে।

প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়াদের হাতে বলশেভিকবাদের বিরুদ্ধে কে এই তত্ত্বরূপী অস্ত্রটি তুলে দিয়েছিল যে আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা অসম্ভব, এবং বলশেভিকদের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী ইত্যাদি ? ট্রট্স্কিবাদই তাদের এই অস্ত্র দান করেছে। এটা কোন আপতিক ব্যাপার নয় যে সোভিয়েত শাসনের বিপক্ষে সংগ্রামের অপরিহার্যতা প্রমাণ করতে গিয়ে ইউ. এস. এস. আর-এর সমস্ত সোভিয়েত-বিরোধী গোষ্ঠীগুলি সেই সুপরিচিত ট্রট্স্কিবাদী তত্ত্বের উল্লেখ করছে যে আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র গঠন অসম্ভব, সোভিয়েত শাসনের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী এবং ধনতন্ত্রে প্রত্যাবর্তন সম্ভব।

সোভিয়েত শাসনের বিরুদ্ধে খোলাখুলি আক্রমণের প্রয়াসের রূপে এই কৌশলগত অস্ত্রটি প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়াদের হাতে কে তুলে দিল ? ট্রট্স্কি-বাদীরা, যারা ১৯২৭ সালের ৭ই নভেম্বর তারিখে লেনিনগ্রাদ ও মস্কোতে সোভিয়েত-বিরোধী বিক্ষোভ প্রদর্শনের চেষ্টা করেছিল তারাই এই অস্ত্র তুলে

দিয়েছে। এটা ঘটনা যে ট্রট্স্কিবাদীদের সোভিয়েত-বিরোধী ক্রিয়াকলাপ বুর্জোয়াদের উৎসাহ যুগিয়েছে এবং বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞদের ধ্বংসাত্মক কার্যাবলীকে খুলে দিয়েছে।

গোপন সোভিয়েত-বিরোধী সংগঠন গড়ে তোলার প্রচেষ্টার রূপে কে এক সাংগঠনিক অস্ত্র প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়াদের হাতে তুলে দিয়েছে? যারা বলশেভিক-বিরোধী বে-আইনী গোষ্ঠী সংগঠন করেছিল সেই ট্রট্স্কিপন্থীরাই সেই অস্ত্র তুলে দিয়েছে। এটা একটা সত্য ঘটনা যে গোপন সোভিয়েত-বিরোধী কার্যকলাপের দ্বারা ট্রট্স্কিপন্থীরা ইউ. এস. এস. আর-এর সোভিয়েত-বিরোধী গোষ্ঠীগুলিকে সংগঠিত আকার গ্রহণ করায় সহযোগিতা করেছে।

ট্রট্স্কিবাদ হল প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়ার অগ্রবর্তী বাহিনী।

এইজন্যই যদিও ট্রট্স্কিবাদ চূর্ণ হয়েছে এবং আত্মগোপন করেছে তবু ট্রট্স্কিবাদের প্রতি উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি হল প্রায়-অপরাধ গোছের এবং শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার মতোই এক বুদ্ধিহীনতা।

এইজন্যই, কিছু কিছু 'লেখক' এবং 'ঐতিহাসিকের' আমাদের সাহিত্যে ছদ্মবেশী ট্রট্স্কিবাদী জঞ্জাল চোরাচালান করার যে চেষ্টা তাকে অবশ্যই বলশেভিকদের এক দৃঢ়পণ বাধা দিতে হবে।

এইজন্যই ট্রট্স্কিবাদী চোরাচালানকারীদের সঙ্গে কোন সাহিত্য আলোচনা আমরা অনুমোদন করতে পারি না।

আমার মনে হয় ট্রট্স্কিবাদী চোরাচালানকারীশ্রেণীর 'ঐতিহাসিক' এবং 'লেখক'রা বর্তমানে দুটি লাইনে তাদের চোরাচালানের কাজ করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

প্রথমতঃ, তারা প্রমাণ করার চেষ্টা করছে যে যুদ্ধ-পরবর্তীকালে লেনিন মধ্যপন্থাবাদের বিপদকে ছোট করে দেখেছিলেন, তদ্দ্বারা তারা অনভিজ্ঞ পাঠকদের ভাবতে সাহায্য করছে যে ফলতঃ লেনিন সেই সময় প্রকৃত বিপ্লবী ছিলেন না; যুদ্ধ-পরবর্তীকালেই কেবল ট্রট্স্কির সাহায্যে তিনি নিজেকে 'পুনঃ-সমৃদ্ধ' করার পর বিপ্লবী হয়ে ওঠেন। স্লুৎস্কিকে ঠিক এই ধরনের চোরাচালান-কারীদের এক আদর্শ প্রতিনিধি বলে ধরা যায়।

আমরা আগেই দেখেছি যে স্লুৎস্কি ও তাঁর দলবল বেশি হৈচৈ তোলার যোগ্য নয়।

দ্বিতীয়তঃ, তারা এইরকম প্রমাণ করার চেষ্টা করছে যে যুদ্ধ-পূর্ববর্তী-

কালে লেনিন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে উত্তরণ ঘটাবার প্রয়োজন উপলব্ধি করেননি; তদ্দ্বারা অনভিজ্ঞ পাঠকদের এ কথা ভাবতে দেওয়া হয়েছে যে ফলতঃ লেনিন সেই সময় প্রকৃত বলশেভিক ছিলেন না, যে ট্রট্স্কির সাহায্যে নিজেকে 'পুনঃসমৃদ্ধ' করার পরে কেবল যুদ্ধোত্তর সময়েই তিনি এই উত্তরণের প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। **সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) ইতিহাসে একটি পাঠ**-এর লেখক ভোলোশেভিচকে এইরকম চোরাচালানকারীর আদর্শ প্রতিনিধি গণ্য করা যায়।

এটা সত্য যে সুদূর ১৯০৫ সালে লেনিন লিখেছিলেন **'গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে আমরা এখনি ঠিক আমাদের শক্তি অনুযায়ী, শ্রেণী-সচেতন এবং সংগঠিত সর্বহারাশ্রেণীর শক্তি অনুযায়ী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে উত্তীর্ণ হতে শুরু করব', 'আমরা অবাধ বিপ্লবের পক্ষে আছি', 'আমরা অর্ধেক রাস্তায় থামব না।'**[২৫] এটা সত্য যে, লেনিনের রচনাবলীতেই এই ধরনের বহু তথ্য ও দলিল পাওয়া যাবে। কিন্তু ভোলোশেভিচেরা লেনিনের জীবনের এসব তথ্য ও রচনাকে কি পরোয়া করে? ভোলোশেভিচেরা লিখে থাকে বলশেভিকদের রঙ গায়ে মেখে লেনিন-বিরোধী নিষিদ্ধ বস্তুর চোরাচালান করতে, বলশেভিকদের সম্পর্কে মিথ্যা লিখতে এবং বলশেভিক পার্টির ইতিহাসকে বিকৃত করতে।

আপনারা বুঝতেই পারছেন ভোলোশেভিচেরা স্লুৎস্কিদেরই যোগ্য।

ট্রট্স্কিবাদী চোরাচালানকারীদের এটাই 'বড় রাস্তা ও চোরাগলি'।

আপনাদের নিজেদের বুঝতে হবে যে **প্রলেতারস্কায়া রিভল্যুৎসিয়ার** সম্পাদকমণ্ডলীর এটা কাজ নয় যে এইসব 'ঐতিহাসিকদের' আলোচনার মাধ্যম যুগিয়ে তাদের চোরাচালানের কাজে সুবিধা করে দেওয়া।

আমার মতে, সম্পাদকমণ্ডলীর কাজ হল, উপযুক্ত পর্যায়ে বলশেভিকবাদের ইতিহাস সম্পর্কিত প্রশ্নগুলি আলোচনা করা, আমাদের পার্টির ইতিহাসকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বলশেভিক লাইনে অধ্যয়ন করা এবং ট্রট্স্কিবাদীদের, আমাদের পার্টির ইতিহাসের বিকৃতিকারীদের মুখোসকে ঠিকমত খুলে দিয়ে তাদের প্রতি নজর কেন্দ্রীভূত করা।

এটা আরও বেশি প্রয়োজন এজন্য যে আমাদের কোন কোন ঐতিহাসিক—আমি উদ্ধৃতিচিহ্নহীন ঐতিহাসিকদের, আমাদের পার্টির বলশেভিক ঐতিহাসিকদের কথা বলছি—স্লুৎস্কির এবং ভোলোশেভিচদের মদৎ দেবে এমন ভুল-

গুলি থেকে মুক্ত নন। এই দিক থেকে, দুঃখের বিষয় কমরেড ইয়ারোস্লাভস্কিও ব্যতিক্রম নন; সি. পি. এস. ইউ (বি)-এর ইতিহাসের ওপর তাঁর গ্রন্থ-গুলিতে, সেগুলির অন্যান্য অনেক গুণ থাকা সত্ত্বেও, নীতিগত বিষয়ে ও ইতিহাস সম্পর্কিত বহু ভুল আছে।

কমিউনিস্ট অভিনন্দন সহ,

জে. স্তালিন

'প্রলেতারস্কায়া রিভল্যুৎসিয়া' পত্রিকা
সংখ্যা ৬ (১১৩), ১৯৩১

নিঝনি-নোভগোরোদ অটোমোবাইল কারখানা

কারখানার নির্মাণকার্যের সফল সম্পাদন উপলক্ষে নির্মাণ প্রকল্পের শ্রমিক এবং প্রশাসন ও প্রকৌশল কর্মীদেরকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

কমরেডগণ, আপনাদের বিজয়লাভের জন্য অভিনন্দন জানাই!

আপনাদের যন্ত্রাংশ একত্রীভূত করার কাজে, কর্মশৃংখলা সূচিত করায় ও এই বিরাট প্রকল্প উদ্বোধনে আপনাদের আরও সাফল্য আমরা কামনা করি। আমাদের এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে আপনারা সমস্ত প্রতিবন্ধক অতিক্রম করতে সক্ষম হবেন এবং দেশের প্রতি আপনাদের যা কর্তব্য তা সম্মানের সঙ্গে পালন করবেন।

জে. স্তালিন, ভি. মলোটভ

প্রাভদা, সংখ্যা ৩০৫
৪ঠা নভেম্বর, ১৯৩১

জার্মান লেখক এমিল লুডভিগের সঙ্গে আলাপ

১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৩১

লুডভিগ: আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্ভব করার জন্য আপনার প্রতি আমি খুবই বাধিত। বিশ বছরেরও বেশি দিন ধরে আমি বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের জীবন ও কীর্তি অধ্যয়ন করছি। আমি বিশ্বাস করি যে লোক-চরিত্রের আমি ভালই বিচারক কিন্তু সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবেশ সম্বন্ধে আমি আবার কিছুই জানি না।

স্তালিন: আপনি বিনয় করছেন।

লুডভিগ: না, সত্যিই তাই, আর সেইজন্যই আমি এমন প্রশ্ন রাখব যা আপনার কাছে বিস্ময়ের হতে পারে। আজ এখানে এই ক্রেমলিনে আমি মহান পিটারের কিছু স্মৃতিচিহ্ন দেখলাম এবং যে প্রশ্নটি আপনার কাছে প্রথম করতে চাই তা হল এই: আপনি কি মনে করেন যে মহান পিটার আর আপনার মধ্যে কোনও সমান্তরতা কি টানা যায়? আপনি কি নিজেকে মহান পিটারের কাজেরই অবিচ্ছিন্ন অনুসারক বলে মনে করেন?

স্তালিন: না, কোনওমতেই নয়। ঐতিহাসিক সমান্তরতা সর্বদাই ঝুঁকিসম্বলিত। এর কোনও অর্থই নেই।

লুডভিগ: কিন্তু যা-ই হোক রাশিয়ায় পশ্চিমী সংস্কৃতিকে নিয়ে এসে মহান পিটার তাঁর দেশকে বিকশিত করার ক্ষেত্রে বেশ বড় কাজই করে-ছিলেন।

স্তালিন: হাঁ, মহান পিটার অবশ্যই জমিদারশ্রেণীকে উন্নীত করার জন্য ও জায়মান বণিকশ্রেণীর বিকাশের জন্য অনেক কিছু করেছিলেন। জমিদার আর বণিকশ্রেণীর জাতীয় রাষ্ট্রকে গড়ে তুলতে ও সংহত করতে নিঃসন্দেহে তিনি অনেক কিছু করেছিলেন। কিন্তু এটাও অবশ্যই বলতে হবে যে জমিদারশ্রেণীর এই উন্নয়ন, জায়মান বণিকশ্রেণীকে এই সহযোগিতা দান এবং এইসব শ্রেণীর জাতীয় রাষ্ট্রের সংহতিকরণ ঘটেছিল কৃষক ভূমিদাসদের মূল্যে যাদের সবকিছু নিঃশেষ করে দেওয়া হয়েছিল।

আর আমার সম্বন্ধে বলা যায় যে, আমি হলাম লেনিনের শিষ্যমাত্র আর

আমার জীবনের লক্ষ্য হল তাঁর এক যোগ্য শিষ্য হওয়া।

যে কর্তব্য পালনে আমি আমার জীবন উৎসর্গ করেছি তা হল এক ভিন্ন শ্রেণীর—শ্রমিকশ্রেণীর উন্নয়ন। সে কর্তব্য কোনও 'জাতীয়' রাষ্ট্রের সংহতিকরণ নয়, তা হল এক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র অর্থাৎ এক আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র গড়ে তোলা এবং সেই রাষ্ট্রকে যা কিছু শক্তিশালী করে তা গোটা আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীকেই শক্তিশালী করে তুলতে সাহায্য করে। শ্রমিকশ্রেণীকে উন্নত করা ও এই শ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করার জন্য আমার উদ্যোগের ক্ষেত্রে যেসব পদক্ষেপ আমি গ্রহণ করেছি তার প্রত্যেকটি যদি শ্রমিকশ্রেণীকে শক্তিশালী করা ও তার অবস্থাকে উন্নীত করার দিকে পরিচালিত না হয়ে থাকে তাহলে আমি আমার জীবনকে উদ্দেশ্যহীন বলে গণ্য করব।

সুতরাং দেখতেই পাচ্ছেন যে আপনার সমান্তরতা খাটছে না।

আর লেনিন ও মহান পিটার সম্বন্ধে বলা যায় যে লেনিন যেখানে ছিলেন গোটা সমুদ্রবৎ সেখানে মহান পিটার হলেন সেই সাগরে বারিবিন্দুর মতো।

লুডভিগ : মার্কসবাদ এ কথা অস্বীকার করে যে ইতিহাসে ব্যক্তি এক বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে। আপনি কি এখানে ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা এবং এই ঘটনা যে সর্বোপরি আপনি ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের বিশিষ্ট ভূমিকাকে স্বীকার করছেন—এ দুইয়ের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব দেখতে পাচ্ছেন না?

স্তালিন : না, এখানে কোনও দ্বন্দ্বই নেই। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ভূমিকাকে বা ইতিহাস যে জনগণের তৈরী তা মার্কসবাদ আদৌ অস্বীকার করে না। মার্কসের *দর্শনের দারিদ্র্যে*[২৬] এবং তাঁর অন্যান্য লেখায় দেখবেন যে সেখানে বলা হয়েছে জনগণই ইতিহাস তৈরী করে। কিন্তু অবশ্যই জনগণ তাদের খেয়ালের নির্দেশিত বা কল্পনামত ইতিহাস তৈরী করে না। প্রত্যেক নতুন প্রজন্মই ইতিমধ্যেই-বিদ্যমান নির্দিষ্ট পরিবেশের সম্মুখীন হয় যা সেই প্রজন্ম যখন আসে তখনই তৈরী হওয়া অবস্থায় থাকে। আর মহান ব্যক্তিরা যে আদৌ মূল্য ও মর্যাদার হকদার তা এই মাত্রায় যে তারা এইসব পরিবেশ ঠিকমত অনুধাবন করতে, সেগুলিকে কিভাবে পালটানো যায় তা অনুধাবন করতে সক্ষম। এসব পরিবেশ যদি তাঁরা বুঝতে ব্যর্থ হন ও সেগুলিকে তাঁদের খেয়ালভরে পালটাতে যান তবে তা তাঁদেরকে ডন কুইকজোটের অবস্থায় টেনে নামাবে। সুতরাং, এটা ঠিক মার্কসেরই বক্তব্য যে জনগণকে অবশ্যই পরি-

বেশের বিপরীতে উপস্থিত করা চলবে না। জনগণই ইতিহাস তৈরী করে কিন্তু তা করে কেবল এই মাত্রায় যে যে-পরিবেশ তারা তৈরী হওয়ার অবস্থায় দেখেছে তাকে ঠিকমত অনুধাবন করে এবং কেবল এই মাত্রায় যে সেই পরিবেশ কিভাবে পালটাতে হয় তা তারা জানে। অন্ততঃ আমরা রুশ বলশেভিকরা মার্কসকে এইরকমই বুঝি। আর আমরা বহু বছর ধরেই তো মার্কসকে অধ্যয়ন করে আসছি।

লুডভিগ: প্রায় তিরিশ বছর আগে যখন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলাম তখন অনেক জার্মান অধ্যাপক যাঁরা নিজেদেরকে ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণার অনুগামী বলে মনে করতেন তাঁরা আমাদের শিখিয়েছিলেন যে মার্কসবাদ বীরের ভূমিকাকে, ইতিহাসে বীর ব্যক্তিত্বের ভূমিকাকে অস্বীকার করে।

স্তালিন: তাঁরা মার্কসবাদকে বিকৃত করেছিলেন। মার্কসবাদ কখনই বীরের ভূমিকাকে অস্বীকার করেনি। বরং তা স্বীকার করে যে তারা এক রীতিমত ভূমিকা পালন করে, অবশ্য আমি যেসব শর্তের উল্লেখ করলাম সেই সাপেক্ষে।

লুডভিগ: যে টেবিলের পাশে আমরা বসেছি তার চারধারে ষোলটি চেয়ার সাজানো। বিদেশের লোক একদিকে জানে যে ইউ. এস. এস. আর. হল এমন দেশ যেখানে সব কিছুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যৌথ উদ্যোগে, কিন্তু অপরদিকে তারা জানে যে প্রত্যেকটি ব্যাপারেই একক ব্যক্তির দ্বারা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রকৃতপক্ষে সিদ্ধান্ত নেয় কে?

স্তালিন: না, একক ব্যক্তিরা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। একক ব্যক্তিদের সিদ্ধান্ত সর্বদাই বা প্রায়-সর্বদাই একদেশদর্শী সিদ্ধান্ত হতে বাধ্য। প্রত্যেক কলেজীয়ামে, প্রত্যেক যৌথ সংস্থায় এমন সব লোক আছেন যাঁদের মতামতে গুরুত্ব দিতেই হবে। প্রত্যেক কলেজীয়ামে, প্রত্যেক যৌথ সংস্থায় এমন সব লোক থাকেন যাঁরা ভুল মত ব্যক্ত করতে পারেন। তিনটি বিপ্লবের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি যে যৌথভাবে পরীক্ষা ও সংশোধন না-করা একক ব্যক্তিদের প্রতি ১০০টি সিদ্ধান্তের মধ্যে প্রায় ৯০টি হয় একদেশদর্শী।

আমাদের নেতৃস্থানীয় সংস্থা—আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি যা আমাদের সকল সোভিয়েত ও পার্টি সংগঠনকে নির্দেশ দিয়ে থাকে তাতে প্রায় ৭০ জন সদস্য আছেন। কেন্দ্রীয় কমিটির এই ৭০ জন সদস্যের মধ্যে আছেন আমাদের সর্বোত্তম শিল্পক্ষেত্রীয় নেতারা, আমাদের সর্বোত্তম সমবায় নেতারা, আমাদের

সর্বোত্তম সরবরাহ-পরিচালকরা, আমাদের সর্বোত্তম সামরিক ব্যক্তিরা, আমাদের সর্বোত্তম প্রচারক ও বিক্ষোভ সংগঠকেরা, রাষ্ট্রীয় খামার, যৌথ খামার, ব্যক্তিগত কৃষি খামার বিষয়ে আমাদের সর্বোত্তম বিশেষজ্ঞরা, সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠন-কারী জাতিগুলি ও জাতীয় নীতি বিষয়ে আমাদের সর্বোত্তম বিশেষজ্ঞরা। এই মহতী শীর্ষ সভায় আমাদের পার্টির সকল বোধি কেন্দ্রীভূত। প্রত্যেকেরই সুযোগ আছে যে-কোনও সদস্যের ব্যক্তিগত মত বা প্রস্তাব সংশোধনের। প্রত্যেকেরই সুযোগ আছে নিজ নিজ অভিজ্ঞতা প্রদানের। এমন যদি না হতো, সিদ্ধান্ত যদি একক ব্যক্তিরা নিতেন, তাহলে আমাদের কাজে অত্যন্ত গুরুতর ভ্রান্তি হতো। কিন্তু যেহেতু একক ব্যক্তিদের ভুল সংশোধনে প্রত্যেকেরই একটি সুযোগ আছে ও আমরা সেসব সংশোধনকে গুরুত্ব দিই তাই আমরা মোটামুটি সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে থাকি।

লুডভিগ ঃ আপনার একাধিক দশকের বে-আইনী কার্যধারার অভিজ্ঞতা আছে। আপনাদের বে-আইনী পথে অস্ত্র, সাহিত্য ইত্যাদি চালান করতে হয়েছে। আপনি কি মনে করেন না যে সোভিয়েত শাসনের শত্রুরাও আপনাদের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিতে পারে এবং সেই একই পদ্ধতির মাধ্যমে সোভিয়েত শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে?

স্তালিন ঃ সেটা অবশ্য খুবই সম্ভব।

লুডভিগ ঃ সেই কারণেই কি আপনাদের সরকার তার শত্রু দমনে কঠোর এবং নির্মম?

স্তালিন ঃ না, সেটা মুখ্য কারণ নয়। ইতিহাস থেকে কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যায়। বলশেভিকরা যখন ক্ষমতায় এল তখন তারা গোড়ার দিকে শত্রুদের সঙ্গে নরম ব্যবহার করেছিল। মেনশেভিকরা বৈধভাবেই অব্যাহত রয়ে গেল এবং তাদের সংবাদপত্র প্রকাশ করতে থাকল। সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরাও বৈধভাবে অব্যাহত রয়ে গেল ও তাদের পত্রিকা থাকল। এমনকি ক্যাডেটরাও তাদের সংবাদপত্র প্রকাশ করতে থাকল। জেনারেল ক্রাস্নভ যখন লেনিন-গ্রাদের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবিপ্লবী অভিযান সংগঠিত করলেন ও আমাদের হাতে ধরা পড়লেন তখন আমরা যুদ্ধের কানুন অনুযায়ী তাঁকে অন্ততঃ কয়েদ করতে পারতাম। নিঃসন্দেহে আমাদের উচিত ছিল তাঁকে গুলি করে মারা। কিন্তু তার বদলে আমরা তাঁকে তাঁর 'আত্মসম্মানের দোহাই-পাড়া প্রতিশ্রুতি'র ভিত্তিতে ছেড়ে দিলাম। আর হলটা কি? অচিরাৎ পরিষ্কার হয়ে গেল যে

ওরকম নম্রতা সোভিয়েত শাসনের শক্তিকে হেয় করতেই সাহায্য করেছে। শ্রমিকশ্রেণীর শত্রুদের প্রতি ওরকম নম্রতা দেখিয়ে আমরা ভুল করলাম। ঐ ভুলেই আঁকড়ে থাকাটা হতো শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে একটা অপরাধ ও তার স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। এটা শীঘ্রই বেশ স্পষ্ট হয়ে গেল। খুব শীঘ্রই এটা স্পষ্ট হল যে আমাদের শত্রুর প্রতি আমাদের মনোভাব যত বেশি নরম হবে ততই তাদের প্রতিরোধ জোরদার হয়ে উঠবে। অনতিকালমধ্যেই দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিরা—গোৎজ ও অন্যান্যরা—এবং দক্ষিণপন্থী মেনশেভিকরা লেনিনগ্রাদে সামরিক ক্যাডেটদের এক প্রতিবিপ্লবী আক্রমণ সংগঠিত করছিল যার ফলে আমাদের অনেক বিপ্লবী নাবিক নিহত হন। ঠিক এই ক্র্যাস্‌নভ—যাঁকে আমরা তাঁর 'সম্মানের দিব্যি'তে ছেড়ে দিয়েছিলাম—তিনিই শ্বেতরক্ষী কশাকদের সংগঠিত করেছিলেন। তিনি মামোন্তভের সঙ্গে বাহিনী জুড়লেন ও দুবছর ধরে সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে এক সশস্ত্র লড়াই চালালেন। খুব শীঘ্রই প্রতিপন্ন হল যে শ্বেতরক্ষী জেনারেলদের পেছনে পশ্চিমী পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি—ফ্রান্স, ব্রিটেন ও আমেরিকা—এমনকি জাপানেরও দালালরা হাজির। আমরা নিশ্চিত হলাম যে, নম্রতা দেখিয়ে আমরা একটা ভুলই করেছি। আমরা অভিজ্ঞতা মারফৎ শিখলাম যে এরকম শত্রুকে মোকাবিলা করার একমাত্র রাস্তা হল তাদের ওপর নির্মমতম দমন নীতি গ্রহণ করা।

লুডভিগ: আমার বোধ হয় যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণের একটা বড় অংশের মধ্যে সোভিয়েত ক্ষমতার প্রতি ভীতি ও সন্ত্রাস বিদ্যমান এবং সোভিয়েত ক্ষমতার যে সুস্থিতি সেটা কিছুটা সেই ভীতির মনোভাবের ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে। আমি জানতে চাই যে শাসনকে শক্তিশালী করার স্বার্থে ভীতির উদ্রেক ঘটানো প্রয়োজন এই উপলব্ধিতে ব্যক্তিগতভাবে আপনার মধ্যে কি মানসিকতার সঞ্চার হয়। যাই হোক না কেন আপনি যখন আপনার কমরেডদের, আপনার বন্ধুদের সঙ্গে মেশেন তখন তো ভীতি সঞ্চারের বদলে একেবারে অন্য পদ্ধতি গ্রহণ করেন। কিন্তু জনগণ ভীতিগ্রস্ত হচ্ছে।

স্তালিন: আপনি ভুল করছেন। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে আপনার ভুলটা অনেকেই করে। আপনি কি সত্যসত্যই বিশ্বাস করেন যে আতংকিত ও সন্ত্রস্ত করার পথে ১৪ বছর ধরে আমরা ক্ষমতায় থাকতে পারতাম ও বিপুল জনগণের সমর্থন পেতাম? না, সেটা অসম্ভব। কিভাবে আতংকিত করা

যায় সে সম্পর্কিত জ্ঞানে জার সরকার অন্য সবাইকে ছাপিয়ে গিয়েছিল। সে ব্যাপারে তার দীর্ঘ ও বিরাট অভিজ্ঞতা ছিল। ইউরোপীয় বিশেষ করে ফরাসী বুর্জোয়াশ্রেণী জারতন্ত্রকে এ-ব্যাপারে সর্ববিধ সাহায্য যুগিয়েছিল এবং কিভাবে মানুষকে ভীতিগ্রস্ত করা যায় তাকে তা শিখিয়েছিল। তথাপি সেই অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও এবং ইউরোপীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর সাহায্য সত্ত্বেও সেই আতংকগ্রস্ত করে তোলার নীতি জারতন্ত্রের পতনকেই ডেকে আনল।

লুডভিগ: কিন্তু রোমানভরা তো ৩০০ বছর ধরে ক্ষমতাসীন ছিল।

স্তালিন: হাঁ ছিল, কিন্তু ঐ ৩০০ বছরে কতগুলো বিদ্রোহ আর অভ্যুত্থান ঘটেছিল! স্তেপান রেজিনের অভ্যুত্থান, ইয়েমেলিয়ান পুগাশভের অভ্যুত্থান, ডিসেম্ব্রিস্টদের অভ্যুত্থান, ১৯০৫-এর বিপ্লব, ফেব্রুয়ারি, ১৯১৭-এর বিপ্লব এবং অক্টোবর বিপ্লব। এ-সব এই ঘটনা ছাড়াই যে, দেশে আজকের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের পরিবেশ সেই পুরানো জমানার পরিবেশের থেকে আমূল পৃথক যখন জনসাধারণের অজ্ঞতা, সংস্কৃতির অভাব, বশ্যভাব ও রাজনৈতিক দীনতা তদানীন্তন 'শাসকবর্গ'কে মোটামুটি এক দীর্ঘ সময় জুড়ে ক্ষমতাসীন থাকতে সক্ষম করেছিল।

আর ইউ. এস. এস. আর-এর জনগণ, শ্রমিক ও কৃষকদের বিষয়ে বলব যে, আপনি যতটা ভাবছেন তারা আদৌ ততটা পোষ্য, ততটা বশ্য, ততটা সন্ত্রস্ত নয়। ইউরোপে অনেক লোক আছে যাদের ইউ. এস. এস. আর-এর জনগণ সম্বন্ধে ধারণাটা হল সেকেলে: তারা ভাবে যে রাশিয়ার অধিবাসী জনগণ হল প্রথমতঃ বশ্য এবং দ্বিতীয়তঃ অলস। এটা হল সেকেলে এবং চূড়ান্ত ভুল ধারণা। এই ধারণাটা ইউরোপে সেই আমলে গড়ে উঠেছিল যখন রুশ জমিদাররা প্যারিসে আড্ডা বাঁধতে শুরু করেছিল যেখানে তারা যে সম্পদ লুঠ করে এনেছে তা উড়িয়ে দিত ও কুঁড়েমিতে দিন কাটাত। ওরা নিঃসন্দেহে অমেরুদণ্ডী এবং অপদার্থ মানুষ ছিল। আর সেটাই 'রুশ অলসতা' সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গড়ে তোলে। কিন্তু তা আদপেই সেই রুশ শ্রমিক ও কৃষকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় যারা তাদের নিজেদের মেহনতে জীবিকা অর্জন করত ও আজও করে। রুশ শ্রমিক ও কৃষকদেরকে বশ্য ও অলস গণ্য করাটা নিঃসন্দেহে বিস্ময়করই হবে যখন তারা এক স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনটি বিপ্লব সমাধা করেছে, জারতন্ত্র ও বুর্জোয়া-শ্রেণীকে বিধ্বস্ত করেছে এবং এখন বিজয়ের সঙ্গে সমাজতন্ত্র গঠন করছে।

এইমাত্র আপনি প্রশ্ন করলেন যে আমাদের দেশে সবকিছুই এক ব্যক্তির

দ্বারা নির্ধারিত হয় কিনা। কখনই কোনও পরিস্থিতিতেই আমাদের শ্রমিকরা এখন এক ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা সহ্য করবে না। আমাদের এখানে বিরাটতম কর্তৃত্বওয়ালা মানুষেরা সেই মুহূর্তেই অস্তিত্বহীন হয়ে যান, নিছক শূন্যে পরিণত হন যে মুহূর্তে ব্যাপক শ্রমিক সাধারণ তাদের ওপর আস্থা হারায়, যে মুহূর্তে তারা ব্যাপক শ্রমিক সাধারণের সঙ্গে সংযোগ হারায়। প্লেখানভ অসাধারণ রকম বিরাট সম্মান ভোগ করতেন। আর কি হল? যে মুহূর্তে তিনি রাজনৈতিক দিক থেকে হোঁচট খেতে শুরু করলেন সেই মুহূর্তে শ্রমিকরা তাঁকে ভুলে গেল। তারা তাঁকে বর্জন করল ও ভুলে গেল। আরেকটি উদাহরণ: ট্রট্স্কি। তাঁর মর্যাদাও ছিল বিরাট যদিও তা অবশ্যই প্লেখানভের তুল্য নয়। কি হল? যে মুহূর্তে তিনি শ্রমিকদের থেকে দূরে সরে গেলেন সে মুহূর্তেই তারা তাঁকে ভুলে গেল?

লুডভিগ: তাঁকে একেবারেই ভুলে গেল!

স্তালিন: তারা তাঁকে কখনো কখনো স্মরণ করে—কিন্তু তিক্ততার সঙ্গে।

লুডভিগ: তিক্ততার সঙ্গে কি সবাই?

স্তালিন: আমাদের শ্রমিকদের সম্বন্ধে বলা যায় যে তারা ট্রট্স্কিকে তিক্ততাভরে, অতিশয় ক্রোধভরে, ঘৃণাভরে স্মরণ করে।

অবশ্য জনসাধারণের মধ্যে একটা ক্ষুদ্র অংশ আছেই যারা সোভিয়েত ক্ষমতার প্রতি সন্ত্রস্ত ও তার বিরুদ্ধে লড়াই করে। আমি বলতে চাইছি ক্ষয়িষ্ণু শ্রেণীগুলির অবশেষের কথা যেগুলি অপসৃত হচ্ছে এবং কৃষক-সমাজের মূলতঃ সেই গুরুত্বহীন অংশের কথা অর্থাৎ কুলাকরা। কিন্তু এখানে ব্যাপারটা এই গোষ্ঠীগুলিকে নিছক ভয় দেখানোরই নীতির নয় যা সত্যসত্যই বিদ্যমান। প্রত্যেকেই জানে যে এক্ষেত্রে আমরা বলশেভিকরা ভয় দেখানোতেই আমাদেরকে সীমাবদ্ধ রাখিনি, বরং এই বুর্জোয়া স্তরকে উৎখাত করার লক্ষ্য নিয়ে আরও এগিয়ে গেছি।

কিন্তু আপনি যদি ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমজীবী জনগণের কথা, শ্রমিক ও কৃষক যারা জনসংখ্যার অন্ততঃ ৯০ শতাংশ, তাদের কথা ধরেন তাহলে দেখবেন যে তারা সোভিয়েত ক্ষমতার সপক্ষে এবং তাদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সোভিয়েত শাসনকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করে। তারা সোভিয়েত ব্যবস্থাকে সমর্থন করে কারণ এই ব্যবস্থা শ্রমিক ও কৃষকদের মূলগত স্বার্থের প্রতিফলন করে।

সোভিয়েত সরকারের যে সুস্থিতি তার বনিয়াদ হল সেইটাই, তা ভয় দেখানোর নীতি নয়।

লুডভিগ: আপনার এই উত্তরের জন্য আমি খুবই বাধিত। আমি আপনাকে আমায় ক্ষমা করতে অনুরোধ করব যদি এমন কোনও প্রশ্ন আমি তুলি যা আপনার কাছে বিস্ময়কর ঠেকে। আপনার জীবনীতে এমন সব ঘটনার উদাহরণ আছে যাকে 'রাজপথে রাহাজানি'-র কাজ বলা যায়। আপনি কি কখনো স্তেপান রেজিনের ব্যক্তিত্বে আকর্ষণ বোধ করেছেন? 'মতাদর্শগত পথদস্যু' হিসেবে স্তেপান রেজিনকে ধরলে তার প্রতি আপনার মনোভাব কি?

স্তালিন: আমরা বলশেভিকরা সর্বদাই বোলোৎনিকভ, রেজিন, পুগাশভ ইত্যাদি ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের প্রতি একটা কৌতূহল বোধ করেছি। আমরা এইসব ব্যক্তির কাজকে গণ্য করেছি নিপীড়িত শ্রেণীগুলির স্বতঃস্ফূর্ত সঘৃণা ক্রোধের প্রকাশ হিসেবে, সামন্তবাদী নিপীড়নের বিরুদ্ধে কৃষকসমাজের স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ হিসেবে। কৃষকসমাজের তরফে এরকম বিদ্রোহের এই প্রথম প্রয়াসগুলির ইতিহাস অধ্যয়ন আমাদের কাছে সর্বদাই আকর্ষণের বিষয় থেকেছে। কিন্তু অবশ্যই তাদের এবং বলশেভিকদের মধ্যে এখানে উপমা টানা যায় না। বিক্ষিপ্ত কৃষক অভ্যুত্থান—এমনকি যখন তা 'রাজপথের দস্যুতা' এবং অসংগঠিত ধাঁচের নয় যেমন স্তেপান রেজিনের ক্ষেত্রে—তখনো কোনও গুরুত্বপূর্ণ দিকে এগিয়ে যেতে পারে না। কৃষক অভ্যুত্থানগুলি একমাত্র তখনি সফল হতে পারে যখন সেগুলিকে শ্রমিক অভ্যুত্থানের সঙ্গে সংযোজিত করা হয় ও সেগুলির নেতৃত্ব দেয় শ্রমিকেরা। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে এক মিলিত অভ্যুত্থানই মাত্র তার লক্ষ্য অর্জন করতে পারে।

তদুপরি এটা অবশ্যই ভুললে চলবে না যে রেজিন আর পুগাশভ ছিলেন জারপন্থী: তাঁরা জমিদারদের বিরুদ্ধে এগিয়ে এসেছিলেন কিন্তু এক 'ভাল জার'-এর পক্ষে ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে সেটাই ছিল তাঁদের শ্লোগান।

দেখতেই পাচ্ছেন যে এখানে বলশেভিকদের উপমা টানা অসম্ভব।

লুডভিগ: আপনার জীবনী সংক্রান্ত দু-একটি প্রশ্ন আপনার কাছে করার জন্য আমায় অনুমতি দিন। আমি যখন ম্যাশারিকের সঙ্গে দেখা করি তিনি আমায় বলেছিলেন যে তাঁর যখন বয়স মাত্র ছ'বছর তখনই তিনি একজন সমাজতন্ত্রী হয়ে উঠেছেন বলে সচেতন হন। আপনি কেন সমাজতন্ত্রী হলেন এবং কখনই-বা তা হলেন?

স্তালিন ঃ আমি এটা জোর দিয়ে বলতে পারছি না যে ছ'বছর বয়সেই আমি সমাজতন্ত্রের দিকে আসি। এমনকি দশ বা বারো বছর বয়সেও নয়। পনের বছর বয়সে যখন আমি ট্রান্সককেশিয়ায় তৎকালে বসবাসকারী রুশ মার্কসবাদীদের গোপন গোষ্ঠীগুলির সংস্পর্শে আসি তখনই আমি বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দিই। এই গোষ্ঠীগুলি আমার ওপর বিরাট প্রভাব ফেলে ও আমার মধ্যে গোপন মার্কসবাদী সাহিত্যের জন্য এক আকাঙ্ক্ষা সঞ্চার করায়।

লুডভিগ ঃ একজন বিরুদ্ধবাদী হয়ে উঠতে আপনাকে কিসে অনুপ্রাণিত করেছিল? বোধহয় আপনার পিতামাতার খারাপ ব্যবহার—তাই কি?

স্তালিন ঃ না, আমার পিতামাতা ছিলেন অশিক্ষিত, কিন্তু তাঁরা আমার প্রতি কোনওরকমের খারাপ ব্যবহার করেননি। কিন্তু ব্যাপারটা ভিন্ন রকম দাঁড়াল সেই গোঁড়া ধর্মীয় শিক্ষালয়ে যেখানে আমি তখন যেতাম। সেই শিক্ষালয়ে কায়েম নিদারুণ পীড়াদায়ক শাসনের বিরুদ্ধে এবং যাজকসুলভ পদ্ধতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে আমি একজন বিপ্লবী, এক সত্যকারের বিপ্লবী শিক্ষা হিসেবে মার্কসবাদের একজন বিশ্বাসী হয়ে উঠতে প্রস্তুত ছিলাম, আর তা-ই হয়ে উঠেছিলাম।

লুডভিগ ঃ কিন্তু আপনি কি স্বীকার করেন না যে যাজকদের ভাল ভাল ব্যাপার আছে?

স্তালিন ঃ হাঁ, নোংরা সব লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য তারা রীতিবদ্ধভাবে ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে কাজ করে থাকে। কিন্তু তাদের মুখ্য পদ্ধতি হল লোকের মনের মধ্যে চুরি করে, সংগোপনে, নিঃশব্দে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে রাস্তা করে নেওয়া ও তাদের অনুভূতির ওপর কঠিন আঘাত হানা। এতে ভাল কি থাকতে পারে? উদাহরণস্বরূপ, হোস্টেলে গোয়েন্দাগিরি। সকাল ৯টায় চায়ের জন্য ঘণ্টা বাজল, আমরা গেলাম খাবার-ঘরে আর যখন নিজেদের কামরায় ফিরলাম দেখলাম যে ইতিমধ্যে একটা তল্লাশী হয়ে গেছে এবং আমাদের সবকটা আলমারি তছনছ করা হয়েছে।...এতে আর ভাল ব্যাপার কি থাকতে পারে?

লুডভিগ ঃ আমি দেখেছি যে সোভিয়েত ইউনিয়নে যা-কিছু মার্কিন তাকেই খুব মর্যাদার চোখে দেখা হয়, এমনকি আমি যা-কিছু আমেরিকান অর্থাৎ ডলারের দেশের, একবারে আস্ত পুঁজিবাদী দেশের যা-কিছু তারই একটা পুজোর কথা শুনেছি। এই মানসিকতা আপনাদের শ্রমিকশ্রেণীর

মধ্যেও আছে এবং তা শুধু ট্রাক্টর ও অটোমোবাইলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, সাধারণভাবে আমেরিকার সবকিছুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

স্তালিন : আপনি অতিরঞ্জিত করছেন। আমেরিকার সবকিছুর প্রতিই আমাদের বিশেষ উচ্চ শ্রদ্ধা নেই। কিন্তু আমরা সেই দক্ষতাকে সম্মান করি যা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই—শিল্পে, প্রকৌশলে, সাহিত্যে এবং জীবনে মার্কিনরা দেখিয়ে থাকে। আমরা কখনো এ কথা ভুলি না যে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র হল এক পুঁজিবাদী দেশ। কিন্তু আমেরিকানদের মধ্যে এমন বহু মানুষ আছেন যাঁরা মন ও শরীরের দিক থেকে স্বাস্থ্যবান, কাজের প্রতি, সমস্ত কর্মভারের গোটা দৃষ্টিভঙ্গিতে যাঁরা স্বাস্থ্যবান। সেই দক্ষতা, সেই সারল্য আমাদের হৃদয়ের এক সংবেদনশীল তন্ত্রীতে ঘা দেয়। আমেরিকা একটি অতিমাত্রায় বিকশিত পুঁজিবাদী দেশ হওয়া সত্ত্বেও তার শিল্পে কায়েম অভ্যাসগুলির ক্ষেত্রে, উৎপাদনী প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান ব্যবহারিক আচারগুলির ক্ষেত্রে সে সম্বন্ধে এক গণতান্ত্রিকতার উপাদান আছে যা সেই পুরানো ইউরোপীয় দেশগুলি সম্বন্ধে বলা যেতে পারে না যে সামন্তবাদী আভিজাতিকতার উদ্ধত ভাবটি আজও বজায় আছে।

লুডভিগ : আপনারা সন্দেহও করেন না যে আপনারা কতটা ঠিক।

স্তালিন : হয়তো করি ; কে বলতে পারে ?

একটি সামাজিক ব্যবস্থা হিসেবে সামন্তবাদ ইউরোপে বহু পূর্বে বিধ্বস্ত হয়েছে এ-ঘটনা সত্ত্বেও জীবন ও প্রথার ধারায় এখনো অনেক ধ্বংসাবশেষ টিঁকে আছে। এখনো এমন প্রকৌশলবিদ, বিশেষজ্ঞ, বৈজ্ঞানিক ও লেখক আছেন যাঁরা সামন্তবাদী পরিবেশ থেকে উদ্ভূত ও শিল্প, প্রকৌশল, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে যাঁরা আভিজাতিক অভ্যাস বহন করে আনছেন। সামন্তবাদী ঐতিহ্যগুলি আজও সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়নি।

এ কথা আমেরিকা সম্বন্ধে বলা যায় না যা হল জমিদারবিহীন, অভিজাতবিহীন এক 'মুক্ত উপনিবেশবাসীদের' দেশ। সেইজন্যই আমেরিকার উৎপাদন জীবনে এই দৃঢ় এবং আপেক্ষিকভাবে সরলতর অভ্যাসগুলি। শ্রমিকশ্রেণী থেকে উদ্ভূত আমাদের উদ্যোগ-কর্মকর্তারা যাঁরা আমেরিকা সফর করেছেন তাঁরা তৎক্ষণাৎ এই ধারাটি লক্ষ্য করেছেন। তাঁরা স্বীকৃত বিস্ময়ের সঙ্গে বলেছেন যে আমেরিকায় কোনও উৎপাদনের কাজে বাহ্য দৃষ্টিতে একজন শ্রমিকের সঙ্গে একজন ইঞ্জিনীয়ারের পার্থক্য করা দুষ্কর। নিশ্চিতভাবেই এটা

তাদের খুশি করেছে। কিন্তু ইউরোপে ব্যাপারটা একেবারেই আলাদা।

কিন্তু আপনি যদি কোনও বিশেষ একটা জাতির প্রতি অথবা বরং তার নাগরিকদের অধিকাংশের প্রতি আমাদের পছন্দের কথা বলতে যান তবে আমরা অবশ্যই জার্মানদের প্রতি আমাদের পছন্দের কথা উল্লেখ করতে ব্যর্থ হব না। তার সঙ্গে আমাদের মার্কিন-পছন্দের তুলনাই করা যেতে পারে না।

লুডভিগ: ঠিক একবারে জার্মান জাতি কেন ?

স্তালিন: তা শুধু এই কারণেই হতে পারে যে তারাই দুনিয়াকে মার্কস ও এঙ্গেলসের মতো মানুষ দিয়েছে। ব্যাপারটা এরকম বলাই যথেষ্ট।

লুডভিগ: সম্প্রতি পরিলক্ষিত হয়েছে যে কিছু জার্মান রাজনীতিবিদ এ বিষয়ে গুরুতর রকম ভীত যে ইউ. এস. এস. আর এবং জার্মানির মধ্যে বন্ধুতার সনাতন নীতিটি পরিত্যক্ত হবে। এই ভয়ের উদ্রেক হয়েছে ইউ. এস. এস. আর ও পোল্যাণ্ডের ভেতর সন্ধি আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে। এইসব আলোচনা থেকে ফলস্বরূপ যদি পোল্যাণ্ডের বর্তমান সীমানাকে ইউ. এস. এস. আর. স্বীকৃতি দেয় তাহলে সেটা সেই গোটা জার্মান জনগণের মধ্যেই তিক্ত হতাশ ছড়াবে যারা এতাবৎ বিশ্বাস করেছে যে ইউ. এস. এস. আর ভার্সাই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়ছে এবং তাকে স্বীকৃতি দেওয়ার কোনও ইচ্ছাই তার নেই।

স্তালিন: আমি জানি যে কিছু জার্মান রাজনীতিবিদের মধ্যে এই মর্মে কিছুটা অসন্তোষ ও আতংক পরিলক্ষিত হতে পারে যে সোভিয়েত ইউনিয়ন পোল্যাণ্ডের সঙ্গে তার আপোষ-আলোচনার ক্ষেত্রে বা কোনও সন্ধি-চুক্তিতে এমন কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে যা পোল্যাণ্ডের দখল এবং তার সীমানার প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়নের তরফে একটা অনুমোদন, একটা গ্যারান্টি বোঝাবে।

আমার মতে এমন আতংক ভ্রান্ত। যে-কোনও রাষ্ট্রের সঙ্গে একটি অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদনের জন্য আমাদের উদ্‌গ্রীবতার কথা আমরা সর্বদাই ঘোষণা করেছি। আমরা ইতিমধ্যেই কতকগুলি দেশের সঙ্গে এ-রকম চুক্তি সম্পাদন করেছি। পোল্যাণ্ডের সঙ্গে এ-রকম চুক্তি সম্পাদনে আমাদের ইচ্ছার কথা আমরা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছি। আমরা যখন এ কথা ঘোষণা করি যে পোল্যাণ্ডের সঙ্গে একটা অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদনে আমরা প্রস্তুত তখন সেটা

নিছক কৃত্রিম বাগাড়ম্বর নয়। তার অর্থ হল এই যে আমরা সত্যসত্যই এ-রকম একটি চুক্তি স্বাক্ষর করতে চাই। বলতে পারেন যে আমরা হলাম এক বিশেষ ধরনের রাজনীতিবিদ। এমন রাজনীতিবিদ আছে যারা আজ একটা প্রতিশ্রুতি বা বিবৃতি দিল আর পরদিনই হয় সেটা পুরোপুরি বিস্মৃত হল বা যা তারা বলেছিল তা অস্বীকার করল এবং সেটা লজ্জার রেশ ছাড়াই করল। আমরা ওভাবে চলতে পারি না। যা কিছুই আমরা বিদেশে করি সেটাই আমাদের দেশের ভেতরে জানা হয়ে যায়, সমস্ত শ্রমিক ও কৃষকের কাছে জানা হয়ে যায়। আমরা যদি বলি এক আর করি অন্য এক জিনিস তাহলে ব্যাপক জনসাধারণের কাছে আমাদের মর্যাদা হারাব। পোলরা যে মুহূর্তে ঘোষণা করল যে তারা আমাদের সঙ্গে একটা অনাক্রমণ চুক্তি নিয়ে আলোচনা করতে চায় আমরা স্বভাবতঃই রাজী হলাম এবং আলোচনা শুরু করলাম।

জার্মানদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক কি জিনিস ঘটতে পারে? তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক অবনতিমূলক পরিবর্তন? কিন্তু তার কোনও ভিত্তিই নেই। একেবারে ঠিক পোলদের মতোই আমরাও চুক্তিতে এ কথা অবশ্যই ঘোষণা করব যে পোল্যাণ্ডের বা ইউ. এস. এস. আর-এর সীমানা পরিবর্তন বা তাদের স্বাতন্ত্র্য হরণের উদ্দেশ্যে আমরা বলপ্রয়োগ করব না বা আক্রমণের আশ্রয় নেব না। আমরা যেমন পোলদের কাছে এরকম প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, তারাও তেমন সেই একই অঙ্গীকার আমাদের কাছে করেছে। এইরকম একটি অনুচ্ছেদ যথা আমাদের স্ব স্ব রাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র্য বা সীমান্ত-সংহতি লঙ্ঘনের উদ্দেশ্যে আমরা যুদ্ধ করতে চাই না —এ-ছাড়া কোনও চুক্তি সম্পাদিত হতে পারে না। সেটা ছাড়া কোনও চুক্তির প্রশ্নই ওঠে না। খুব বেশি হলে এটাই আমরা করতে পারি।

এটা কি ভার্সাই ব্যবস্থার[২৭] স্বীকৃতি? না। অথবা এটা বোধহয় সীমান্তকে গ্যারান্টি দেওয়া? না। আমরা কখনই পোল্যাণ্ডের সীমান্তের গ্যারান্টিদাতা হইনি এবং তা কখনো হবও না, ঠিক তেমন পোল্যাণ্ডও কখনই আমাদের সীমান্তের গ্যারান্টিদাতা হয়নি এবং তা হবেও না। এখনকারই মতো জার্মানির সঙ্গে আমাদের মিত্রতার সম্পর্ক অব্যাহত থাকবে। এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

সুতরাং যে ভয়ের কথা আপনি বললেন তার কোনও ভিত্তিই নেই। সে সবের উদ্ভব হয়েছে কিছু পোল আর ফরাসীর ছড়ানো গুজবের ভিত্তিতে।

পোল্যাণ্ড যদি স্বাক্ষর দেয় তবে আমরা যখন চুক্তিটি প্রকাশ করব তখনই এসব দূর হয়ে যাবে। প্রত্যেকেই তখন দেখবেন যে তাতে জার্মানির বিরুদ্ধে কিছু নেই।

লুডভিগ: এই বক্তব্যের জন্য আপনার কাছে আমি খুবই কৃতজ্ঞ। এই প্রশ্নটি রাখতে আমায় অনুমতি দিন: সাধারণ সমানীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে এক বিদ্রূপাত্মক অর্থের আভাস দিয়ে আপনি 'মজুরী সমানীকরণ'-এর কথা বলেন। কিন্তু সাধারণ সমানীকরণ নিশ্চয়ই একটি সমাজতান্ত্রিক আদর্শ।

স্তালিন: এরকম একটা সমাজতন্ত্র যেখানে সকলে সমান মজুরী পাবে, সমান পরিমাণ মাংস ও সমান পরিমাণ রুটি পাবে, সমান বস্ত্র পরিধান করবে এবং সমান পণ্য সমান পরিমাণে গ্রহণ করবে—এরকম সমাজতন্ত্র মার্কসবাদের অজানা।

মার্কসবাদ যা-কিছু বলে তা এই যে যতদিন না শ্রেণীগুলি পুরোপুরি উৎখাত হচ্ছে এবং যতদিন না জীবিকার এক মাধ্যম থেকে শ্রমকে মানুষের মুখ্য চাহিদায়, সমাজের ঐচ্ছিক শ্রমে পরিণত করা হচ্ছে ততদিন মানুষ সম্পন্ন কাজ অনুযায়ী তাদের শ্রমের মজুরী পাবে। 'প্রত্যেকের থেকে তার স্ব স্ব সামর্থ্য অনুযায়ী ও প্রত্যেককে তার স্ব স্ব কাজ অনুযায়ী।' এটাই হল সমাজতন্ত্রের মার্কসবাদী সূত্র অর্থাৎ সাম্যবাদের প্রথম স্তরের, সাম্যবাদী সমাজের প্রথম স্তরের সূত্র।

একমাত্র সাম্যবাদের উচ্চতর পর্যায়ে, একমাত্র তার উচ্চতর স্তরেই স্ব স্ব সামর্থ্য অনুসারে কর্মরত প্রত্যেককে তাদের কাজের জন্য তুল্য বিনিময় হিসেবে তাদের স্ব স্ব প্রয়োজন অনুযায়ী দেওয়া হবে। 'প্রত্যেকের থেকে তার স্ব স্ব সামর্থ্য অনুযায়ী, প্রত্যেককে তার স্ব স্ব প্রয়োজন অনুযায়ী।'

এটা খুবই পরিষ্কার যে জনগণের প্রয়োজনে তারতম্য ঘটে এবং সমাজতন্ত্রেও অব্যাহতভাবে তার তারতম্য ঘটবে। সমাজতন্ত্র এটা কখনই অস্বীকার করেনি যে জনগণের মধ্যে আকাঙ্ক্ষার দিক থেকে এবং তাদের প্রয়োজনের ক্ষেত্রে গুণ ও পরিমাণের দিক থেকে পার্থক্য আছে। সমানীকরণের ধারণার দিকে স্টারনারের[২৮] ঝোঁকের জন্য মার্কস কিভাবে তাঁর সমালোচনা করেছিলেন সেটা লক্ষ্য করুন; ১৮৭৫ সালের গোথা কর্মসূচীর[২৯] ওপর মার্কসের সমালোচনা পড়ুন; মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের পরবর্তী লেখাগুলি পড়ুন এবং দেখবেন যে কি তীক্ষ্ণভাবে তাঁরা সমানীকরণের ধারণার ওপর আঘাত

হেনেছেন। সমানীকরণের ধারণার উৎস হল ব্যক্তিকেন্দ্রিক কৃষক ধরনের মানসিকতা, ভাগ করার ও সমরূপ ভাগ করার মনোবৃত্তি, আদিম কৃষি 'সাম্যবাদ'-এর মনোবৃত্তি। সমানীকরণের সঙ্গে মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের কিছুমাত্র মিল নেই। একমাত্র যেসব লোক মার্কসবাদের সঙ্গে অপরিচিত তাদেরই এই আদিম ধারণা থাকতে পারে যে রুশ বলশেভিকরা সমস্ত সম্পদকে এক সাধারণ তহবিলে জড়ো করতে চায় ও তারপর তা থেকে সমান ভাগ নিতে চায়। এ হল সেইসব লোকের ধারণা যাদের সঙ্গে মার্কসবাদের কোনও মিল নেই। ক্রমওয়েলের সময়ের আর ফরাসী বিপ্লবের সময়কার আদিম 'কমিউনিস্টদের' মতো লোকেরা নিজেদের কাছে এইভাবেই সাম্যবাদকে চিত্রিত করেছিল। কিন্তু এই সমানতন্ত্রী 'সাম্যবাদীদের' সঙ্গে মার্কসবাদ ও রুশ বলশেভিকদের কোনও মিলই নেই।

লুডভিগ: আপনি সিগারেট খাচ্ছেন। মিঃ স্তালিন, আপনার সেই কিম্বদন্তীর পাইপটা কোথায়? আপনি একদা বলেছিলেন যে, কথা আর কিম্বদন্তী মুছে যায় কিন্তু কাজ রয়ে যায়। এখন বিশ্বাস করুন যে বিদেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ আছে যারা আপনার কথা ও কাজের কিছুই জানে না কিন্তু তারা আপনার কিম্বদন্তীর পাইপের কথা জানে।

স্তালিন: পাইপটা বাড়িতে ফেলে এসেছি।

লুডভিগ: এবার একটা প্রশ্ন করব যা আপনাকে খুবই বিস্মিত করতে পারে।

স্তালিন: আমরা রুশ বলশেভিকরা অনেকদিন হল কোনও কিছুতে আর বিস্মিত হই না।

লুডভিগ: হাঁ, জার্মানিতে আমরাও তাই।

স্তালিন: হাঁ, জার্মানিতে আপনারাও অচিরাৎ আর বিস্মিত হবেন না।

লুডভিগ: আমার প্রশ্ন হল নিম্নরূপ: আপনি অনেক সময় ঝুঁকি আর বিপদের পথ নিয়েছেন। আপনি নির্যাতিত হয়েছেন। অনেক লড়াইয়ে আপনি অংশ নিয়েছেন। আপনার অনেক ঘনিষ্ঠ বন্ধু শেষ হয়ে গেছেন। আপনি বেঁচে গেছেন। এটা কিভাবে ব্যাখ্যা করেন? আর আপনি কি ভাগ্যে বিশ্বাস করেন?

স্তালিন: না, আমি করি না। বলশেভিকরা, মার্কসবাদীরা 'ভাগ্যে' বিশ্বাস করে না। ভাগ্যের, 'শিক্‌সাল (Schicksal)'-এর ধারণাটাই হল একটা

সংস্কার, একটা অলীক ব্যাপার, পুরাণের একটা অবশেষ যেমন প্রাচীন গ্রীকদের পুরাণে যেখানে এক ভাগ্যদেবী মানুষের ভবিতব্যকে নিয়ন্ত্রণ করতেন।

লুডভিগ ঃ অর্থাৎ বলা যায় যে আপনি যে মারা যাননি সেটা এক আপতিক ব্যাপার?

স্তালিন ঃ আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সব কারণ আছে যে-সবের মিলিত প্রতিক্রিয়ায় আমি শেষ হয়ে যাইনি। কিন্তু তা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবেই অন্য কেউ আমার জায়গায় থাকতে পারতেন, কারণ কাউকে-না-কাউকে তো অবশ্যই সেখানে থাকতে হবে। 'ভাগ্য' হল এমন এক জিনিস যা রহস্য-ঘেরা, যা প্রাকৃতিক বিধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। আমি তো রহস্যবাদে বিশ্বাস করি না। অবশ্যই বিপদ কেন আমায় অক্ষত রেখে গেল তার কারণ আছে। কিন্তু অন্যান্য কারণে উদ্ভূত অন্যান্য অনেক আপতিক পরিস্থিতি হতে পারত যা সম্পূর্ণ এক বিপরীত পরিণতি ডেকে আনতে পারত। এ ব্যাপারে তথাকথিত ভাগ্যের কোনও হাত নেই।

লুডভিগ ঃ লেনিন অনেকদিন বিদেশে নির্বাসনে কাটিয়েছেন। আপনি একবার মাত্র খুব অল্প সময়ের জন্য প্রবাসে থেকেছিলেন। আপনি কি মনে করেন যে এতে আপনার কিছু অসুবিধা হয়েছে? কাদের আপনি বিপ্লবের পক্ষে মহত্তর কল্যাণকর বলে গণ্য করেন—যেসব বিপ্লবী প্রবাসে নির্বাসনে কাটিয়েছেন ও ইউরোপের এক সামগ্রিক নিরীক্ষার সুযোগ পেয়েছেন কিন্তু অপরদিকে জনগণের প্রত্যক্ষ সংযোগ থেকে যাঁরা বিচ্ছিন্ন, তাঁদের; নাকি যেসব বিপ্লবী এখানেই তাঁদের কাজ করেছেন, জনগণের মানসিকতা জেনেছেন কিন্তু অপরদিকে ইউরোপ সম্বন্ধে সামান্যই জেনেছেন, তাঁদের?

স্তালিন ঃ এই তুলনাবিচার থেকে লেনিনকে অবশ্যই বাদ দিতে হবে। রাশিয়ার ভেতরে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যেও লেনিনের মতো এমন খুব অল্প সংখ্যকই ছিলেন যিনি দীর্ঘকাল প্রবাসে থাকা সত্ত্বেও এখানকার বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে এবং দেশের ভেতরকার শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন। আমি যখনই তাঁকে প্রবাসে দেখতে গিয়েছি—১৯০৬, ১৯০৭, ১৯১২ এবং ১৯১৩ সালে[৩০]—তখনই দেখেছি যে তিনি রাশিয়ার ব্যবহারিক কাজে যুক্ত পার্টি-কর্মীদের কাছ থেকে অসংখ্য চিঠি পেয়েছেন এবং যাঁরা রাশিয়ার ভেতরে থাকেন তাঁদের চাইতেও তিনি সর্বদাই আরও ভাল ওয়াকিবহাল থেকেছেন। তিনি সর্বদাই তাঁর প্রবাসজীবনকে তাঁর কাছে

একটা বোঝা বলেই গণ্য করেছেন।

পূর্বতন নির্বাসিতদের চাইতে আমাদের পার্টিতে ও তার নেতৃত্বে অনেক বেশি সংখ্যক কমরেড আছেন যাঁরা রাশিয়ায় থেকেছেন, যাঁরা বিদেশে যাননি এবং নিশ্চিতভাবেই যাঁরা নির্বাসিত প্রবাসীদের চাইতে বিপ্লবের কাছে মহত্তর কল্যাণের হতে পেরেছিলেন। বস্তুতঃ, প্রাক্তন নির্বাসিতদের খুব অল্পই আমাদের পার্টিতে পড়ে রয়েছেন। পার্টির বিশ লক্ষ সদস্যদের মধ্যে তাঁরা সব মিলিয়ে এক বা দু'শ মতো হতে পারেন। কেন্দ্রীয় কমিটির সত্তর জন সদস্যের মধ্যে খুব বেশি হলে তিন-চার জনই প্রবাসে ছিলেন।

আর ইউরোপের, ইউরোপ নিরীক্ষার বিষয়ে বলা যায় যে যাঁরা ওরকম একটা নিরীক্ষা করতে চেয়েছেন তাঁরা নিঃসন্দেহে সেখানে থাকার সময়ে তা করবার অধিকতর সুযোগ পেয়েছিলেন। সেদিক থেকে আমাদের যাঁরা বেশিদিন বিদেশে থাকেননি তাঁরা কিছু একটা হারিয়েছেন। কিন্তু ইউরোপীয় অর্থনীতি, প্রকৌশল, শ্রমিক আন্দোলনের ক্যাডার এবং রসসাহিত্য বা বিজ্ঞান-সাহিত্য সব ধরনের সাহিত্য সম্বন্ধে অধ্যয়নের জন্য বিদেশবাস আদৌ কোনও নির্ধারক উপাদান নয়। অন্য সব কিছু এক থাকলে নিশ্চয়ই ইউরোপের সম্বন্ধে অধ্যয়নটা সেখান থেকে করাই সহজতর। কিন্তু ইউরোপে যাঁরা বাস করেননি তাঁদের অসুবিধা তেমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয়। পক্ষান্তরে, আমি এমন অনেক কমরেডদের জানি যাঁরা বিশ বছর যাবৎ বিদেশে ছিলেন, শার্লটেনবার্গ বা লাতিন কোয়ার্টারের কোথাও বাস করেছেন, কাফেতে বিয়ার পান করে বছরের পর বছর কাটিয়েছেন এবং তথাপি তাঁরা ইউরোপ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে পারেননি এবং তাকে অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

লুডভিগ: আপনি কি মনে করেন না যে একটি জাতি হিসেবে জার্মানদের মধ্যে স্বাধীনতার প্রতি ভালবাসার চাইতে শৃংখলার প্রতি ভালবাসা আরও অনেক বেশি বিকশিত?

স্তালিন: একটা সময় ছিল যখন জার্মানির জনগণ নিঃসন্দেহে আইনের প্রতি বিরাট মর্যাদা দেখিয়েছিল। ১৯০৭ সালে যখন আমি বার্লিনে দু-তিন মাস কাটিয়েছিলাম তখন আমরা রুশ বলশেভিকরা অনেক সময়েই আমাদের কিছু কিছু জার্মান বন্ধুদের ঠাট্টা করতাম তাঁদের আইনের প্রতি শ্রদ্ধার দরুণ। উদাহরণস্বরূপ, একটি ঘটনা সম্বন্ধে গল্প চালু ছিল যে বার্লিন সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক কর্মকর্তারা একটি নির্দিষ্ট দিন ও সময় ধার্য করেছিল তাদের সকল

শহরতলি সংগঠনগুলির সদস্যদের জমায়েতের জন্য। ২০০ জনের একটি গোষ্ঠী কোনও এক শহরতলি থেকে ঠিক নির্ধারিত সময়ে শহরে উপস্থিত হয়েছিল কিন্তু জমায়েতে হাজির হতে ব্যর্থ হয়েছিল এই কারণে যে তাদেরকে স্টেশন প্ল্যাটফর্মে দু'ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়েছিল যেহেতু বাইরে যাওয়ার ফটকে টিকিট কালেক্টর গরহাজির ছিল এবং তাদের টিকিট জমা নেওয়ার মতো কেউই ছিল না। ঠাট্টা করে বলা হয় যে জার্মানদেরকে তাদের সমস্যা থেকে এক সহজ পথে উদ্ধার করার জন্য একজন রুশ কমরেডকে এগিয়ে আসতে হয়েছিল: টিকিট জমা না দিয়েই প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে আসার পরামর্শ তাঁকে দিতে হয়েছিল।…

কিন্তু এখন জার্মানিতে সেরকম কিছু আছে কি? আজকের জার্মানিতে কি আইনের প্রতি সম্ভ্রম আছে? বুর্জোয়া আইন রক্ষায় অগ্রগণ্য বলে যাদের মনে করা হয় সেই ন্যাশনাল সোশ্যালিস্টদের ব্যাপার কি? তারা কি আইন ভাঙছে না, শ্রমিকদের সমিতি ধ্বংস করছে না এবং শাস্তি থেকে অব্যাহতি পেয়ে শ্রমিকদের খুন করছে না?

আমি শ্রমিকদের কথা বলছি না, আমার মনে হয় যে তারা অনেক আগেই বুর্জোয়া আইনের প্রতি সমস্ত শ্রদ্ধা হারিয়েছে।

হাঁ, জার্মানরা সম্প্রতি বেশ বদলেই গেছে।

লুডভিগ: শ্রমিকশ্রেণীকে কোন্ কোন্ পরিবেশে একটি পার্টির নেতৃত্বে চূড়ান্ত ও সম্পূর্ণভাবে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব? কমিউনিস্টদের বক্তব্য অনুসারে শ্রমিকশ্রেণীকে ওরকম ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ করা একমাত্র সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবের পরই সম্ভব হয় কেন?

স্তালিন: কমিউনিস্ট পার্টির চতুষ্পার্শে শ্রমিকশ্রেণীকে ওরকম ঐক্যবদ্ধ করার কাজটি এক বিজয়ী সর্বহারা বিপ্লবের ফল হিসেবে খুব সহজেই সম্পন্ন করা হয়। কিন্তু বিপ্লবের অনেক আগেও এই ঐক্য নিঃসন্দেহে প্রধানতঃ অর্জন করা যাবে।

লুডভিগ: একজন মহান ঐতিহাসিক ব্যক্তিকে তাঁর কাজের ক্ষেত্রে উচ্চাশা কি উৎসাহিত করে না ব্যাহত করে?

স্তালিন: ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে উচ্চাশার ভূমিকা ভিন্ন ভিন্ন। একজন মহান ঐতিহাসিক ব্যক্তির কর্মক্ষেত্রে উচ্চাশা উদ্দীপক বা প্রতিবন্ধক দুই-ই হতে পারে। এ সবই নির্ভর করে পরিস্থিতির ওপর। প্রায়শঃই তা বাধা হয়ে থাকে।

লুডভিগ : অক্টোবর বিপ্লব কি কোনও অর্থে মহান ফরাসী বিপ্লবেরই নিরন্তর প্রবাহ এবং পরিণতি ?

স্তালিন : অক্টোবর বিপ্লব মহান ফরাসী বিপ্লবের নিরন্তর প্রবাহ বা পরিণতি কোনটাই নয়। ফরাসী বিপ্লবের উদ্দেশ্য ছিল ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সামন্তবাদের উৎসাদন। কিন্তু অক্টোবর বিপ্লবের উদ্দেশ্য হল সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য ধনতন্ত্রের উৎসাদন।

বলশেভিক, সংখ্যা ৮
৩০শে এপ্রিল, ১৯৩২

নিঝনি-নোভগোরোদ মলোটভ অটোমোবাইল কারখানার ডিরেক্টর এবং অটোমোবাইল কারখানা প্রকল্পের প্রধানের প্রতি

বিশাল অটোমোবাইল কারখানা নির্মাণ সমাপ্তি ও তার উদ্বোধন উপলক্ষে কারখানার পুরুষ ও নারী শ্রমিকদের এবং প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও প্রকৌশলী প্রধানদের অভিনন্দন জানাই!

অটোমোবাইল কারখানা প্রকল্পের পুরুষ ও নারী সেই শক্-ব্রিগেড কর্মীদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই যারা নির্মাণকার্যের আসল চাপটা বহন করেছে!

বিদেশী সেই শ্রমিক, কারিগর ও ইঞ্জিনীয়ারদেরও আমাদের ধন্যবাদ জানাই যারা এই কারখানাটি তৈরী করায়, তার সরঞ্জাম বিন্যস্ত করায় ও তার উদ্বোধন করায় সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রমিকশ্রেণীকে সাহায্য করেছে!

কমরেডগণ, আপনাদের জয়লাভের জন্য অভিনন্দন রইল!

আশা করা যাক যে অটোমোবাইল কারখানা উৎপাদন প্রক্রিয়াকে বিকশিত করার ও তা আয়ত্ত করার অসুবিধাগুলি, উৎপাদন কর্মসূচী পালনের অসুবিধাগুলি দ্রুত ও সম্পূর্ণতঃ অতিক্রম করতে সফল হবে।

আশা করা যাক যে এই অটোমোবাইল কারখানা শীঘ্রই দেশকে এমন হাজারে হাজারে মোটর গাড়ী ও লরী যোগান দিতে সক্ষম হবে যা আমাদের জাতীয় অর্থনীতির কাছে বাতাস ও জলের মতোই প্রয়োজনীয়।

নতুন নতুন বিজয়ের দিকে এগিয়ে চলুন!

জে. স্তালিন

প্রাভদা, সংখ্যা ২
২রা জানুয়ারি, ১৯৩২

সারাতোভ হার্ভেস্টার কম্বাইন ওয়ার্কসের
ডিরেক্টর এবং হার্ভেস্টার কম্বাইন
ওয়ার্কস প্রকল্পের প্রধানকে

কারখানার পুরুষ ও নারী শ্রমিকদের এবং সকল কার্যনির্বাহী ব্যক্তিদের প্রতি অভিনন্দন জানাই!

কারখানার নির্মাণকার্যের সফল সমাপ্তি ও উদ্বোধন উপলক্ষে কারখানার সক্রিয় কর্মীদের এবং প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ পুরুষ ও নারী শক্‌-ব্রিগেড কর্মীদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

কমরেডগণ, দেশের যেমন ট্রাক্টর এবং অটোমোবাইলের দরকার ঠিক তেমনি তার হার্ভেস্টার কম্বাইনেরও দরকার। এ ব্যাপারে আমার সন্দেহ নেই যে আপনারা কারখানার উৎপাদন কর্মসূচী সম্পূর্ণ পালনে সফল হবেন।

নতুন নতুন বিজয়ের দিকে এগিয়ে চলুন!

৩ঠা জানুয়ারি, ১৯৩২ জে. স্তালিন

প্রাভদা, সংখ্যা ৫
৫ই জানুয়ারি, ১৯৩২

ওলেখ্‌নোভিচ এবং এ্যারিস্তোভকে জবাব

('প্রলেতারস্কায়া রিভল্যুৎসিয়া' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীকে প্রদত্ত 'বলশেভিকবাদের ইতিহাস সম্পর্কে কতকগুলি প্রশ্ন' শীর্ষক পত্রটির পরিপ্রেক্ষিতে)

কমরেড ওলেখ্‌নোভিচকে

আপনার চিঠি পেয়েছি। কাজের চাপের দরুণ উত্তর দিতে দেরী হল।

কমরেড ওলেখ্‌নোভিচ, আপনার সঙ্গে বোধহয় একমত হতে পারছি না, আর তার কারণ নিম্নরূপ :

(১) এটা ঠিক নয় যে 'ট্রট্‌স্কিবাদ **কখনই** সাম্যবাদের একটি উপদল ছিল না।' যেহেতু ট্রট্‌স্কিবাদীরা মেনশেভিকবাদের সঙ্গে সাময়িকভাবে হলেও সংগঠনগত দিক থেকে বেরিয়ে এসেছিল, তাদের বলশেভিক-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি সাময়িকভাবে হলেও একপাশে সরিয়ে রেখেছিল, তাদেরকে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির ও কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল এবং ঐসব সংগঠনের সিদ্ধান্তের প্রতি তারা আনুগত্য দেখিয়েছিল তাই ট্রট্‌স্কিবাদ নিঃসন্দেহে ছিল সাম্যবাদের একটি অংশ, একটি উপদল।

ট্রট্‌স্কিবাদ ছিল সাম্যবাদেরই একটি উপদল, শব্দটির দুই অর্থেই তা বলা যায় অর্থাৎ একটি গোষ্ঠী হিসেবে তার সত্তাস্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার পাশাপাশি **ব্যাপক** অর্থে বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের একটি **অংশ** হিসেবে এবং শব্দটির **সংকীর্ণতর** অর্থে অর্থাৎ সি. পি. এস. ইউ (বি)র অভ্যন্তরেই পার্টিতে প্রভাব বিস্তারের জন্য লড়াইরত মোটামুটি একটি সংগঠিত **উপদল** হিসেবে। সি. পি. এস. ইউ (বি)র একটি উপদল হিসেবে ট্রট্‌স্কিপন্থীদের সম্বন্ধে যে-সব সর্বজনবিদিত তথ্য সি. পি. এস. ইউ (বি)র কংগ্রেস ও সম্মেলনগুলির প্রস্তাব-সমূহে নথিবদ্ধ আছে সেগুলিকে অস্বীকার করতে যাওয়াটা হাস্যকর।

সি. পি. এস. ইউ (বি) কি উপদল বরদাস্ত করে না এবং সেগুলিকে আইনতঃ বৈধ করতে রাজী হতে পারে না? হাঁ, ঠিক তাই; তা তাদের বরদাস্ত করে না এবং তাদের আইনতঃ বৈধ করতে রাজী হতে পারে না।

কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে ট্রটস্কিপন্থীরা সত্যসত্যই কোনও উপদল গড়েনি। ট্রটস্কিবাদীরা ঠিক যেহেতু সত্যসত্যই তাদের নিজেদের একটি উপদল গড়েছিল যাকে আইনতঃ বৈধ করার জন্য তারা লড়েছিল তাই অন্যান্য কারণ ছাড়াও ঠিক এই কারণেই তারা পরবর্তীকালে পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিল।

এর উত্তরে ট্রটস্কিবাদের ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য তা ট্রটস্কিবাদীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না এই অনুমানের ভিত্তিতে ট্রটস্কিবাদ ও ট্রটস্কিপন্থীদের মধ্যে একটি ফারাক টানার চেষ্টা করে আপনি জিততে চাইছেন। অন্যভাবে বলা যায় যে, আপনি এটাই বোঝাতে চান যে ট্রটস্কি ও ট্রটস্কিপন্থীরা ছিল সাম্যবাদের একটি উপদল কিন্তু ট্রটস্কিবাদ কদাচ সাম্যবাদের উপদল ছিল না। কমরেড ওলেখ্‌নোভিচ, এ হল বিদ্যাভিমান ও আত্মপ্রবঞ্চনা! তার প্রবক্তা ছাড়া অর্থাৎ ট্রটস্কিপন্থীদের ছাড়া কোনও ট্রটস্কিবাদই হতে পারে না, যেমন ট্রটস্কিবাদ—প্রচ্ছন্ন বা একপাশে সরানো হোক্, তথাপি ট্রটস্কিবাদ—ছাড়াও কোনও ট্রটস্কিপন্থী থাকতে পারে না, সেক্ষেত্রে তারা আর ট্রটস্কিপন্থীই থাকবে না।

ট্রটস্কিপন্থীরা যখন সাম্যবাদের একটি উপদল ছিল তখন তাদের চারিত্রিক লক্ষণ কি ছিল? ছিল এই যে তারা চিরস্থায়ীভাবে বলশেভিকবাদ ও মেনশেভিকবাদের মধ্যে এদিক-ওদিক দুলেছে, পার্টি ও কমিনটার্নের তৈরী প্রত্যেক পরিবর্তনমুহূর্তে এই দোলাচলচিত্ততা চরমে উঠেছে এবং পার্টির বিরুদ্ধে এক উপদলীয় লড়াইয়ে তা আত্মপ্রকাশ করেছে। এর অর্থ কি? এর অর্থ এই যে ট্রটস্কিপন্থীরা যদিও পার্টির ভেতরে ছিল ও তার সিদ্ধান্তগুলি মেনে নিয়েছিল তবু তারা সত্যকারের বলশেভিক ছিল না এবং যদিও তারা প্রায়শঃই মেনশেভিকদের দিকে ঝুঁকেছে তথাপি তাদেরকে সত্যকারের মেনশেভিকও বলা চলে না। ট্রটস্কিপন্থীরা যখন আমাদের পার্টির ভেতরে ছিল সেই সময়পর্বে (১৯১৭-২৭) ঠিক এই দোলাচলচিত্ততাই লেনিনবাদী ও ট্রটস্কিপন্থীদের মধ্যেকার অন্তঃপার্টি লড়াইয়ের ভিত্তিটি তৈরী করেছিল। আর ট্রটস্কিপন্থীদের এই দোদুল্যমানতার ভিত্তি নিহিত আছে এই ঘটনায় যদিও তারা তাদের বলশেভিক-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি একপাশে সরিয়ে রেখেছিল এবং এইভাবে পার্টির মধ্যে প্রবেশ করেছিল তথাপি তারা এইসব দৃষ্টিভঙ্গি একেবারে পরিবর্জন করেনি। ফলতঃ পার্টির ও কমিনটার্নের তৈরী

প্রত্যেক মোড়-পরিবর্তনের সময় এসব মতামত তাদেরকে বিশেষ জোরের সঙ্গে ভাবিয়ে তুলেছিল।

ট্রট্স্কিবাদের প্রশ্নের এই ব্যাখ্যার সঙ্গে আপনি স্পষ্টতঃই ভিন্নমত পোষণ করেন। কিন্তু সে ক্ষেত্রে আপনি অনিবার্যভাবে দুটি ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের মধ্যে একটিতে উপনীত হতে বাধ্য। হয় আপনাকে এই সিদ্ধান্ত টানতেই হবে যে পার্টিতে ঢোকার সময় ট্রট্স্কি ও ট্রট্স্কিপন্থীরা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ত্যাগ করেছিল ও সত্যকারের বলশেভিকে পরিণত হয়েছিল। এরকম সিদ্ধান্ত ভুল, কারণ এই ধারণার ভিত্তিতে পার্টির বিরুদ্ধে ট্রট্স্কিপন্থীদের সেই নিরন্তর অন্তঃপার্টি লড়াইকে বোঝা ও ব্যাখ্যা করা অসম্ভব যা পার্টিতে তাদের অবস্থানের গোটা সময়কে আকীর্ণ রেখেছিল। অথবা আপনাকে এই সিদ্ধান্ত টানতে হবেই যে ট্রট্স্কিবাদ (ট্রট্স্কিপন্থীরা) 'সর্বদাই ছিল মেনশেভিকবাদের একটি উপদল। সে সিদ্ধান্তও ভুল, কারণ এক মিনিটের জন্যও মেনশেভিকদের কমিউনিস্ট পার্টির অন্তর্ভুক্ত করলে লেনিন এবং লেনিনের পার্টি নীতিগত-ভাবেই ভুল করতেন।

(২) এটা সত্য নয় যে ট্রট্স্কিবাদ 'সর্বদাই শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে বুর্জোয়া দালালির একটি রকমফের মেনশেভিকবাদেরই একটি উপদল ছিল', ঠিক তেমনিই ভুল হল আপনার তরফে 'শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনে এক বুর্জোয়া দালালির তত্ত্ব ও ব্যবহারিকতা হিসেবে ট্রট্স্কিবাদের প্রতি পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি' এবং 'এক নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক সময়পর্বে ট্রট্স্কি ও ট্রট্স্কিপন্থীদের প্রতি পার্টির দৃষ্টিভঙ্গির' মধ্যে পার্থক্য রচনার প্রচেষ্টা।

প্রথমতঃ, আমার পূর্বোল্লেখ অনুযায়ী আপনি ট্রট্স্কিবাদকে ট্রট্স্কিপন্থীদের থেকে এবং বিপরীতক্রমে ট্রট্স্কিপন্থীদের ট্রট্স্কিবাদ থেকে কৃত্রিমভাবে বিচ্ছিন্ন করে একটি ভুল, একটি বিদ্যাভিমানপ্রসূত ভুল করছেন। আমাদের পার্টির ইতিহাস বলে যে এ-রকম কোন পৃথকীকরণ, তা পার্টির কোনও-না-কোনও অংশের যে তৈরী, সেদিক থেকে সর্বদাই এবং সম্পূর্ণতঃই তা ট্রট্স্কিবাদের পক্ষে সুবিধাজনক যাতে পার্টির বিরুদ্ধে আঘাত হানার সময় ট্রট্স্কিবাদের পক্ষে তার চিহ্ন আড়াল রাখা সহজতর হয়। আমি আপনাকে একান্তে বিশ্বাস করে এ কথা জানাতে পারি যে আমাদের সাধারণ রাজনৈতিক ব্যবহারিকতায় ট্রট্স্কিবাদের প্রশ্নকে ট্রট্স্কিপন্থীদের প্রশ্ন থেকে কৃত্রিমভাবে বিচ্ছিন্ন করার পদ্ধতির প্রবর্তন করে আপনি ট্রট্স্কি ও ট্রট্স্কিপন্থী চোরাকারবারীদের এক

অতি বিরাট সাহায্য করছেন।

দ্বিতীয়তঃ, এই ভুলটি করে আপনি তার থেকে উদ্ভূত আরেকটি ভুলও করতে বাধ্য যথা এই অনুমান যে 'একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক সময়পর্বে' পার্টি ট্রট্স্কি ও ট্রট্স্কিপন্থীদের সত্যকারের বলশেভিক মনে করেছিল। কিন্তু এরকম অনুমান সম্পূর্ণ ভুল এবং ট্রট্স্কিপন্থী ও লেনিনবাদীদের মধ্যেকার অন্তঃপার্টি সংগ্রামের ঐতিহাসিক তথ্যাদির সঙ্গে তা সঙ্গতিবিহীন। এরকম ক্ষেত্রে ট্রট্স্কিপন্থীরা যে সময়টা পার্টির মধ্যে ছিল সেই গোটা সময়পর্ব জুড়ে তাদের সঙ্গে পার্টির নিরন্তর লড়াইকে কিভাবে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি? আপনি কি এরকমই মনে করে নিচ্ছেন না যে সেটা নীতিভিত্তিক কোনও লড়াই ছিল না, ছিল হৈ-চৈপূর্ণ এক কলহ?

সুতরাং দেখতেই পাচ্ছেন যে আমরা 'প্রলেতারস্কায়া রিভল্যুৎসিয়ার সম্পাদকমণ্ডলীর প্রতি চিঠি'তে আপনি যে 'সংশোধন' করেছেন তা এক কিম্ভূত ব্যাপারে পরিণত হয়।

বাস্তবিকপক্ষে ট্রট্স্কিপন্থীরা আমাদের পার্টিতে প্রবেশ না করা পর্যন্ত ট্রট্স্কিবাদ ছিল মেনশেভিকবাদেরই একটি অংশ; ট্রট্স্কিপন্থীরা আমাদের পার্টিতে প্রবেশ করার পর তা সাময়িকভাবে সাম্যবাদের একটি অংশে পরিণত হয় এবং ট্রট্স্কিপন্থীদেরকে আমাদের পার্টি থেকে বহিষ্কার করে দেওয়ার পর তা পুনরায় মেনশেভিকবাদের একটি অংশে পরিণত হয়। 'কুকুর আবার তার আস্তাবলে ফিরে গেল।'

সুতরাং:

(ক) এটা জোর দিয়ে বলা যেতে পারে না যে 'একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক সময়পর্বে' পার্টি ট্রট্স্কি ও ট্রট্স্কিপন্থীদের সত্যকারের বলশেভিক গণ্য করেছিল, কারণ এরকম একটি অনুমান ১৯১৭-২১ সালের সময়পর্বে আমাদের পার্টির ইতিহাসের তথ্যগুলিকে সরাসরি নাকচ করে দেবে;

(খ) এটা মনে করা যেতে পারে না যে ট্রট্স্কিবাদ (ট্রট্স্কিপন্থীরা) 'সর্বদাই মেনশেভিকবাদের একটি উপদল ছিল', কারণ এ-রকম অনুমান থেকে এই সিদ্ধান্তের উদ্ভব হবে যে ১৯১৭-২১ সালে আমাদের পার্টি কোনও একশিলা বলশেভিক পার্টি ছিল না, ছিল বলশেভিক ও মেনশেভিকদের একটা জোট, এ ধারণা পুরোপুরি ভুল এবং বলশেভিকবাদের মৌলিক তত্ত্বের বিরোধী;

(গ) অজান্তেই ট্রট্স্কিবাদী ষড়যন্ত্রের এক হাতিয়ারে পরিণত হওয়ার ঝুঁকি

না নিলে ট্রট্স্কিবাদের প্রশ্নটিকে ট্রট্স্কিপন্থীদের প্রশ্ন থেকে কৃত্রিমভাবে বিচ্ছিন্ন করা যেতে পারে না।

তাহলে কি সিদ্ধান্ত দাঁড়ায়? দাঁড়ায় একটি জিনিস, তা হল: 'একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক সময়পর্বে' ট্রট্স্কিবাদ ছিল সাম্যবাদেরই একটি অংশ, একটি অংশ যা বলশেভিকবাদ ও মেনশেভিকবাদের মধ্যে দোদুল্যমান ছিল।

১৫ই জানুয়ারি, ১৯৩২ জে. স্তালিন

কমরেড এ্যারিস্তোভকে

কমরেড এ্যারিস্তোভ, আপনি ভুল ধারণার বশবর্তী রয়েছেন।

'অক্টোবর বিপ্লব ও রুশ কমিউনিস্টদের রণকৌশল'[৩১] নিবন্ধ (১৯২৪) এবং 'প্রলেতারস্কায়া রিভল্যুৎসিয়ার সম্পাদকমণ্ডলীর কাছে পত্র' (১৯৩১)—এ দুইয়ের মধ্যে কোনও দ্বন্দ্ব নেই। এই দুটি দলিল প্রশ্নটির ভিন্ন ভিন্ন দিক আলোচনা করে, আর এটাই আপনার কাছে একটি 'দ্বন্দ্ব' বলে প্রতিভাত হয়েছে। কিন্তু কোনও 'দ্বন্দ্ব'ই এখানে নেই।

'অক্টোবর বিপ্লব' নিবন্ধে বলা হয়েছে যে ১৯০৫ সালে রোজা লুক্সেমবুর্গ নয়, পারভাস এবং ট্রট্স্কিই লেনিনের বিরুদ্ধে 'নিরন্তর' বিপ্লবের তত্ত্বটি এগিয়ে দিয়েছিলেন। ঐতিহাসিক তথ্যের সঙ্গে এই বক্তব্যের পুরোপুরি মিল আছে। পারভাসই ১৯০৫ সালে রাশিয়ায় আসেন ও একটি বিশেষ সংবাদপত্র সম্পাদনা করেন যেখানে লেনিনের 'ধারণাটির' বিরুদ্ধাচরণ করে তিনি 'নিরন্তর' বিপ্লবের বক্তব্যের সমর্থনে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসেন, পারভাস এবং তারপর পারভাসের পরে ও পারভাসের সঙ্গে একত্রে ট্রট্স্কি—এই জোড়াটিই সে-সময় লেনিনের বিপ্লব পরিকল্পনার বিরুদ্ধে 'নিরন্তর' বিপ্লবের তত্ত্ব হাজির করে তাকে প্রচণ্ড আক্রমণ করেন। রোজা লুক্সেমবুর্গ সম্বন্ধে বলা যায় যে, তিনি সে সময় নেপথ্যে ছিলেন, এ বিষয়ে লেনিনের বিরুদ্ধে সক্রিয় লড়াই থেকে বিরত ছিলেন, স্পষ্টতঃই তিনি তখনো লড়াইয়ে জড়িয়ে না পড়াই পছন্দ করেছিলেন।

'অক্টোবর বিপ্লব ও রুশ কমিউনিস্টদের রণকৌশল' নিবন্ধে অন্তর্ভুক্ত রাদেকের বিরুদ্ধে বিতর্কে আমি পারভাসের ওপর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি, কারণ রাদেক যখন ১৯০৫ সালের বিষয়ে ও 'নিরন্তর' বিপ্লব সম্বন্ধে বলেছিলেন তখন তিনি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই পারভাস সম্পর্কে নীরব থেকেছিলেন। তিনি পারভাস সম্পর্কে নীরব ছিলেন কারণ ১৯০৫ সালের পর পারভাস এক নিদ্দার্হ

ব্যক্তি হয়ে ওঠেন। তিনি এক লক্ষপতি হয়ে ওঠেন ও জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের প্রত্যক্ষ দালালে পরিণত হন। 'নিরন্তর' বিপ্লবের তত্ত্বটিকে পারভাসের নোংরা নামের সঙ্গে জড়াতে রাদেক পরাঙ্মুখ ছিলেন; তিনি ইতিহাসের তথ্যকে এড়াতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি অপ্রত্যাশিতভাবে প্রবেশ করি ও ঐতিহাসিক সত্যকে প্রতিষ্ঠা করে এবং পারভাসকে তার প্রাপ্যটুকু দিয়ে রাদেকের কূটকৌশলকে ব্যর্থ করে দিই।

'অক্টোবর বিপ্লব ও রুশ কমিউনিস্টদের রণকৌশল' নিবন্ধ প্রসঙ্গে ব্যাপারটা এরকমই দাঁড়ায়।

'প্রলেতারস্কায়া রিভলিউৎসিয়ার' সম্পাদকমণ্ডলীর কাছে পত্র'টি সম্বন্ধে বলা যায় যে তা প্রশ্নটির **ভিন্ন এক** দিক আলোচনা করে, যথা এই ঘটনা যে 'নিরন্তর' বিপ্লবের তত্ত্বটি রোজা লুক্সেমবুর্গ ও পারভাসের **উদ্ভাবিত**। এ বক্তব্যটিও ঐতিহাসিক তথ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। ট্রট্স্কি নয়, বরং রোজা লুক্সেমবুর্গ এবং পারভাসই 'নিরন্তর' বিপ্লবের তত্ত্বটি **উদ্ভাবন** করেন। রোজা লুক্সেমবুর্গ নয়, বরং পারভাস আর ট্রট্স্কিই ১৯০৫ সালে 'নিরন্তর' বিপ্লবের তত্ত্বটিকে **এগিয়ে** ধরেন এবং লেনিনের **বিরুদ্ধে** ঐ তত্ত্বটির সপক্ষে সক্রিয়ভাবে লড়াই করেন।

পরবর্তীকালে রোজা লুক্সেমবুর্গও লেনিনীয় বিপ্লব পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সক্রিয় লড়াই শুরু করেন। কিন্তু তা হয়েছিল ১৯০৫ সালের **পরে**।

২৫শে জানুয়ারি, ১৯৩২ **জে. স্তালিন**

বলশেভিক, সংখ্যা ১৬
৩০শে আগস্ট, ১৯৩২

ম্যাগনিতোগোরস্ক লৌহ ও ইস্পাত
কারখানা প্রকল্প, ম্যাগনিতোগোরস্ক

ইউ. এস. এস. আর-এর প্রথম বিরাট ব্লাস্ট ফার্ণেস যা প্রত্যহ এক হাজার টনের বেশি পরিমাণ ফাউণ্ড্রী অ-ঢালাই লৌহ উৎপাদন করে যেটা প্রত্যহ ইস্পাতে-রূপান্তরের-জন্য-লাগবে এমন প্রায় বারশ টন অ-ঢালাই লৌহ উৎপাদনের সমান তার উদ্বোধনী পর্ব সম্পাদনার ও পূর্ণ চালু হওয়ার সংবাদ তার-যোগে এসে পৌঁছেছে।

কারখানা কর্মসূচীর প্রথম অংশের সফল সম্পাদনার জন্য ম্যাগনিতোগোরস্ক লৌহ ও ইস্পাত কারখানার শ্রমিক এবং প্রশাসন ও প্রকৌশল কর্মীদেরকে অভিনন্দন জানাই।

ইউরোপে সর্বপ্রথম এমন অনুপম বিরাটকায় ব্লাস্ট ফার্ণেসের প্রকৌশল আয়ত্ত করার জন্য তাদেরকে অভিনন্দন জানাই।

ম্যাগনিতোগোরস্ক লৌহ ও ইস্পাত প্রকল্পের সেই পুরুষ ও নারী শক-ব্রিগেড কর্মীদের অভিনন্দন জানাই যাঁরা শীতকালের প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে ব্লাস্ট ফার্ণেস উদ্বোধন করার ও তাকে পুরোপুরি চালু করার সমস্যাগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন ও তা অতিক্রম করেছেন এবং যাঁরা কারখানাটি নির্মাণের কার্যভার সাগ্রহে নিজেদের ওপর নিয়েছেন!

আমার এতে কোনও সন্দেহ নেই যে ম্যাগনিতোগোরস্ক শ্রমিকরা অনুরূপ-ভাবে ১৯৩২ সালের কর্মসূচীর মূল অংশটিও সম্পাদন করবেন, আরও তিনটি ব্লাস্ট ফার্ণেস, ওপেন-হার্থ ফার্ণেস ও রোলিং কল তৈরী করবেন এবং এই-ভাবেই তাঁদের দেশের প্রতি তাঁদের যা দায়িত্ব সেটা সম্মানের সঙ্গে পালন করবেন।

জে. স্তালিন

প্রাভদা, সংখ্যা ৮৯
৩০শে মার্চ, ১৯৩২

'এ্যাসোসিয়েটেড প্রেস' সংবাদসংস্থার প্রতিনিধি
মিঃ রিচার্ডসনের পত্রের[৩২] জবাবে

মিঃ রিচার্ডসনকে

এটা এই প্রথমবার নয় যে বুর্জোয়া সংবাদপত্রে আমি অসুস্থ এই মর্মে মিথ্যা গুজব রটছে। নিশ্চিতভাবেই এমন সব লোক আছে যাদের স্বার্থ হচ্ছে আমি গুরুতরভাবে এবং দীর্ঘদিনের জন্য অসুস্থ হয়ে পড়ি, তার থেকে আরও খারাপ যদি না-ও হয়। সম্ভবতঃ এটা আমার পক্ষে খুব কৌশলী হচ্ছে না, তবু দুর্ভাগাবশতঃ এইসব ভদ্রলোককে সন্তুষ্ট করার মতো তথ্য আমার নেই। এটা দুঃখজনক হতে পারে কিন্তু এই তথ্যের বিরুদ্ধে কিছুই কাজে লাগবে না যে আমি বহালতবিয়তে আছি। আর মিঃ জোনডেক সম্বন্ধে বলব যে তিনি অন্য কমরেডদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করুন যে জন্য তাঁকে ইউ. এস. এস. আর-এ আসতে আমন্ত্রণ করা হয়েছে।

জে. স্তালিন

প্রাভদা, সংখ্যা ৯৩
৩রা এপ্রিল, ১৯৩২

নালিশ সংস্থার গুরুত্ব ও কর্তব্যসমূহ

আমাদের পার্টি, সোভিয়েত, অর্থনৈতিক, ট্রেড ইউনিয়ন ও কমসোমোল হাতিয়ারগুলির ত্রুটি অপনোদনের সংগ্রামে, আমাদের প্রশাসনিক হাতিয়ারকে উন্নত করার ক্ষেত্রে নালিশ সংস্থাগুলির (Complaints Bureaus)[৩৩] কাজের বিরাট গুরুত্ব আছে।

লেনিন বলেছিলেন যে, একটি হাতিয়ার ছাড়া আমরা অনেক আগেই শেষ হয়ে যেতাম এবং ঐ হাতিয়ারকে উন্নত করার জন্য এক রীতিবদ্ধ, দৃঢ় লড়াই ছাড়া আমরা নিশ্চিত বিনষ্ট হব। এর অর্থ এই যে, আমাদের হাতিয়ারের রক্ষণশীলতা, আমলাতান্ত্রিকতা ও লাল ফিতের বিরুদ্ধে দৃঢ়পণ ও রীতিবদ্ধ সংগ্রাম হল পার্টির, শ্রমিকশ্রেণীর ও আমাদের দেশের সকল শ্রমজীবী মানুষের এক আবশ্যিক কর্তব্য।

নালিশ সংস্থাগুলির বিরাট গুরুত্ব নিহিত এইখানে যে, তারা হাতিয়ারকে উন্নত করার জন্য সংগ্রাম সম্পর্কে লেনিনের যে নির্দেশ তা পালনের এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

এটা অবিসংবাদীভাবে সত্য যে, এ ব্যাপারে নালিশ সংস্থাগুলির বেশ ভালমত সাফল্য অর্জিত আছে। কর্তব্য হল ঐ অর্জিত ফলগুলিকে সংহত করা ও এই ব্যাপারে নির্ণায়ক সাফল্য অর্জন করা। এতে কোনও সংশয় থাকতে পারে না যে এই সাফল্যগুলি অর্জিত হবে যদি নালিশ সংস্থাগুলি তাদের চারিপাশে শ্রমিক ও যৌথ খামার কৃষকদের আরও সক্রিয় অংশগুলিকে সামিল করে, রাষ্ট্র প্রশাসনের কাজে তাদের অংশগ্রহণ করায় এবং পার্টির ভেতরে ও বাইরে উভয়তঃ শ্রমজীবী মানুষের বক্তব্যকে মনোনিবেশ সহকারে গুরুত্ব দেয়।

আশা করা যাক যে, নালিশ সংস্থাগুলির কাজের পাঁচ-দিনের পর্যালোচনা আমাদের শিক্ষক লেনিনের নির্দেশিত লাইনে তাদের কাজের আরও সম্প্রসারণের জন্য অনুপ্রেরণা যোগাবে।

জে. স্তালিন

প্রাভদা, সংখ্যা ৯৭

৭ই এপ্রিল, ১৯৩২

র‍্যাল্ফ ভি. বার্নেসের প্রশ্নের জবাব

৩রা মে, ১৯৩২

প্রথম প্রশ্ন: আমেরিকায় কিছু কিছু মহল এখন জোর আলোচনা চালাচ্ছে মস্কোয় এক বেসরকারী মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি পাঠানোর সম্ভাবনা নিয়ে যার সঙ্গে থাকবে এক বিশেষজ্ঞ দল—এর উদ্দেশ্য হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউ. এস. এস. আর-এর মধ্যে ঘনিষ্ঠতর বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা। এরকম প্রস্তাবের প্রতি সোভিয়েত সরকারের মনোভাব কি হবে?

স্তালিন: ইউ. এস. এস. আর সাধারণভাবে সে-সব দেশের বাণিজ্য প্রতিনিধি ও বিশেষজ্ঞদের সাদরে অভ্যর্থনা জানায় যারা তার সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রাখে। ইউ. এস. এ সম্বন্ধে বলা যায় যে, আমার বিশ্বাস সোভিয়েত সরকার এরকম একটি উদ্যোগকে অনুকূল দৃষ্টিতে দেখবে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন: আটলান্টিক সাগরের অপর পারে সোভিয়েত-মার্কিন বাণিজ্য প্রসারে যেসব বাধা আছে তার কিছু কিছু যদি দূর করা যায় তবে ইউ. এস. এস. আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আনুমানিক কী পরিমাণ অর্ডার দেওয়ার অবস্থায় রয়েছে?

স্তালিন: ভুল করার ঝুঁকি না নিয়ে আগাম কোন সংখ্যাতথ্য দেওয়া কঠিন। যা-ই হোক না কেন, ইউ. এস. এস. আর-এর ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং ইউ. এস. এ-র শিল্পের বিপুল সম্ভাবনা এরকম বিশ্বাসকে পুরোপুরি নিশ্চিত পোষণ করতে পারে যে অর্ডারের পরিমাণ কয়েক গুণ বাড়বে।

তৃতীয় প্রশ্ন: ইউ. এস. এ-র কিছু দায়িত্বশীল মহল এরকম বেশ নির্দিষ্ট এক মনোভাব পোষণ করছেন যে গত সাত মাসে দূর প্রাচ্যের ঘটনাবলী সম্বন্ধে সোভিয়েত ও মার্কিন সরকারের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে নিশ্চিত সাদৃশ্য প্রকট হয়েছে এবং এর ফলস্বরূপ সাধারণভাবে সোভিয়েত ও আমেরিকার মধ্যে নীতিগত পার্থক্য এতদিন যা ছিল তা থেকে হ্রাস পেয়েছে।

এ বিষয়ে আপনার মত কি?

স্তালিন: ইউ. এস. এ-র দূর প্রাচ্য নীতির সারবস্তু প্রণিধান করা যেহেতু দুর্ভাগ্যজনকভাবে অত্যন্ত দুরূহ তাই কোনও কিছু নির্দিষ্ট করে বলা অসম্ভব।

সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্বন্ধে বলা যায় যে তা জাপান এবং সামগ্রিকভাবে মাঞ্চুরিয়া ও চীনের উভয়ের প্রতিই শান্তি বজায় রাখার এক দৃঢ় নীতিতে আশ্লিষ্ট থেকেছে ও ভবিষ্যতেও তাতেই আশ্লিষ্ট থাকবে।

চতুর্থ প্রশ্ন: আপনার ও আমার দেশের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে, কিন্তু নিশ্চিত কতকগুলি সাদৃশ্যও বর্তমান। প্রত্যেকেরই আছে এক বিশাল ভৌগোলিক এলাকা যেখানে শুল্ক প্রাচীরের মতো কোনও বাণিজ্য-বাধা নেই। অন্য যে-কোনও প্রথম সারির শক্তির চাইতে ইউ. এস. এস. আর এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনৈতিক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে মৃত অর্থহীন ঐতিহ্যগুলি নিশ্চিতই অনেক কম হস্তক্ষেপ করে। ইউ. এস. এস. আর-এর শিল্পায়ন প্রক্রিয়াটি অন্যান্য পশ্চিম ইউরোপীয় শক্তির চাইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রক্রিয়ারই অনেক বেশি সমরূপ। আমার পূর্বের প্রশ্নে আমি ইতিমধ্যেই ইঙ্গিত দিয়েছি যে কতকগুলি ক্ষেত্রে মস্কো এবং ওয়াশিংটনের মধ্যে কর্মনীতিগত পার্থক্য যতটা প্রত্যাশিত হতে পারত ঠিক ততটা নয়। সবশেষে, মার্কিন ও সোভিয়েত জনগণের মধ্যে সমস্ত রকম নিশ্চিত পার্থক্য সত্ত্বেও নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে এক গভীর মিত্রতার মনোভাব বিদ্যমান। এইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উভয় জনগণের মনে এমন প্রত্যয় কি সৃষ্টি করা সম্ভব নয় যে কোনও পরিস্থিতিতেই এই উভয় দেশের মধ্যে কোনও সশস্ত্র সংঘর্ষ বাধতে দেওয়া হবে না?

স্তালিন: পারস্পরিক বিনাশের ক্ষতি ও অপরাধী চারিত্র্য সম্বন্ধে উভয় দেশের জনগণকে বোঝানোর থেকে সহজতর আর কিছু থাকতে পারে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নগুলি তো সর্বদা জনগণ দ্বারা নির্ধারিত হয় না। আমার এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, ইউ. এস. এ-র বিশাল জনসাধারণ ১৯১৮-১৯ সালে ইউ. এস. এস. আর-এর জনগণের সঙ্গে যুদ্ধ চায়নি। কিন্তু ইউ. এস. এ সরকারকে তা ১৯১৮ সালে (জাপান, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে হাত মিলিয়ে) ইউ. এস. এস. আর আক্রমণ করা থেকে এবং ১৯১৯ সাল পর্যন্ত ইউ. এস. এস. আর-এর বিরুদ্ধে তার সামরিক হস্তক্ষেপ চালিয়ে যাওয়া থেকে নিবৃত্ত করেনি। ইউ. এস. এস. আর সম্বন্ধে বলা যায় যে, এ-ব্যাপারে কোনও প্রমাণ পেশের প্রয়োজন নেই যে তার জনগণ ও তার সরকার উভয়েই চায় যাতে 'কোনও পরিস্থিতিতেই এই উভয় দেশের মধ্যে কোনও সশস্ত্র সংঘর্ষ' ঘটতে না পারে।

পঞ্চম প্রশ্ন: দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সত্যাকারের প্রকৃতি সম্বন্ধে

আমেরিকায় নানান বিপরীত তথ্য ছড়িয়ে আছে। এটা কি সত্য যে, ১লা জানুয়ারি, ১৯৩৩ এবং ১৯৩৭-এর শেষের মধ্যে সোভিয়েত জনগণের প্রাত্যহিক চাহিদা এখনো পর্যন্ত যেমন হচ্ছে তা থেকে আরও বেশি মাত্রায় পূরণ করা হবে? অন্য কথায় বলা যায় যে, হাল্‌কা শিল্প কি আগের তুলনায় আরও বেশি মাত্রায় সত্যসত্যই বিকশিত হবে?

স্তালিন: হাঁ, আগের তুলনায় আরও বেশি মাত্রায় হাল্‌কা শিল্পের বিকাশ ঘটবে।

কুজ্‌নেৎস্ক-লৌহ ও ইস্পাত
কারখানা প্রকল্প, কুজ্‌নেৎস্ক

কুজ্‌নেৎস্ক কারখানার পুরুষ ও নারী শক-ব্রিগেড কর্মী, প্রকৌশল কর্মী ও সকল কার্যনির্বাহী কর্মীদের অভিনন্দন জানাই যাঁরা ১নং ব্লাস্ট ফার্নেসে অ-ঢালাই লৌহের বিরাট উৎপাদন সম্ভব করেছেন এবং আধুনিকতম প্রকৌশল আয়ত্ত করার ক্ষেত্রে বলশেভিক বেগমাত্রা দেখিয়েছেন।

আমি নিশ্চিত যে কুজ্‌নেৎস্ক লৌহ ও ইস্পাত কারখানা প্রকল্পের কর্মীরা যে সাফল্য অর্জন করেছেন তা আরও উন্নত করবেন। একইরকম সাফল্যের সঙ্গে ২নং ব্লাস্ট ফার্নেস চালু করবেন, পরবর্তী কয়েক মাসের মধ্যে ওপেন-হার্থ ফার্নেস ও রোলিং কল তৈরী সম্পন্ন করবেন এবং তৃতীয় ও চতুর্থ ব্লাস্ট ফার্নেসটিও এ বছর সম্পূর্ণ করবেন ও চালু করবেন।

জে. স্তালিন

প্রাভদা, সংখ্যা ১৪২
২৪শে মে, ১৯৩২

সারা-ইউনিয়ন লেনিনবাদী যুব কমিউনিস্ট লীগের সপ্তম সারা-ইউনিয়ন সম্মেলনকে[৩৪] অভিনন্দন

লেনিনবাদী যুব কমিউনিস্ট লীগের জঙ্গী কর্মীদের, লীগের সপ্তম সারা-ইউনিয়ন সম্মেলনের প্রতিনিধিদের, তরুণ-তরুণীদের অভিনন্দন জানাই!

শ্রমিকশ্রেণীর ও কৃষক তরুণদের ব্যাপক সাধারণের সাম্যবাদী শিক্ষায় ও সংগঠনে আপনাদের সাফল্য কামনা করি।

লেনিনীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরুন, জনগণের মধ্যে শান্তি ও বন্ধুতার জন্য কাজ করুন, পুঁজিবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিরক্ষাকে জোরদার করুন, দাসত্ব আর শোষণের আদিম দুনিয়াকে ভেঙে ফেলুন, মুক্ত শ্রম ও সাম্যবাদের নতুন দুনিয়া গড়ে তুলুন ও তাকে সংহত করুন, আপনাদের সমস্ত কাজে শক্তিশালী বৈপ্লবিক উদ্দীপনাকে বলশেভিক নির্মাতাদের সাগাতার দক্ষতার সঙ্গে মেলাতে শিখুন, আমাদের জননীর, সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির যোগ্য পুত্র ও কন্যা হয়ে উঠুন!

যুব কমিউনিস্ট লীগের এই প্রজন্ম দীর্ঘজীবী হোক!

৮ই জুলাই, ১৯৩২ জে. স্তালিন

প্রাভদা, সংখ্যা ১৮৮
৯ই জুলাই, ১৯৩২

ম্যাক্সিম গোর্কীকে অভিনন্দন[৩৫]

প্রিয় আলেক্সেই ম্যাক্সিমোভিচ,

আমি আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি ও দৃঢ়ভাবে আপনার দু'হাত আলিঙ্গন করছি। সকল শ্রমজীবী মানুষকে আনন্দ দিয়ে ও শ্রমিকশ্রেণীর শত্রুদের আতংক ঘটিয়ে আপনি অনেক বছর বেঁচে থাকুন ও কাজ করুন—এই আমার কামনা।

জে. স্তালিন

প্রাভদা, সংখ্যা ২৬৬
২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩২

নীপার জল-বিদ্যুৎ শক্তিকেন্দ্রের নির্মাতাদের প্রতি

আমার কাজের চাপের দরুণ মস্কো ত্যাগ অসম্ভব বলে নীপার জল-বিদ্যুৎ শক্তিকেন্দ্রের উদ্বোধনে উপস্থিত থাকার জন্য আপনাদের অনুরোধটি দুর্ভাগ্য-বশতঃ রাখতে পারছি না।

এই মহান ঐতিহাসিক নির্মাণকাণ্ডের সফল সমাপ্তির জন্য নীপার শক্তি-কেন্দ্রের শ্রমিক এবং কার্যনির্বাহী কর্মীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের এই মহান বীরবৃন্দ নীপার শক্তিকেন্দ্রের শক-ব্রিগেড কর্মীদের দৃঢ় আলিঙ্গন জানাই।

জে. স্তালিন

প্রাভদা, সংখ্যা ২৮১

১০ই অক্টোবর, ১৯৩২

লেনিনগ্রাদকে অভিনন্দন

সোভিয়েত ক্ষমতার শৈশবশয্যা বলশেভিক লেনিনগ্রাদকে সোভিয়েত ক্ষমতার পঞ্চদশ বার্ষিকী উপলক্ষে অভিনন্দন জানাই।

পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে অক্টোবর অভ্যুত্থানের নিশান যারা সর্বপ্রথম তুলে ধরেছিল, পুঁজিপতিদের ক্ষমতাকে যারা বিধ্বস্ত করেছিল এবং শ্রমিক ও কৃষকের ক্ষমতা—সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব যারা প্রতিষ্ঠা করেছিল সেই লেনিনগ্রাদ শ্রমিকরা দীর্ঘজীবী হোক!

লেনিনগ্রাদের কমরেডরা, আরও নতুন নতুন বিজয়লাভের জন্য এগিয়ে চলুন!

জে. স্তালিন

প্রাভদা, সংখ্যা ৩০৯
৭ই নভেম্বর, ১৯৩২

'প্রাভদা' সংবাদপত্রের সম্পাদকমণ্ডলীকে চিঠি

আমার প্রিয় বন্ধু ও কমরেড নাদেঝ্‌দা সের্গেইয়েভ্‌না আলিলুইয়েভা-স্তালিনার জীবনাবসানে যাঁরা তাঁদের শোক জ্ঞাপন করেছেন সেই সমস্ত সংগঠন, প্রতিষ্ঠান, কমরেড ও বন্ধুদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জে. স্তালিন

প্রাভদা, সংখ্যা ৩১৮
১৮ই নভেম্বর, ১৯৩২

মিঃ ক্যাম্বেল সত্যকে অতিরঞ্জিত করছেন

কৃষি দুনিয়ায় সুবিদিত একজন ব্যক্তি মিঃ ক্যাম্বেল যিনি ইউ. এস. এস. আর সফর করে গেছেন তাঁর ইংরেজীতে লেখা **রাশিয়া—বাজার না বিপদ?** শীর্ষক গ্রন্থটি আমেরিকায় সবে বেরিয়েছে। এই গ্রন্থে অন্য আর সব জিনিসের সঙ্গে মিঃ ক্যাম্বেল জানুয়ারি, ১৯২৯এ মস্কোতে অনুষ্ঠিত স্তালিনের সঙ্গে যাকে তিনি এক 'সাক্ষাৎকার' বলছেন তার বিবরণ দিয়েছেন। এই 'সাক্ষাৎকার'টি এই ঘটনার জন্য উল্লেখযোগ্য যে গ্রন্থটির ও গ্রন্থকারের প্রচারলাভের উদ্দেশ্যে এর প্রত্যেকটি বাক্যই হল হয় পুরোপুরি গালগল্প অথবা লোমহর্ষক জাদুকরী।

এইসব কাল্পনিক বক্তব্যের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করার জন্য দু-চার কথা বলাটা আমার মতে ভ্রান্তিপূর্ণ হবে না।

মিঃ ক্যাম্বেল নিশ্চিত কল্পনার ওপর ভর করে এ কথা বলেছেন যে, বেলা ১টায় শুরু হওয়া স্তালিনের সঙ্গে তার আলাপ 'অন্ধকার ঘনিয়ে আসা পর্যন্ত, বস্তুতঃ ঊষা ইস্তক, চলেছিল।' বস্তুতঃ, ঐ আলোচনা দু'ঘণ্টার বেশি চলেনি। মিঃ ক্যাম্বেলের কল্পনা সত্যসত্যই মার্কিনী ধরনের।

মিঃ ক্যাম্বেল সত্যের ওপর রঙ চড়িয়ে এ কথা জোর গলায় বলেছেন যে স্তালিন 'তাঁর দুই হাতে আমার দু'হাত জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন: "আমরা বন্ধু হতে পারি।"' বস্তুতঃ, এ-ধরনের কিছু ঘটেনি বা ঘটতে পারতও না। মিঃ ক্যাম্বেল এ কথা না জেনে পারেন না যে ক্যাম্বেলগোত্রীয় 'বন্ধুদের' কোনও প্রয়োজনই স্তালিন বোধ করেন না।

মিঃ ক্যাম্বেল আবার সত্যকে অতিরঞ্জিত করেছেন এ কথা বলে যে তাঁর কাছে ঐ আলাপের একটি বিবরণী পাঠানোর সময়ে আমি এই পরিশিষ্টটি যোগ করি যে: 'এই বিবরণীটি রেখে দেবেন, কোনও একদিন এটা একটা খুবই ঐতিহাসিক দলিল হতে পারে।' বস্তুতঃ, মিঃ ক্যাম্বেলের কাছে ঐ বিবরণীটি কোনওরকম পরিশিষ্ট ছাড়াই অনুবাদক ইয়ারোৎস্কি কর্তৃক প্রেরিত হয়েছিল। স্তালিনকে পুঁজি করে মিঃ ক্যাম্বেলের লাভ করার ইচ্ছেটা নিশ্চিতভাবেই তাঁর স্বরূপ ফাঁস করে দেয়।

মিঃ ক্যাম্বেল সত্যকে আরও অতিরঞ্জিত করে স্তালিনের মুখে এসব কথা বসিয়েছেন যে 'ট্রট্স্কির নেতৃত্বে দুনিয়া জুড়ে সাম্যবাদ ছড়ানোর একটা প্রচেষ্টা হয়েছিল; তাঁর (স্তালিনের) সঙ্গে ট্রট্স্কির সম্পর্কচ্ছেদের এটাই মূল কারণ; তিনি (স্তালিন) যেখানে তাঁর নিজের দেশেই তাঁর প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ রাখার জন্য কাজ করেছিলেন সেখানে ট্রট্স্কির বিশ্বাস ছিল বিশ্বজনীন সাম্যবাদে।' কাউট্স্কি আর ওয়েল্সদের দলে যারা পথভ্রষ্ট হয়ে ভিড়েছে একমাত্র সেইসব লোকেরাই এমন উদ্ভট আর বাজে কথায় বিশ্বাস করতে পারে যেখানে তথ্যগুলিকে উল্টে-পাল্টে দেওয়া হয়েছে। বস্তুতঃ ক্যাম্বেলের সঙ্গে যে আলাপ হয়েছিল তাতে ট্রট্স্কির বিষয়ে কোনও সম্পর্কই ছিল না এবং তখন ট্রট্স্কির নাম আদপেই উত্থাপিত হয়নি।

এইরকম ধারাতেই আরও সব কিছু।…

মিঃ ক্যাম্বেল তাঁর গ্রন্থে স্তালিনের সঙ্গে তাঁর আলাপের বিবরণীর উল্লেখটুকু করেছেন কিন্তু তাঁর গ্রন্থে সেটি প্রকাশ করার কোনও প্রয়োজন তিনি উপলব্ধি করেননি। কেন? এই কারণেই নয় কি যে ঐ বিবরণীর প্রকাশটি মিঃ ক্যাম্বেলের এই পরিকল্পনাকে বানচাল করে দেবে যে তিনি আমেরিকান নির্বোধদের মধ্যে তাঁর বইয়ের প্রচারলাভের উদ্দেশ্যে স্তালিনের সঙ্গে 'আলাপ'-এর বিষয়ে লোমহর্ষক গাঁজাখুরি গল্পগুলি ব্যবহার করতে চান।

আমার মনে হয় যে মিঃ ক্যাম্বেল ও স্তালিনের মধ্যে আলাপের বিবরণীটি প্রকাশ করে দেওয়াই হবে মিথ্যাচারী মিঃ ক্যাম্বেলের সবচেয়ে বড় শাস্তি। তাঁর মিথ্যাচারগুলিকে উদ্ঘাটন করে দেওয়ার ও প্রকৃত তথ্যকে প্রতিষ্ঠিত করার এটাই হবে নিশ্চিততম উপায়।

২৩শে নভেম্বর, ১৯৩২ — জে. স্তালিন

মিঃ ক্যাম্বেলের সঙ্গে আলাপের বিবরণী

২৮শে জানুয়ারি, ১৯২৯

প্রাথমিক কথাবার্তা বিনিময়ের পর মিঃ ক্যাম্বেল কমরেড স্তালিনের সঙ্গে দেখা করার জন্য তাঁর ইচ্ছাটি ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন যে যদিও তিনি ইউ. এস. এস. আর-এ ব্যক্তিগতভাবেই এসেছেন তবু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগের পূর্বে তিনি কুলিজ এবং নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হুভারের সঙ্গেও দেখা করে-

ছিলেন এবং তাঁর রাশিয়া সফরের ব্যাপারে তাঁদের পূর্ণ অনুমোদন পেয়েছেন। এখানে থাকাকালে তিনি গোটা দুনিয়ার কাছে যে জাতিটি প্রহেলিকাবৎ রয়েছে তার বিস্ময়োদ্দীপক কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি বিশেষ করে কৃষিক্ষেত্রে বিকাশের প্রকল্পগুলি পছন্দ করেছেন। রাশিয়া সম্বন্ধে অনেক ভুল ধারণা থাকার কথা তিনি শুনেছেন কিন্তু, উদাহরণস্বরূপ, স্বয়ং ক্রেমলিনে থেকে তিনি শিল্প স্মারকগুলি সংরক্ষণের এবং সাধারণভাবে সাংস্কৃতিক জীবনের মানোন্নয়নের জন্য চালু কাজগুলিকে দেখেছেন। শ্রমজীবী পুরুষ ও শ্রমজীবী নারীদের উৎকণ্ঠায় তিনি বিশেষভাবে অভিভূত হয়েছিলেন। এটা তাঁর কাছে এক চিত্তাকর্ষক সমাপতন বলে বোধ হয়েছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়ার প্রাক্কালে তিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়েছিলেন এবং কুলিজের পুত্র ও পত্নীকে দেখেছিলেন, আবার গতকাল তিনি ইউ. এস. এস. আর-এর রাষ্ট্রপতি কালিনিনের অতিথি ছিলেন যিনি তাঁর মনে বিরাট ছাপ ফেলেছেন।

কমরেড স্তালিন: কৃষি ও শিল্প বিকাশের জন্য আমাদের পরিকল্পনাগুলি সম্বন্ধে এবং সেই সঙ্গে সাংস্কৃতিক জীবনের বিকাশের ক্ষেত্রেও আমাদের উদ্বেগ সম্বন্ধে বলা যায় যে আমরা এখনো আমাদের কাজের একেবারে সূচনাতেই পড়ে আছি। শিল্প গঠনের ক্ষেত্রে আমরা এখনো পর্যন্ত খুব অল্পই করেছি। কৃষি পুনর্গঠনের পরিকল্পনাগুলি কার্যকরী করার ক্ষেত্রে আরও কমই কাজ হয়েছে। আমাদের নিশ্চয়ই এটা ভুললে চলবে না যে আমাদের দেশ ছিল অত্যন্ত পিছিয়ে-পড়া আর এই পশ্চাৎপদতা এখনো এক বিরাট বাধা।

রাশিয়ার পুরানো আর নতুন নেতৃত্বের মধ্যে পার্থক্য অন্য সব ছাড়া এই ঘটনাতে নিহিত যে পুরানো নেতারা যেখানে দেশের পশ্চাৎপদতাকে তার অন্যতম ভাল দিক বলে মনে করতেন, তাকে গণ্য করতেন এক 'জাতীয় চারিত্র্য' হিসেবে, 'জাতীয় গৌরবের' এক বিষয় হিসেবে সেখানে নতুন জনগণ, সোভিয়েত জনগণ তাকে অবজ্ঞা-উৎপাদনীয় এক অমঙ্গল মনে করে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। এখানেই আমাদের সাফল্যের গ্যারান্টি নিহিত।

আমরা জানি যে আমরা ভুলভ্রান্তি থেকে মুক্ত নই। কিন্তু আমরা সমালোচনায় ভয় পাই না, অসুবিধার সম্মুখীন হতে ও আমাদের ভ্রান্তি স্বীকার করতে ভয় পাই না। আমরা সঠিক সমালোচনাকে গ্রহণ করব ও তাকে স্বাগত জানাব। আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিকাশের প্রতি লক্ষ্য রাখি কারণ সে দেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় উচ্চে আসীন। আমরা চাই যে প্রকৌশলের

ক্ষেত্রে আমেরিকার বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদরা আমাদের শিক্ষক হোন এবং আমরা তাদের শিষ্য হই।

একটি জাতির বিকাশের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি পর্বই তার নিজস্ব এক আবেগের দ্বারা চিহ্নিত থাকে। রাশিয়াতে আমরা এখন নির্মাণমুখী এক আবেগ প্রত্যক্ষ করছি। এটাই আজ তার প্রধান লক্ষণ। এটাই ব্যাখ্যা করবে সেই নির্মাণ-জ্বরকে যার অভিজ্ঞতা আজ আমরা ভোগ করছি। গৃহযুদ্ধের[৩৬] পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে সময়পর্ব অতিক্রম করেছিল এ তাকেই স্মরণ করায়। এটাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে প্রকৌশলগত, শিল্পগত ও বাণিজ্যিক সহযোগিতার একটি বনিয়াদ ও একটি সুযোগ দেয়। আমি জানি না যে মার্কিন শিল্পের সঙ্গে সংযোগ অর্জনের জন্য এর পরেও আর কি কি করা প্রয়োজন। আপনি কি ব্যাখ্যা করতে পারেন না যে এটা যদি প্রতিপন্নই হয়ে থাকে যে এরকম একটি সংযোগ ইউ. এস. এস. আর এবং ইউ. এস. এ উভয়ের পক্ষেই সুবিধা-জনক ভাবে সেরকম মিলন রূপায়ণের পথে এখন কে বাধা দিচ্ছে?

মিঃ ক্যাম্বেল: আমি নিশ্চিত যে আয়তন, সম্পদ-উৎস এবং স্বাতন্ত্র্যের দিক থেকে ইউ. এস. এ এবং রাশিয়ার মধ্যে একটি চোখে-পড়ার মতো সাদৃশ্য বর্তমান। মিঃ স্তালিনের গৃহযুদ্ধের পর্বের উল্লেখটি সঠিক। গৃহযুদ্ধের পর অসাধারণ সম্প্রসারণ প্রত্যক্ষ হয়। ইউ. এস. এ-র জনগণের রাশিয়ার প্রতি কৌতূহল আছে। আমি নিশ্চিত যে রাশিয়া এত বড় একটি দেশ যে বিশ্ব সম্পর্কের ক্ষেত্রে তা একটি বড় উপাদান না হয়ে পারে না। রুশ সরকারের নেতৃত্বে আসীন ব্যক্তিদের হাতে বিরাট জিনিস সম্পাদনের চমৎকার সব সুযোগ বিদ্যমান। এর জন্য যেটা দরকার তা হল বিচারের স্পষ্টতা এবং সর্বদা ভাল হওয়ার যোগ্যতা।

আমি ঠিকমত বাণিজ্যিক যোগাযোগের সুবিধা দেখছি এবং যদিও আমি একজন বেসরকারী নাগরিক তবু সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ বজায় রেখে চলছি। এই আলাপটা আমি বেসরকারী ব্যক্তি হিসেবেই চালাচ্ছি। একদা আমায় প্রশ্ন করা হয়েছিল যে ইউ. এস. এ এবং রাশিয়ার মধ্যে যোগাযোগে কিসে বাধা দিচ্ছে? আমি যথাসাধ্য খোলাখুলিভাবে ও সাহসভরে, মিঃ স্তালিনের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান দিয়ে এবং কোনও আঘাত না দিয়ে এর উত্তর দিতে চাই। তিনি খুবই বাস্তবধর্মী ব্যক্তি এবং এর ফলে আমি তাঁর সঙ্গে উভয় দেশের কল্যাণের জন্য এবং পুরোপুরি বিশ্বাসভরে পরস্পরের মতো আলাপ

করতে পেরেছি। আমাদের যদি সরকারী স্বীকৃতি থাকত তাহলে প্রত্যেকেই, যেমন সর্বত্র হয়ে চলছে তেমন এখানেও, ক্রেডিট (Credit) বা অন্য কিছুর ওপর নির্ভর করে কারবার চালিয়ে যেতে উদগ্রীব হতো। মার্কিন প্রতিষ্ঠানগুলি কারবার চালাতে বা দীর্ঘমেয়াদী ঋণে বিক্রয় মঞ্জুর করতে যে ইতস্ততঃ করে তার অন্যতম কারণ এই যে আমাদের ওয়াশিংটন সরকার আপনাদের সরকারকে স্বীকার করে না।

অবশ্য এর প্রধান কারণটা নিছক স্বীকৃতির ব্যাপারে ব্যর্থতাই নয়। প্রধান কারণটা আমাদের ধারণা অনুযায়ী (আর এটাকে নিশ্চিত বলে ধরা যেতে পারে) এই যে আমাদের দেশে আপনাদের সরকারের প্রতিনিধিরা সর্বদাই অসন্তোষ বপন করতে ও সোভিয়েত ক্ষমতার আদর্শ ছড়াতে সচেষ্ট।

আমাদের দেশে আমাদের রয়েছে 'মনরো নীতি' যা দেখিয়ে দেয় যে আমরা দুনিয়ার অন্য কোনও দেশের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে চাই না। সেই কারণেই আমরা চাই না যে কোনও দেশই—ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, রাশিয়া বা যে-ই হোক না কেন—আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করুক।

রাশিয়া এত বিশাল একটি দেশ যে তার গোটা জনগণ যা করতে মনস্থ করে সে তা স্বয়ং সবকিছুই সম্পাদন করতে পারে। রাশিয়ার সব ধরনের সম্পদ-উৎসই তার নিজস্ব রয়েছে এবং যদিও অনেক বেশি সময় নেবে তবু রুশরা শেষ পর্যন্ত স্বাধীনভাবেই তাদের সম্পদ-উৎসগুলিকে বিকশিত করতে পারবে।

এটা ভাবতে আমাদের আনন্দ লাগে যে রুশ জনগণের কাছে অনেক ক্ষেত্রেই আমরা একটি আদর্শ এবং আমি বিশ্বাস করি যে এই জনগণের কাছে বিশেষ করে সময়ের মিতব্যয়িতার ব্যাপারে আমরা খুবই কাজে লাগতে পারি। যেহেতু আমরা অনেক অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করেছি এবং আমাদের পদ্ধতিগুলি রাশিয়া ছাড়াও অন্য অনেক দেশের দ্বারা অনুকৃত হয়েছে তাই রাষ্ট্রীয় খামার নির্মাণের মতো উদ্যোগগুলি বাণিজ্যিক যোগাযোগকে শক্তিশালী করাই সূচিত করে এবং চূড়ান্ত বিশ্লেষণে বাণিজ্যিক যোগাযোগগুলি থেকে কিছু একটা ন্যায়সঙ্গত ভিত্তিতে কূটনৈতিক স্বীকৃতিও আসবে। যেমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে তেমন জাতিসমূহের ক্ষেত্রেও একমাত্র পথ হল সৌজন্য সহকারে পরিষ্কার-ভাবে মনোভাব প্রকাশ করা এবং তারপর একটি সময় শীঘ্রই আসবে যখন কোনও কেটি ধরনের সমঝওতা হবে। আমাদের শিক্ষা যত উন্নত হবে, আমাদের এই প্রত্যয়ও তত ব্যাপক হবে যে অন্য যে-কোনও মাধ্যমের চাইতে যুক্তির

দ্বারাই বেশি লাভ করা যায়। সম্পর্ক খারাপ না করেও বড় বড় জাতিগুলি মতদ্বৈধতা পোষণ করতে পারে এবং বিরাট ব্যক্তিরা প্রধান সমস্যাগুলির ব্যাপারে একটা বন্দোবস্তে আসতে পারেন। তাঁরা সাধারণতঃ তাঁদের মীমাংসা আলোচনার উপসংহার টানেন এক নির্দিষ্ট চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে যেখানে তাঁদের প্রারম্ভিক অবস্থান পরস্পরের থেকে যত দূরেই থাক না কেন তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে আপোষে আসেন।

কমরেড স্তালিন: আমি বুঝতে পারছি যে বর্তমান মুহূর্তে ইউ. এস. এ র পক্ষে কূটনৈতিক স্বীকৃতির ব্যাপারটি অসুবিধার উদ্রেক করছে। সোভিয়েত সরকারের প্রতিনিধিরা মার্কিন সংবাদপত্র মহলের হাতে এত বেশি এবং এত বারংবার উত্যক্ত হয়েছেন যে একটি আকস্মিক পরিবর্তন আনা কঠিন ব্যাপার। ব্যক্তিগতভাবে আমি এই মুহূর্তে কূটনৈতিক স্বীকৃতিকে নির্ণায়ক বলে মনে করি না। যেটা গুরুত্বপূর্ণ তা হল পারস্পরিক সুবিধার ভিত্তিতে বাণিজ্যিক যোগাযোগের বিকাশ। বাণিজ্যিক সম্পর্ককে স্বাভাবিক করা প্রয়োজন আর এই বিষয়টিকে যদি একটা আইনগত বনিয়াদের ওপর দাঁড় করানো যায় তাহলে সেটা কূটনৈতিক স্বীকৃতির দিকে এক প্রথম ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হবে। উভয় পক্ষই যখন এটা উপলব্ধি করবে যে কূটনৈতিক সম্পর্ক সুবিধাজনক তখন কূটনৈতিক স্বীকৃতির সমস্যাটি নিজেই তার সমাধান খুঁজে পাবে। মুখ্য বনিয়াদ হল বাণিজ্যিক সম্পর্ক এবং তার স্বাভাবিকীকরণ—এটাই এগিয়ে যাবে নির্দিষ্ট আইনী নিয়ম প্রতিষ্ঠার দিকে।

আমাদের দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ অবশ্যই প্রচুর ও বিচিত্র ধরনের। সরকারীভাবে যা জানা আছে তার চেয়েও তা বেশি প্রচুর ও অধিকতর বিচিত্র রকমের এবং আমাদের গবেষণামূলক অভিযানগুলি আমাদের বিশাল দেশে নতুন নতুন সম্পদ নিয়ত খুঁজে দেখছে। কিন্তু এ হল আমাদের সম্ভাবনাগুলির একটিমাত্র দিক। অন্য দিকটি হল এই ঘটনা যে আমাদের কৃষক ও শ্রমিকরা এখন তাদের পুরানো বোঝা—জমিদার ও পুঁজিপতিদের হাত থেকে মুক্ত। আগেকারকালে জমিদার ও পুঁজিপতিরা সে-সব জিনিস নিষ্ফলভাবে উড়িয়ে দিয়েছিল আজ যা দেশের মধ্যে রয়েছে ও দেশের আভ্যন্তরীণ ক্রয়ক্ষমতা বাড়াচ্ছে। চাহিদার ক্ষেত্রে এমন বৃদ্ধি হয়েছে যে আমাদের শিল্পগুলি তাদের দ্রুত প্রসার সত্ত্বেও তা যোগাতে পারছে না। ব্যক্তিগত ও উৎপাদনগত উভয়ক্ষেত্রেই চাহিদা বিরাট। এই হল আমাদের অসীম সম্ভাবনার দ্বিতীয় দিক।

এই উভয়ই ইউ. এস. এ এবং অন্যান্য অগ্রসর দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যিক ও শিল্পগত যোগাযোগের এক গুরুত্বপূর্ণ বনিয়াদ গড়ে তোলে।

আমাদের দেশের এইসব সম্পদ ও সম্ভাবনায় কোন্ রাষ্ট্রটি তার শক্তি-সমূহ প্রয়োগ করবে এই প্রশ্নটাই হল তাদের মধ্যে এক জটিল সংগ্রামের বিষয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ ইউ. এস. এ এখনো এই সংগ্রাম থেকে একেবারে দূরে দাঁড়িয়ে আছে।

জার্মানরা সর্বদিকে এই বলে চিৎকার করছে যে সোভিয়েত সরকারের অবস্থা টলটলায়মান এবং সেই কারণে সোভিয়েত অর্থনৈতিক সংস্থাগুলিকে কারুর বড় কোন ক্রেডিট মঞ্জুর করা উচিত নয়। আবার একই সঙ্গে তারা ইউ. এস. এস. আর-কে ক্রেডিট মঞ্জুর করে তার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক একচেটিয়া করে নেওয়ার প্রয়াসী।

আপনারা জানেন যে, ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের একটি গোষ্ঠীও নিদারুণ এক সোভিয়েত-বিরোধী প্রচার চালাচ্ছে। একই সঙ্গে আবার ঠিক এই গোষ্ঠীই এবং ম্যাককেনা গোষ্ঠীও ইউ. এস. এস. আর-এর জন্য ক্রেডিট সংগঠনের চেষ্টা চালাচ্ছে। সংবাদপত্রে ইতিমধ্যেই বলা হয়েছে যে ব্রিটিশ শিল্পপতি ও ব্যাঙ্কারদের একটি প্রতিনিধিদল ফেব্রুয়ারিতে ইউ. এস. এস. আর-এ আসবেন। সোভিয়েত সরকারের কাছে তাঁরা বাণিজ্য-সম্পর্ক ও ঋণের ব্যাপারে বিস্তৃত পরিকল্পনা দাখিল করতে চান।

জার্মান এবং ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের এই দ্বৈত চরিত্রকে কিভাবে আমরা ব্যাখ্যা করব? ইউ. এস. এ-কে ভয় পাইয়ে একপাশে হটিয়ে দিয়ে ইউ. এস. এস. আর-এর সঙ্গে বাণিজ্য-সম্পর্ক একচেটিয়া করে নেওয়ার যে তাদের ইচ্ছা তার মাধ্যমেই একে ব্যাখ্যা করা হবে।

একই সঙ্গে আমার কাছে এটা পরিষ্কার যে, অন্য যে-কোনও দেশের চাইতে ইউ. এস. এ-র কাছে ইউ. এস. এস. আর-এর সঙ্গে বিস্তৃত ব্যবসায়িক যোগাযোগ স্থাপনের আরও ভাল অবস্থা রয়েছে। আর এটা শুধু এই কারণে নয় যে প্রযুক্তিগত সরঞ্জাম ও পুঁজি এই উভয় ক্ষেত্রেই ইউ. এস. এ সমৃদ্ধ দেশ, এর সঙ্গে এই কারণও বিদ্যমান যে আমাদের ব্যবসায়ী ব্যক্তিরা ইউ. এস. এ-তে যেমন আন্তরিক ও অতিথিপরায়ণ অভ্যর্থনা পান তেমন অন্য কোনও দেশে পান না।

আর প্রচারের ব্যাপার সম্বন্ধে আমি অন্তত দৃঢ়ভাবে এটা বলবই যে সোভি-

য়েত সরকারের কোনও প্রতিনিধি যে-দেশে আছেন সেখানকার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনভাবেই কোনওরকম হস্তক্ষেপের অধিকার তার নেই। এ বিষয়ে ইউ. এস. এ-তে সোভিয়েত প্রতিষ্ঠানগুলিতে কর্মরত আমাদের সকল ব্যক্তিকে অত্যন্ত কঠোর ও নির্দিষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমি নিশ্চিত যে ব্রন এবং তাঁর কর্মীদের কোনও সদস্যেরই কোনওরকমের প্রচারের সঙ্গে লেশমাত্র সংস্রব নেই। হস্তক্ষেপ-না-করা বিষয়ে এই কঠোর নির্দেশগুলিকে আমাদের কোনও কর্মী যদি লংঘন করেন তবে তাঁকে তৎক্ষণাৎ ফেরত আনা হবে ও শাস্তি দেওয়া হবে। স্বভাবতঃই আমরা অজানা এবং আমাদের অধীন নয় এমন কোনও ব্যক্তির কাজকর্মের জন্য কৈফিয়ত দিতে পারি না। কিন্তু আমরা আমাদের বিদেশস্থ প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের হস্তক্ষেপের বিষয়ে দায়িত্ব নিতে পারি ও সে-ব্যাপারে সর্বোচ্চ গ্যারান্টি দিতে পারি।

মিঃ ক্যাম্বেল : আমি কি মিঃ হুভারকে এ কথা বলতে পারি?

কমরেড স্তালিন : নিশ্চয়ই।

মিঃ ক্যাম্বেল : কারা যে অসন্তোষ বপন করছে আমরা তা জানি না। কিন্তু এমন সব লোক আছে। পুলিশ তাদের ও তাদের পত্রপত্রিকা খুঁজে বার করেছে। আমি ব্রনকে জানি এবং এ-ব্যাপারে নিশ্চিত যে তিনি হলেন এমন একজন সৎ ও স্পষ্ট ভদ্রলোক যিনি তাঁর কাজ সততার সঙ্গে পালন করেন। কিন্তু অন্য কেউ আছে।

কমরেড স্তালিন : এটা হতে পারে যে আমেরিকান কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা ইউ. এস. এ-তে সোভিয়েতের সপক্ষে প্রচার চালাচ্ছেন। কিন্তু সে পার্টি তো ইউ এস. এ-তে বৈধ, তা আইনসম্মতভাবেই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশ নেয় ও রাষ্ট্রপতি পদে তার প্রার্থী দেয়, আর এটা স্পষ্ট যে এই ক্ষেত্রেও আমরা আপনাদের ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারি না।

মিঃ ক্যাম্বেল : আমার আর কোনও প্রশ্ন নেই। তবে হাঁ, প্রশ্ন আছে। আমি যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরব তখন ব্যবসায়ীরা আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন যে ইউ. এস. এস. আর-এর সঙ্গে ব্যবসায় চালানো নিরাপদ কিনা। বিশেষতঃ ইঞ্জিনীয়ারিং প্রতিষ্ঠানগুলি দীর্ঘমেয়াদী ক্রেডিট মঞ্জুরের সম্ভাবনার বিষয়ে কৌতূহলী হবে। তাদের কি আমি 'হাঁ'-বাচক উত্তর দিতে পারি? ক্রেডিট লেনদেন নিশ্চিত করার ব্যাপারে সোভিয়েত সরকার বর্তমানে যেসব

ব্যবস্থা নিচ্ছে সে সম্বন্ধে কি আমি তথ্য পেতে পারি; এই উদ্দেশ্যে কোনও বিশেষ কর বা কোনও বিশেষ রাজস্ব-উৎস কি নির্দিষ্ট করা আছে?

কমরেড স্তালিন: আমি আমার দেশের প্রশংসা গাওয়া পছন্দ করছি না। কিন্তু এখন যেহেতু প্রশ্নটা উঠেছে তাই আমি অবশ্যই এই উত্তরটি দেব: এরকম একটি দৃষ্টান্তও নেই যে সোভিয়েত সরকার বা কোনও সোভিয়েত অর্থনৈতিক সংস্থা দীর্ঘমেয়াদী বা স্বল্পমেয়াদী যে-কোনও ক্রেডিটের ওপর ঠিকমত ও সময়মত অর্থ (payment) দিতে ব্যর্থ হয়েছে। জার্মানিতে তদন্ত করে দেখা যেতে পারে যে জার্মানদের আমরা তাদের তিনশ মিলিয়ন ক্রেডিটের ওপর ঠিকমভাবে অর্থ দিয়েছি। এই অর্থ পরিশোধ কার্যকরী করার জন্য আমরা উপায়টা কোথা থেকে পাই? মিঃ ক্যাম্বেল তো জানেন যে অর্থ আকাশ থেকে পড়ে না। আমাদের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, টিম্বার, তৈল, স্বর্ণ, প্লাটিনাম ইত্যাদি—আমাদের অর্থ পরিশোধের এই হল উৎস। এখানেই আমাদের পরিশোধের গ্যারান্টি নিহিত। আমি চাই না যে মিঃ ক্যাম্বেল আমার মুখের কথায় বিশ্বাস করুন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি জার্মানিতে গিয়ে আমার বক্তব্যের যাথার্থ্য যাচাই করতে পারেন। তিনি দেখবেন যে যদিও আমাদেরকে প্রায়শঃই ১২-২০% হারের অশ্রুতপূর্ব চড়া সুদ গুণতে হয়েছে তথাপি একবারও ঐ অর্থ-পরিশোধ বন্ধ রাখা হয়নি।

আর বিশেষ গ্যারান্টি সম্বন্ধে বলব যে, আমার বিশ্বাস ইউ. এস. এস. আর-এর ক্ষেত্রে এ কথা গুরুত্ব দিয়ে বলার কোনও প্রয়োজন নেই।

মিঃ ক্যাম্বেল: অবশ্যই নয়।

কমরেড স্তালিন: ব্রিটিশ ব্যাঙ্কারদের একটি গোষ্ঠী—বেলফোর ও কিংসলীর তরফে প্রস্তাবিত ঋণ, ক্রেডিট নয়, ঋণ সম্বন্ধে আপনাকে অত্যন্ত সঙ্গোপনে বলাটা বোধহয় ভুল হবে না।

মিঃ ক্যাম্বেল: এ-সম্বন্ধে হুভারকে কি আমি বলতে পারি?

কমরেড স্তালিন: নিশ্চয়ই, কিন্তু এটা সংবাদপত্রে প্রকাশ হতে দেবেন না। এই ব্যাঙ্কার গোষ্ঠী নিম্নরূপ প্রস্তাব দিচ্ছে:

তারা হিসেব করছে যে ব্রিটেনের কাছে আমাদের ঋণের পরিমাণ প্রায় ৪০ কোটি পাউণ্ড।

প্রস্তাব করা হয়েছে যে ওটা ২৫%-এ থোক করে দেওয়া হোক। অর্থাৎ ৪০ কোটি পাউণ্ডের স্থানে ১০ কোটি পাউণ্ড।

একই সঙ্গে ১০ কোটি পাউণ্ডের এক ঋণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

সুতরাং আমাদের ঋণের পরিমাণ দাঁড়াবে ২০ কোটি পাউণ্ড যা কয়েক দশক কাল ধরে কিস্তিতে পরিশোধ করতে হবে। এর পরিবর্তে আমাদের ব্রিটিশ ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পকে অধিকতর সুযোগ দিতে হবে। এর অর্থ এই নয় যে আমরা একমাত্র ব্রিটেনকেই আমাদের অর্ডার দেব, এর অর্থ এই যে ব্রিটিশদের অবশ্যই অধিকতর সুযোগ দিতে হবে।

মিঃ ক্যাম্বেল এই সাক্ষাৎকারের জন্য তাঁর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে গিয়ে বলেন যে কমরেড স্তালিন একজন পরিচ্ছন্ন, সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল এবং স্পষ্টমনা ব্যক্তি হিসেবে তাঁর ওপর ছাপ ফেলেছেন। কমরেড স্তালিনের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেয়ে তিনি খুব আনন্দিত এবং এই সাক্ষাৎকারকে তিনি ঐতিহাসিক বলে মনে করেন।

কমরেড স্তালিন মিঃ ক্যাম্বেলকে এই কথোপকথনের জন্য ধন্যবাদ দেন।

বলশেভিক, সংখ্যা ২২
৩০শে নভেম্বর, ১৯৩২

ও. জি. পি. ইউ-এর পঞ্চদশ বার্ষিকী

ও. জি. পি. ইউ-এর অফিসার ও বাহিনী-সদস্যদেরকে অভিনন্দন যাঁরা সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের প্রতি তাঁদের কর্তব্য সততা ও সাহসের সঙ্গে পালন করছেন!

শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের শত্রুদের উৎখাত করার কঠোর কর্তব্যপালনে আমি তাঁদের সাফল্য কামনা করি!

শ্রমিকশ্রেণীর খোলা তলোয়ার ও. জি. পি. ইউ দীর্ঘজীবী হোক!

জে. স্তালিন

প্রাভদা, সংখ্যা ৩৫০

২০শে ডিসেম্বর, ১৯৩২

সি. পি. এস. ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের যুগ্ম প্লেনাম[৩৭]

৭-১২ই জানুয়ারি, ১৯৩৩

প্রাভদা, সংখ্যা ১০ ও ১৭

১০ ও ১৭ই জানুয়ারি, ১৯৩৩

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলাফল

(১৯৩৩ সালের ৭ই জানুয়ারি প্রদত্ত রিপোর্ট)

১। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আন্তর্জাতিক তাৎপর্য

কমরেডগণ, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা যখন প্রকাশিত হয়, তখন জনসাধারণের এ প্রত্যাশা একরকম ছিলই না যে, এটা আন্তর্জাতিক তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে। পক্ষান্তরে, অনেকে মনে করেছিলেন যে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সোভিয়েত ইউনিয়নের নিজস্ব ব্যাপার—এটা জরুরী এবং গুরুত্বপূর্ণ বটে; কিন্তু এটা সোভিয়েত ইউনিয়নের নিজস্ব জাতীয় ব্যাপার।

যাই হোক, ইতিহাস প্রতিপন্ন করেছে যে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আন্তর্জাতিক তাৎপর্য অপরিমেয়। ইতিহাস দেখিয়েছে যে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সোভিয়েত ইউনিয়নের নিজস্ব ব্যাপার নয়—এর সঙ্গে সমগ্র আন্তর্জাতিক সর্বহারাশ্রেণীর স্বার্থ-সম্পর্ক রয়েছে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আবির্ভূত হওয়ার বহু পূর্বে—যে-সময়ে আমরা হস্তক্ষেপকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষ করছিলাম এবং অর্থনৈতিক গঠনকার্যে হাত দিচ্ছিলাম, সেই সময়েই লেনিন বলেন যে, আমাদের গঠনকার্য প্রভূত আন্তর্জাতিক তাৎপর্যপূর্ণ; অর্থনৈতিক গঠনকার্যে সোভিয়েত সরকারের প্রতিটি অগ্রপদক্ষেপ পুঁজিবাদী দেশগুলির বিভিন্ন স্তরে প্রবল সাড়া জাগাচ্ছে এবং জনসাধারণকে দুটি শিবিরে বিভক্ত করছে—একটি সর্বহারা বিপ্লবের সমর্থকদের শিবির, অন্যটি তার বিরোধীদের শিবির।

সে-সময় লেনিন বলেছিলেন:

'বর্তমানে আমরা আমাদের আর্থিক নীতির দ্বারা আন্তর্জাতিক বিপ্লবের ওপর আমাদের প্রধান প্রভাব সৃষ্টি করছি। সকলের দৃষ্টি—জগতের সমস্ত দেশের সমস্ত মেহনতী মানুষের দৃষ্টি সোভিয়েত রুশ প্রজাতন্ত্রের প্রতি নিবদ্ধ; এতে ব্যতিক্রম নেই, এ কথায় কোন অতিরঞ্জন নেই। আমাদের এই লাভ হয়েছে।...এই ক্ষেত্রেই সংগ্রাম আন্তর্জাতিক পরিধিতে রূপান্তরিত হয়েছে। যদি আমরা এই সমস্যার সমাধান করি, তাহলে নিশ্চিতভাবে এবং চূড়ান্তভাবে আন্তর্জাতিক পরিধিতে আমাদের বিজয় হবে। এইজন্যই

অর্থনৈতিক নির্মাণের প্রশ্ন আমাদের কাছে নিঃশর্তে অসাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ। এই ক্ষেত্রে আমাদের অতি অবশ্য ধীর গতিতে ক্রমে ক্রমে বিজয় অর্জন করতে হবে—এ গতি দ্রুত হতে পারে না—কিন্তু আমাদের উর্ধ্ববর্তী ও সম্মুখবর্তী গতি সুদৃঢ় হতে হবে' (**রচনাবলী**, ২৬তম খণ্ড[৩৮])

এ কথা বলা হয় সেই সময়ে, যখন আমরা হস্তক্ষেপকারীদের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ শেষ করে আনছিলাম, যখন আমরা পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সামরিক সংগ্রাম থেকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের সংগ্রামে—অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজে প্রবৃত্ত হচ্ছিলাম।

তারপর অনেক বছর কেটে গেছে, এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সোভিয়েত সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রতিটি পদক্ষেপ প্রতি বছরে প্রতি তিন মাসে কমরেড লেনিনের কথাগুলি চমৎকারভাবে সত্য প্রতিপন্ন করেছে।

কিন্তু লেনিনের কথাগুলির যাথার্থ্য সবচেয়ে বেশি সুন্দরভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে পঞ্চবার্ষিকী গঠন পরিকল্পনায়—এই পরিকল্পনার উদ্ভবে, তার বিকাশে এবং বাস্তবায়নে। বস্তুতঃ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রশ্ন—তার বিকাশ ও বাস্তবায়নের প্রশ্ন ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার পুঁজিবাদী দেশগুলির অতি বিভিন্ন স্তরে যে সাড়া জাগিয়েছে, আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে অন্য কোন পদক্ষেপই তেমন সাড়া জাগায়নি বলে মনে হয়।

প্রথমে বুর্জোয়াশ্রেণী ও তার সংবাদপত্রগুলি বিদ্রূপাত্মকভাবে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে অভিনন্দন জানিয়েছিল। তারা তখন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে অভিহিত করেছিল এই বলে যে, এটা একটা 'উদ্ভট কল্পনা', একটা 'বিকার' একটা 'স্বপ্নবিলাস'।

পরে যখন এটা স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে যে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বাস্তবায়নে প্রকৃত ফল ফলছে, তখন তারা এই বলে শঙ্কা-সংকেত জানাতে শুরু করে যে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পুঁজিবাদী দেশগুলির অস্তিত্ব বিপন্ন করছে, এই পরিকল্পনা বাস্তবে পরিণত হলে ইউরোপের বাজারগুলি পণ্যে ভরে যাবে, মালের চালান প্রবলতা লাভ করবে এবং বেকারি বাড়াবে।

আরও পরে, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে এইসব চাতুরীতে প্রত্যাশিত ফল যখন পাওয়া গেল না, তখন সোভিয়েত ইউনিয়নে সত্যই কি ঘটছে, তা স্বচক্ষে দেখার জন্য সবরকম ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের, সংবাদপত্রের, বিভিন্ন সমিতি প্রভৃতির প্রতিনিধিরা বারবার সোভিয়েত ইউনিয়নে আসতে শুরু করেন।

আমি এখানে শ্রমিক প্রতিনিধিদের কথা বলছি না। তাঁরা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম আবির্ভাব থেকেই প্রকল্পগুলির এবং সোভিয়েত সরকারের সাফল্যের প্রশংসা করে এসেছেন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রমিকশ্রেণীকে সমর্থনের প্রস্তুতি জ্ঞাপন করেছেন।

সেই সময় থেকে তথাকথিত জনমতে, বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলিতে, সর্বরকম বুর্জোয়া সংঘ-সমিতি প্রভৃতিতে একটা ফারাক দেখা দেয়। কেউ কেউ বলেন যে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে এবং বলশেভিকরা ধ্বংসের মুখে। অন্যেরা বিপরীত কথা বলেন, তাঁদের কথা—বলশেভিকরা লোক খারাপ হলেও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ভালভাবেই চলছে, এবং খুব সম্ভব তারা তাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে।

বিভিন্ন বুর্জোয়া সংবাদপত্রের অভিমতের উদ্ধৃতি বোধহয় অনাবশ্যক বিবেচিত হবে না।

মার্কিন সংবাদপত্র **দি নিউইয়র্ক টাইমসকে**[৩৯] দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রহণ করা যেতে পারে। ১৯৩২ সালের নভেম্বরের শেষ দিকে ঐ পত্রিকা লেখে:

> 'মাত্রাজ্ঞান ছাড়া যে পঞ্চবার্ষিকী শিল্প-পরিকল্পনা "ব্যয়ের জন্য পরোয়া না করে" (যা বলে মস্কোতে প্রায়ই বুক ফুলিয়ে বড়াই করা হয়) লক্ষ্যে পৌঁছাতে চেষ্টা করে, তা প্রকৃতপক্ষে কোন পরিকল্পনাই নয়। এটা এক-রকমের জুয়াখেলা।'

কাজেই মনে হয়, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা একটা পরিকল্পনাই নয়, ওটা শুধুই জুয়াখেলা।

ব্রিটিশ বুর্জোয়া সংবাদপত্র **দি ডেইলি টেলিগ্রাফ**[৪০] ১৯৩২ সালের নভেম্বর মাসের শেষাশেষি এই অভিমত প্রকাশ করে:

> ' "পরিকল্পিত অর্থনীতির" বাস্তব পরীক্ষায় এই পরিকল্পনা সুস্পষ্টভাবেই ব্যর্থ হয়েছে।'

১৯৩২ সালের নভেম্বর মাসে **দি নিউইয়র্ক টাইমস**-এর অভিমত:

> 'যৌথায়নের প্রচারাভিযান অবশ্যই ভয়ংকরভাবে ব্যর্থ হয়েছে। তার ফলে রাশিয়া দুর্ভিক্ষের মুখে এসে পৌঁছেছে।'

১৯৩২ সালের গ্রীষ্মকালে পোল্যাণ্ডের বুর্জোয়া সংবাদপত্র **গ্যাজেতা পোল্স্কার**[৪১] অভিমত:

'অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে যে, গ্রামাঞ্চলে যৌথায়নের নীতিতে সোভিয়েত সরকার অচল অবস্থায় পৌঁছেছে।'

১৯৩২ সালের নভেম্বর মাসে ব্রিটিশ বুর্জোয়া সংবাদপত্র **দি ফিনান্সিয়াল টাইমস**[৪২] পত্রিকার অভিমত :

'স্তালিন ও তাঁর পার্টি তাঁদের নীতির ফলে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা-পদ্ধতি ভেঙে পড়ার এবং পরিকল্পনার লক্ষ্যে পৌঁছানোর প্রত্যাশা ব্যর্থ হওয়ার সম্মুখবর্তী হয়েছে।'

ইতালীয় পত্রিকা **পলিতিকা-র**[৪৩] অভিমত :

'এ কথা মনে করা অসম্ভব যে, ষোল কোটি লোকের দেশে চার বছরের কাজে—বলশেভিক সরকারের মতো শক্তিশালী সরকারের চার বৎসরব্যাপী অতিমানবীয় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রচেষ্টায় কোনই ফল হয়নি। পক্ষান্তরে, ফল যথেষ্টই হয়েছে।...তবু বিপর্যয় সুস্পষ্ট—এই বাস্তব ঘটনা কারো কাছে অস্পষ্ট নেই। মিত্র ও শত্রু, বলশেভিক ও বলশেভিক-বিরোধী, দক্ষিণপন্থী বিরোধী ও বামপন্থী বিরোধী সকলেই এই সম্পর্কে নিঃসন্দেহ।'

পরিশেষে, মার্কিন বুর্জোয়া পত্রিকা **কারেন্ট হিস্টোরির**[৪৪] অভিমত :

'অতএব রাশিয়ার বর্তমান অবস্থার পর্যালোচনায় এই সিদ্ধান্ত আসে যে, বিঘোষিত পরিসংখ্যানগত লক্ষ্যের দিক থেকে যেমন, তেমনি আরও মূলগতভাবে কতকগুলি ভিত্তিস্বরূপ সামাজিক নীতির দিক থেকেও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে।'

এই হল বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলির এক মহলের অভিমত।

যারা এইসব কথা বলেছে তারা সমালোচনারই যোগ্য নয়। আমার মনে হয় সমালোচনার প্রয়োজনও নেই। প্রয়োজন নেই এই কারণে যে, মধ্যযুগীয় জীবাশ্মের এইসব 'কট্টর' প্রজাতির কাছে বাস্তব ঘটনার কোন মূল্য নেই, আমাদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা যেভাবেই বাস্তবায়িত হোক না কেন, তারা তাদের অভিমত আঁকড়েই থাকবে।

এই বুর্জোয়া শিবিরেরই অন্যান্য সংবাদপত্রগুলির মতামত বিবেচনা করা যাক।

ফ্রান্সের বিখ্যাত বুর্জোয়া সংবাদপত্র **লা তেম্পস্**[45] ১৯৩২ সালের জানুয়ারিতে লেখে :

'সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম ধাপে জয়ী হয়েছে—সে বৈদেশিক মূলধনের সাহায্য ব্যতিরেকে নিজেকে শিল্পায়িত করেছে।'

১৯৩২ সালের গ্রীষ্মকালে আবার **লা তেম্পস্** অভিমত প্রকাশ করে :

'কমিউনিজম প্রবল দ্রুততার সঙ্গে পুনর্গঠনকার্যের পদ্ধতি শেষ করছে, অথচ পুঁজিবাদী প্রথায় কেবল ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে দেওয়া হয়।··· ফ্রান্সে অসংখ্য ব্যক্তিগত মালিকদের মধ্যে অনির্দিষ্টকালের জন্য জমি বিভক্ত থাকায় কৃষিকে যন্ত্রায়িত করা অসম্ভব। সোভিয়েত ইউনিয়ন কিন্তু কৃষিকে শিল্পায়িত করে এই সমস্যার সমাধান করেছে।···আমাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বলশেভিকরা বিজয়ী প্রতিপন্ন হয়েছে।'

ব্রিটিশ বুর্জোয়া সাময়িক পত্রিকা **দি রাউণ্ড টেবল**-এর[46] অভিমত :

'পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিস্ময়কর উন্নতি হয়েছে। খারকভ ও স্তালিনগ্রাদের ট্রাক্টর কারখানা, মস্কোর এ. এম. ও. মোটরগাড়ির কারখানা, নিঝনি-নোভগোরোদ-এর মোটরগাড়ির কারখানা, নীপ্রোস্ত্রই-এর জল-বিদ্যুৎ প্রকল্প, ম্যাগনিতোগোর্স্ক ও কুজনেৎস্কর বিরাট ইস্পাত কারখানা, উরাল অঞ্চলে (যা রাশিয়ার রূঢ়ে পরিণত হতে পারে) ছড়ানো মেশিন-শপ ও রাসায়নিক কারখানা—সারা দেশে এইসব কাজ এবং অন্যান্য শিল্পায়নকার্যের দ্বারা প্রতিপন্ন হয়েছে যে, বাধা-বিপত্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি যাই থাক না কেন, জল-সিঞ্চিত চারাগাছটির মতো রাশিয়ার শিল্প বর্ণে, আকারে ও শক্তিতে বেড়ে উঠছে।···ভবিষ্যৎ উন্নতির ভিত্তি সে স্থাপন করেছে···এবং তার সংগ্রামশক্তি বিপুলভাবে সুদৃঢ় করেছে।'

ব্রিটিশ বুর্জোয়া সংবাদপত্র **দি ফিনান্সিয়াল টাইমস**-এর অভিমত :

'মেশিন তৈরীতে নিঃসন্দেহে উন্নতি সাধিত হয়েছে, এবং সংবাদপত্র ও বক্তৃতামঞ্চে এই উজ্জ্বল সাফল্য সম্পর্কে যে অনুষ্ঠান চলছে তা অসঙ্গত নয়। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, রাশিয়ায় মেশিন ও যন্ত্রপাতি তৈরী হতো বটে কিন্তু তা ছিল সবচেয়ে সাদাসিদে ধরনের। এ কথা সত্য যে অনপেক্ষ সংখ্যার দিক থেকে মেশিন ও যন্ত্রপাতির আমদানি প্রকৃতপক্ষে বৃদ্ধি পাচ্ছে; কিন্তু বিদেশ থেকে আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি ও দেশে উৎপন্ন যন্ত্রপাতির

আনুপাতিক হার ক্রমেই কমে আসছে। রাশিয়া এখন তার ধাতুশোধন শিল্প ও বিদ্যুৎ শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত যন্ত্রপাতিই তৈরী করছে; সাফল্যের সঙ্গে সে তার নিজস্ব মোটরগাড়ির শিল্প গঠন করেছে, সঠিক নির্ণয়ের ছোট যন্ত্রপাতি (Precision instruments) থেকে আরম্ভ করে সবচেয়ে ভারী ছাপাখানা পর্যন্ত তৈরীর যন্ত্রনির্মাণ-শিল্প সে প্রতিষ্ঠা করেছে; এবং কৃষিযন্ত্রের ক্ষেত্রে তাকে বিদেশ থেকে আর কিছুই আমদানি করতে হয় না। একই সঙ্গে, চার বৎসরের মধ্যে পরিকল্পনার কাজ শেষ করতে যাতে বাধা না ঘটে, এর জন্য সোভিয়েত সরকার লৌহ ও কয়লা শিল্পের মতো বুনিয়াদী শিল্পগুলির ক্ষেত্রে উৎপাদনে প্রতিবন্ধক নিবারণের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করছে। একটি বিষয় নিশ্চিত যে, বর্তমানে যেসব বিশাল কারখানা স্থাপিত হচ্ছে, তা প্রচুর পরিমাণে ভারী শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির পক্ষে গ্যারান্টি।'

অস্ট্রিয়ার বুর্জোয়া সংবাদপত্র **দাই নিউ ফ্রি প্রেস**[৪৭] ১৯৩২ সালের প্রথমে অভিমত প্রকাশ করে:

'বলশেভিকবাদকে আমরা অভিসম্পাত দিতে পারি, কিন্তু তাকে অতি অবশ্য বুঝতে হবে। **পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা একটা নতুন বিশাল ব্যাপার;** সবরকম অর্থনৈতিক হিসেবেই তাকে গণনা করতে হবে।'

ইউনাইটেড ডোমিনিয়ান ট্রাস্টের প্রেসিডেন্ট ব্রিটিশ পুঁজিবাদী গিবসন জার্ভি ১৯৩২-এর অক্টোবরে এই অভিমত প্রকাশ করেন:

'আমি এখন এটা পরিষ্কারভাবে বোঝাতে চাই যে, আমি কমিউনিস্টও নই, বলশেভিকও নই, সুনির্দিষ্টভাবে আমি একজন পুঁজিবাদী ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী।...রাশিয়া এগিয়ে চলেছে, আর আমাদের বহু কারখানা ও জাহাজ তৈরীর ইয়ার্ড অলস হয়ে বসে রয়েছে এবং প্রায় ৩০ লক্ষ লোক হতাশভাবে কাজ খুঁজে বেড়াচ্ছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নিয়ে ব্যঙ্গ করা হয়েছে এবং তার ব্যর্থতা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণীও করা হয়। আপনারা এটা প্রশ্নাতীত বলে ধরে নিতে পারেন যে, প্রকৃতপক্ষে যা আশা করা গিয়েছিল তার অনেক বেশি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সম্পাদিত হয়েছে।... যেসব শিল্প-শহর আমি পরিদর্শন করেছি তাতে দেখেছি যে,

সেখানে নতুন শহর গড়ে উঠছে—সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্মীয়মান এই শহরের চওড়া চওড়া রাস্তায় গাছ লাগিয়ে ও ঘাসের প্লট তৈরী করে সুন্দর করা হচ্ছে সেখানে আধুনিক ধরনের বাড়ি, স্কুল, হাসপাতাল, শ্রমিকদের ক্লাব এবং অবধারিতভাবে একটি ক্রেশ বা নার্সারি আছে যেখানে শ্রমিক জননীদের শিশুগুলিকে দেখাশোনা করা হয়।… রাশিয়ানদের এবং তাদের পরিকল্পনাগুলিকে ছোট করে দেখবেন না এবং এই ভুল বিশ্বাস মনে স্থান দেবেন না যে, সোভিয়েত সরকার ভেঙে পড়বেই।…রাশিয়া এখন একটি সত্তা ও আদর্শসম্পন্ন দেশ। বিস্ময়কর কর্ম-তৎপরতার দেশ রাশিয়া। আমি বিশ্বাস করি, রাশিয়ার লক্ষ্য অটুট।… আর বোধহয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল—রাশিয়ার এইসব যুবকের ও শ্রমিকের একটি জিনিস আছে, যার বেদনাদায়ক অভাব রয়েছে পুঁজিবাদী দেশে এবং সে জিনিসটি হল—আশা!'

১৯৩২ সালের নভেম্বরে আমেরিকার বুর্জোয়া পত্রিকা **দি নেশন**[৪৮] এই অভিমত প্রকাশ করে :

'চার বছরে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষণীয় উন্নতি হয়েছে। নতুন জীবনের কায়িক ও সামাজিক কাঠামো নির্মাণের সুনির্দিষ্ট কর্তব্য সম্পাদনের জন্য রাশিয়া যুদ্ধকালীন তীব্রতার সঙ্গে কাজ করছে। **দেশের চেহারা সত্যসত্যই এমনভাবে বদলাচ্ছে যে, তাকে চেনা যায় না।**…মস্কো সম্বন্ধে এটা সত্য; সেখানে শত শত রাস্তা ও স্কোয়ার পাকা করা হচ্ছে, নতুন নতুন শহরতলী, নতুন নতুন বাড়ি এবং উপান্তে কারখানার সারি গড়ে উঠছে; ছোট ও কম গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলি সম্বন্ধেও এ কথা প্রযোজ্য। স্তেপ অঞ্চলে, জনবসতিহীন এলাকায় ও মরুভূমিতে নতুন নতুন শহর তৈরী হয়েছে; গুটিকয়েক নয়, ৫০ হাজার থেকে আড়াই লক্ষ অধিবাসীর অন্ততঃ পঞ্চাশটি শহর তৈরী হয়েছে এবং এগুলি সবই তৈরী হয়েছে চার বছরের মধ্যে। কোনও-না-কোনও প্রাকৃতিক সম্পদ উন্নয়নের প্রকল্প ঘিরে এইসব শহর। বিভিন্ন জেলার নতুন নতুন বিদ্যুৎ শক্তিকেন্দ্র এবং নীপ্রোস্ত্রই-এর মতো কয়েকটি "দানবাকার" প্রকল্প লেনিনের এই ফর্মুলা ক্রমে ক্রমে বাস্তবে প্রয়োগ করছে—"বিদ্যুৎ শক্তির সঙ্গে সোভিয়েতগুলি যুক্ত হলেই সমাজতন্ত্র।…" সোভিয়েত ইউনিয়ন এখন অসংখ্য রকম জিনিসের

বৃহদাকার উৎপাদনে আত্মনিয়োগ করেছে, যেসব জিনিস পূর্বে কখনো রাশিয়ায় উৎপন্ন হয়নি, যেমন—ট্রাক্টর, কম্বাইন, উচ্চমানের ইস্পাত, কৃত্রিম রবার, বলবিয়ারিং, উচ্চশক্তির ডিজেল মোটর, ৫০ হাজার কিলোওয়াটের টারবাইন, টেলিফোন এক্সচেঞ্জের সাজসরঞ্জাম, খনিতে কাজ করার বৈদ্যুতিক যন্ত্র, বিমান, মোটরগাড়ি, লরি, বাইসাইকেল এবং কয়েকশ রকমের নতুন মেশিন।··· এই সর্বপ্রথম রাশিয়া খনি থেকে অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, এপাটাইট, আইওডিন, পটাশ এবং অন্যান্য বহু মূল্যবান ধাতু নিষ্কাশন করেছে। **গির্জার গোলাকার গম্বুজগুলি এখন আর সোভিয়েত গ্রামাঞ্চলের দিক্‌চিহ্ন নয়,** নতুন দিক্‌চিহ্ন হল **শস্যের এলিভেটর ও সিলো।** যৌথ খামারগুলিতে শূকর পালনের জায়গা, শস্যের গোলা ও বাড়ি তৈরী হচ্ছে। গ্রামে বিদ্যুৎ যাচ্ছে এবং রেডিও ও সংবাদপত্র প্রবেশ করেছে। শ্রমিকরা পৃথিবীর সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে শিখছে; কৃষক বালকেরা কৃষির যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে তা আমেরিকায় ব্যবহৃত যন্ত্রের চেয়ে বড় ও অনেক জটিল। **রাশিয়া "যন্ত্র-মনোভাবাপন্ন" হচ্ছে,** রাশিয়া কাঠের যুগ থেকে অতি দ্রুত লৌহ, ইস্পাত, কংক্রীট ও মোটরের যুগে পৌঁছাচ্ছে।'

ব্রিটেনের 'বামপন্থী' সংস্কারবাদী পত্রিকা **ফরওয়ার্ড**[৪৯] ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অভিমত প্রকাশ করে:

'যে বিরাট নির্মাণকার্য চলছে তা কারো দৃষ্টি এড়ায় না। নতুন নতুন কারখানা, নতুন নতুন চিত্রভবন, নতুন নতুন স্কুল, নতুন নতুন ক্লাব, ভাড়া বাড়ির নতুন নতুন ব্লক—সর্বত্রই নতুন বাড়ি নির্মিত হচ্ছে; কতকগুলি শেষ হয়েছে, কতকগুলিতে ভারা বাঁধা রয়েছে। কি করা হয়েছে এবং কি করা হচ্ছে, সে-সম্বন্ধে ব্রিটিশ পাঠকদের মনে ধারণা জন্মানো শক্ত। তা না দেখলে বিশ্বাস হয় না। রাশিয়ায় যা করা হয়েছে তার তুলনায় আমাদের যুদ্ধকালীন তৎপরতাও অতি তুচ্ছ। আমেরিকানরাও স্বীকার করে যে, পাশ্চাত্য দেশে সবচেয়ে বেশি কর্মতৎপরতার সঙ্গেও রাশিয়ায় নির্মাণকার্যের আজকের এই প্রবল উদ্যোগের কোনও তুলনাই চলে না। দু-বছর পরে রাশিয়ায় এত পরিবর্তন দেখা যায় যে, দশ বৎসর পরে রাশিয়ায় কি হবে তা কল্পনাই করা যায় না।···কাজেই, ব্রিটিশ সংবাদপত্রের উদ্ভট ভয়ের গল্পগুলি মন থেকে ঝেড়ে ফেলুন, তারা রাশিয়া সম্বন্ধে ক্রমাগত অসত্য

মিথ্যা কথা বলে ; লঘুচিত্ত বুদ্ধিজীবীদের প্রচারিত অর্ধসত্য ও ভ্রান্ত ধারণাগুলিও ভুলে যায়, তারা মধ্যবিত্তের চশমা দিয়ে মাতব্বরীর দৃষ্টিতে রাশিয়াকে বিচার করে ; কি ঘটছে সে-সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র জ্ঞান তাদের নেই।... সাধারণভাবে বলা যায় যে, সুদৃঢ়মূল ভিত্তির উপর রাশিয়া নতুন সমাজ গঠন করছে। এ কাজের জন্য সে ঝুঁকি নিচ্ছে, এবং এমন উৎসাহের সঙ্গে কাজ করছে যা জগতে ইতিপূর্বে কখনো দেখা যায়নি; অবশিষ্ট জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন একটি বিশাল অনুন্নত দেশে সমাজতন্ত্র গঠনের প্রয়াসের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত বিরাট প্রতিবন্ধকগুলির সম্মুখীন তাদের হতে হচ্ছে। দু' বছর পরে রাশিয়াকে আবার দেখে আমার এই ধারণা জন্মেছে যে, এই জাতি যেভাবে সুদৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে, নতুন নতুন পরিকল্পনা করছে, সৃষ্টি করছে, নির্মাণকার্য চালাচ্ছে যে তা বিরোধী পুঁজিবাদী জগতের বিরুদ্ধে দারুণ চ্যালেঞ্জ।'

এই হল বুর্জোয়া মহলের শিবিরে বেসুরো কণ্ঠস্বর ও ফাটল, যাদের মধ্যে কেউ কেউ রাশিয়ায় তথাকথিত দেউলিয়া পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার দ্বারা রাশিয়ার ধ্বংস কামনা করে। আর অন্যেরা সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে বাণিজ্যিক সহযোগিতা চায় বলেই মনে হয়; তারা নিশ্চয়ই হিসেব করে দেখেছে যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্যে তাদের কিছু সুবিধা হতে পারে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রতি, সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের সাফল্যের প্রতি পুঁজিবাদী দেশগুলির শ্রমিকশ্রেণীর মনোভাব শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। প্রতি বছর যে বহু সংখ্যক শ্রমিক-প্রতিনিধিমণ্ডলী সোভিয়েত ইউনিয়নে আসেন, তাঁদের মধ্যে একটির—যেমন বেলজিয়ান প্রতিনিধিমণ্ডলীর—অভিমত উদ্ধৃত করলেই যথেষ্ট হবে। ব্যতিক্রমহীনভাবে এটি সব প্রতিনিধিমণ্ডলীর অভিমতেরই নমুনা, তা তাঁরা ব্রিটিশ, ফরাসী, জার্মানি, আমেরিকান অথবা অন্য যে-কোন দেশীয় প্রতিনিধিমণ্ডলীই হন না কেন।

এই তাঁদের অভিমত :

'আমাদের সফরের সময় যে বিরাট পরিমাণ গঠনকার্য আমরা দেখেছি, তাতে প্রশংসায় হতবাক হয়ে গেছি। মস্কোয় যেমন, তেমনি মেকেইয়েভকায়, গোরলোভকায়, খারকভে ও লেনিনগ্রাদে কি বিপুল উৎসাহে কাজ চলছে তা আমরা নিজেদের চোখে দেখেছি। সমস্ত মেশিন আধুনিক

মডেলের। কারখানাগুলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও যথেষ্ট আলোবাতাস যুক্ত। ইউ. এস. এস. আর-এ শ্রমিকদের চিকিৎসার জন্য ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য কি ব্যবস্থা হয় তা আমরা দেখেছি। কারখানার কাছেই শ্রমিকদের বাড়িগুলি তৈরী হয়েছে। শ্রমিক-শহরগুলিতে স্কুল ও ক্রেশ্ গঠন করা হয়েছে, এবং শিশুদের প্রতি সর্বতোভাবে যত্ন নেওয়া হয়। পুরাতন ও নবনির্মিত কারখানাগুলির মধ্যে এবং নতুন ও পুরানো বাড়িগুলির মধ্যে পার্থক্য আমরা দেখেছি। যা আমরা দেখেছি, তাতে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে গঠনকার্যরত মেহনতী মানুষের বিশাল শক্তি সম্বন্ধে আমাদের পরিষ্কার ধারণা জন্মেছে। ইউ. এস. এস. আর-এ আমরা বিপুল সাংস্কৃতিক পুনরভ্যুত্থান লক্ষ্য করেছি; অথচ অন্যান্য দেশে সর্বক্ষেত্রে অধঃপতন এবং বেকারির প্রাধান্য। সোভিয়েত ইউনিয়নের মেহনতী মানুষ তাঁদের পথে কি ভয়ংকর অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন, তা আমরা বুঝতে পেরেছি। কাজেই, তাঁরা যে গর্বের সঙ্গে তাঁদের বিষয়গুলির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেন, তার মর্ম আমরা উপলব্ধি করতে পারি। তাঁরা যে তাঁদের বাধাগুলি অতিক্রম করতে সমর্থ হবেন, সে-বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিত।'

এখানেই আপনারা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আন্তর্জাতিক তাৎপর্য পেলেন। আমরা দু-তিন বছর গঠনকার্য চালিয়েছি—পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম সাফল্যগুলি আমরা দেখিয়েছি, তাই যথেষ্ট। তাতেই সমগ্র জগৎ দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেছে—যারা অক্লান্তভাবে আমাদের প্রতি খ্যাঁক খ্যাঁক করে যায়, তাদের শিবির এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্যগুলিতে যারা বিস্ময়-বিমুগ্ধ হয়েছে, তাদের শিবির। তা ছাড়া বিশ্বজুড়ে আমাদের নিজেদের শিবির রয়েছে, যা ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠছে; এ হল পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণীর শিবির, সোভিয়েত ইউনিয়নে শ্রমিকশ্রেণীর সাফল্যসমূহে তারা উল্লসিত এবং তাকে সমর্থন করতে তারা প্রস্তুত, যা সারা বিশ্বের বুর্জোয়াদের পক্ষে আতংকের বিষয়।

এর অর্থ কি?

এর অর্থ হল, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আন্তর্জাতিক তাৎপর্য সম্বন্ধে, তার সাফল্য ও কৃতিত্বসমূহের আন্তর্জাতিক তাৎপর্য সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

এর অর্থ—পুঁজিবাদী দেশগুলি সর্বহারা বিপ্লবের সম্ভাবনাপূর্ণ; আর ঠিক যেহেতু ওই দেশগুলি সর্বহারার বিপ্লবের সম্ভাবনায় পূর্ণ সেজন্য বুর্জোয়ারা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ব্যর্থতায় বিপ্লবের বিরুদ্ধে নতুন যুক্তি খুঁজতে চাইবে; পক্ষান্তরে সর্বহারাশ্রেণী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্যে বিপ্লবের পক্ষে এবং সমগ্র জগতের বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে নতুন যুক্তির সন্ধান করে এবং তা পায়ও।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্যগুলি সকল দেশের শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী শক্তিকে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সন্নিবিষ্ট করছে—এই হল তর্কাতীত ঘটনা।

এই বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আন্তর্জাতিক তাৎপর্য সত্যিই অপরিমেয়।

সুতরাং, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রশ্নে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বিষয়বস্তুতে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল কর্তব্যকর্মগুলিতে আরও বেশি অবহিত হতে হবে।

অতএব, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলাফলসমূহকে এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ও তার পূর্ণতা সাধনের ফলাফলসমূহকে আরও বেশি সতর্কতার সঙ্গে আমাদের বিশ্লেষণ করতে হবে।

২। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল কাজ এবং তা সম্পাদনের উপায়

আমরা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সারবস্তু সম্বন্ধে আলোচনায় যাচ্ছি।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাটা কি?

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল কাজ কি ছিল?

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল কাজ ছিল, আমাদের পশ্চাদ্বর্তী এবং অংশতঃ মধ্যযুগীয় প্রযুক্তিবিদ্যাসম্পন্ন দেশকে নতুন, আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার দেশে পরিণত করা।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল কাজ ছিল, ইউ. এস. এস. আর-কে কৃষিপ্রধান, দুর্বল, পুঁজিবাদী দেশগুলির খেয়ালের ওপর নির্ভরশীল দেশ থেকে একটি শিল্পায়িত শক্তিশালী দেশে রূপান্তরিত করা, যে দেশ পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসসম্পন্ন এবং বিশ্ব পুঁজিবাদের খেয়ালখুশী থেকে মুক্ত।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল কর্তব্যকর্ম ছিল, ইউ. এস. এস. আর-কে একটি

শিল্পসমৃদ্ধ দেশে পরিণতকরণে, একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে পুঁজিবাদী উপাদানসমূহকে সম্পূর্ণরূপে বহিষ্কার করা, অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক ধরনসমূহের ফ্রন্টের প্রসার ঘটানো এবং ইউ. এস. এস. আর-এ শ্রেণীসমূহের অবসানের জন্য অর্থনৈতিক ভিত্তিসমূহ রচনা করা।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল কর্তব্যকর্ম ছিল, আমাদের দেশে এমন একটি শিল্প গঠন, যা শুধু সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে সমগ্র শিল্পকেই পুনঃসজ্জিত ও পুনর্গঠিত করবে না—পরিবহন ও কৃষিকেও সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে পুনঃসজ্জিত ও পুনর্গঠিত করবে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল কাজ ছিল, ক্ষুদ্র ও বিচ্ছিন্ন কৃষিকে বৃহদাকার যৌথ খামারের লাইনে রূপান্তরিত করা যাতে গ্রামাঞ্চলে সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি সুনিশ্চিত হয় এবং তার ফলে ইউ. এস. এস. আর-এ পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা দূরীভূত হয়।

সবশেষে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল কর্তব্যকর্ম ছিল, বাইরে থেকে সামরিক হস্তক্ষেপ-প্রচেষ্টার ও সামরিক আক্রমণের বিরুদ্ধে দৃঢ়পণ প্রতিরোধ গঠনে সমর্থ হওয়ার উদ্দেশ্যে প্রতিরক্ষাক্ষমতা চূড়ান্তভাবে বৃদ্ধি করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত ও অর্থনীতিগত পূর্বেই অবশ্যপূরণীয় ব্যবস্থাসমূহ সৃষ্টি করা।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার এই মূল কর্তব্যকর্মের প্রেরণা আসে কি থেকে; এর জন্য যুক্তি কি কি ছিল?

সোভিয়েত ইউনিয়নের যে প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক পশ্চাদ্বর্তিতা তাকে শোচনীয় অবস্থায় রাখত—তার অবসান ঘটানোর প্রয়োজনীয়তা; দেশে সেই সব পূর্বেই অবশ্যপূরণীয় ব্যবস্থাসমূহ সৃষ্টি করার আবশ্যকতা যাতে সে প্রযুক্তিবিদ্যা এবং অর্থনীতির দিক থেকে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিকে শুধু ধরেই ফেলবে না, কালক্রমে তাদের ছাড়িয়ে যেতেও সক্ষম হবে।

এই বিষয়ের বিবেচনা যে, পশ্চাৎপদ শিল্পকে ভিত্তি করে সোভিয়েত শাসনের পক্ষে বেশিদিন টিঁকে থাকা সম্ভব নয়; একমাত্র আধুনিক বৃহদায়তন শিল্পই যা পুঁজিবাদী দেশগুলির শিল্পের শুধু সমকক্ষই নয়, কালক্রমে তাকে অতিক্রম করতেও সমর্থ—তাই সোভিয়েত শাসনের প্রকৃত ও নির্ভরযোগ্য ভিত্তি হতে পারে।

এই বিষয়ের বিবেচনা যে, দুটি বিরুদ্ধ ভিত্তির উপর সোভিয়েত শাসন

বেশিদিন প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না : একটি হল বৃহদাকার সমাজতান্ত্রিক শিল্প, যা পুঁজিবাদী উপাদানগুলি ধ্বংস করে এবং অন্যটি হল ব্যক্তিগত কৃষকের খামার, যা পুঁজিবাদী উপাদানসমূহের জন্ম দেয়।

এই বিষয়ের বিবেচনা যে, কৃষি যদি বৃহদাকার উৎপাদনের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, কৃষকদের ছোট ছোট খামার যদি যৌথ খামারে ঐক্যবদ্ধ না হয়, তাহলে ইউ. এস. এস. আর-এ পুঁজিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিপদ অন্য সব সম্ভবপর বিপদের চেয়ে বেশি বাস্তব।

লেনিন বলেছেন :

'বিপ্লবের ফল এই হয়েছে যে, রাশিয়ার রাজনৈতিক প্রথা কয়েক মাসের মধ্যেই উন্নত দেশসমূহের রাজনৈতিক প্রথাকে ধরে ফেলেছে।

'কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয়। যুদ্ধ অপ্রতিরোধ্য ; বিকল্প নির্মম কঠোর : হয় ধ্বংস, অথবা অর্থনৈতিকক্ষেত্রেও উন্নত দেশগুলির সমকক্ষতা অর্জন এবং তাদের চেয়েও অগ্রগতি।...ধ্বংস অথবা পূর্ণগতিতে অগ্রগমন। ইতিহাস আজ আমাদের এই বিকল্পের সম্মুখে হাজির করেছে।' (রচনাবলী, ২১তম খণ্ড[৫০])।

লেনিন বলেছেন :

'আমরা যতদিন ক্ষুদ্র কৃষকপ্রধান দেশে বাস করব, ততদিন রাশিয়ায় সাম্যবাদের চেয়ে পুঁজিবাদেরই অধিকতর নিশ্চিত বনিয়াদ থাকবে। এই কথাটি অতি অবশ্য মনে রাখতে হবে। যিনি শহর-জীবনের তুলনায় গ্রামীণ জীবনকে মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন, তিনি জানেন যে, আমরা পুঁজিবাদের মূল উচ্ছেদ করিনি এবং আভ্যন্তরীণ শত্রুর ভিত্তি ধ্বংস করিনি। ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনের উপরই আভ্যন্তরীণ শত্রু নির্ভরশীল এবং তাকে ধ্বংস করার একমাত্র উপায় হল কৃষি সহ দেশের অর্থনীতিকে নতুন প্রযুক্তিগত ভিত্তিতে আধুনিক বৃহদায়তন উৎপাদনের প্রযুক্তিগত ভিত্তিতে সংস্থাপন ...আমাদের দেশ যখন বিদ্যুতায়িত হবে, আমাদের শিল্প, কৃষি, আমাদের পরিবহন ব্যবস্থা যখন আধুনিক বৃহদায়তন শিল্পের প্রযুক্তিগত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে, একমাত্র তখনই আমরা চূড়ান্ত বিজয়লাভ করব' (রচনাবলী, ২৬তম খণ্ড[৫১])।

এইসব উক্তি বিবেচনা করেই পার্টি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনা করেছে

এবং পার্টির মূল কর্তব্যকর্ম স্থির করেছে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল কর্তব্যকর্ম সংক্রান্ত বিষয়গুলি হচ্ছে এইরকম। কিন্তু এই বিশাল পরিকল্পনার বাস্তবায়ন এলোমেলোভাবে, দায়সারাভাবে আরম্ভ হতে পারে না। এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করতে হলে সর্বপ্রথম এর প্রধান সংযোগটি খুঁজে বের করা প্রয়োজন, কারণ প্রধান সংযোগটি খুঁজে বের করে তাকে ধরতে পারলেই পরিকল্পনায় অন্যান্য সংযোগগুলিকে ধরা যাবে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রধান যোগসূত্রটি কি?

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রধান যোগসূত্র হল ভারী শিল্প, মেশিন তৈরী যার মূলগ্রন্থি। কারণ একমাত্র ভারী শিল্পই সমগ্র শিল্পকে, পরিবহন এবং কৃষিকে পুনর্গঠিত করতে এবং তাদের নিজ শক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে উভয়ই পারে। ভারী শিল্প দিয়েই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বাস্তবায়ন শুরু করা প্রয়োজন। কাজেই, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বাস্তবায়নে ভারী শিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকেই ভিত্তি করতে হবে।

এ সম্পর্কে লেনিনের নির্দেশ রয়েছে :

> 'শুধু কৃষকের খামারে ভাল ফসল উঠলেই রাশিয়ার মুক্তি আসবে না, এটাই যথেষ্ট নয়; এবং কৃষককে ভোগ্যবস্তু সরবরাহের হাল্‌কা শিল্প শুধু ভাল অবস্থাতে এলেই রাশিয়ার মুক্তি আসবে না, এটাও যথেষ্ট নয়, আমাদের ভারী শিল্পেরও প্রয়োজন।…আমরা যদি ভারী শিল্পকে রক্ষা না করি, তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না করি, তাহলে আমরা কোন শিল্পই গড়ে তুলতে পারব না; আর তা না পারলে স্বাধীন দেশ হিসেবে আমরা সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস হয়ে যাব।… ভারী শিল্পে সরকারী অনুদান চাই। তার ব্যবস্থা যদি আমরা না করি, তাহলে সভ্য রাষ্ট্র হিসেবে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব— সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে তো বটেই' (**রচনাবলী**, ২৭তম খণ্ড[৩২])।

কিন্তু পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শুরুতে ভারী শিল্পের পুনঃসংস্থাপন ও উন্নয়ন, বিশেষতঃ আমাদের দেশের মতো একটি অনগ্রসর ও গরিব দেশে, অত্যন্ত কঠিন কাজ; কারণ, সবাই জানেন যে, ভারী শিল্পের জন্য বিপুল পরিমাণে অর্থব্যয় এবং একটা ন্যূনতম অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শক্তি থাকা একান্ত আবশ্যক, তা না হলে ভারী শিল্পের পুনঃসংস্থাপন অসম্ভব বলা যেতে পারে। পার্টি কি তা জানত

এবং তা কি বিবেচনা করেছিল? হাঁ, তা করেছিল। পার্টি শুধু তা জানতই না—সকলকে শোনানোর জন্য তা ঘোষণাও করেছিল। পার্টি জানত, কিভাবে ব্রিটেনে, জার্মানিতে ও আমেরিকায় ভারী শিল্পের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। পার্টি জানত যে, সে-সব দেশে ভারী শিল্প গঠিত হয়েছে হয় মোটা ঋণের সাহায্যে, অথবা অন্য দেশ লুণ্ঠন করে, অথবা যুগপৎ দুটি উপায়ের দ্বারাই। পার্টি জানত যে, আমাদের পক্ষে সে-সব পথ বন্ধ। তাহলে পার্টি কি বিবেচনা করেছিল? বিবেচনা করেছিল আমাদের দেশের নিজস্ব সম্পদ-উৎসের কথা। এই কথা পার্টি বিবেচনা করেছিল যে, সোভিয়েত সরকারের নেতৃত্বে রাষ্ট্রায়ত্ত ভূমি, শিল্প, পরিবহন, ব্যাঙ্ক ও বাণিজ্যের সাহায্যে আমরা কঠোরভাবে মিতব্যয়িতা প্রবর্তন করতে পারি, যাতে ভারী শিল্পের পুনঃসংস্থাপন ও তার উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদের সৃষ্টি হতে পারে। পার্টি অকপটে ঘোষণা করে যে, এর জন্য দারুণ ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন হবে এবং আমরা যদি আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে চাই, তাহলে খোলাখুলিভাবে এবং সচেতনভাবে এই ত্যাগ স্বীকার করা আমাদের কর্তব্য। ঋণ গ্রহণের দ্বারা বিদেশের দাসত্ব স্বীকার না করে দেশের আভ্যন্তরীণ সম্পদের সাহায্যে পার্টি এই কর্তব্যকর্ম সম্পাদনের কথা বিবেচনা করেছে।

এই সম্পর্কে লেনিনের উক্তি:

'আমাদের অতি অবশ্য এমন একটি রাষ্ট্র গঠনে সচেষ্ট হতে হবে, যাতে শ্রমিকরা কৃষকদের ওপর তাদের নেতৃত্ব বজায় রাখতে পারে, যাতে তাদের ওপর কৃষকদের আস্থা বজায় থাকে এবং সর্বাধিক পরিমাণে ব্যয়-সঙ্কোচে আমাদের সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অমিতব্যয়িতার সমস্ত চিহ্ন দূরীভূত হতে পারে।

'আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রে চরম মিতব্যয়িতা আনতে হবে। অমিতব্যয়িতার সব চিহ্ন দূর করতে হবে, জারের রাশিয়ার এবং তার আমলাতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী যন্ত্রের যথেষ্ট অমিতব্যয়িতা রয়ে গেছে।

'এটা কি কৃষকসুলভ সংকীর্ণচিত্ত শাসন হবে না?

'না। কৃষকসমাজের ওপর শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব যাতে বজায় থাকে, তার প্রতি যদি আমরা লক্ষ্য রাখি, তাহলে আমাদের রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক জীবনে সম্ভবপর চরম মিতব্যয়িতা এনে প্রত্যেকটি বাঁচানো-কোপেক আমরা বৃহদাকার মেশিন শিল্পের উন্নয়নে, বিদ্যুতায়নের উন্নতি সাধনে,

হাইড্রলিক ব্যবস্থায়, খনিজ দ্রব্যের নিষ্কাশনে, জলখোভস্ত্রই প্রভৃতির গঠনকার্য সমাপ্ত করার কাজে ব্যয় করতে পারি।

'এতে, এবং একমাত্র এতেই আমাদের আশা। আলংকারিক ভাষায় বলা যেতে পারে, এইসব করলে তখন আমরা ঘোড়া বদল করতে সমর্থ হব ; কৃষকের, মুঝিকের দারিদ্র্যের ঘোড়া পরিবর্তন করে সর্বহারাশ্রেণী যে ঘোড়া খুঁজছে এবং তা খোঁজা ছাড়া তাদের উপায়ান্তর নেই—সেই বৃহদায়তন মেশিন শিল্পের, বিদ্যুতায়নের, জলখোভস্ত্রই প্রভৃতির ঘোড়া পেতে পারব' (**রচনাবলী**, ২৭তম খণ্ড[৫৩])।

মুঝিকের দারিদ্র্যের ঘোড়া থেকে বৃহদাকার মেশিন শিল্পের ঘোড়ায় পরিবর্তন—এই ছিল পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনায় এবং তা পরিপূরণের প্রচেষ্টায় পার্টির লক্ষ্য।

কঠোরতম ব্যয়সংকোচের শাসন প্রতিষ্ঠা করা এবং আমাদের দেশের শিল্পায়নে বিনিয়োগের প্রয়োজনীয় সম্পদ সঞ্চয় করা—এই হল ভারী শিল্পের সৃষ্টিতে এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বাস্তবায়নে সাফল্য অর্জনের গ্রহণীয় পথ।

একি দুঃসাহসিক কর্তব্যভার ? পথ কি কঠিন ? কিন্তু ঠিক ঠিক এই কারণেই আমাদের পার্টিকে লেনিনবাদী পার্টি বলা হয় যে, অসুবিধাগুলিকে ভয় করার অধিকার এই পার্টির নেই।

তার চেয়ে আরও বেশি। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বাস্তব সম্ভাব্যতায় পার্টির এত বিশ্বাস, এবং শ্রমিকশ্রেণীর শক্তির ওপর তার এমন প্রবল আস্থা যে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নির্ধারিত পাঁচ বছরের পরিবর্তে চার বছরের মধ্যেই—সঠিকভাবে বলতে গেলে, অতিরিক্ত তিন মাস ধরে, চার বছর তিন মাসের মধ্যেই—পার্টি এই কঠিন কাজ সম্পাদন সম্ভবপর করে তুলেছে।

তা থেকেই এই সুবিদিত শ্লোগানের উদ্ভব—'চার বছরেই পাঁচ বছরের পরিকল্পনা।'

এবং কি ঘটেছে ?

পরবর্তী ঘটনাবলীতে প্রতিপন্ন হয়েছে যে পার্টি নির্ভুল ছিল।

বাস্তব ঘটনায় প্রতিপন্ন হয়েছে যে, এই দুঃসাহসিকতা এবং শ্রমিকশ্রেণীর শক্তির ওপর তার আস্থা ব্যতিরেকে পার্টি এই বিজয় অর্জন করতে পারত না, যে বিজয়ের জন্য আমরা এখন সঙ্গতভাবেই গর্বিত।

৩। শিল্পক্ষেত্রে চার বছরে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলাফল

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পূর্ণ বাস্তবায়নের ফলাফল সম্পর্কে এখন আলোচনা করা যাক।

শিল্পক্ষেত্রে চার বছরে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলাফল কি ?

এই ক্ষেত্রে কি আমরা বিজয় অর্জন করেছি ?

হাঁ, তা করেছি। শুধু তাই নয়, আমরা নিজেরা যা আশা করেছিলাম তারচেয়ে বেশি সম্পন্ন করেছি, পার্টির মধ্যে যে ব্যগ্র প্রত্যাশা ছিল তার-চেয়ে বেশি সম্পন্ন হয়েছে। এখন আমাদের শত্রুরাও এ কথা অস্বীকার করে না ; আমাদের মিত্ররা নিশ্চয়ই তা অস্বীকার করতে পারবেন না।

আমাদের কোন লৌহ ও ইস্পাত শিল্প ছিল না, যা দেশকে শিল্পায়িত করার বনিয়াদ। এখন আমাদের তা হয়েছে।

আমাদের ট্রাক্টর শিল্প ছিল না। এখন তা হয়েছে।

আমাদের মোটরগাড়ির শিল্প ছিল না। এখন তা হয়েছে।

আমাদের যন্ত্রনির্মাণ শিল্প ছিল না। এখন তা হয়েছে।

আমাদের বৃহৎ ও আধুনিক রাসায়নিক শিল্প ছিল না। এখন তা হয়েছে।

আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি উৎপাদনের কোন প্রকৃত ও বড় শিল্প আমাদের ছিল না। এখন আমাদের তা হয়েছে।

আমাদের কোন বিমানশিল্প ছিল না। এখন তা হয়েছে।

বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনে আমাদের স্থান ছিল সর্বনিম্নে। এখন আমাদের স্থান প্রথম সারিতে।

তৈলজাত দ্রব্য ও কয়লা উৎপাদনে আমাদের স্থান ছিল সর্বনিম্নে। এখন আমাদের স্থান প্রথম সারিতে।

কেবল ইউক্রেনে একটিমাত্র কয়লার ও ধাতুশোধনের কেন্দ্র ছিল ; তা দিয়ে আমরা অতি কষ্টে কাজ চালাতাম। এখন আমরা শুধু সেই কেন্দ্রের উন্নতি সাধনে সাফল্যলাভ করিনি—পূর্বাঞ্চলে কয়লার ও ধাতুশোধনের একটি নতুন কেন্দ্রও আমরা স্থাপন করেছি, যা আমাদের দেশের গর্ব।

আমাদের দেশের উত্তরাঞ্চলে একটিমাত্র বস্ত্রশিল্পের কেন্দ্র ছিল। আমাদের চেষ্টার ফলে অদূর ভবিষ্যতে বস্ত্রশিল্পের দুটি কেন্দ্র হবে—একটি মধ্য এশিয়ায় এবং অন্যটি পশ্চিম সাইবেরিয়ায়।

এই নতুন শিল্পগুলি আমরা শুধু সৃষ্টিই করিনি, সেগুলি এমন আকারে ও আয়তনে তৈরী করেছি যে, ইউরোপীয় শিল্পগুলির আকার ও আয়তন তাদের কাছে ম্লান হয়ে গেছে।

এই সবের ফলে আমাদের শিল্প থেকে পুঁজিবাদী উপাদানগুলি সম্পূর্ণরূপে ও অনিবার্যভাবে অপসারিত হয়েছে এবং ইউ. এস. এস. আর-এ শিল্প একমাত্র সমাজতান্ত্রিক শিল্পেরই রূপ নিয়েছে।

এই সবের ফলে আমাদের কৃষিপ্রধান দেশ শিল্পপ্রধান দেশে রূপান্তরিত হয়েছে; কারণ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শুরুতে (১৯২৮) কৃষিজ উৎপাদনের তুলনায় শিল্পজ উৎপাদনের অনুপাত ছিল মোট উৎপাদনের ৪৮ শতাংশ, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালের চতুর্থ বৎসরের শেষ (১৯৩২) এই অনুপাত দাঁড়িয়েছে ৭০ শতাংশ।

এই সবের ফলে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার চতুর্থ বৎসরের শেষে আমরা পাঁচ বৎসরের জন্য নির্ধারিত মোট শিল্পজ উৎপাদনের কর্মসূচীর ৯৩·৭ শতাংশ পূরণ করতে সমর্থ হয়েছি। এইভাবে আমরা শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদন প্রাক্-যুদ্ধকালীন উৎপাদন অপেক্ষা **তিনগুণ** এবং ১৯২৮ সালের স্তর থেকে **দ্বিগুণ** বৃদ্ধি করেছি। ভারী শিল্পে উৎপাদনের কর্মসূচী অনুসারে আমরা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ১০৮ শতাংশ পূরণ করেছি।

এ কথা সত্য যে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মোট কর্মসূচীর ৬ শতাংশ আমরা পূর্ণ করতে পারিনি। এর কারণ হল, প্রতিবেশী দেশগুলি আমাদের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি করতে অসম্মত হয় এবং সুদূর প্রাচ্যের পরিস্থিতিতে[৫৪] জটিলতা সৃষ্ট হয়; এইজন্য আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে আমরা কতকগুলি কারখানাকে তাড়াতাড়ি আধুনিক প্রতিরক্ষার উপকরণ উৎপাদনে রূপান্তরিত করতে বাধ্য হই। যেহেতু প্রস্তুতির জন্য কিছুকাল অতিবাহিত হয়েছিল, সেজন্য এই রূপান্তর সাধনের সময় চার মাস কারখানাগুলির উৎপাদন বন্ধ থাকে; তার ফলে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১৯৩২ সালের জন্য নির্ধারিত উৎপাদনের কর্মসূচী অনিবার্যভাবে বাধা পায়। এই কাজের দ্বারা দেশের প্রতিরোধ শক্তির অভাবগুলি আমরা সম্পূর্ণরূপে দূর করেছি। কিন্তু এতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নির্ধারিত কর্মসূচী ব্যাহত হতে বাধ্য। এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে, এই আকস্মিক ঘটনাগুলি না ঘটলে আমরা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নির্ধারিত মোট উৎপাদনের কর্মসূচী শুধু পূর্ণ

করতেই সমর্থ হতাম না, তারচেয়ে বেশিও করতে পারতাম।

সর্বশেষে, এই সবের ফলে সোভিয়েত ইউনিয়ন দুর্বল ও প্রতিরক্ষার জন্য অপ্রস্তুত অবস্থা থেকে প্রবল সামরিক শক্তিসম্পন্ন দেশে পরিণত হয়েছে; সে এখন সবরকম জরুরী অবস্থার জন্য প্রস্তুত, প্রতিরক্ষার সবরকম উপকরণ সে বিপুল পরিমাণে উৎপন্ন করতে পারে এবং বাইরে থেকে আক্রমণ হলে এইসব উপকরণ দিয়ে সে তার সেনাবাহিনীকে সজ্জিত করতে পারে।

সাধারণ কথায়, শিল্পক্ষেত্রে এই হল পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফল।

এখন আপনারাই বিবেচনা করুন, এত কাণ্ডের পর, বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলি যখন শিল্পক্ষেত্রে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা 'ব্যর্থ হওয়ার' কথা প্রচার করে, তখন তার মূল্য কতটুকু।

আর বর্তমানে যে **পুঁজিবাদী** দেশগুলি দারুণ সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধিতে তাদের অবস্থা কি রকম?

সর্বজনবিদিত সরকারী হিসেব এইরকম।

১৯৩২ সালের শেষে সোভিয়েত ইউনিয়নে শিল্পোৎপাদনের পরিমাণ যখন **প্রাক্-যুদ্ধকালীন** উৎপাদন থেকে ৩৩৪ শতাংশে **ওঠে**, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তা ৮৪ শতাংশে **নেমে যায়**, ব্রিটেনে **নামে** ৭৫ শতাংশে, জার্মানিতে ৬২ শতাংশে।

যেখানে ১৯৩২-এর শেষে সোভিয়েত ইউনিয়নে শিল্পজাত পণ্য উৎপাদনের পরিমাণ **১৯২৮-এর উৎপাদনের তুলনায়** ২১৯ শতাংশে **উঠেছিল**, সেখানে ঐ একই সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদন ৫৬ শতাংশ **হ্রাস পায়**, ব্রিটেনে **হ্রাস পায়** ৮০ শতাংশে, জার্মানিতে ৫৫ শতাংশে, পোল্যাণ্ডে ৫৪ শতাংশে।

এইসব সংখ্যার দ্বারা প্রতিপন্ন হয়েছে যে, পুঁজিবাদী শিল্প প্রথা সোভিয়েত প্রথার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বিফল হয়েছে, পুঁজিবাদী প্রথার চেয়ে সোভিয়েত শিল্প প্রথায় সব রকম সুবিধা রয়েছে।

আমাদের বলা হয়: এসব ভাল কথা; অনেক নতুন কারখানা তৈরী হয়েছে এবং শিল্পায়নের বনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; কিন্তু শিল্পায়নের নীতি—উৎপাদনের উপকরণ নির্মাণ প্রসারিত করার নীতি ত্যাগ করে, অন্ততঃপক্ষে তার স্থান পিছনে সরিয়ে দিয়ে বেশি পরিমাণে কার্পাস-বস্ত্র, জুতো, কাপড়চোপড় এবং জনসাধারণের অন্যান্য ভোগ্য দ্রব্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করলেই ভাল হতো।

এ কথা সত্য যে, জনসাধারণের ভোগ্য পণ্যের উৎপাদন প্রয়োজনের তুলনায় কম হয়েছিল এবং তার ফলে কিছু অসুবিধার সৃষ্টি হয়। কিন্তু আমাদের শিল্পায়নের কর্তব্যকর্ম পিছনে সরিয়ে দিলে আমাদের কি অবস্থা হতো, তা আমাদের বোঝা এবং বিচার করে দেখা একান্ত আবশ্যক। আমাদের ভারী শিল্পের সরঞ্জামের জন্য এই সময়ে যে দেড়শ কোটি রুবলের বিদেশী মুদ্রা আমরা ব্যয় করেছি, তার অর্ধেক অবশ্য আমরা তুলো, কাঁচা চামড়া, পশম, রবার প্রভৃতি আমদানি করার জন্য রেখে দিতে পারতাম। তাতে এখন আমরা আরও বেশি পরিমাণে কার্পাস-বস্ত্র, জুতো এবং কাপড়চোপড় পেতাম। কিন্তু সে অবস্থায় আমাদের ট্রাক্টর শিল্প বা মোটরগাড়ির শিল্প হতো না; বৃহৎ লৌহ ও ইস্পাত শিল্প আমাদের হতো না; মেশিন তৈরীর জন্য ধাতু আমরা পেতাম না—আধুনিক সরঞ্জামে সজ্জিত পুঁজিবাদীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় আমরা নিরস্ত্র থাকতাম।

আমরা কৃষিকে ট্রাক্টর এবং কৃষির যন্ত্রপাতি সরবরাহ থেকে আমাদের বঞ্চিত করতাম—তার ফলে আমাদের রুটি জুটত না।

আমাদের দেশের পুঁজিবাদী উপাদানের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জনের সম্ভাবনা থেকে আমরা বঞ্চিত থাকতাম—তার ফলে পুঁজিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা আমরা অপরিমিতভাবে বৃদ্ধি করতাম।

প্রতিরক্ষার সব রকমের আধুনিক উপকরণগুলি আমাদের থাকত না, যা না থাকলে কোন দেশের পক্ষে রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন হওয়া সম্ভব নয়, যা না থাকলে দেশ বৈদেশিক শত্রুদের সামরিক আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত হয়। আমাদের অবস্থাটা কমবেশি চীনের বর্তমান অবস্থার অনুরূপ হতো, যে চীনের কোন ভারী শিল্প নেই, নেই কোন নিজস্ব সমর-শিল্প এবং যে-কোনও দেশ তার ওপর যথেচ্ছ উৎপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে।

সংক্ষেপে, সে অবস্থায় আমাদের দেশে বৈদেশিক হস্তক্ষেপ হতো; অনাক্রমণ চুক্তি হতো না—হতো যুদ্ধ, বিপজ্জনক ও মারাত্মক যুদ্ধ, রক্তক্ষয়ী ও অসম যুদ্ধ; কারণ এই ধরনের যুদ্ধে আমরা প্রায় নিরস্ত্র অবস্থায় আক্রমণ পরিচালনের সবরকম আধুনিক উপকরণে সজ্জিত শত্রুর সম্মুখীন হতাম।

কমরেডগণ, ব্যাপারটা এই দাঁড়ায়।

এটা নিশ্চিত যে, কোন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন সরকারের এবং আত্মমর্যাদাসম্পন্ন পার্টির এই ধরনের মারাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে পারে না।

আর, পার্টি বিপ্লব-বিরোধী পন্থা ত্যাগ করে, এবং ঠিক ঠিক এই কারণেই শিল্পক্ষেত্রে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পূর্ণ বাস্তবায়নে পার্টি চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করেছে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বাস্তবায়নে এবং শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে বিজয় অর্জনে পার্টি শিল্পোন্নয়নের কাজ চূড়ান্তভাবে ত্বরান্বিত করার নীতি অনুসরণ করেছিল। পার্টি যেন সমস্ত দেশকে অনুপ্রাণিত করে তোলে এবং দেশের উন্নতিসাধনে গতিসঞ্চার করে।

পার্টির পক্ষে কি উন্নয়নের কাজ চূড়ান্তভাবে ত্বরান্বিত করার নীতি অনুসরণ করা ঠিক হয়েছিল?

হাঁ, তা সম্পূর্ণরূপে ঠিক হয়েছিল।

যে দেশ শতবৎসর পশ্চাতে পড়ে ছিল এবং পশ্চাদ্বর্তিতার জন্য যে দেশ মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন ছিল, সে-দেশকে অগ্রগমনে প্রণোদিত করার প্রয়োজন ছিল। একমাত্র এইভাবেই আধুনিক প্রযুক্তিগত সরঞ্জামের ভিত্তিতে দেশ নিজেকে পুনঃসজ্জিত করতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত রাজপথে এসে দাঁড়াতে পারে।

তা ছাড়া, আমরা জানতাম না যে সাম্রাজ্যবাদীরা ঠিক কোন্ সময়ে ইউ. এস. এস. আর-কে আক্রমণ করে আমাদের গঠনকার্যে বিঘ্ন ঘটাবে; কিন্তু এই-বিষয়ে সন্দেহ ছিল না যে, আমাদের দেশের প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তারা যে-কোনও সময়ে আমাদের আক্রমণ করতে পারে। এই জন্য দেশকে দ্রুত অগ্রগমনে উদ্দীপিত করতে পার্টি বাধ্য হয়, যাতে সময় নষ্ট না হয়ে যায়, যাতে দম-ফেলার সময়টা পুরোপুরি ব্যবহৃত হতে পারে এবং ইউ. এস. এস. আর-এ শিল্পায়নের ভিত্তি স্থাপিত হয়, যা তার শক্তির বনিয়াদ। পার্টির পক্ষে প্রতীক্ষা করা এবং কলাকৌশল অবলম্বন করা সম্ভব ছিল না; উন্নয়নের কাজ চূড়ান্তভাবে ত্বরান্বিত করার নীতি তাকে অনুসরণ করতে হয়েছিল।

সর্বশেষে, প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে দেশের দুর্বলতা পার্টিকে ন্যূনতম সময়ের মধ্যে দূর করতে হয়। তখন যে অবস্থা চলছিল—পুঁজিবাদী দেশগুলিতে অস্ত্রসজ্জা বৃদ্ধি, নিরস্ত্রীকরণ মনোভাবের বিলুপ্তি, ইউ. এস. এস. আর-এর প্রতি আন্তর্জাতিক বুর্জোয়াদের ঘৃণা—তাতে পার্টি দেশের স্বাধীনতার বনিয়াদ প্রতিরক্ষা শক্তিকে সুদৃঢ় করার কাজ ত্বরান্বিত করতে উদ্বুদ্ধ হয়।

উন্নয়নকে চূড়ান্তভাবে ত্বরান্বিত করার নীতি কার্যে পরিণত করার প্রকৃত সম্ভাবনা কি পার্টির ছিল? হাঁ, ছিল। দ্রুত উন্নয়নের জন্য দেশকে সময়মত উদ্বুদ্ধ করার কাজে সাফল্যলাভই শুধু এই সম্ভাবনার কারণ নয়; সর্বোপরি ব্যাপকভাবে নতুন গঠনকার্য পরিচালনে পুরানো ও নবীকৃত কলকারখানাগুলির ওপর পার্টি নির্ভর করতেও পেরেছিল—শ্রমিক, ইঞ্জিনীয়ার ও কারিগরেরা পূর্বেই এদের চালিয়ে নেবার ব্যাপারে দক্ষতা অর্জন করে এদের আয়ত্তে এনেছিল। এর ফলেই উন্নয়নের কাজে চূড়ান্তভাবে গতিসঞ্চার করতে আমরা সক্ষম হই।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়ে নতুন নির্মাণকার্যের দ্রুত অগ্রগতি, ব্যাপক গঠনকার্যে প্রদর্শিত উৎসাহ, নির্মাণকার্যসমূহে বীর কর্মী ও শক-ব্রিগেড কর্মীদলের আবির্ভাব এবং দেশোন্নয়নে ঝড়ের গতি সঞ্চারিত হওয়ার এই হল ভিত্তি।

এ কথা কি বলা যায় যে, উন্নয়নকার্য চূড়ান্তভাবে ত্বরান্বিত করার ঠিক একই নীতি কি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালেও অনুসৃত হবে?

না, তা বলা যায় না।

প্রথমতঃ, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের ফলে এর প্রধান লক্ষ্য মোটের উপর আমরা **ইতিমধ্যেই লাভ করেছি**—শিল্প, পরিবহন এবং কৃষিকে নতুন, আধুনিক ও প্রযুক্তিগত ভিত্তিতে স্থাপন করেছি। এর পর দেশকে অতি দ্রুত অগ্রগমনে উদ্দীপিত করার কি সত্যসত্যই প্রয়োজন আছে? স্পষ্টতঃই তার আর প্রয়োজন নেই।

দ্বিতীয়তঃ, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের ফলে **ইতিমধ্যে** দেশের প্রতিরোধ শক্তি উপযুক্ত স্তরে উন্নীত করতে আমরা **সফল** হয়েছি। এরপর দেশকে দ্রুত অগ্রগমনে উদ্দীপিত করার কি সত্যই কোন প্রয়োজন আছে? স্পষ্টতঃই, তার আর কোন প্রয়োজন নেই।

সর্বশেষে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের ফলে আমরা শত শত নতুন বৃহৎ কলকারখানা স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছি, সেগুলি নতুন ও জটিল প্রযুক্তিগত সরঞ্জামে সজ্জিত হয়েছে। এর অর্থ হল, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়কালে প্রথম পরিকল্পনাকালের মতো অধিকাংশ শিল্পজাত পণ্য যাদের সব সরঞ্জাম আগেই আয়ত্তে এসে গিয়েছিল সেই পুরানো কল-কারখানাগুলি থেকে আসবে না; দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়কালে

অধিকাংশ শিল্পজাত পণ্য আসবে নতুন কারখানাগুলি থেকে, যাদের সরঞ্জাম এখনো আয়ত্তে আসেনি, তবে আয়ত্তে আনতে হবে। কিন্তু পুরানো ও নবীকৃত কলকারখানাগুলি, যাদের সরঞ্জাম আয়ত্তে এসে গেছে, তাদের ব্যবহার করার চেয়ে নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ও নতুন নতুন সরঞ্জামকে আয়ত্তে আনা অনেক বেশি শক্ত। শ্রমিক, ইঞ্জিনীয়ার ও কারিগরদের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য এবং নতুন সরঞ্জামের পরিপূর্ণ ব্যবহার অভ্যাস করার জন্য আরও অনেক সময়ের প্রয়োজন। এ সবের পরে এটা কি পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না যে, আমাদের ইচ্ছা থাকলেও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়-কালে, বিশেষতঃ প্রথম দুই-তিন বছরে আমরা উন্নয়নকার্য চূড়ান্তভাবে ত্বরান্বিত করার নীতি অনুসরণ করতে পারব না?

এই জন্যই আমি মনে করি, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়কালে শিল্পজাত পণ্যোৎপাদন বৃদ্ধির হার কম দ্রুত করতে হবে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে উৎপাদন বৃদ্ধির গড়পড়তা বার্ষিক হার ছিল ২২ শতাংশ। আমার মনে হয়, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়, শিল্পজাত পণ্যোৎপাদন বৃদ্ধির ন্যূনতম বার্ষিক হার ১৩-১৪ শতাংশ করতে হবে। পুঁজিবাদী দেশগুলির পক্ষে শিল্পোন্নয়নে এই বৃদ্ধির হার অপূরণীয় আদর্শ। আর শিল্পোন্নয়ন বৃদ্ধির এই হারই শুধু নয়—শিল্পোন্নয়ন বৃদ্ধির গড়পড়তা ৫ শতাংশ হারও এখন তাদের পক্ষে অপূরণীয় আদর্শ। কিন্তু তারা পুঁজিবাদী দেশ। সোভিয়েত অর্থনৈতিক প্রথা সহ সোভিয়েত দেশ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আমাদের অর্থনৈতিক প্রথায় আমরা উৎপাদন বৃদ্ধির বার্ষিক হার কমপক্ষে ১৩-১৪ শতাংশ করতে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ এবং তা করতেই হবে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে **নতুন নির্মাণকার্যের জন্য** আমরা সাফল্যের সঙ্গে উৎসাহ ও আগ্রহ সৃষ্টি করেছিলাম এবং তার ফলে চূড়ান্ত সফলতা অর্জিত হয়েছিল। এটা খুবই ভাল কথা। কিন্তু এখন আর তা যথেষ্ট নয়। এখন নতুন নতুন কারখানাগুলিকে এবং নতুন প্রযুক্তিগত সরঞ্জামগুলিকে দক্ষতার সঙ্গে **আয়ত্ত করার** উৎসাহ ও আগ্রহ দিয়ে এবং শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বিশেষভাবে বৃদ্ধি করে ও উৎপাদনব্যয় বিশেষভাবে কমিয়ে এনে এই অবস্থাকে সম্পূরিত করতে হবে।

এই হল বর্তমান সময়ের মুখ্য বিষয়।

একমাত্র এর ভিত্তিতেই—ধরুন, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার দ্বিতীয়

অর্থে আমরা নির্মাণকার্যে এবং শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে নতুন করে প্রবল গতিবেগ সঞ্চারিত করতে সক্ষম হব।

পরিশেষে, উৎপাদনের হার এবং বাৎসরিক উৎপাদন বৃদ্ধির শতকরা হার সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলছি। শিল্পক্ষেত্রে আমাদের পরিচালকবৃন্দ এই প্রশ্নে খুব কমই মনোযোগ দিয়ে থাকেন। অথচ, বিষয়টি খুবই হৃদয়গ্রাহী। উৎপাদন বৃদ্ধির শতকরা হারের চরিত্রটি কি; বৃদ্ধির প্রত্যেকটি শতাংশের পিছনে কি লুকিয়ে আছে? দৃষ্টান্তস্বরূপ, পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাল—১৯২৫ সালকে ধরা যাক। তখন উৎপাদন বৃদ্ধির বার্ষিক হার ছিল ৬৬ শতাংশ। শিল্পজাত পণ্যের মোট উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ৭৭০ কোটি রুবল। তখন ৬৬ শতাংশ বৃদ্ধিটা নিঃশর্ত সংখ্যায় দাঁড়াল ৩০০ কোটি রুবলের কিছু বেশিতে। কাজেই তখন বৃদ্ধির প্রত্যেকটি শতাংশ ছিল ৪ কোটি ৫০ লক্ষ রুবলের সমান। এখন ১৯২৮ সালকে ধরা যাক। সে-বছর বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ২৬ শতাংশ, অর্থাৎ শতকরা হারের দিক থেকে ১৯২৫ সালের বৃদ্ধির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। ১৯২৮ সালে শিল্পজাত পণ্যের মোট উৎপাদন ছিল ১,৫৫০ কোটি রুবল। ঐ বছরের মোট বৃদ্ধির পরিমাণ নিঃশর্ত সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ৩২৮ কোটি রুবলে। কাজেই তখন বৃদ্ধির প্রতিটি শতাংশ ছিল ১২ কোটি ৬০ লক্ষ রুবলের সমান, অর্থাৎ ১৯২৫ সালে বৃদ্ধির পরিমাণ যখন শতকরা ৬৬ শতাংশ ছিল, তখনকার তুলনায় প্রায় তিনগুণ। অবশেষে, ১৯৩১ সাল ধরা যাক। সে-বছর বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ২২ শতাংশ, অর্থাৎ ১৯২৫ সালের এক-তৃতীয়াংশ। ১৯৩১ সালে শিল্পজাত পণ্যের মোট উৎপাদন ছিল ৩,০৮০ কোটি রুবল। মোট বৃদ্ধির পরিমাণ নিঃশর্ত সংখ্যায় দাঁড়িয়েছিল ৫৬০ কোটি রুবলে। কাজেই বৃদ্ধির প্রত্যেকটি শতাংশ ছিল ২৫ কোটি রুবল, অর্থাৎ ১৯২৫ সালের তুলনায় ছয় গুণ—যে-সময়ে বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ৬৬ শতাংশ—এবং ১৯২৮ সালের তুলনায় দ্বিগুণ, যখন বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ২৬ শতাংশের কিছু বেশি।

এসব কি বোঝাচ্ছে? বোঝাচ্ছে যে, উৎপাদন বৃদ্ধির হার বিচার করার সময় কেবলমাত্র মোট শতকরা হারের বিচারে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না—বৃদ্ধির প্রত্যেকটি শতাংশের পিছনে কি আছে এবং বার্ষিক উৎপাদন বৃদ্ধির মোট পরিমাণটা কত তাও বিচার করতে হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯৩৩ সালের জন্য আমরা ১৬ শতাংশ অর্থাৎ ১৯২৫ সালের এক-চতুর্থাংশ বৃদ্ধি বরাদ্দ করেছি।

কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, ১৯৩৩ সালে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রকৃত পরিমাণও ১৯২৫ সালের এক-চতুর্থাংশই হবে। ১৯২৫ সালে নিঃশর্ত সংখ্যার হিসেবে উৎপাদনের বৃদ্ধি ছিল ৩০০ কোটি রুবল এবং প্রত্যেকটি শতাংশ ছিল ৪ কোটি ৫০ লক্ষ রুবলের সমান। এই বিষয়ে সন্দেহের কারণ নেই যে, ১৯৩৩ সালে ১৬ শতাংশ উৎপাদন বৃদ্ধি নিঃশর্ত সংখ্যায় দাঁড়াবে ৫০০ কোটি রুবলের কম নয় অর্থাৎ ১৯২৫ সালের প্রায় দ্বিগুণ এবং বৃদ্ধির প্রত্যেকটি শতাংশ ৩২ কোটি থেকে ৩৪ কোটি রুবল হবে, অর্থাৎ ১৯২৫ সালের বৃদ্ধির প্রত্যেকটি শতাংশের চেয়ে অন্ততঃপক্ষে সাত গুণ।

কমরেডগণ, আমরা যদি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বৃদ্ধির হার ও শতাংশ বিবেচনা করি, তাহলে তার ফল এইরকম হয়।

শিল্পক্ষেত্রে চার বছরে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলগুলি এরূপই দাঁড়ায়।

৪। কৃষির ক্ষেত্রে চার বছরে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফল

কৃষিতে চার বছরে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।

কৃষিতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ছিল যৌথীকরণের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। কি কারণে পার্টি যৌথীকরণের কাজে প্রবৃত্ত হয়?

এই বাস্তব কারণে পার্টি যৌথীকরণের কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিল যে সর্বহারার একনায়কত্ব সুসংহত করা এবং একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের জন্য, শিল্পায়ন ছাড়াও প্রয়োজন ছোট ছোট ব্যক্তিগত কৃষক খামার থেকে ট্রাক্টর ও আধুনিক কৃষিযন্ত্রে সজ্জিত বৃহদাকার যৌথ কৃষি খামার, কারণ একমাত্র তাই হল গ্রামাঞ্চলে সোভিয়েত শাসনের সুদৃঢ় ভিত্তি।

এই বাস্তব কারণে পার্টি অগ্রসর হয় যে, যৌথীকরণ ব্যতিরেকে সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক বনিয়াদ গঠনের রাজপথে দেশকে চালিত করা অসম্ভব, বিপুল সংখ্যক মেহনতী কৃষককুলকে দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা থেকে মুক্ত করা অসম্ভব।

লেনিন বলেছেন:

'ছোট খামারের দারিদ্র্য থেকে মুক্তি নেই' (২৪তম খণ্ড[৫৫])।

লেনিনের কথা:

'দায়মুক্ত জমিতে স্বাধীন নাগরিকরূপেও যদি আমরা আগের মতো

ছোট ছোট খামার নিয়ে থাকি, তাহলেও আমরা অনিবার্য ধ্বংসের সম্মুখীন হব' (২০তম খণ্ড[56])।

লেনিনের উক্তি :

'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ আমাদের যে অচল অবস্থায় এনেছে, একমাত্র এজমালি, আর্টেল, সমবায় শ্রমের সাহায্যেই তা থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারি' (২৪তম খণ্ড[57])।

লেনিন বলেছেন :

'আমাদের অতি অবশ্য বৃহৎ বৃহৎ আদর্শ খামারে এজমালি চাষের ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। তা না হলে বর্তমানে রাশিয়ায় যে বিশৃংখলা ও নৈরাশ্যজনক অবস্থা চলছে তা থেকে মুক্তি নেই' (২০তম খণ্ড[58])।

এইসব থেকেই লেনিন নিম্নলিখিত মূল সিদ্ধান্তে উপনীত হন :

'আমরা কেবলমাত্র যদি এজমালি, যৌথ, সমবায় ও আর্টেল পদ্ধতিতে জমি চাষ করার সুবিধাগুলি কার্যতঃ কৃষকদের দেখাতে সফল হই, আমরা কেবলমাত্র যদি যৌথ ও আর্টেল চাষবাসের দ্বারা কৃষকদের সাহায্যদানে সফল হই, একমাত্র তাহলেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শ্রমিকশ্রেণী তাদের নীতির নির্ভুলতা কৃষকদের কাছে প্রকৃতপক্ষে প্রতিপন্ন করতে পারবে এবং বিপুল ব্যাপক কৃষকজনতার প্রকৃত ও স্থায়ী অনুগামিতা সত্যসত্যই অর্জন করবে' (২৪তম খণ্ড[59])।

লেনিনের এইসব বক্তব্য থেকেই পার্টি কৃষিকে যৌথীকরণের কর্মসূচী, কৃষির ক্ষেত্রে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার কর্মসূচী গ্রহণে প্রবৃত্ত হয়।

এই সূত্রেই কৃষিতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কর্মসূচী হল বিচ্ছিন্ন ও ছোট ছোট ব্যক্তিগত কৃষক খামারকে—যাদের ট্রাক্টর এবং আধুনিক যন্ত্র ব্যবহারের কোনও সম্ভাবনা নেই—তাদেরকে বৃহৎ যৌথ খামারের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করা, যা সমধিক উন্নত কৃষিকার্যের আধুনিক যন্ত্রপাতির দ্বারা সজ্জিত হবে, এবং অনধিকৃত ভূমিকে আদর্শ রাষ্ট্রীয় খামারগুলি দ্বারা ছেয়ে ফেলা।

কৃষিতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কর্তব্যকর্ম হল ইউ. এস. এস. আর-কে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষকের পশ্চাদ্বর্তী দেশ থেকে যৌথ শ্রমের ভিত্তিতে গঠিত বৃহদায়তন কৃষির দেশে রূপান্তরিত করা এবং বাজারে সর্বাধিক পরিমাণে কৃষিজাত পণ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

কৃষির ক্ষেত্রে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কি ফল পার্টি চার বছরে অর্জন করেছে? এই কর্মসূচী কি পার্টি পূরণ করেছে, না করতে পারেনি?

তিন বছরের মধ্যেই পার্টি শস্য উৎপাদনের এবং পালিত পশু প্রজননের ২ লক্ষের বেশি যৌথ খামার এবং প্রায় ৫ হাজার রাষ্ট্রীয় খামার সংগঠনে সাফল্যলাভ করেছে এবং সেই সঙ্গে ৪ বছরের মধ্যে শস্যের এলাকা ২ কোটি ১০ লক্ষ হেক্টেয়ারে প্রসারিত করেছে।

পার্টি ৬০ শতাংশের বেশি কৃষক খামারকে যৌথ খামারের মধ্যে সাফল্যের সঙ্গে সংঘবদ্ধ করেছে, তাতে রয়েছে কৃষকদের দ্বারা কর্ষিত ৭০ শতাংশের বেশি জমি; এবং তার অর্থ হল আমরা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা **তিনগুণ পূরণ করেছি।**

প্রতি বছর ১২০ কোটি থেকে ১৪০ কোটি পুড বাজারযোগ্য শস্য সংগ্রহ করার সম্ভাব্যতা পার্টি সৃষ্টি করতে সফল হয়েছে, ব্যক্তিগত কৃষক খামারের প্রাধান্য থাকাকালে ৫০ কোটি থেকে ৬০ কোটি পুড শস্য সংগৃহীত হতো।

শ্রেণী হিসেবে কুলাকদের উৎখাত করতে পার্টি সমর্থ হয়েছে যদিও তাদের প্রতি চরম আঘাত এখনো বাকি। মেহনতী কৃষকেরা কুলাকদের শোষণ ও বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছে এবং গ্রামাঞ্চলে সোভিয়েত শাসনের সুদৃঢ় অর্থনৈতিক বনিয়াদ—যৌথ খামারের বনিয়াদ—সৃষ্টি হয়েছে।

ইউ. এস. এস. আর-কে ক্ষুদ্র কৃষক খামারের দেশ থেকে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহদাকার কৃষির দেশে রূপান্তরিত করতে পার্টি সমর্থ হয়েছে।

সাধারণভাবে কৃষির ক্ষেত্রে চার বছরে এই হল পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফল।

এসবের পরেও বুর্জোয়া পত্রপত্রিকায় কৃষির ক্ষেত্রে যৌথীকরণ 'ভেঙে পড়ার' এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা 'ব্যর্থ হওয়ার' যেসব কথা বলা হয়, তার মূল্য কতটুকু তা এখন আপনারা নিজেরাই বিচার করুন।

আর পুঁজিবাদী দেশগুলিতে, যেখানে এখন প্রবল কৃষি সংকট চলছে, সেখানে এখন কৃষির অবস্থা কি?

সর্বজনবিদিত সরকারী তথ্য এখানে দেওয়া হল।

প্রধান প্রধান শস্য-উৎপাদক দেশগুলিতে শস্যের এলাকা ৮-১০ শতাংশ কমে গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তুলা উৎপাদনের এলাকা ১৫ শতাংশ হ্রাস

পেয়েছে; জার্মানিতে ও চেকোশ্লোভাকিয়ায় চিনির বীট চাষের এলাকা ২২-৩০ শতাংশ কমেছে; লিথুয়ানিয়া ও লাতভিয়াতে শন চাষের এলাকা ২৫-৩০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগের হিসেব অনুসারে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃষির মোট উৎপাদনের মূল্য ১৯২৯ সালের ১,১০০ কোটি ডলার থেকে ১৯৩২ সালে ৫০০ কোটি ডলারে নেমে যায়। সে-দেশে উৎপন্ন শস্যের মোট মূল্য ১৯২৯ সালের ১২৮ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার থেকে কমে ১৯৩২ সালে ৩৯ কোটি ১০ লক্ষ ডলারে পরিণত হয়। সে-দেশে তুলোর ফসলের মূল্য ১৯২৯ সালে ছিল ১৩৮ কোটি ৯০ লক্ষ ডলার। ১৯৩২-এ তা কমে দাঁড়ায় ৩৯ কোটি ৭০ লক্ষ ডলারে।

এসব তথ্যে কি প্রমাণিত হয় না যে, সোভিয়েতের কৃষি ব্যবস্থা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে উন্নত? এসব তথ্যে কি প্রমাণিত হয় না যে, ব্যক্তিগত ও পুঁজিবাদী খামার থেকে যৌথ খামার অনেক বেশি ফলপ্রদ?

বলা হয়ে থাকে যে, যৌথ খামারে ও রাষ্ট্রীয় খামারে সব সময় লাভ হয় না, তাতে প্রচুর অর্থব্যয় হয়—এসব প্রতিষ্ঠান টিঁকিয়ে রাখার কোন মানে হয় না, এগুলি তুলে দিয়ে শুধু লাভজনক প্রতিষ্ঠান রাখাই অধিকতর সুবিধাজনক। যাঁরা জাতীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে, অর্থনীতি সম্বন্ধে কিছুই জানেন না তাঁরাই শুধু এমন কথা বলতে পারেন। কয়েক বছর আগে আমাদের অর্ধেকের বেশি কাপড়ের কলে কোনও লাভ হতো না। তখন কোনও কোনও কমরেড বলেছিলেন যে, কলগুলি বন্ধ করে দেওয়াই উচিত। তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করলে কি ঘটত? তা করলে দেশের বিরুদ্ধে, শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে বিরাট অপরাধ করা হতো; কারণ তার দ্বারা আমাদের একটি উদীয়মান শিল্পকে আমরা বিনষ্ট করতাম। আমরা তখন কি করেছিলাম? এক বছরের বেশি আমরা অধ্যবসায়ের সঙ্গে কাজ করি এবং শেষ পর্যন্ত সমগ্র বস্ত্রশিল্পে লাভ ঘটাতে আমরা সফল হই। গোর্কিতে আমাদের মোটরগাড়ির কারখানার ব্যাপারটাই-বা কি? এখনো সেখানে কোন লাভ হচ্ছে না। সম্ভবতঃ, আপনারা কি ঐ কারখানা বন্ধ করে দিতে চান? আমাদের লৌহ ও ইস্পাতশিল্পেও এখনো পর্যন্ত কোন লাভ হচ্ছে না। কমরেডগণ, আমরা কি তাও বন্ধ করে দেব? লাভের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যদি বিচার করা হয়, তাহলে সেইরকম গুটিকয়েক শিল্পকে আমাদের বিশেষভাবে উন্নত করা উচিত, যেগুলি সবচেয়ে বেশি লাভজনক, যেমন—মিঠাই-এর কারখানা, ময়দা-কল, সুগন্ধ দ্রব্যের কারখানা,

বোনা পোশাকের কারখানা, খেলনা-তৈরীর কারখানা ইত্যাদি। আমি কিন্তু এইসব শিল্পের উন্নতির বিরোধী নই। বরং অতি অবশ্য সেগুলির উন্নতি হওয়া উচিত, কারণ জনসমাজের সেগুলিও প্রয়োজন। কিন্তু প্রথমতঃ সাজসরঞ্জাম ও জ্বালানি ব্যতিরেকে সেগুলির উন্নতি হতে পারে না এবং এই সরঞ্জাম ও জ্বালানি জোগায় ভারী শিল্প। দ্বিতীয়তঃ, সেগুলিকে শিল্পায়নের ভিত্তি করা সম্ভব নয়। কমরেডগণ, প্রকৃত ব্যাপারটা হল এই।

খুদে ফেরিওয়ালার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আশু বর্তমানের প্রতি দৃষ্টি রেখে আমরা লাভ-লোকসান বিচার করতে পারি না। সমগ্র জাতীয় অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে কয়েক বছরের অবস্থা নিয়ে অবশ্যই আমাদের বিচার করতে হবে। এক-মাত্র এই দৃষ্টিভঙ্গিকেই প্রকৃত লেনিনবাদী ও মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বলা যেতে পারে। এই দৃষ্টিভঙ্গি কেবল শিল্প সম্পর্কেই একান্ত প্রয়োজন নয়—আরও বেশি প্রয়োজন যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামার সম্পর্কেও। একবার ভেবে দেখুন: তিন বছরের মধ্যে আমরা ২ লক্ষের বেশি যৌথ খামার ও প্রায় ৫ হাজার রাষ্ট্রীয় খামার তৈরী করেছি, অর্থাৎ আমরা সম্পূর্ণ নতুন এমন সব বৃহৎ বৃহৎ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছি কৃষিতে যাদের গুরুত্ব শিল্পে বৃহদাকার কলকার-খানার গুরুত্বের মতোই। এমন অন্য একটি দেশের নাম করুন তো যেখানে তিন বছরে ২ লক্ষ ৫ হাজার নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়া দূরে থাক—২৫ হাজার প্রতিষ্ঠানও স্থাপিত হয়েছে? নাম করতে আপনারা পারবেন না; কারণ এমন কোনও দেশ নেই, আর কখনো ছিলও না। কিন্তু আমরা কৃষিতে ২ লক্ষ ৫ হাজার নতুন প্রতিষ্ঠান গঠন করেছি। তৎসত্ত্বেও মনে হয়, এমন সব লোক আছেন যাঁদের দাবি—এইসব প্রতিষ্ঠানকে অবিলম্বে লাভজনক হতে হবে, এবং যদি সেগুলি এখনই লাভজনক না হয়, তাহলে সেগুলিকে ভেঙে দিতে হবে, উচ্ছেদ করতে হবে। এটা কি স্পষ্ট নয় যে, এই অদ্ভুত মানুষগুলি হিরোস্ট্রেটাসের অর্জিত সম্মানের প্রতি ঈর্ষান্বিত?

যৌথ খামারে ও রাষ্ট্রীয় খামারে লাভ হয় না বলতে আমি এ কথা মোটেই বোঝাতে চাইনি যে, তাদের কোনটিই লাভজনক নয়। তা একেবারেই নয়! আপনারা সবাই জানেন যে, এখনই অনেকগুলি যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামার খুবই লাভজনক। আমাদের কয়েক হাজার যৌথ খামার এবং কয়েক কুড়ি রাষ্ট্রীয় খামার এখনই পুরোপুরি লাভজনক। এইসব যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামার পার্টির গর্ব, সোভিয়েত শাসনের গর্ব। অবশ্য, সব যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয়

খামার একরকম নয়। কতকগুলি যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামার পুরানো, কতকগুলি নতুন এবং কতকগুলি খুবই তরুণ। শেষোক্তগুলির অর্থনৈতিক অবয়ব এখনো দুর্বল, সেগুলি এখনো পুরোপুরি আকার গ্রহণ করেনি। সেগুলি মোটামুটি সেই সাংগঠনিক কাল অতিক্রম করছে, ১৯২০-২১ সালে আমাদের কলকারখানাগুলি যে কাল অতিক্রম করেছিল। স্বভাবতঃই এদের অধিকাংশতে এখনো লাভ হয় না। কিন্তু এই বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, আগামী দুই-তিন বছরের মধ্যে এইগুলিতে লাভ হতে শুরু করবে, যেমন ১৯২১ সালের পরে আমাদের কলকারখানায় লাভ হতে আরম্ভ করেছিল। তাদের সবগুলিতে এই মুহূর্তে লাভ হচ্ছে না বলে সেগুলিকে সাহায্য ও সমর্থন দিতে অস্বীকার করলে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধ করা হবে। একমাত্র জনগণের শত্রুরা এবং প্রতিবিপ্লবীরাই প্রশ্ন তুলতে পারে যে, যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামার অপ্রয়োজনীয়।

কৃষিতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বাস্তবায়নে পার্টি বর্ধিত বেগে যৌথীকরণের কাজ করেছে। বর্ধিত বেগে যৌথীকরণের কাজ চালানো কি পার্টির পক্ষে ঠিক হয়েছিল? হাঁ, সম্পূর্ণ ঠিক হয়েছিল, যদিও এই কাজ চলার সময় কিছুটা বাড়াবাড়ি হয়। শ্রেণী হিসেবে কুলাকদের উচ্ছেদসাধনের নীতি অনুসরণে এবং কুলাকদের বাসা ভাঙার কাজে পার্টি মাঝপথে থেমে যেতে পারেনি। তাকে একাজ সম্পূর্ণ করতেই হয়।

এই হল প্রথম কথা।

দ্বিতীয়তঃ, একদিকে ট্রাক্টর ও কৃষির যন্ত্রপাতি হাতে আসাতে এবং অন্যদিকে জমিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি না থাকায় (জমি রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়াতে!) পার্টি কৃষিতে যৌথীকরণের কাজ ত্বরান্বিত করার সবরকম সুযোগ পেয়ে যায়। আর, বস্তুতঃ, পার্টি এইক্ষেত্রে বিরাট সাফল্য অর্জন করেছে, কেননা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার যৌথীকরণের কর্মসূচী পার্টি তিনগুণ পূরণ করেছে।

এর অর্থ কি এই যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালেও বর্ধিত বেগে যৌথীকরণের নীতি আমাদের অতি অবশ্য অনুসরণ করতে হবে? না, এর অর্থ তা নয়। মোটের উপর কথা হল, আমরা ইউ. এস. এস. আর-এর প্রধান অঞ্চলগুলিতে যৌথীকরণের কাজ **ইতিমধ্যেই সম্পন্ন করেছি**। সুতরাং এই ক্ষেত্রে আমরা যা করেছি, তা আশাতীত। মোটের উপর, আমরা শুধু যৌথীকরণের কাজই সম্পন্ন করিনি—বিপুল সংখ্যাধিক কৃষকজনতাকে যৌথ চাষ-

বাদকে চাষবাসের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য রূপ বলে গণ্য করাতে সমর্থ হয়েছি। কমরেডগণ, এটা একটা বিরাট জয়। এরপরেও যৌথীকরণে বর্ধিত বেগ দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হওয়ার প্রয়োজন আছে কি?

যৌথীকরণে বর্ধিত বেগের প্রশ্ন এখন আর নয়। যৌথ খামার থাকবে কি থাকবে না, সে প্রশ্ন আরও কম—সে প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তর এর মধ্যেই দেওয়া হয়ে গেছে। যৌথ খামার স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, পুরানো ব্যক্তিগত খামারে ফিরে যাওয়ার পথ চিরদিনের মতো বন্ধ। এখনকার কর্তব্যকর্ম হল **সাংগঠনিক দিক থেকে** যৌথ খামারকে শক্তিশালী করা, অন্তর্ঘাতমূলক উপাদানগুলিকে তা থেকে বহিষ্কৃত করা, যৌথ খামারের জন্য প্রকৃত, পরীক্ষিত বলশেভিক ক্যাডার সংগ্রহ করা এবং সেগুলিকে প্রকৃত বলশেভিক খামারে পরিণত করা।

এই হল এখনকার প্রধান কাজ।

কৃষির ক্ষেত্রে চার বছরে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার এই হল অবস্থা।

৫। শ্রমিকদের ও কৃষকদের বৈষয়িক অবস্থার উন্নয়নে চার বছরে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলাফল

কৃষি ও শিল্পে সাফল্যের কথা এবং ইউ. এস. এস. আর-এ কৃষি ও শিল্পে উন্নতির কথা আমি বলেছি। শ্রমিক ও কৃষকদের বৈষয়িক অবস্থার উন্নতির দিক থেকে এইসব সাফল্যের ফল কি? মেহনতী মানুষদের বৈষয়িক অবস্থার মূলগত উন্নতির ব্যাপারে শিল্প ও কৃষির ক্ষেত্রে আমাদের সাফল্যগুলির প্রধান প্রধান ফল কি?

প্রথমতঃ, **বেকারির উচ্ছেদ হয়েছে** এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শ্রমিকদের অনিশ্চয়তাবোধ দুর হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ, প্রায় সমস্ত গরিব কৃষককে যৌথ খামার উন্নয়নের কাজে টেনে আনা হয়েছে ও তার ভিত্তিতে কৃষকসমাজে কুলাক ও গরিব কৃষকের পার্থক্য দুর হয়েছে; এবং **এর ফলে গ্রামাঞ্চলের দারিদ্র্য ও চরম নিঃস্বতা অপসারিত হয়েছে।**

কমরেডগণ, এগুলি বিরাট সাফল্য, কোন বুর্জোয়া রাষ্ট্র, এমনকি চরম 'গণতান্ত্রিক' বুর্জোয়া রাষ্ট্রও এই সাফল্যের কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না।

আমাদের দেশে, ইউ. এস. এস. আর-এ শ্রমিকেরা অনেক দিন

বেকারত্ব ভুলে গেছে। বছর তিনেক আগে আমাদের দেশে ১৫ লক্ষ বেকার ছিল। বেকারি সম্পূর্ণরূপে দূর হওয়ার পর দুবছর কেটেছে; এবং এই দুবছরে শ্রমিকেরা বেকারির কথা ও তার বোঝা এবং বিভীষিকার কথা একেবারেই ভুলে গেছে। পুঁজিবাদী দেশগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করুন: বেকারির কি বিভীষিকা সেখানে! সে-সব দেশে এখন কমপক্ষে ৩ কোটি থেকে ৪ কোটি লোক বেকার। এই লোকগুলি কারা? সাধারণতঃ তাদের সম্পর্কে বলা হয় যে, তারা 'জীবন-সংগ্রামে পরাজিত'।

প্রতিদিনই তারা কাজ পেতে চেষ্টা করে, কাজ খোঁজে, কাজের প্রায় সব রকম শর্ত তারা মেনে নিতে প্রস্তুত, কিন্তু তাদের কাজ দেওয়া হয় না, কারণ তারা 'প্রয়োজনের অতিরিক্ত'। আর এটা ঘটছে সেই সময়ে যখন ভাগ্যবান-দের—পুঁজিপতি ও ভূম্যধিকারীদের বংশধরগণের খেয়ালখুশি চরিতার্থ করার জন্য বিপুল পরিমাণে দ্রব্যসামগ্রী ও উৎপন্নের অপচয় হচ্ছে।

বেকারেরা খাবার পায় না কারণ খাবারের দাম দেওয়ার অর্থ তাদের নেই; তারা আশ্রয় পায় না কারণ ভাড়া যোগাবার আর্থিক সামর্থ্য তাদের নেই। তারা কিভাবে বেঁচে থাকে এবং কোথায় বাস করে? ধনীর টেবিল-থেকে-ফেলা রুটির শোচনীয় টুক্‌রো কুড়িয়ে খেয়ে, উচ্ছিষ্টের আধারগুলি ঘেঁটে তা থেকে পচা খাবারের টুকরো সংগ্রহ করে তাই খেয়ে তারা বেঁচে থাকে; তারা বড় বড় শহরের বস্তিতে এবং বেশিরভাগ শহরের বাইরে খোঁয়াড়ে তারা বাস করে—তারা প্যাকিং বাক্স ও গাছের ছাল দিয়ে কোনরকমে দ্রুত সেগুলি তৈরী করে। কিন্তু এই-ই সব নয়। বেকারির ফল কেবল বেকাররাই ভোগ করে না। যে সমস্ত শ্রমিকদের কাজ আছে, তারাও এর ফল ভোগ করে। তাদের ফল ভোগ করতে হয় এইজন্য যে, বিপুল সংখ্যক বেকারের অবস্থিতির জন্য শিল্পক্ষেত্রে তাদের অবস্থার নিরাপত্তা চলে যায়, তাদের ভবিষ্যৎকে অনিশ্চিত করে তোলে। আজ তাদের কাজ আছে, কিন্তু কাল ঘুম থেকে উঠে নিজেদের বরখাস্ত দেখবে কিনা, সে-সম্পর্কে তারা নিশ্চিত নয়।

চার বছরে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান সাফল্য এই যে, আমরা বেকারি লোপ করেছি এবং ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকদের বেকারির বিভীষিকা থেকে বাঁচিয়েছি।

কৃষকদের সম্পর্কে ঐ একই কথা অবশ্যই বলতে হবে। তারাও কুলাক এবং দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে পার্থক্য ভুলে গেছে, ভুলে গেছে কুলাকদের দ্বারা গরিব

কৃষকদের শোষণের কথা, প্রতি বছর যে সর্বনাশের ফলে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি গরিব কৃষক নিঃস্ব হতো, তার কথা তারা ভুলে গেছে। তিন-চার বছর আগে আমাদের দেশে মোট কৃষকদের মধ্যে গরিব কৃষকদের সংখ্যা ৩০ শতাংশের কম ছিল না। তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ২ কোটি। আরও আগে—অক্টোবর বিপ্লবের পূর্ববর্তীকালে কৃষকজনতার ৬০ শতাংশেরও বেশি ছিল গরিব কৃষক। এই গরিব কৃষক কারা ছিল? সাধারণতঃ গরিব কৃষক ছিল তারাই যাদের কৃষিকার্যের জন্য বীজ ছিল না, অথবা ছিল না ঘোড়া বা যন্ত্রপাতি, অথবা এইসবের কোনটাই ছিল না। গরিব কৃষক ছিল তারা যারা ছিল অর্ধভুক্ত এবং সাধারণতঃ কুলাকদের দাসত্ব-বন্ধনে বাঁধা—পুরানো দিনে তারা কুলাক ও জমিদার দুয়েরই দাসত্ব-নিগড়ে আবদ্ধ থাকত। মোটেই বেশিদিনের কথা নয়, যখন ২০ লক্ষেরও বেশি গরিব কৃষক কুলাকদের কাছে, আরও আগে কুলাক ও জমিদার উভয়েরই কাছে, ভাড়াটে শ্রমিক হিসেবে কাজ করার জন্য দক্ষিণে—উত্তর ককেশাসে ও ইউক্রেনে প্রতি বছর চলে যেত। এর চেয়েও বেশি সংখ্যায় তারা প্রতি বছর কারখানার ফটকে আসত এবং বেকারদের সংখ্যা বাড়াত। আর, কেবল দরিদ্র কৃষকদেরই এই দুর্দশা ঘটত না। মাঝারি কৃষকদেরও বেশ ভাল অর্ধেক গরিব কৃষকদের মতো দারিদ্র্য ও অভাবের মধ্যে বাস করত। এখন কৃষকেরা সে-সব কথা একেবারেই ভুলে গেছে।

চার বছরে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গরিব কৃষকদের এবং নিম্ন স্তরের মাঝারি কৃষকদের কি দিয়েছে? তা শ্রেণী হিসেবে কুলাকদের ক্ষয় করে দিয়েছে এবং তাদের চূর্ণ করেছে; গরিব কৃষকদের এবং মাঝারি কৃষকদের বেশ ভাল অর্ধেককে কুলাকদের দাসত্ব বন্ধন থেকে মুক্ত করেছে এবং তাদের যৌথ খামারের মধ্যে এনে নিরাপদ অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। এইভাবে শোষক কুলাক এবং শোষিত গরিব কৃষকদের পার্থক্যের সম্ভাবনা নিশ্চিহ্ন করেছে এবং গ্রামাঞ্চলে চরম দারিদ্র্যের অবসান ঘটিয়েছে। পরিকল্পনা যৌথ খামারের মধ্যে গরিব কৃষক ও নিম্নস্তরের মাঝারি কৃষকদের নিরাপদ অবস্থাতে উন্নীত করেছে এবং এইভাবে কৃষকদের ধ্বংসের ও সর্বস্বান্ত হওয়ার প্রক্রিয়া বন্ধ করেছে। লক্ষ লক্ষ কৃষকদের প্রতি বছর বাড়ি ছেড়ে কাজের সন্ধানে দূরবর্তী অঞ্চলে যাওয়ার মতো অবস্থা এখন আর আমাদের দেশে ঘটে না। কোনও কৃষককে তার যৌথ খামারের বাইরে কাজ করতে যাওয়ার জন্য আকৃষ্ট করতে হলে এখন যৌথ

খামারের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করার প্রয়োজন হয়; এবং তা ছাড়া সেই যৌথ খামারের চাষীকে রেলভাড়া দিতে হয়। এখন আমাদের দেশে এমন অবস্থার আর সৃষ্টি হয় না যাতে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি কৃষকদের সর্বনাশ ঘটে এবং তারা কলকারখানার ফটকের চারধারে ভিড় জমিয়ে ঘুরে বেড়ায়। অবস্থা ঠিক তাই ছিল; কিন্তু তা অনেক আগে। এখন কৃষকেরা নিরাপদ অবস্থায় রয়েছে, তারা যৌথ খামারের সদস্য যেসব খামারের হাতে ট্রাক্টর, কৃষির যন্ত্রপাতি, বীজের ভাণ্ডার এবং সংরক্ষিত তহবিল প্রভৃতি রয়েছে।

দরিদ্র কৃষকদের এবং নিম্নস্তরের মাঝারি কৃষকদেরকে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ঠিক এইটিই দিয়েছে।

শ্রমিক ও কৃষকদের বৈষয়িক অবস্থার উন্নতিসাধনে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রধান সাফল্যসমূহের এই হল সারবস্তু।

শ্রমিক ও কৃষকদের বৈষয়িক অবস্থার উন্নতিসাধনে এইসব প্রধান প্রধান সাফল্যের ফলে আমরা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ঘটিয়েছি:

(ক) ১৯২৮ সালের তুলনায় বৃহদায়তন শিল্পে শ্রমিক ও অন্যান্য কর্মচারীর সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে, এটা হল পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পূর্ণতাসাধনের ৫৭ শতাংশ বেশি;

(খ) ১৯৩২ সালে জাতীয় আয়, তথা শ্রমিক ও কৃষকদের আয় বৃদ্ধি পেয়ে ৪,৫১০ কোটি রুবল হয়েছে, এই বৃদ্ধি হল ১৯২৮ সাল থেকে ৮৫ শতাংশ বেশি;

(গ) বৃহদাকার শিল্পে শ্রমিক ও অন্যান্য কর্মচারীদের গড়পড়তা বাৎসরিক আয় ১৯২৮ সালের তুলনায় ৬৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা হল পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পূর্ণতাসাধনের ১৮ শতাংশ বেশি;

(ঘ) সামাজিক বীমা তহবিল ১৯২৮ সালের তুলনায় ২৯২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে (১৯২৮ সালে ছিল ১০৫ কোটি রুবল, ১৯৩২ সালে হয়েছে ৪১২ কোটি রুবল); এটা হল পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পূর্ণতাসাধনের ১১১ শতাংশ বেশি;

(ঙ) জনসাধারণকে খাদ্য সরবরাহের সুযোগ-সুবিধাও বৃদ্ধি পেয়েছে; গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলিতে নিয়োজিত শ্রমিকদের ৭০ শতাংশ এই সুবিধা লাভ করছে, এটা হল পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পূর্ণতাসাধনের ৫০০ শতাংশ বেশি।

অবশ্য, আমরা এমন অবস্থায় এখনো পৌঁছাইনি, যাতে শ্রমিক ও কৃষকদের

বৈষয়িক প্রয়োজনগুলি পুরোপুরি মিটতে পারে, এবং পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে সেখানে পৌছানোর সম্ভাবনা এখনো অনেক কম। কিন্তু নিঃসন্দেহে আমরা এমন একটা অবস্থায় পৌছেছি, যেখানে প্রতি বছর শ্রমিক ও কৃষকদের বৈষয়িক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। যারা সোভিয়েত শাসনের জাতশত্রু একমাত্র তাদের মনেই এই সম্পর্কে সন্দেহ থাকতে পারে; অথবা সন্দেহ থাকতে পারে বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলির কিছু কিছু প্রতিনিধিদের মনে, যাঁদের মধ্যে ঐসব পত্রিকার মস্কোস্থিত কিছু সংবাদদাতাও আছেন, জাতীয় অর্থনীতি ও মেহনতী মানুষের অবস্থা সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞান উচ্চতর গণিত সম্বন্ধে আবিসিনিয়ার সম্রাটের জ্ঞানের চেয়ে বেশি নয়।

আর, পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শ্রমিক ও কৃষকদের বৈষয়িক অবস্থা কি রকম?

কতকগুলি সরকারী তথ্য নিচে দেওয়া হল।

পুঁজিবাদী দেশগুলিতে বেকারের সংখ্যা বিপয়্যয়করভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারী তথ্য অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একমাত্র কারখানা-শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের সংখ্যা ১৯২৮ সালের ৮৫ লক্ষ থেকে ১৯৩৩ সালে ৫ লক্ষে নেমে যায়; আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবারের তথ্য অনুসারে ১৯৩২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত শিল্পে বেকারের সংখ্যা ছিল ১ কোটি ১০ লক্ষ। ব্রিটেনে, সরকারী তথ্য অনুসারে, ১৯২৮ সালে বেকারের সংখ্যা ছিল ১২ লক্ষ ৯০ হাজার, এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৩২ সালে ২৮ লক্ষ হয়েছে। সরকারী তথ্য অনুসারে জার্মানিতে ১৯২৮ সালে বেকারের সংখ্যা ছিল ১৩ লক্ষ ৭৬ হাজার, তা বেড়ে ১৯৩২ সালে গিয়ে দাঁড়ায় ৫৫ লক্ষে। সমস্ত পুঁজিবাদী দেশে এই চিত্রই দেখা যায়। তাছাড়া, সাধারণতঃ সরকারী পরিসংখ্যানে বেকারের সংখ্যা কম করে দেখানো হয়ে থাকে। পুঁজিবাদী দেশগুলিতে মোট বেকারের সংখ্যা সাড়ে তিন কোটি থেকে চার কোটি।

শ্রমিকদের মজুরীও নিয়মিতভাবে কমানো হচ্ছে। সরকারী হিসেব অনুসারেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গড়পড়তা মাসিক মজুরী ১৯২৮ সালের তুলনায় ৩৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। ঐ সময়ে ব্রিটেনে ১৫ শতাংশ মজুরী কমেছে, জার্মানিতে কমেছে ৫০ শতাংশ। আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবারের হিসেব অনুসারে ১৯৩০-৩১ সালে মজুরী কাটার জন্য মার্কিন শ্রমিকদের ৩,৫০০ কোটি ডলার ক্ষতি হয়েছে।

ব্রিটেনে ও জার্মানিতে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রমিক বীমা তহবিল ছিল, তা আরও অনেক ছোট করা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও ফ্রান্সে বেকার বীমা হয় একেবারেই নেই, অথবা প্রায় নেই। তার ফলে গৃহহীন শ্রমিক ও নিঃসহায়দের সংখ্যা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে—বিশেষতঃ এটা ঘটছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।

পুঁজিবাদী দেশগুলিতে ব্যাপক কৃষকজনতার অবস্থাও মোটেই ভাল নয়, সেখানে কৃষি সংকটের ফলে কৃষক খামারের অত্যন্ত ক্ষতি হচ্ছে এবং লক্ষ লক্ষ কৃষক সর্বস্বান্ত হয়ে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনে বাধ্য হচ্ছে।

ইউ. এস. এস. আর-এ মেহনতী মানুষের বৈষয়িক অবস্থার উন্নতিসাধনে চার বছরে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলগুলি হল এইরকমই।

৬। শহর ও গ্রামের মধ্যে ব্যবসার পরিমাণ সম্পর্কে চার বছরে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফল

এখন শহর ও গ্রামের মধ্যে ব্যবসার পরিমাণ সম্পর্কে চার বছরে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফল সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

কৃষিতে ও শিল্পে বিপুল উৎপাদন বৃদ্ধিতে, কৃষিতে ও শিল্পে বাজারযোগ্য অতিরিক্ত উৎপাদনের ফলে এবং সর্বশেষে শ্রমিক ও কৃষকদের প্রয়োজন বৃদ্ধিতে শহর ও গ্রামের মধ্যে ব্যবসায়ের পুনরুজ্জীবন ও প্রসার বাস্তবিকভাবে সংঘটিত না হয়ে পারে না এবং তা পুনরুজ্জীবিত ও প্রসারিত হয়েছেও।

উৎপাদনের ভিত্তিতে যে সংযোগ, তাই হল গ্রাম ও শহরের মধ্যে মূল সংযোগ। কিন্তু উৎপাদনের ভিত্তিতে সংযোগই যথেষ্ট নয়। এ সংযোগ বাণিজ্যভিত্তিক সংযোগের দ্বারা সম্পূরিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন যাতে শহর ও গ্রামের যোগসূত্র দীর্ঘস্থায়ী ও অচ্ছেদ্য হতে পারে। একমাত্র সোভিয়েত বাণিজ্যের প্রসারের দ্বারাই তা সম্ভব। এ কথা মনে করলে ভুল হবে যে, সোভিয়েত বাণিজ্য কেবল একটি সূত্রে, যেমন সমবায় সমিতির মাধ্যমে প্রসারিত হতে পারে। সোভিয়েত বাণিজ্যের প্রসারের জন্য সবগুলি সূত্র ব্যবহৃত হওয়া প্রয়োজন: দেশময় বিস্তৃত সমবায় সূত্রগুলি, রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের সংস্থাসমূহ এবং যৌথ খামারের বাণিজ্য ব্যবস্থা।

কোন কোন কমরেড মনে করেন যে, সোভিয়েত বাণিজ্যের প্রসার, বিশেষতঃ যৌথ খামার বাণিজ্যের প্রসার, হল নেপ-এর প্রথম স্তরে প্রত্যাবর্তন। এটা একেবারেই ভুল!

যৌথ খামারের বাণিজ্য সহ যে সোভিয়েত বাণিজ্য তাতে এবং **নেপ**-এর প্রথম স্তরে পরিচালিত বাণিজ্যে মূলগত পার্থক্য রয়েছে।

নেপ এর প্রথম স্তরে আমরা পুঁজিবাদ পুনঃপ্রবর্তনের, বেসরকারী বাণিজ্য পরিচালনের অনুমতি দিয়েছিলাম, ব্যক্তিগত ব্যবসায়ী, পুঁজিবাদী ও ফাটকাবাজদের 'তৎপরতার' অনুমতি আমরা তখন দিয়েছিলাম।

সেটা ছিল কমবেশি অবাধ বাণিজ্য, কেবলমাত্র রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ভূমিকার দ্বারা সংযত ছিল। তখন দেশে বাণিজ্যের মোট পরিমাণে বেসরকারী পুঁজিবাদী এলাকার বেশ বড় স্থান ছিল। এই অবস্থাটা এই ঘটনা থেকে স্বতন্ত্র যে, তখন আমাদের উন্নত শিল্প ছিল না যা এখন আমাদের আছে; তখন আমাদের যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামার ছিল না যা পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করে এবং রাষ্ট্রের হাতে কৃষিজাত পণ্যের ও শহরের কারখানাজাত পণ্যের বিশাল সংরক্ষিত ভাণ্ডার তুলে দেয়।

এ কথা কি বলা যায় যে অবস্থা এখনো সেই রকম? নিশ্চয়ই না।

প্রথমতঃ, সোভিয়েত বাণিজ্যকে **নেপ**-এর প্রথম স্তরের বাণিজ্যের সমপর্যায়ে ফেলা যায় না যদিও **নেপ**-এর প্রথম স্তরেও বাণিজ্য রাষ্ট্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। **নেপ** এর প্রথম স্তরের বাণিজ্যে পুঁজিবাদের পুনরুজ্জীবন এবং বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বেসরকারী পুঁজিবাদী এলাকার তৎপরতা মেনে নেওয়া হয়েছিল; আর সোভিয়েত বাণিজ্যে এই দুই-ই অস্বীকৃত এবং অনুপস্থিত। সোভিয়েত বাণিজ্যটা কি? সোভিয়েত বাণিজ্য হল ছোট-বড় সবরকম পুঁজিবাদী ছাড়াই বাণিজ্য, ছোট বড় সবরকম ফাটকাবাজ ছাড়াই বাণিজ্য। এ এক বিশেষ ধরনের বাণিজ্য, পূর্ববর্তী ইতিহাসে যার কোন নজির নেই এবং সোভিয়েত উন্নয়নের অবস্থাতে এই বাণিজ্য কেবল আমরা—বলশেভিকরাই করে থাকি।

দ্বিতীয়তঃ, এখন আমাদের বেশ ব্যাপকভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প আছে এবং যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামারের গোটা প্রথা আছে, যা সোভিয়েত বাণিজ্য পরিচালনের জন্য রাষ্ট্রকে কৃষিজাত ও কারখানাজাত পণ্যের বিপুল সংরক্ষিত ভাণ্ডার যোগাচ্ছে। **নেপ**-এর প্রথম স্তরের অবস্থায় এইসবের অস্তিত্ব ছিল না, থাকা সম্ভবও ছিল না।

তৃতীয়তঃ, সাম্প্রতিককালে আমরা বাণিজ্যক্ষেত্র থেকে ব্যক্তিগত ব্যবসায়ী, বণিক ও সবরকমের দালালদের বহিষ্কার করেছি। অবশ্য, এর অর্থ এই নয় যে, পরম্পরাগত নিয়ম অনুসারে বাণিজ্যক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ব্যবসায়ী ও মুনাফাখোরদের

আবির্ভাব ঘটবে না এবং ব্যবসায়ে তাদের সবচেয়ে অনুকূল ক্ষেত্র—যৌথ খামার বাণিজ্যের সুযোগ তারা নেবে না। তা ছাড়া, যৌথ চাষীরা নিজেরাই সময় সময় ফাটকাবাজি করতে বিমুখ নয়, তাতে অবশ্য তাদের মান বাড়ে না। কিন্তু এইসব অস্বাস্থ্যকর তৎপরতার বিরুদ্ধে লড়বার উদ্দেশ্যে ফাটকাবাজি বন্ধ করার জন্য এবং ফাটকাবাজদের শাস্তিবিধানের ক্ষেত্রে আমরা সম্প্রতি সোভিয়েত আইন প্রবর্তন করেছি।[৬০] আপনারা অবশ্য জানেন যে, কোমল ব্যবস্থা করার ভুল এই আইনে নেই। আপনারা নিশ্চয়ই বুঝবেন যে, **নেপ**-এর প্রথম স্তরের অবস্থায় এমন আইন ছিল না এবং থাকতে পারত না।

কাজেই আপনারা দেখছেন যে, এই বাস্তব অবস্থা সত্ত্বেও যাঁরা **নেপ**-এর প্রথম স্তরের বাণিজ্যে প্রত্যাবর্তনের কথা বলেন, তাঁরা প্রতিপন্ন করেন যে, সোভিয়েত অর্থনীতি সম্বন্ধে তাঁরা কিছু জানেন না; একেবারেই কিছু জানেন না।

আমাদের বলা হয় যে, পাকাপোক্ত অর্থ-ব্যবস্থা ও মুদ্রা-ব্যবস্থা না হলে কোনও বাণিজ্যের—এমনকি সোভিয়েত বাণিজ্যেরও উন্নতি সম্ভব নয়; প্রথমেই অতি অবশ্য আমাদের অর্থ-ব্যবস্থা ও সোভিয়েত মুদ্রা-ব্যবস্থা পুনরুজ্জীবিত করতে হবে, যা একেবারেই অযোগ্য বলে অভিযোগ করা হয়। পুঁজিবাদী দেশগুলির অর্থনীতিবিদ্‌রা ঠিক এই কথাই আমাদের বলে থাকেন। আমার মনে হয়, ধর্ম-বিরোধী প্রচার সম্বন্ধে আর্কবিশপ অব ক্যানটারবেরির যে জ্ঞান, অর্থনীতি সম্বন্ধে এইসব সুযোগ্য অর্থনীতিবিদ্‌দের জ্ঞান তারচেয়ে বেশি নয়। কোন্ যুক্তিতে দৃঢ়ভাবে বলা যেতে পারে যে সোভিয়েত মুদ্রা-ব্যবস্থা অকেজো? এটা কি সত্য ঘটনা নয় যে, এই মুদ্রা-ব্যবস্থা দিয়েই আমরা ম্যাগ্‌নিতোস্ত্রই, নীপ্রোস্ত্রই, কুঝনেৎস্কস্ত্রই, স্তালিনগ্রাদ ও খারকভের ট্রাক্টর কারখানা, গোর্কি ও মস্কোর মোটরগাড়ির কারখানা, লক্ষ লক্ষ যৌথ খামার ও হাজার হাজার রাষ্ট্রীয় খামার গঠন করেছি? এই ভদ্রমহোদয়রা কি মনে করেন, খড় বা কাদা দিয়ে এইসব প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়েছে—তাদের নির্দিষ্ট মূল্যগুণের কোনও সারবস্তু দিয়ে নয়? কিসে সোভিয়েত মুদ্রা-ব্যবস্থার স্থিতি নিশ্চিত হয়?—অবশ্য আমরা যদি সুসংগঠিত বাজারের কথা স্মরণে রাখি—বাণিজ্যিক লেনদেনেই যার নির্ধারক গুরুত্ব—অসংগঠিত বাজার নয়, যার গুরুত্ব শুধুমাত্র পরনির্ভর? একমাত্র সংরক্ষিত স্বর্ণ ভাণ্ডারের দ্বারা নিশ্চয়ই তা হয় না। রাষ্ট্রের হাতে বিপুল পরিমাণে যে পণ্য থাকে এবং যা সুস্থিত মূল্যে বাজারে ছাড়া হয়, সর্বপ্রথম তার দ্বারা সোভিয়েত মুদ্রা-ব্যবস্থার স্থিতি

লাভ করে। মুদ্রা-ব্যবস্থার সুস্থিতি সম্পর্কে এই গ্যারান্টি—যা শুধু সোভিয়েত ইউনিয়নেরই আছে—যা সংরক্ষিত স্বর্ণভাণ্ডারের চেয়েও বড় গ্যারান্টি, তা কোন্ অর্থনীতিবিদ অস্বীকার করবেন? পুঁজিবাদী দেশসমূহের অর্থনীতবিদ্‌রা কি কখনই বুঝবেন যে, সংরক্ষিত স্বর্ণভাণ্ডারই মুদ্রা-ব্যবস্থার সুস্থিতি সম্পর্কে 'একমাত্র' গ্যারান্টি—তাঁদের এই তত্ত্বে তাঁরা ব্যাপারটায় একেবারেই তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন?

এই হল সোভিয়েত বাণিজ্যের বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিষয়ের অবস্থা।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ফলে সোভিয়েত বাণিজ্যের প্রসার সম্পর্কে আমরা কি লাভ করেছি?

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলে আমরা পেয়েছি:

(ক) হাল্কা শিল্পের উৎপাদন ১৯২৮ সালের উৎপাদনের তুলনায় ১৮৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে;

(খ) খুচরো সমবায় ও রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যিক লেনদেনের উন্নতি; ১৯৩২-এর দরের হিসেবে তার পরিমাণ এখন ৩,৯৬০ কোটি রুবল, অর্থাৎ খুচরো ব্যবসায়ে পণ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি ১৯২৮ সালের ১৭৫ শতাংশ;

(গ) রাষ্ট্রায়ত্ত দোকান ও ভাণ্ডার এবং সমবায় দোকান ও ভাণ্ডারের সংখ্যা ১৯২৯ সালের তুলনায় ১ লক্ষ ৫৮ হাজার বেশি হয়েছে;

(ঘ) যৌথ খামারের বাণিজ্য এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও সমবায় সংস্থা কর্তৃক কৃষিজাত পণ্যের ক্রয় ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এই হল প্রকৃত ঘটনাসমূহ।

পুঁজিবাদী দেশগুলির আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের অবস্থায় সম্পূর্ণ অন্য চিত্র দেখা যায়, সেখানে সঙ্কটের ফলে বিপর্যয়করভাবে বাণিজ্য হ্রাস পেয়েছে, ব্যাপক সংখ্যায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে, ছোট ও মাঝারি দোকানদাররা ধ্বংস হয়ে গেছে, বড় বড় ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হয়ে গেছে এবং যখন মেহনতী জনতার ক্রয়ক্ষমতা ক্রমেই কমে যাচ্ছে তখন বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানগুলিতে বেশি পরিমাণে মাল জমছে।

বাণিজ্যের পরিমাণের অগ্রগতি সম্পর্কে চার বছরে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার এই হল ফল।

৭। শত্রুতাপূর্ণ শ্রেণীগুলির অবশিষ্টাংশের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ক্ষেত্রে চার বছরে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফল

শিল্পে, কৃষিতে ও বাণিজ্যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হবার ফলে আমরা জাতীয় অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের মূলনীতি প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং সেগুলি থেকে পুঁজিবাদী উপাদানগুলি বহিষ্কার করেছি।

তার ফলে পুঁজিবাদী উপাদানগুলি সম্পর্কে কি ঘটতে পারত; এবং প্রকৃতপক্ষে কি ঘটেছে?

এর ফলে এই ঘটেছে: মরণোন্মুখ শ্রেণীসমূহের সর্বশেষ অবশিষ্টাংশ—ব্যক্তিগত উৎপাদক ও পরিচারকরা, ব্যক্তিগত ব্যবসায়ী ও তাদের অনুগত ভৃত্যেরা, পূর্বেকার অভিজাত ও পুরোহিতরা, কুলাক ও তাদের দালালরা, আগেকার শ্বেতরক্ষী অফিসার ও পুলিশ কর্মচারীরা, বেসামরিক পুলিশ ও জঙ্গী পুলিশ, সর্বরকমের উৎকট স্বদেশভক্ত বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী এবং অন্য সব সোভিয়েত-বিরোধী উপাদান আশ্রয়চ্যুত হয়েছে।

আশ্রয়চ্যুত হয়ে সমগ্র ইউ. এস. এস. আর এ ছড়িয়ে পড়ার পর 'পূর্বের এই সুবিধাভোগীরা' ধীরে ধীরে ও নিঃশব্দে ঢুকেছে আমাদের কলকারখানায়, আমাদের সরকারী দপ্তরগুলিতে ও বাণিজ্য-সংস্থাসমূহে, আমাদের রেলপথে ও জল-পরিবহনের ব্যবস্থায় এবং প্রধানতঃ যৌথ খামারে ও রাষ্ট্রীয় খামারে। সুড় সুড় করে এইসব জায়গায় ঢুকে তারা আশ্রয় নিয়েছে এবং 'শ্রমিক' ও 'কৃষকের' মুখোস পরেছে; তাদের কিছু কিছু পার্টিতেও নিঃশব্দে অনুপ্রবেশ করেছে।

এইসব জায়গায় তারা কি নিয়ে এসেছে? নিঃসন্দেহে তারা সঙ্গে নিয়ে এসেছে সোভিয়েত শাসনের বিরুদ্ধে ঘৃণার মনোভাব, নতুন ধরনের অর্থনীতি, জীবন ও সংস্কৃতির প্রতি তীব্র শত্রুতার মনোভাব।

সোভিয়েত শাসনকে সামনা-সামনি আক্রমণ করার ক্ষমতা এই ভদ্রলোকদের আর নেই। তারা এবং তাদের শ্রেণীগুলি কয়েকবার এই আক্রমণ করেছে, কিন্তু তারা পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হয়েছে। কাজেই, শ্রমিকদের, যৌথ চাষীদের, সোভিয়েত শাসনের ও পার্টির ক্ষতিসাধনই এখন তাদের একমাত্র কাজ; এবং গোপনে কাজ করে যতদূর ক্ষতি করা তাদের পক্ষে সম্ভব, তা তারা করে যাচ্ছে। তারা গুদামঘরে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং যন্ত্রপাতি

ধ্বংস করে! তারা অন্তর্ঘাতী নাশকতামূলক কাজ সংগঠিত করে। যৌথ খামারে ও রাষ্ট্রীয় খামারে তারা ধ্বংসাত্মক কাজ সংগঠিত করে। তাদের কেউ কেউ—কিছু অধ্যাপকও তাদের মধ্যে আছে—ধ্বংসাত্মক কাজে এতদূর উৎসাহী যে, যৌথ খামারে ও রাষ্ট্রীয় খামারে গৃহপালিত পশুর দেহে তারা প্লেগ ও অ্যানথ্রাকসের (বিষ ফোঁড়া) বীজাণুর ইনজেকশন দেয়, ঘোড়া প্রভৃতি পশুর মধ্যে মেনিনজাইটিসের (মস্তিষ্কের রোগ) প্রসারে সহায়তা করে।

কিন্তু এইটেই প্রধান জিনিস নয়। 'পূর্বেকার এই সুবিধাভোগীদের' প্রধান 'কাজে' তারা রাষ্ট্রের সম্পত্তি, সমবায়ের সম্পত্তি ও যৌথ খামারের সম্পত্তি দলবদ্ধভাবে চুরি করা ও লুট করার কাজ সংগঠিত করে। কলকারখানায় চুরি ও লুট, মালগাড়িতে চুরি ও লুট, গুদামে ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে চুরি ও লুট—বিশেষতঃ রাষ্ট্রীয় খামারে ও যৌথ খামারে অপহরণ ও লুণ্ঠন, এই হল 'পূর্বেকার সুবিধাভোগীদের' 'কাজের' প্রধান ধরন। শ্রেণীগত সহজাত প্রবৃত্তিই যেন তাদের বলে দেয় যে, জনসাধারণের সম্পত্তি হচ্ছে সোভিয়েত অর্থনীতির ভিত্তি এবং সোভিয়েত শাসনের ক্ষতি করতে হলে এই ভিত্তি ভেঙে দিতে হবে—এবং বাস্তবিকভাবে ব্যাপক অপহরণ ও লুণ্ঠন সংগঠিত করে তারা জনগণের মালিকানার ভিত্তি কাঁপিয়ে দিতে চেষ্টা করে।

লুণ্ঠন সংগঠিত করার জন্য তারা ব্যক্তিগত সম্পত্তির অভ্যাসকে এবং যৌথ খামারে পূর্বব্যবস্থার উদ্বর্তনদের—যারা সেদিন পর্যন্তও ব্যক্তিগত কৃষক ছিল এবং এখন যৌথ খামারের সদস্য—ব্যবহার করে। মার্কসবাদী হিসেবে আপনাদের জানা উচিত যে, উন্নয়নের সময় মানুষের চেতনাশক্তি মানুষের প্রকৃত অবস্থা থেকে পিছনে থাকে। যৌথ খামারসমূহের সদস্যদের অবস্থা এই যে, তারা আর ব্যক্তিগত চাষী নয়—যৌথ খামারের চাষী, কিন্তু তাদের চেতনা এখনো পূর্ববর্তীকালের, অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকদের চেতনায় রয়েছে। এইজন্য শোষকশ্রেণীর এই 'পূর্বেকার সুবিধাভোগীরা' জনসাধারণের সম্পদ লুণ্ঠনকে সংগঠিত করার জন্য এবং সোভিয়েত প্রথার অর্থাৎ জনগণের সম্পত্তির ভিত্তি কাঁপিয়ে দেওয়ার জন্য যৌথ চাষীদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির অভ্যাসকে কাজে লাগায়।

আমাদের অনেক কমরেড আত্মপ্রসন্নভাবে এসব ঘটনা দেখেন এবং এই ব্যাপক চুরি ও লুটের তাৎপর্য বুঝতে পারেন না। তাঁরা এসব ঘটনা সম্পর্কে চোখ বুঁজে থাকেন এবং ভেবে নেন যে, 'এর মধ্যে স্বাতন্ত্র্যসূচক কিছু নেই'।

কিন্তু এই কমরেডরা গভীরভাবে ভ্রান্ত। আমাদের প্রথার ভিত্তি হল জনগণের সম্পত্তি, ঠিক যেমন ব্যক্তিগত সম্পত্তি হল পুঁজিবাদের ভিত্তি। পুঁজিবাদীরা যখন পুঁজিবাদী প্রথা সংহত করছিল তখন যদি তারা ঘোষণা করে থাকে যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি হল পবিত্র ও অলংঘনীয়, তাহলে এটা আরও বেশি যুক্তিপূর্ণ যে, উৎপাদনের এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের সর্বক্ষেত্রে অর্থনীতির নতুন সমাজতান্ত্রিক রূপগুলি সংহত করার জন্য আমাদের কমিউনিস্টদের উচিত জনগণের সম্পত্তিকে পবিত্র ও অলংঘনীয় বলে ঘোষণা করা। জনগণের সম্পত্তির চুরি ও লুণ্ঠন মেনে নেওয়া—তা সে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি, সমবায়ী ও যৌথ খামারের সম্পত্তি যাই হোক না কেন—এবং এরূপ প্রতিবিপ্লবী ঘোর দৌরাত্ম্যকে উপেক্ষা করার অর্থ হল সোভিয়েত প্রথার ধ্বংসসাধনে সাহায্য করা ও দৌরাত্ম্যকে আড়াল করা, যে সোভিয়েত প্রথার ভিত্তি জনগণের সম্পত্তির উপর নির্ভরশীল। এই সমস্ত কারণেই আমাদের সোভিয়েত সরকার সাম্প্রতিককালে জনগণের সম্পত্তি রক্ষার জন্য আইন পাশ করেছে।[৬১] এই বিধিবদ্ধকর আইন হল বর্তমানে বিপ্লবী আইনের ভিত্তি। এবং প্রতিটি কমিউনিস্ট, প্রতিটি শ্রমিক ও প্রতিটি যৌথ চাষীর পক্ষে প্রধান কর্তব্য হল এই আইন কঠোরভাবে মেনে চলা।

বলা হয়ে থাকে যে, **নেপ**-এর প্রথম সময়কালের বিপ্লবী আইনের সঙ্গে বর্তমানের বিপ্লবী আইনের কোনরূপ পার্থক্য নেই এবং বর্তমানের বিপ্লবী আইন হল **নেপ**-এর প্রথম সময়কালের বিপ্লবী আইনে প্রত্যাবর্তন। এটা সম্পূর্ণরূপে ভুল। **নেপ**-এর প্রথম সময়কালের বিপ্লবী আইনের শাণিত ধার যুদ্ধকালীন সাম্যবাদের বাড়াবাড়ি এবং 'বে-আইনী' বাজেয়াপ্তকরণ ও শুল্ক ধার্যকরণের বিরুদ্ধে প্রধানতঃ লক্ষ্যীভূত ছিল। এই আইন ব্যক্তিগত মালিকের সম্পত্তি, ব্যক্তিগত কৃষকের সম্পত্তি এবং পুঁজিবাদী সম্পত্তির নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করেছিল—অবশ্য এই শর্তে যে তারা সোভিয়েত আইন কঠোরভাবে মেনে চলবে। বর্তমান সময়ে বিপ্লবী আইন সম্পর্কে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পৃথক। বিপ্লবী আইনের শাণিত ধার এখন যুদ্ধকালীন সাম্যবাদ, যার অবস্থিতি বহু পূর্বে শেষ হয়েছে, তার বিরুদ্ধে নয়, চোর এবং জনগণের অর্থনীতির ধ্বংসকারী, গুণ্ডা এবং জনগণের সম্পত্তির ছিঁচকে চোরদের বিরুদ্ধে লক্ষ্যীভূত। সুতরাং বর্তমান সময়ে বিপ্লবী আইনের প্রধান উদ্দেশ্য হল জনগণের সম্পত্তি রক্ষা করা।

এর জন্যই পার্টির অন্যতম মূল কর্তব্যকাজ হল জনগণের সম্পত্তি রক্ষা করার

এবং আমাদের সোভিয়েত আইনসমূহ আমাদের এক্তিয়ারে যে সমস্ত ব্যবস্থা এবং উপায়-উপকরণ দিয়েছে তার জন্য সংগ্রাম করা।

সর্বহারাশ্রেণীর একটি দৃঢ় ও শক্তিশালী একনায়কত্ব—মরণোন্মুখ শ্রেণীগুলির অবশিষ্টাংশসমূহকে শেষ করা এবং তাদের চৌর্যবৃত্তিকে ব্যর্থ করার জন্য এখন আমাদের এইরকম একনায়কত্বেরই প্রয়োজন।

শ্রেণীসমূহের বিলুপ্তি, একটি শ্রেণীহীন সমাজের সৃষ্টি এবং রাষ্ট্রের উবে যাওয়া সম্পর্কে তত্ত্বকে কিছু কিছু কমরেড আলস্য ও আত্মপ্রসাদের, শ্রেণী-সংগ্রামের বিলোপ এবং রাষ্ট্রশক্তি দুর্বলতর হওয়ার প্রতিবিপ্লবী তত্ত্বের সমর্থন বলে ব্যাখ্যা করেছেন। বলা বাহুল্য, এরূপ লোকদের বক্তব্যের সঙ্গে আমাদের পার্টির বক্তব্যের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। এরা হয় অধঃপতিত না হয় শঠ এবং তাদের অতি অবশ্য পার্টি থেকে বহিষ্কার করে দিতে হবে। শ্রেণী-সমূহের বিলোপ শ্রেণী সংগ্রামের অবসান দ্বারা অর্জিত হয় না, অর্জিত হয় তার তীব্রায়নের দ্বারা। রাষ্ট্রক্ষমতা দুর্বলতর হওয়ার ফলে রাষ্ট্র শুকিয়ে যাবে না, রাষ্ট্র শুকিয়ে যাবে তাকে চূড়ান্তভাবে শক্তিশালী করার ফলে; এই চূড়ান্তভাবে শক্তিশালী করার প্রয়োজন হল মরণোন্মুখ শ্রেণীসমূহের অবশিষ্টাংশকে চূর্ণ করার, পুঁজিবাদী পরিবেষ্টনের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা সংগঠিত করার জন্য—এই পরিবেষ্টনের অবলুপ্তি এখনো দূরে এবং তা শীঘ্র অবলুপ্ত হবে না।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার ফলে উৎপাদনের ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান থেকে শত্রুমনোভাবাপন্ন শ্রেণীসমূহের শেষ অবশিষ্টাংশসমূহকে চূড়ান্ত-ভাবে উচ্ছেদ করতে আমরা সফল হয়েছি, কুলাকদের ছত্রভঙ্গ করে তাদের নিশ্চিহ্নকরণের পক্ষে জমিন প্রস্তুত করেছি। বুর্জোয়াদের শেষতম বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের ক্ষেত্রে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার এরূপই হল ফলশ্রুতি। কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয়। কর্তব্যকাজ হল আমাদের নিজেদের কর্মসংস্থা ও প্রতিষ্ঠান-গুলি থেকে এই সমস্ত 'পূর্বের সুবিধাভোগীদের' উচ্ছেদ করা এবং চিরকালের জন্য তাঁদের নির্বিষ করা।

এটা বলা যেতে পারে না যে এই 'পূর্বে সুবিধাভোগীরা' তাদের ধ্বংসসাধক এবং চৌর্যমূলক ষড়যন্ত্রের দ্বারা ইউ. এস. এস. আর-এর বর্তমান পরিস্থিতিতে কোন পরিবর্তন আনতে পারে। সোভিয়েত সরকারের অবলম্বিত ব্যবস্থা-সমূহের বিরোধিতা করার ব্যাপারে তারা অতিশয় দুর্বল ও শক্তিহীন। কিন্তু আমাদের কমরেডরা যদি বৈপ্লবিক সতর্কতায় সজ্জিত না হন এবং জনগণের

সম্পত্তির চুরি ও লুণ্ঠনের ঘটনাসমূহের প্রতি যদি তাঁরা আত্মতৃপ্ত এবং কল্পনা-শক্তিহীন মনোভাব ত্যাগ না করেন, তাহলে এইসব 'পূর্বে সুবিধাভোগকারীরা' ভালরকম ক্ষতি করতে পারে।

আমাদের অবশ্য স্মরণে রাখতে হবে যে, সোভিয়েত রাষ্ট্রের ক্ষমতাবৃদ্ধি মরণোন্মুখ শ্রেণীসমূহের শেষতম অবশিষ্টাংশের প্রতিরোধ আরও তীব্রতর করবে। ঠিক যেহেতু তারা মরণোন্মুখ এবং তাদের অন্তিম সময় ঘনিয়ে এসেছে, সেইহেতু তারা এক ধরনের আক্রমণ থেকে আর এক ধরনের আক্রমণে—তীব্রতর ধরনের—যাবে; এ ব্যাপারে তারা জনগণের পশ্চাৎপদ অংশসমূহের কাছে আবেদন করবে এবং সোভিয়েত শাসনের বিরুদ্ধে তাদের সক্রিয় করবে। এমন কোন আঘাত অথবা কুৎসা নেই যা এই সমস্ত 'পূর্বে সুবিধাভোগকারীরা' সোভিয়েত শাসনের বিরুদ্ধে অবলম্বন করবে না এবং যাকে আশ্রয় করে তারা পশ্চাৎপদ অংশসমূহকে সমবেত করতে চেষ্টা করবে না। এতে পুরানো প্রতি-বিপ্লবী পার্টিগুলির কর্মতৎপরতা পুনরুজ্জীবিত করার জমিন সৃষ্ট হতে পারে—সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি, মেনশেভিক এবং মধ্য ও সীমান্ত এলাকাগুলির বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীরা; এতে ট্রট্‌স্কিপন্থী ও দক্ষিণপন্থী বিপথগামীদের মধ্যে প্রতিবিপ্লবী টুকরো টুকরো অংশসমূহের মাঝে কর্মতৎপরতা পুনরুজ্জীবিত করার জমিন সৃষ্ট হতে পারে। অবশ্য এতে ভয়ংকর কিছু নেই। কিন্তু বিশেষ আত্মত্যাগ ব্যতিরেকে যদি আমরা দ্রুত এই সমস্ত অংশকে শেষ করতে চাই, তাহলে এ সমস্তই আমাদের স্মরণে রাখতে হবে।

এইজন্যই বৈপ্লবিক সতর্কতা হল এমন একটা গুণ যা অর্জন করা বর্তমান সময়ে বলশেভিকদের বিশেষ প্রয়োজন।

৮। সাধারণ সিদ্ধান্তসমূহ

শিল্প ও কৃষি সম্পর্কে, মেহনতী জনগণের জীবনযাত্রা উন্নত করা সম্পর্কে, ব্যবসায়ের লেনদেন বিবর্ধিত করা সম্পর্কে, সোভিয়েত শাসন সুসংহত করা এবং মরণোন্মুখ শ্রেণীগুলির অবশেষ ও উর্দ্ধতনসমূহের বিরুদ্ধে শ্রেণী-সংগ্রাম বিকশিত করা সম্পর্কে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার এগুলিই হল প্রধান প্রধান ফল।

গত চার বছরে সোভিয়েত শাসনের সাফল্য ও লাভগুলি হল এইরকমই।

এটা মনে করা ভুল হবে যে, যেহেতু এইসব সাফল্য অর্জিত হয়েছে, সেই-

হেতু যেমন হওয়া উচিত, সব ব্যাপারেই সেরকমটি হয়েছে। নিশ্চিতরূপে, আমাদের সব ব্যাপারই যেমনটি হওয়া উচিত এখনো সেরূপ নয়। আমাদের কাজে অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি ও ভুলভ্রান্তি আছে। আমাদের ব্যবহারিক কাজে এখনো অদক্ষতা ও তালগোল পাকানো অবস্থা দেখতে পাওয়া যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে ত্রুটিবিচ্যুতি ও ভুলভ্রান্তি সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য আমি এখন থামতে পারি না, কারণ আমাকে যে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে তা এই আলোচনার জন্য যথেষ্ট সুযোগ আমাকে দেয় না। কিন্তু ঠিক এখনই বিষয়টি তা নয়। বিষয়টি হল এই যে, ত্রুটিবিচ্যুতি ও ভুলভ্রান্তি, যাদের বিদ্যমানতা কেউ-ই অস্বীকার করে না, সেগুলি সত্ত্বেও আমরা এমন গুরুত্বপূর্ণ সাফল্যসমূহ অর্জন করেছি যা সারা বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে প্রশংসা জাগিয়ে তুলেছে—আমরা যে বিজয় অর্জন করেছি, যা সত্যসত্যই বিশ্বব্যাপী ঐতিহাসিক তাৎপর্যময়।

ভুলভ্রান্তি ও ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও চার বছরে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সমাধা করার ক্ষেত্রে পার্টি যে চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করেছে তা সংঘটন করতে কি প্রধান ভূমিকা পালন করতে পারত এবং বাস্তবক্ষেত্রে পালন করেছে?

কি সেই প্রধান শক্তিগুলি যা সব কিছু সত্ত্বেও আমাদের এই ঐতিহাসিক বিজয় সুনিশ্চিত করেছে?

সর্বপ্রথম এবং সবাগ্রে সেগুলি হল বিপুলসংখ্যক শ্রমিক ও যৌথ খামারের চাষীদের কর্মতৎপরতা ও ঐকান্তিকতা, উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং উদ্যোগ; এরা ইঞ্জিনীয়ারিং ও প্রয়োগকুশল শক্তিসমূহের সাথে একত্রে সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা এবং শক-ব্রিগেডসুলভ কাজ বিবর্ধিত করতে প্রকাণ্ড কর্মশক্তি দেখিয়েছে। কোন সন্দেহই থাকতে পারে না যে, এটি ব্যতিরেকে আমরা আমাদের লক্ষ্য অর্জন করতে পারতাম না, এক পা-ও অগ্রসর হতে পারতাম না।

দ্বিতীয়তঃ, পার্টি ও সরকারের দৃঢ় নেতৃত্ব, যা ব্যাপক জনগণকে সামনের দিকে পরিচালিত করেছে এবং যা লক্ষ্যে পৌছাবার পথে সমস্ত অসুবিধা অতিক্রম করেছে।

এবং, সর্বশেষে, অর্থনীতির সোভিয়েত প্রথার বিশেষ গুণ ও সুবিধাগুলি যার মধ্যে রয়েছে অসুবিধাগুলিকে অতিক্রম করার পক্ষে প্রয়োজনীয় বিশাল সম্ভাবনাসমূহ।

এই তিনটিই হল প্রধান শক্তি যা ইউ. এস. এস. আর-এর ঐতিহাসিক বিজয় নির্ধারণ করেছে।

সাধারণ সিদ্ধান্তসমূহ ঃ

১। বুর্জোয়া ও সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটিক নেতাদের এই দৃঢ় উক্তি যে, পাঁচসালা পরিকল্পনা ছিল একটি অলীক কল্পনা, প্রলাপ এবং অসম্পন্নযোগ্য স্বপ্ন, পাঁচসালা পরিকল্পনার ফলগুলি তা খণ্ডন করেছে। এই ফলগুলি প্রতিপন্ন করেছে যে, ইতিমধ্যেই পাঁচসালা পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়েছে।

২। বুর্জোয়াদের এই সুবিদিত 'বিশ্বাসের বিষয়বস্তু' যে, শ্রমিকশ্রেণী নতুন কিছু গড়ে তুলতে অক্ষম, পুরানো বস্তু ধ্বংস করতেই শ্রমিকশ্রেণী শুধু সমর্থ, পাঁচসালা পরিকল্পনার ফলগুলি সেই বিশ্বাসের বিষয়বস্তুকে চূর্ণ করেছে। পাঁচসালা পরিকল্পনার ফলগুলি প্রতিপন্ন করেছে যে শ্রমিকশ্রেণী যেমন পুরানো বস্তুকে ধ্বংস করতে দক্ষ, তেমনি সমভাবেই তা নতুন কিছু গড়ে তুলতে দক্ষ।

৩। পাঁচসালা পরিকল্পনার ফলগুলি সোশ্যাল-ডিমোক্র্যাটদের এই তত্ত্ব বিচূর্ণ করেছে যে, পৃথকভাবে একটি দেশের পক্ষে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা অসম্ভব। পাঁচসালা পরিকল্পনার ফলগুলি প্রতিপন্ন করেছে যে, একটিমাত্র দেশেই সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলা সম্পূর্ণরূপে সম্ভব; কারণ এমন সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি ইতিমধ্যেই ইউ. এস. এস. আর-এ সংস্থাপিত হয়েছে।

৪। পাঁচসালা পরিকল্পনার ফলগুলি বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ্‌দের এই দৃঢ় উক্তি খণ্ডন করেছে যে, অর্থনীতির বুর্জোয়া প্রথা সমস্ত প্রথার মধ্যে উৎকৃষ্টতম—অর্থনীতির অন্য সমস্ত প্রথা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত নয় এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের অসুবিধাগুলির পরীক্ষায় তা টিঁকে থাকতে অক্ষম। পাঁচসালা পরিকল্পনার ফলগুলি প্রতিপন্ন করেছে যে, অর্থনীতির পুঁজিবাদী প্রথা হল দেউলিয়া এবং সুপ্রতিষ্ঠিত নয়; প্রতিপন্ন করেছে যে অর্থনীতির পুঁজিবাদী প্রথার দিন গত হয়েছে এবং তাকে অতি অবশ্য অন্য একটি উচ্চতর সোভিয়েত অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক প্রথার নিকট হঠে যেতে হবে এবং অর্থনীতির একটিমাত্র প্রথা, যার কোন সংকটের ভয় নেই এবং যা পুঁজিবাদ যে সমস্ত অসুবিধাগুলি সমাধান করতে পারে না সেই অসুবিধাগুলি অতিক্রম করতে সমর্থ—তা হল অর্থনীতির সোভিয়েত প্রথা।

৫। সর্বশেষে, পাঁচসালা পরিকল্পনার ফলগুলি প্রতিপন্ন করেছে যে যদি

কমিউনিস্ট পার্টি তার লক্ষ্য জানে এবং যদি তা অসুবিধাগুলিকে ভয় না করে তাহলে কমিউনিস্ট পার্টি অজেয়।

(প্রচণ্ড এবং দীর্ঘস্থায়ী হর্ষধ্বনি, যা আনন্দোৎসবে পরিণত হয়। কমরেড স্তালিনকে অভিনন্দন জানাতে সকলেই উঠে দাঁড়ান।)

গ্রামাঞ্চলে কাজ

(১১ই জানুয়ারি ১৯৩৩ তারিখে প্রদত্ত ভাষণ)

কমরেডগণ, আমি মনে করি পূর্ববর্তী বক্তারা গ্রামাঞ্চলে পার্টির কাজকর্মের অবস্থা, তার গুণাগুণ ও ত্রুটিবিচ্যুতি সঠিকভাবে বর্ণনা করেছেন—বিশেষ করে ত্রুটিবিচ্যুতি সম্বন্ধে। তৎসত্ত্বেও আমার মনে হয়, গ্রামাঞ্চলে আমাদের কাজকর্মের ব্যাপারে ত্রুটিবিচ্যুতি সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস উল্লেখ করতে তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন, তাঁরা এই সমস্ত ত্রুটিবিচ্যুতির মূলোদ্‌ঘাটন করেননি। অথচ এই দিকটা হল আমাদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক। তাই, গ্রামাঞ্চলে আমাদের কাজকর্মের ত্রুটিবিচ্যুতির উপর আমার অভিমত প্রকাশ করতে আমায় অনুমতি দিন—বলশেভিকদের বৈশিষ্ট্যসূচক অকপটতা নিয়ে আমি তা প্রকাশ করব।

গত বছর ১৯৩২ সালে গ্রামাঞ্চলে আমাদের পার্টির কাজে প্রধান ত্রুটি কি ছিল?

প্রধান ত্রুটি এই ছিল যে, পূর্বতন বছরের (১৯৩১) তুলনায় ১৯৩২ সালে আমাদের খাদ্য সংগ্রহের অনুষঙ্গী ছিল প্রবলতর অসুবিধাসমূহ।

তার কারণ কিন্তু ফসলের খারাপ অবস্থা কোনমতেই ছিল না; কেননা ১৯৩২ সালে ফসল তার পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় অধিকতর মন্দ তো ছিলই না বরং উৎকৃষ্টতর ছিল। কেউই অস্বীকার করতে পারে না যে, ১৯৩২ সালে ফসলের পরিমাণ ১৯৩১ সালের তুলনায় অধিকতর ছিল—১৯৩১ সালে ইউ. এস. এস. আর-এর উত্তর-পূর্ব অংশের প্রধান প্রধান পাঁচটি এলাকায় খরা দেশের শস্য উৎপাদন বেশ খানিকটা হ্রাস করেছিল। অবশ্য ১৯৩২ সালেও, কুবান

এবং তেরেক অঞ্চলসমূহে এবং ইউক্রেনের কতকগুলি জেলায় প্রতিকূল আবহাওয়া সংক্রান্ত অবস্থার জন্য শস্যের কিছু কিছু ক্ষতি আমাদের ভোগ করতে হয়েছিল। কিন্তু কোন সন্দেহই থাকতে পারে না যে, ১৯৩১ সালে ইউ. এস. এস. আর-এর উত্তর-পূর্ব অংশগুলিতে খরার ফলে আমরা যে ক্ষতি ভোগ করেছিলাম, ১৯৩২ সালে তার তুলনায় ক্ষতির পরিমাণ অর্ধেকও নয়। সেইহেতু ১৯৩২ সালে ১৯৩১ সালের তুলনায় দেশে অধিকতর পরিমাণে শস্য ছিল। এবং তথাপি, এই ঘটনা সত্ত্বেও পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১৯৩২ সালে খাদ্য সংগ্রহের অনুষঙ্গী ছিল প্রবলতর অসুবিধাগুলি।

ব্যাপারটি কি? আমাদের কাজে এই ত্রুটিবিচ্যুতির কারণ কী কী? এই পার্থক্য কিভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে?

(১) প্রথমতঃ, ব্যাখ্যা করতে হবে এই বাস্তব ঘটনার দ্বারা যে, বিভিন্ন এলাকায় অবস্থিত আমাদের কমরেডরা, গ্রামাঞ্চলে আমাদের পার্টির কর্মীরা শস্যের ক্ষেত্রে যৌথ খামারের ব্যবসায়ে অনুমতি দান গ্রামাঞ্চলে যে নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল তা হিসেবের বিষয়ীভূত করতে ব্যর্থ হন। এবং ঠিক যেহেতু তাঁরা নতুন পরিস্থিতির হিসেব করতে ব্যর্থ হন, ঠিক সেই কারণে নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নতুন নতুন পন্থায় তাঁদের কাজকর্ম পুনঃসংগঠিত করতে তাঁরা অক্ষম হন। যে পযন্ত শস্যের ক্ষেত্রে যৌথ খামারের ব্যবসা অনুপস্থিত ছিল, যে পযন্ত শস্যের দুটি মূল্য ছিল না—রাষ্ট্রীয় মূল্য এবং বাজারের মূল্য—সে পর্যন্ত গ্রামাঞ্চলের পরিস্থিতির একটি রূপই ছিল। যখন শস্যের ক্ষেত্রে যৌথ খামারের ব্যবসায়কে অনুমতি দেওয়া হল, তখন পরিস্থিতি তীব্রভাবে পরিবর্তিত হতে বাধ্য হল, কেননা যৌথ খামারের ব্যবসায়ে অনুমতি দানের অর্থ হল, শস্যের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় মূল্যের চেয়ে অধিকতর একটি বাজার দরের বৈধকরণ। এটা প্রমাণের দরকার হয় না যে, রাষ্ট্রের কাছে শস্য অর্পণ করার ব্যাপারে কৃষকদের মধ্যে একটা অনিচ্ছা জন্মাতে এই ঘটনা বাধ্য ছিল। কৃষক এইভাবে হিসেব করল: 'শস্যের ক্ষেত্রে যৌথ খামারের ব্যবসায়কে অনুমতি দেওয়া হয়েছে; বাজারের দরকে আইনসম্মত করা হয়েছে; রাষ্ট্রের কাছে আমি যে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্য অর্পণ করব, সেই পরিমাণ শস্যের জন্য আমি বাজারে অপেক্ষাকৃত বেশি দাম পেতে পারি—সুতরাং আমি যদি বোকা না হই, আমাকে অবশ্যই শস্য ধরে রাখতে হবে, রাষ্ট্রকে কম পরিমাণ শস্য অর্পণ করতে হবে, যৌথ খামারের ব্যবসায়ের জন্য অপেক্ষাকৃত

বেশি শস্য রেখে দিতে হবে, এবং এইভাবে বিক্রীত একই পরিমাণ শস্যের জন্য আমি বেশি দাম পাব।'

এটা হল সহজতম ও সর্বাপেক্ষা স্বাভাবিক যুক্তি।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হল এই যে, গ্রামাঞ্চলে আমাদের পার্টি-কর্মীরা—অন্ততঃপক্ষে তাদের অনেকেই—এই সহজ ও স্বাভাবিক জিনিসটা বুঝতে ব্যর্থ হলেন। সোভিয়েত সরকারের অর্পিত দায়িত্ব লংঘন ব্যাহত করার জন্য, এই নতুন পরিস্থিতিতে ফসল ওঠার একেবারে প্রথম দিনগুলি থেকে—১৯৩২ সালের জুলাই মাসের মতো গোড়াকার দিকে খাদ্য সংগ্রহ বৃদ্ধি এবং ত্বরান্বিত করার জন্য কমিউনিস্টদের সব কিছু করা উচিত ছিল। এটাই ছিল পরিস্থিতির দাবি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁরা কি করলেন? খাদ্য সংগ্রহ ত্বরান্বিত করার বদলে, যৌথ খামারগুলিতে তাঁরা সবরকমের তহবিল গঠন ত্বরান্বিত করতে লাগলেন এবং এইভাবে রাষ্ট্রের নিকট তাদের বাধ্যবাধকতা পূরণে তাঁরা শস্য উৎপাদকদের অনিচ্ছাকে উৎসাহিত করলেন। নতুন পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়ে তাঁরা ভয় পেতে লাগলেন—এটা নয় যে, কৃষকদের শস্য অর্পণের অনিচ্ছা খাদ্য সংগ্রহে বাধা জন্মাতে পারে, কিন্তু কৃষকদের মনে যে আসতে পারে তারা কিছু শস্য ধরে রাখবে যাতে পরবর্তী সময়ে তারা সেই শস্য যৌথ খামারের ব্যবসায়ের পথ ধরে বাজারে আনতে পারে; তাঁরা ভাবলেন যে সম্ভবতঃ এগিয়ে গিয়ে কৃষকেরা তাদের সমস্ত শস্য এলিভেটরে চড়িয়ে দেবে।

অন্য কথায়, গ্রামাঞ্চলে আমাদের কমিউনিস্টরা, অন্ততঃপক্ষে তাদের অধিকাংশ, যৌথ খামারের ব্যবসায়ের কেবলমাত্র সদর্থক দিকটা উপলব্ধি করলেন, তাঁরা তার সদর্থক দিকটা উপলব্ধি করলেন এবং তা হজম করলেন, কিন্তু যৌথ খামারের ব্যবসায়ের নঞর্থক দিকগুলি উপলব্ধি ও হজম করতে নিশ্চিতরূপে তাঁরা ব্যর্থ হলেন—তাঁরা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হলেন যে যৌথ খামারের ব্যবসায়ের নঞর্থক দিকগুলি রাষ্ট্রের বহু ক্ষতিসাধন করতে পারে, যদি না তাঁরা, অর্থাৎ কমিউনিস্টরা, ফসল ওঠার একেবারে প্রথম দিনগুলি থেকে যথাশক্তি দিয়ে শস্য সংগ্রহের জন্য ব্যাপক প্রচার আন্দোলন ত্বরান্বিত করেন।

এবং এই ভুলগুলি যৌথ খামারের কমিউনিস্টরাই শুধু করেননি। রাষ্ট্রীয় খামারের পরিচালকগণও এই ভুল করলেন, যে শস্য রাষ্ট্রকে দেওয়া উচিত ছিল তাঁরা অপরাধজনকভাবে সেই শস্য ধরে রাখেন এবং অধিকতর মূল্যে রাষ্ট্রীয় খামারগুলির পাশাপাশি সেই সমস্ত শস্য বিক্রি করতে থাকেন।

গণ-কমিশার পরিষদ এবং কেন্দ্রীয় কমিটি যখন যৌথ খামারের ব্যবসায়ের উন্নয়নের প্রশ্নে তাঁদের সিদ্ধান্ত[৬২] প্রকাশ করেন, তখন কি তাঁরা শস্যের ক্ষেত্রে যৌথ খামারের ব্যবসায়ের ফলে যে নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, তা বিবেচনা করেছিলেন? হাঁ, তাঁরা তা বিবেচনা করেছিলেন। সেই সিদ্ধান্তে এটা পরিষ্কারভাবে বর্ণিত আছে যে, শস্য সংগ্রহের পরিকল্পনা সমগ্রভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে পরিপূরিত হওয়া এবং বীজ ভাণ্ডারজাত হওয়ার পরেই কেবলমাত্র শস্যের ক্ষেত্রে যৌথ খামারের ব্যবসা আরম্ভ হতে পারে। সিদ্ধান্তটিতে এটা পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কেবলমাত্র শস্য সংগ্রহের কাজ এবং বীজ ভাণ্ডারজাত করার পর—১৯৩৩ সালের ১৫ই জানুয়ারির কাছাকাছি সময়ে—কেবলমাত্র এই সমস্ত শর্ত পূরণ হবার পরে শস্যের ক্ষেত্রে যৌথ খামারের ব্যবসায় আরম্ভ হতে পারে। এই সিদ্ধান্তের দ্বারা গণ-কমিশার পরিষদ এবং কেন্দ্রীয় কমিটি গ্রামাঞ্চলে আমাদের আমলাদের ঠিক যেন বলতে চেয়েছেন: সমস্ত রকমের তহবিল এবং রিজার্ভ সম্পর্কে উদ্বেগের দ্বারা আপনাদের মনোযোগ আচ্ছন্ন হতে দেবেন না; প্রধান কর্তব্যকাজ থেকে পথভ্রষ্ট হবেন না; ফসল ওঠার একেবারে প্রথম দিনগুলি থেকে শস্য সংগ্রহের ব্যাপারে ব্যাপক সংগঠিত প্রচার আন্দোলন বিকশিত করুন, তাকে ত্বরান্বিত করুন; কেননা প্রথম নির্দেশ হল—শস্য সংগ্রহের জন্য পরিকল্পনা সম্পাদন কর; দ্বিতীয় নির্দেশ হল—বীজ ভাণ্ডারজাত কর; এবং কেবলমাত্র এই সমস্ত শর্ত পূরণ হবার পরই শস্যের ক্ষেত্রে যৌথ খামারের ব্যবসায় আরম্ভ করা যেতে পারে, বিকশিত করা যেতে পারে।

সম্ভবতঃ, কেন্দ্রীয় কমিটির পালিটব্যুরো এবং গণ-কমিশার পরিষদ বিষয়টির এই দিকটার উপর যথেষ্ট দৃঢ়ভাবে জোর না দেওয়া এবং যৌথ খামারের ব্যবসায়ে যে বিপদগুলি নিহিত আছে সে সম্পর্কে গ্রামাঞ্চলে আমাদের আমলাদের যথেষ্ট সরবে সতর্ক না করে দেবার ব্যাপারে ভুল করেছিলেন। কিন্তু কোন সন্দেহই থাকতে পারে না যে, তাঁরা এই সমস্ত বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন এবং যথেষ্ট স্পষ্টভাবে এই সতর্কীকরণ ব্যক্ত করেছিলেন। এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, কেন্দ্রীয় কমিটি এবং গণ-কমিশার পরিষদ শুধু জেলাগুলির নয়, কতকগুলি অঞ্চলেরও আমলাদের লেনিনবাদী প্রশিক্ষণ এবং অন্তর্দৃষ্টি সম্পর্কে কিছুটা অতিমূল্যায়ন করেছিলেন।

সম্ভবতঃ শস্যের ক্ষেত্রে যৌথ খামারের ব্যবসায়কে অনুমতি দেওয়া উচিত

হয়নি ? সম্ভবতঃ এটা একটা ভুল হয়েছিল, যদি আমরা বিশেষভাবে মনে করি যে যৌথ খামারের ব্যবসায়ের কেবলমাত্র সদর্থক দিক নেই, তাদের কতকগুলি নঞর্থক দিকও আছে ?

না, এটা ভুল ছিল না। যদি কোন বিপ্লবী ব্যবস্থা বেঠিকভাবে সম্পাদিত হয়, তাহলে তার কতকগুলি নঞর্থক দিক সম্পর্কে গ্যারাণ্টি দেওয়া যেতে পারে না। শস্যের ক্ষেত্রে যৌথ খামারের ব্যবসায় সম্পর্কে একই কথা বলতে হবে। গ্রামাঞ্চল এবং শহর উভয়ের পক্ষে, শ্রমিকশ্রেণী এবং কৃষকসমাজ উভয়ের পক্ষেই যৌথ খামারের ব্যবসায় প্রয়োজনীয় এবং সুবিধাজনক। আর ঠিক যেহেতু এটা সুবিধাজনক, সেইহেতু এটার প্রবর্তন করতে হয়েছিল।

শস্যের ক্ষেত্রে যৌথ খামার ব্যবসায় প্রবর্তনের সময় গণ-কমিশার পরিষদ ও কেন্দ্রীয় কমিটি কি বিবেচনার দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন ?

সর্বপ্রথম, এই বিবেচনার দ্বারা যে এতে শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে ব্যবসায়ের আগম-নিগমের ভিত্তি সম্প্রসারিত হবে এবং এইভাবে শ্রমিকদের নিকট কৃষিজাত দ্রব্য এবং কৃষকদের নিকট শহরের যন্ত্রোৎপাদিত দ্রব্যের সরবরাহে উন্নতি ঘটবে। কোন সন্দেহই থাকতে পারে না যে, শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় এবং সমবায় ব্যবসাই যথেষ্ট নয়। ব্যবসায়ের আগম-নিগমের এই সমস্ত খাত একটি নতুন খাতের দ্বারা সম্পূরিত করতে হবে—তা হল যৌথ খামারের ব্যবসায়। আর, যৌথ খামারের ব্যবসায় প্রবর্তন করে আমরা সেই সম্পূরণই করেছি।

অধিকন্তু, তাঁরা এই বিবেচনার দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন যে, শস্যের ক্ষেত্রে যৌথ খামারের ব্যবসায় যৌথ খামারের চাষীদের আয়ের একটা অতিরিক্ত উৎস জোগাবে এবং তাদের অর্থনৈতিক অবস্থানকে শক্তিশালী করবে।

সর্বশেষে, তাঁরা এই বিবেচনার দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন যে, যৌথ খামারের ব্যবসায়ের প্রবর্তন বপন ও ফসল-কাটা উভয় ক্ষেত্রেই যৌথ খামারগুলির কাজ উন্নত করার ব্যাপারে কৃষকদের একটা নতুন উদ্দীপনা দেবে।

আপনারা জানেন, গণ-কমিশার পরিষদ এবং কেন্দ্রীয় কমিটির এই সমস্ত বিবেচনা যৌথ খামারগুলির আয়ু সম্পর্কে সাম্প্রতিক ঘটনাগুলির দ্বারা পরিপূর্ণভাবে সমর্থিত হয়েছে। ত্বরান্বিত পদ্ধতিতে যৌথ খামারগুলির সুসংহতি, যৌথ খামারগুলি থেকে প্রত্যাহার করার ক্ষেত্রে বিরতি, যৌথ খামারগুলিতে যোগদান করতে ব্যক্তিগত চাষীদের ক্রমবর্ধমান আগ্রহ, নতুন নতুন সদস্য গ্রহণ

করতে যৌথ খামারের চাষীদের অধিকতরভাবে বাদবিচার করার প্রবণতা—এই সমস্ত এবং অনুরূপ চরিত্রের অনেক কিছু নিঃসন্দেহে প্রকট করে যে, যৌথ খামারের ব্যবসায় যৌথ খামারগুলির অবস্থান দুর্বলতরই করেনি, পরন্তু, পক্ষান্তরে, তাদের অবস্থানকে শক্তিশালী ও সংহত করেছে।

সুতরাং, গ্রামাঞ্চলে আমাদের কাজের ত্রুটিবিচ্যুতিকে যৌথ খামারের ব্যবসায়ের দ্বারা ব্যাখ্যা করতে হবে না, ব্যাখ্যা করতে হবে এই ঘটনার দ্বারা যে, এই কাজ সব সময়ে যথাযথভাবে পরিচালিত হয় না, নতুন পরিস্থিতিকে হিসেবের বিষয়ীভূত করার অক্ষমতা দ্বারা শস্যের ক্ষেত্রে যৌথ খামারের ব্যবসায়কে অনুমতি দান কর্তৃক সৃষ্ট নতুন পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে আমাদের সাধারণ স্তরের কর্মীদের পুনঃসংগঠিত করার ক্ষেত্রে অক্ষমতার দ্বারা।

(২) গ্রামাঞ্চলে আমাদের কাজের ত্রুটিবিচ্যুতির দ্বিতীয় কারণ হল যে, বিভিন্ন অঞ্চলে আমাদের কমরেডরা—এবং শুধুমাত্র এই সমস্ত কমরেডরাই নয়—প্রধান প্রধান শস্য উৎপাদনকারী এলাকায় যৌথ খামারগুলি যে প্রাধান্য-পূর্ণ অবস্থান অর্জন করেছে তার ফলে গ্রামাঞ্চলে আমাদের কাজের অবস্থায় যে পরিবর্তন ঘটেছে তা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছেন। আমরা সকলেই এই ঘটনায় উল্লসিত হই যে, আমাদের শস্য এলাকাগুলিতে চাষবাসের যৌথ রূপ প্রাধান্যপূর্ণ রূপ হয়ে উঠেছে। কিন্তু আমাদের সকলেই এটা উপলব্ধি করে না যে, এই ঘটনা কৃষির উন্নয়ন সম্পর্কে আমাদের উদ্বিগ্নতা ও দায়দায়িত্ব হ্রাস করে না বরং বাড়িয়ে দেয়। অনেকে মনে করেন যে, একটি নির্দিষ্ট জেলায়, অথবা একটি নির্দিষ্ট এলাকায়, যদি একবার আমরা ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ যৌথীকরণ অর্জন করে ফেলতে পারি, তাহলে আমাদের যা প্রয়োজন সে সবই আমরা পেয়ে যাব এবং তখন আমরা বিষয়সমূহকে তাদের স্বাভাবিক গতিপথ গ্রহণ করতে দিতে পারব, তাদের আপনা থেকেই অগ্রসর হতে দিতে পারব—এই ধারণায় যৌথীকরণ তার নিজের কাজ নিজেই করবে এবং তা নিজেই কৃষিকে উচ্চতর স্তরে উন্নীত করবে। কিন্তু, কমরেডগণ, এটা একটা গভীর ভ্রান্তি। প্রকৃতপক্ষে, চাষবাসের প্রাধান্যপূর্ণ রূপ হিসেবে যৌথ চাষবাসের উত্তরণ কৃষি সম্পর্কে আমাদের উদ্বেগকে হ্রাস করে না, বরং বৃদ্ধি করে, এবং কৃষিকে উচ্চতর স্তরে উন্নীত করার ক্ষেত্রে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বদায়ী ভূমিকা হ্রাস করে না, বরং বাড়িয়ে দেয়। অন্য যে-কোন সময়ের তুলনায় বিষয়সমূহকে তাদের গতিপথ গ্রহণ করতে দেওয়া কৃষির উন্নয়নের পক্ষে এখন অধিকতর

বিপজ্জনক। বিষয়সমূহকে তাদের নিজেদের গতিপথ গ্রহণ করতে দেওয়া এখন সব কিছুকে ধ্বংস করে দিতে পারে।

যতদিন পর্যন্ত ব্যক্তিগত কৃষক গ্রামাঞ্চলে সর্বাধিক প্রভাবসম্পন্ন অবস্থায় ছিল, ততদিন পার্টি কৃষির উন্নয়নের ক্ষেত্রে তার হস্তক্ষেপ, সাহায্যদান, পরামর্শ, সতর্কীকরণের কতকগুলি কার্যকলাপে সীমাবদ্ধ রাখতে পারত। সে-সময়ে ব্যক্তিগত কৃষককে তার নিজের খামারের ভাবনা তার নিজেকেই ভাবতে হতো; কারণ তার এমন কেউ ছিল না যার উপর সে তার খামারের দায়দায়িত্ব অর্পণ করতে পারত—খামারটি ছিল তার নিজের ব্যক্তিগত খামার এবং নিজের উপর ছাড়া আর কারো উপর নির্ভর করার মতো তার কেউ ছিল না। সে-সময় ব্যক্তিগত কৃষক যদি খাদ্যহীন অবস্থায় না থাকতে এবং অনাহারের শিকার না হতে চাইত, তাহলে তার নিজেকে বপনের ও ফসল কাটার এবং সাধারণভাবে কৃষি সংক্রান্ত শ্রমের সমস্ত প্রক্রিয়া চালাবার ব্যবস্থা নিতে হতো। যৌথ চাষবাসে উত্তরণের সাথে সাথে পরিস্থিতি বাস্তবরূপে পরিবর্তিত হয়েছে। যৌথ খামার কোন একজন ব্যক্তির কর্মসংস্থা নয়। বস্তুতঃ, যৌথ খামারের চাষীরা এখন বলে: 'যৌথ খামার আমার এবং আমার নয়ও; এটা আমার অধিকারভুক্ত, কিন্তু আবার এটা আইভান, ফিলিপ, মিখাইল এবং যৌথ খামারের অন্যান্য সদস্যদেরও অধিকারভুক্ত; যৌথ খামার হল সাধারণ সম্পত্তি।' এখন সে অর্থাৎ যৌথ খামারের চাষী—গতদিনের ব্যক্তিগত কৃষক, আজ সে যৌথ খামারের সদস্য—যৌথ খামারের অন্যান্য সদস্যদের উপর তার দায়িত্ব স্থানান্তরিত করতে পারে, অন্যান্য সদস্যদের উপর নির্ভর করতে পারে; সে জানে যৌথ খামার তাকে অনাহারে রাখবে না। এর জন্যই যৌথ খামারের চাষী যখন তার ব্যক্তিগত খামারে চাষবাস করত, তখনকার তুলনায় এখন তার উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা অনেক কম; কারণ কর্মসংস্থাটির জন্য উদ্বেগ-দুশ্চিন্তার দায়দায়িত্ব এখন যৌথ খামারের সমস্ত চাষী ভাগ করে নেয়।

এ থেকে কি সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে? এ থেকে এই সিদ্ধান্তই বেরিয়ে আসে যে, খামার পরিচালনার প্রধান দায়িত্ব এখন ব্যক্তিগত কৃষকদের কাছ থেকে যৌথ খামারের নেতৃত্বের কাছে, যৌথ খামারের নেতৃস্থানীয় গোষ্ঠীর কাছে স্থানান্তরিত হয়েছে। কৃষকেরা এখন খামারের যত্ন-পরিচর্যা এবং খামারের বিজ্ঞানসম্মত পরিচালনার ব্যাপারে দাবি নিজেদের কাছে উপস্থিত করে না, দাবি উপস্থিত করে যৌথ খামারের নেতৃত্বের কাছে; অর্থাৎ, আরও সঠিক-

ভাবে বলতে গেলে যৌথ খামারের নেতৃত্বের কাছে যতটা, নিজেদের কাছে ততটা নয়। আর, এর অর্থ কি? এর অর্থ হল এই যে, কৃষি সংক্রান্ত উন্নয়নের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় পার্টি এখন আর হস্তক্ষেপের ব্যক্তিগত কার্যকলাপে আবদ্ধ থাকতে পারে না। পার্টিকে এখন অতি অবশ্য যৌথ খামারগুলির পরিচালনা অধিগ্রহণ করতে হবে, কাজকর্মের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিজ্ঞানের ভিত্তিতে তাদের খামারগুলিকে উন্নীত করার জন্য যৌথ খামারের চাষীদের সাহায্য করতে হবে।

কিন্তু এটাই সব নয়। যৌথ খামার হল একটা বিশাল কর্মসংস্থা। এবং একটি বিশাল কর্মসংস্থা পরিকল্পনা ব্যতিরেকে পরিচালনা করা যায় না। শত শত এবং কখনো কখনো হাজার হাজার পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করা একটি বিশাল কৃষি সংক্রান্ত কর্মসংস্থা শুধুমাত্র পরিকল্পিত পরিচালনার ভিত্তিতে চালানো যেতে পারে। তা ব্যতিরেকে এই কর্মসংস্থা ধ্বংসের পথে যেতে বাধ্য। এখানে আপনারা যৌথ খামার প্রথা থেকে উদ্ভূত আর একটি নতুন শর্ত পাচ্ছেন, যা যে সমস্ত শর্তাধীনে ব্যক্তিগত ছোট ছোট খামারগুলি পরিচালিত হয় সে-সব থেকে মূলগতভাবে পৃথক। আমরা কি এরূপ একটি কর্মসংস্থার পরিচালনার ব্যাপার তথাকথিত স্বাভাবিক গতিপথের উপর ছেড়ে দিতে পারি, পারি কি তা আপনা থেকেই এগিয়ে যাবে এমন ব্যবস্থা মেনে নিতে? স্পষ্টতঃই, আমরা তা পারি না। এরূপ একটা কর্মসংস্থা পরিচালনা করতে হলে যৌথ খামারের অতি অবশ্য একটা সর্বনিম্ন পরিমাণ লোকজন থাকা উচিত, যাদের অন্ততঃ কিছুটা শিক্ষা থাকবে, যারা ব্যবসায়টিকে পরিকল্পনার ভিত্তিতে চালাতে এবং সংগঠিত ধরনে তাকে পরিচালিত করতে সক্ষম হবে। স্বভাবতঃই, যৌথ খামারের উন্নয়নে সোভিয়েত সরকারের পক্ষে রীতিবদ্ধ হস্তক্ষেপ ছাড়া, তার সুসম্বদ্ধ সাহায্য ছাড়া এরূপ একটা কর্মসংস্থা সঠিক আকারে পর্যবসিত করা যেতে পারে না।

আর এ থেকে কি বেরিয়ে আসে? এ থেকে এইটাই বেরিয়ে আসে যে, কৃষির উন্নয়ন সম্পর্কে যৌথ খামার প্রথা পার্টি এবং সরকারের উদ্বিগ্নতা ও দায়-দায়িত্ব হ্রাস করে না, পরন্তু বৃদ্ধি করে। এ থেকে এটাই বেরিয়ে আসে যে, পার্টি যদি যৌথ খামার আন্দোলন পরিচালনা করতে ইচ্ছুক হয়, তাহলে তাকে অতি অবশ্য যৌথ খামার জীবন এবং যৌথ খামার পরিচালনার খুঁটিনাটিতে যেতে হবে। এ থেকে এটা বেরিয়ে আসে যে, যৌথ খামারগুলির সাথে সংযোগ

পার্টি অবশ্যই কমাবে না, পরন্তু বাড়িয়ে তুলবে; যৌথ খামারগুলিকে সময়মত সাহায্য দিতে এবং তাদের উপর যে সমস্ত বিপদ ঘনিয়ে আসে, সেই বিপদগুলিকে প্রতিহত করতে যৌথ খামারগুলিতে যা কিছু চলছে পার্টিকে তা অতি অবশ্য জানাতে হবে।

কিন্তু বাস্তব কর্মক্ষেত্রে আমরা কি দেখতে পাই? বাস্তবক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে, বেশ কিছু সংখ্যক জেলা এবং এলাকাগত পার্টি সংগঠনগুলি যৌথ খামারের জীবন ও তাদের প্রয়োজনসমূহ থেকে বিচ্ছিন্ন। লোকজন অফিসে বসে থাকে, সেখানে তারা আত্মপ্রসাদে মগ্ন হয়ে কলম চালাতে নিরত থাকে এবং দেখতে ব্যর্থ হয় যে, আমলাতান্ত্রিক অফিসগুলির মুখাপেক্ষী না হয়ে স্বতঃই যৌথ খামারগুলির উন্নয়ন ঘটে যাচ্ছে। কতকগুলি ক্ষেত্রে যৌথ খামারগুলি থেকে বিচ্ছিন্নতা এতদুর পযন্ত গড়িয়েছে যে, আঞ্চলিক পার্টি-সংগঠনসমূহের কিছু কিছু সদস্য তাঁদের এলাকায় যৌথ খামারগুলিতে কি চলছে তা স্ব স্ব এলাকার জেলা সংগঠনগুলি থেকে তাঁরা জানতে পারেননি, তা তাঁরা জানতে পেরেছেন মস্কোর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের কাছ থেকে। কমরেডগণ, এ ব্যাপার দুঃখজনক হলেও সত্য। ব্যক্তিগত চাষবাস থেকে যৌথ চাষবাসে উত্তরণের ফলে গ্রামাঞ্চলে অধিকতর শক্তিশালী কমিউনিস্ট নেতৃত্ব গড়ে ওঠা উচিত। কিন্তু কার্যতঃ, এর ফলে কতকগুলি ঘটনা ঘটেছে যাতে কমিউনিস্টরা নিজেদের জয়ে বিভোর হয়ে আছেন, যৌথীকরণের উচ্চ শতকরা হার নিয়ে গর্ব প্রকাশ করছেন, অথচ বিপরীতে তাঁরা বিষয়গুলিকে আপনা থেকে এগিয়ে যেতে দিয়েছেন, দিয়েছেন তাদের স্বাভাবিক গতিপথ ধরে চলতে। যৌথ খামারগুলির পরিকল্পিত নেতৃত্বের সমস্যার ফলে যৌথ খামারগুলিতে কমিউনিস্ট নেতৃত্ব তীব্রতর হওয়া উচিত। কিন্তু কার্যতঃ, কতকগুলি এরূপ ঘটনা ঘটেছে যে, কমিউনিস্টরা যৌথ খামারের নেতৃত্ব থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন রয়েছেন এবং যৌথ খামারগুলি পরিচালিত হয়েছে পূর্বকালীন শ্বেত অফিসারদের দ্বারা, পুর্বকালীন পেৎলুরাপন্থীদের দ্বারা এবং সাধারণভাবে শ্রমিক ও কৃষকদের শত্রুদের দ্বারা।

গ্রামাঞ্চলে আমাদের কাজকর্মের ত্রুটিবিচ্যুতির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় কারণ সম্পর্কে অবস্থা হল এই।

(৩) গ্রামাঞ্চলে আমাদের কাজকর্মের ত্রুটিবিচ্যুতি সম্পর্কে তৃতীয় কারণ হল এই যে, আমাদের বহু কমরেড অর্থনীতির একটি নতুন রূপ হিসেবে যৌথ

খামারগুলির অতিমূল্যায়ন করেন, অতিমূল্যায়ন করে তাদের একটা প্রতিমূর্তিতে পরিণত করে। তারা স্থির করে যে, যেহেতু আমাদের যৌথ খামার রয়েছে, যা অর্থনীতির একটি সমাজতান্ত্রিক রূপের প্রতিভূ, সুতরাং আমাদের সব কিছুই আছে; তারা নির্ধারণ করে যে, এই সমস্ত খামারগুলির যথাযথ পরিচালনা, যৌথ চাষবাসের যথাযথ পরিকল্পনা রচনা এবং যৌথ খামারগুলিকে আদর্শস্বরূপ সমাজতান্ত্রিক কর্মসংস্থায় পরিণত করণ নিশ্চিত করার পক্ষে তাই হল যথেষ্ট। তারা এটা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয় যে, তাদের সাংগঠনিক কাঠামোতে যৌথ খামারগুলি এখনো দুর্বল এবং তাদের পরীক্ষিত বলশেভিক ক্যাডার জোগানো এবং তাদের প্রতিদিনকার কাজকর্মে নেতৃত্ব দেওয়ার আকারে পার্টি থেকে তাদের বেশ কিছু সাহায্য পাওয়া প্রয়োজন। কিন্তু তা-ই সব কিছু নয়, এমনকি প্রধান জিনিসও নয়। প্রধান ত্রুটি হল এই যে, আমাদের বহু কমরেড কৃষি-সংগঠনের একটি নতুন রূপ হিসেবে যৌথ খামারগুলির শক্তি ও সম্ভাবনার অতি-মূল্যায়ন করেছিল। তারা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয় যে, অর্থনীতির একটি সমাজতান্ত্রিক রূপ হওয়া সত্ত্বেও, সমস্ত রকমের বিপদ এবং তাদের নেতৃত্বে সমস্ত রকমের প্রতিবিপ্লবী লোকজনের অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে যৌথ খামারগুলি নিজেরা সুনিশ্চিত হওয়া থেকে অনেক দূরে রয়েছে; এই সম্ভাবনার বিরুদ্ধেও তাদের গ্যারান্টি নেই যে কতকগুলি অবস্থাধীনে সোভিয়েত-বিরোধী লোকজন তাদের নিজেদের স্বার্থে যৌথ খামারগুলিকে ব্যবহার করতে পারে।

যৌথ খামার অর্থনৈতিক সংগঠনের একটি সমাজতান্ত্রিক রূপ, ঠিক যেমন সোভিয়েতসমূহ রাজনৈতিক সংগঠনের একটি সমাজতান্ত্রিক রূপ। যৌথ খামার এবং সোভিয়েতগুলি, উভয়েই আমাদের বিপ্লবের, শ্রমিকশ্রেণীর একটি বিরাট সাফল্য অর্জন। কিন্তু এটা ঠিক যে, যৌথ খামার এবং সোভিয়েত-গুলি সংগঠনের কেবলমাত্র একটি রূপ—সমাজতান্ত্রিক রূপ, কিন্তু তা সত্ত্বেও সংগঠনের একটি রূপ মাত্র। সববিছুই নির্ভর করে কি সারবস্তু এই রূপকে মণ্ডিত করে, তার ওপর।

আমরা সেইসব ঘটনা জানি যখন শ্রমিকদের এবং সৈন্যদের ডেপুটিদের সোভিয়েতসমূহ কিছু সময়ের জন্য বিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্লবকে সমর্থন করেছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এ ঘটনা ঘটেছিল আমাদের দেশ ইউ. এস. এস. আর-এ ১৯১৭ সালের জুলাই মাসে, যখন সোভিয়েতগুলি পরিচালিত হতো মেনশেভিক এবং সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারিদের দ্বারা, এবং যখন সোভিয়েত-

গুলি বিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্লবকে রক্ষা করেছিল। ১৯১৮ সালের শেষে জার্মানিতে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল, যখন সোভিয়েতগুলির নেতৃত্বে ছিল সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা এবং যখন তারা বিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্লবকে আড়াল করেছিল। সুতরাং, সংগঠনের একটি রূপ হিসেবে ব্যাপারটা শুধু সোভিয়েতেরই নয়, যদিও এই রূপটি নিজেই একটি বিরাট বৈপ্লবিক সাফল্য-অর্জন। ব্যাপারটা হল প্রধানতঃ সোভিয়েতসমূহের কাজকর্মের সারবস্তুর; ব্যাপারটা হল সোভিয়েতসমূহের কাজকর্মের চরিত্রের; ব্যাপারটা হল সোভিয়েতগুলির নেতৃত্বে রয়েছে কারা—বিপ্লবীরা না প্রতিবিপ্লবীরা। বস্তুতঃ, তাই-ই এই ঘটনাকে ব্যাখ্যা করে যে প্রতিবিপ্লবীরা সব সময়ে সোভিয়েতগুলির বিরোধী হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এটা সুবিদিত যে, ক্রোনস্তাদ বিদ্রোহের[৬৩] সময় রুশ প্রতিবিপ্লবের নেতা মিলিউকভ সোভিয়েতগুলির অনুকূলে দাঁড়ান—কিন্তু কমিউনিস্টদের বাদ দিয়েই। কমিউনিস্টদের বাদ দিয়ে সোভিয়েত—এই শ্লোগানই রুশ প্রতিবিপ্লবের নেতা মিলিউকভ সে-সময়ে উপস্থিত করেছিলেন। প্রতিবিপ্লবীরা বুঝেছিল যে, বিষয়টি কেবলমাত্র সোভিয়েত হিসেবে সোভিয়েত-সমূহের নয়, বিষয়টি হল প্রধানতঃ কে তাদের নেতৃত্ব দেবে, সেই ঘটনার।

যৌথ খামারগুলি সম্পর্কেও একই কথা বলতে হবে। অর্থনৈতিক সংগঠনের সমাজতান্ত্রিক রূপ হিসেবে যৌথ খামারগুলি অর্থনৈতিক গঠনকার্যের বিস্ময়কর ব্যাপারগুলি সম্পাদন করতে পারে, যদি কিনা তাদের নেতৃত্বে থাকে প্রকৃত বিপ্লবীরা, বলশেভিকরা, কমিউনিস্টরা। অন্যদিকে, যদি সোশ্যালিস্ট রিভলিউ-শনারি এবং মেনশেভিকরা, পেৎলুরা অফিসার এবং অন্যান্য শ্বেতরক্ষীরা, প্রাক্তন ডেনিকিনপন্থী ও কলচাকপন্থীরা যৌথ খামারগুলি পরিচালনা করে, তাহলে সেগুলি কিছুকালের জন্য সমস্ত রকমের প্রতিবিপ্লবী কাজের আবরণ হতে পারে। অধিকন্তু, অতি অবশ্য এটা স্মরণে রাখতে হবে যে, সংগঠনের একটা রূপ হিসেবে যৌথ খামারগুলি সোভিয়েত-বিরোধী লোকজনদের অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে শুধু সুনিশ্চিত নয়, পরন্তু, প্রথমে তা এমনকি এমন সব সুবিধা-সুযোগ দেয় যা সাময়িকভাবে সে-সবের সুবিধা নিতে প্রতিবিপ্লবীদের সক্ষম করে। যতদিন পর্যন্ত কৃষকেরা ব্যক্তিগত চাষবাসে নিযুক্ত ছিল, ততদিন তারা পরস্পরের কাছ থেকে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন ছিল এবং সেজন্য কৃষকসমাজের মধ্যে সোভিয়েত-বিরোধী লোকজনদের প্রতিবিপ্লবী ঝোঁকগুলি খুব বেশি কার্যকর হতে পারেনি। একবার কৃষকেরা যৌথ চাষবাস গ্রহণ

করলে পরিস্থিতি একেবারে অন্যরূপ হয়ে যায়। যৌথ খামারগুলিতে কৃষকদের থাকে গণ-সংগঠনের একটি তৈরী রূপ। তাই, যৌথ খামারগুলিতে সোভিয়েত-বিরোধী লোকজনদের এবং তাদের সোভিয়েত-বিরোধী কার্যকলাপ অধিকতর কার্যকর হতে পারে। আমাদের অতি অবশ্য ধরে নিতে হবে যে, সোভিয়েত-বিরোধী লোকজনেরা এসব হিসেবে ধরে নেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমরা জানি যে, উত্তর ককেশাসে প্রতিবিপ্লবীদের একটা অংশ যৌথ খামারের আকারে নিজেরাই কিছু সৃষ্টি করতে চেষ্টা করে এবং তাদের গোপন সংগঠনগুলির একটা বৈধ আচ্ছাদন হিসেবে সেগুলিকে ব্যবহার করে। আমরা আরও জানি, কতকগুলি জেলার সোভিয়েত-বিরোধী লোকজন, যেখানে তাদের মুখোস এখনো উন্মোচিত হয়নি এবং তারা এখনো বিধ্বস্ত হয়নি, সেখানে তারা তৎপরতার সঙ্গে যৌথ খামারগুলিতে যোগ দেয় এবং সেগুলির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়, যাতে তারা সে-সবের মধ্যে বিপ্লব-বিরোধী কর্মতৎপরতার নীড় নির্মাণ করতে পারে। আমরা আরও জানি, সোভিয়েত-বিরোধী লোকজনদের একটি অংশ নিজেরাই যৌথ খামারগুলির অনুকূলে এসে দাঁড়াচ্ছে, কিন্তু এই শর্তে যে, যৌথ খামারগুলিতে কোন কমিউনিস্ট থাকবে না। 'কমিউনিস্টদের বাদ দিয়ে যৌথ খামার'—এই শ্লোগানই এখন সোভিয়েত-বিরোধী লোকজনদের মধ্যে উপস্থাপিত করা হচ্ছে। সুতরাং, বিষয়টি সংগঠনের সমাজতান্ত্রিক রূপ হিসেবে শুধু যৌথ খামারগুলির নিজেদেরই নয়, এটা হল যে সারবস্তু এই রূপটিকে মণ্ডিত করছে প্রধানতঃ তার বিষয়; এটা হল কে যৌথ খামারগুলির পুরোভাগে রয়েছে, কে সেগুলিকে নেতৃত্ব দিচ্ছে প্রধানতঃ তার বিষয়।

লেনিনবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে সোভিয়েতের মতো যৌথ খামারগুলিকে সংগঠনের একটা রূপ হিসেবে গ্রহণ করলে, সেগুলি একটি হাতিয়ার, কেবলমাত্র একটি হাতিয়ারই। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় এই হাতিয়ারটিকে বিপ্লবের বিরুদ্ধে ঘুরিয়ে ধরা যায়। একে প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধেও ঘুরিয়ে ধরা যায়। এটি শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজকে সেবা করতে পারে। কতকগুলি অবস্থায় এটি আবার শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের শত্রুদেরও সেবা করতে পারে। সমস্তই নির্ভর করে কে এই হাতিয়ার দক্ষতার সাথে চালনা করে এবং কার বিরুদ্ধে তা চালিত হচ্ছে, তার ওপর।

তাদের শ্রেণীগত সহজাত প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হয়ে শ্রমিক ও কৃষকদের শত্রুরা এটা বুঝতে আরম্ভ করেছে।

দুর্ভাগ্যক্রমে, আমাদের কিছু কিছু কমিউনিস্ট এটা বুঝতে এখনো অপারগ।

আর ঠিক যেহেতু আমাদের কিছু কিছু কমিউনিস্ট এই সহজ জিনিসটি বুঝতে পারেনি, সেহেতু আমরা এখন এমন এক পরিস্থিতিতে পড়েছি যেখানে কতকগুলি যৌথ খামার সুন্দরভাবে ছদ্মবেশধারী সোভিয়েত-বিরোধী লোকজনদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, তারা সেগুলিতে ধ্বংসাত্মক এবং অন্তর্ঘাতী কাজ সংগঠিত করছে।

(৪) গ্রামাঞ্চলে আমাদের কাজকর্মের ক্রটিবিচ্যুতির চতুর্থ কারণ হল, স্থানীয় এলাকাগুলির আমাদের কিছুসংখ্যক কমরেডদের কুলাকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ফ্রন্ট পুনঃসংগঠিত করার অক্ষমতা, এসব উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা যে, সম্প্রতি শ্রেণীশত্রুর চেহারা বদলে গেছে, গ্রামাঞ্চলে শ্রেণীশত্রুর রণকৌশল পাল্টে গেছে এবং আমাদের যদি সাফল্য অর্জন করতে হয়, তাহলে তদনুযায়ী আমাদের রণকৌশলও বদলাতে হবে। শত্রু পরিবর্তিত পরিস্থিতি উপলব্ধি করে, উপলব্ধি করে গ্রামাঞ্চলে নতুন প্রথার শক্তি ও গুরুত্ব এবং যেহেতু সে এটা উপলব্ধি করেছে সেইহেতু সে তার সাধারণ কর্মীস্তরকে পুনঃসংগঠিত করেছে, তার রণকৌশল বদলিয়েছে—যৌথ খামারগুলির বিরুদ্ধে সামনাসামনি আক্রমণ থেকে সরে এসে চোরাগোপ্তাভাবে তাদের কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এটা বুঝতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি; আমরা নতুন পরিস্থিতিকে দেখেও দেখিনি এবং যেখানে শ্রেণীশত্রুকে আর দেখতে পাওয়া যাবে না সেখানে তাকে খোঁজ করে চলেছি; আর কুলাকদের বিরুদ্ধে একটা সরলীকৃত সংগ্রামের পুরানো রণকৌশল প্রয়োগ করে চলেছি এমন এক সময়ে যখন এই রণকৌশল বহুদিন আগেই সেকেলে হয়ে পড়েছে।

জনসাধারণ শ্রেণীশত্রুকে খুঁজে বেড়ায় যৌথ খামারগুলির বাইরে; তারা এমন সব লোকজনদের খুঁজে বেড়ায় যাদের মুখমণ্ডল হিংস্রতাপূর্ণ, যাদের দাঁতগুলি বিরাট এবং কাঁধ মোটা এবং যাদের হাতে রয়েছে করাত-দিয়ে-কাটা শটগান। কুলাকদের যে চেহারা আমাদের পোষ্টারে অঙ্কিত থাকে তারা সেই চেহারার কুলাকদের খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু এরূপ কুলাকেরা বহুদিন হল আর মাটির উপর ভেসে নেই। আজকের দিনের কুলাক এবং কুলাক দালালেরা, গ্রামাঞ্চলে আজকের দিনের সোভিয়েত-বিরোধী লোকজন মোটের উপর

'শান্তশিষ্ট', 'মিষ্টভাষী', প্রায় 'সাধুসন্ত ধরনের' লোকজন। যৌথ খামারগুলি থেকে দূরে তাদের খোঁজখবর নেবার দরকার নেই; তারা রয়েছে যৌথ খামারগুলির ভিতরেই, স্টোরকীপার, ম্যানেজার, অ্যাকাউন্ট্যান্ট, সেক্রেটারি প্রভৃতি পদ দখল করে। তারা কখনই বলবে না, 'যৌথ খামারগুলি নিপাত যাক!' তারা বরং যৌথ খামারগুলির 'অনুকূলে'। কিন্তু যৌথ খামারগুলির অভ্যন্তরে তারা অন্তর্ঘাতী ও ধ্বংসাত্মক কাজ চালিয়ে যায়, যা নিশ্চিতরূপে যৌথ খামারগুলির কল্যাণসাধন করে না। তারা কখনো বলবে না 'শস্য সংগ্রহ বন্ধ থাক!' তারা বরং শস্য সংগ্রহের 'অনুকূলে'। তারা 'শুধুমাত্র' বড় বড় বুলি কপচায় এবং দাবি করে প্রকৃতপক্ষে যা দরকার তার তিনগুণ পশুসম্পত্তি উৎপাদন করার প্রয়োজনে যৌথ খামারের একটি তহবিল আলাদা করে রাখা উচিত; প্রকৃতপক্ষে যতটা দরকার তার তিনগুণ বীমা-তহবিল আলাদা করে রাখা যৌথ খামারের প্রয়োজন; জনসাধারণকে সরবরাহ করার জন্য কর্মীসদস্য পিছু প্রতিদিন ছয় থেকে দশ পাউণ্ড রুটি যৌথ খামারকে জোগাতে হবে, ইত্যাদি। নিশ্চিতরূপে, এরূপ সব 'তহবিল' গঠিত হবার পর, জনসাধারণকে সরবরাহ করার এরূপ সব বরাদ্দ মঞ্জুর করার পর, এরূপ শঠতাপূর্ণ বড় বড় বুলি কপচানোর পর, যৌথ খামারগুলির অর্থনৈতিক শক্তি ধ্বংস হতে বাধ্য এবং শস্য-সংগ্রহের জন্য এরকম কিছুই থাকে না।

এইরকম ধূর্ত শত্রুর গূঢ় কাজকর্ম অবধান করতে হলে এবং বড় বড় বুলিতে অভিভূত হতে না হলে প্রয়োজন বৈপ্লবিক সতর্কতা; শত্রুর মুখোস খুলে তার প্রকৃত বিপ্লব-বিরোধী বৈশিষ্ট্যসমূহ যৌথ খামারের চাষীদের সামনে উদ্ঘাটিত করার ক্ষমতা আত অবশ্য থাকা প্রয়োজন। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে আমাদের কি এত বেশি কমিউনিস্ট আছে যারা এই সমস্ত গুণের অধিকারী? এমন ঘটনা বিরল নয় যে, কমিউনিস্টরা এই সমস্ত শ্রেণীশত্রুদের মুখোস খুলে দিতে শুধু ব্যর্থই হয় না, বরং পক্ষান্তরে, তারা তাদের শঠতাপূর্ণ বড় বড় বুলিতে অভিভূত হয়ে পড়ে এবং তাদের পিছনে-পিছনে তাদেরই অনুসরণ করে।

শ্রেণীশত্রুর নতুন মুখোসে তাকে লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হয়ে, এবং তার শঠতা-পূর্ণ ষড়যন্ত্রগুলি উন্মোচিত করতে অসমর্থ হয়ে, এ ঘটনাও বিরল নয় যে, আমাদের কিছু কিছু কমরেড নিজেদের প্রবোধ দেয় এই ধারণায় যে, কুলাকদের আর অস্তিত্ব নেই; এই ধারণায় যে শ্রেণী হিসেবে কুলাকদের নির্মূল করার নীতির ফলে গ্রামাঞ্চলে সোভিয়েত-বিরোধী অংশসমূহ ইতিমধ্যেই ধ্বংসপ্রাপ্ত

হয়েছে; এই ধারণায় যে, এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এখন 'নিরপেক্ষ' যৌথ খামারগুলির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারি—যে খামারগুলি বলশেভিকও নয়, সোভিয়েত-বিরোধীও নয়, কিন্তু যারা ঠিক যেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে সোভিয়েত সরকারের পক্ষে চলে আসতে বাধ্য হবে। কিন্তু কমরেডগণ, এটা একটা গভীর ভ্রান্তি। কুলাকরা পরাজিত হয়েছে বটে কিন্তু তাদের চূর্ণ করতে এখনো অনেক বাকি। তার থেকেও বেশি, বলতে গেলে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত গতির প্রক্রিয়ায় কুলাকরা নিজেরাই সমাধিতে চলে যাবে, এই বিশ্বাসে কমিউনিস্টরা যদি কল্পনাশক্তিবর্জিত সন্তোষের সাথে মুখব্যাদান করে ঘুরে বেড়ায় তাহলে কুলাকেরা অতিশীঘ্র চূর্ণও হবে না। 'নিরপেক্ষ' যৌথ খামার বলে কিছু নেই, কিছু থাকতে পারে না। 'নিরপেক্ষ' যৌথ খামার একটি উদ্ভট কল্পনা যা গড়ে তুলেছে সেইসব লোকেরা যাদের চোখ আছে অথচ দেখতে পায় না। আমাদের সোভিয়েত দেশে এখন যেরূপ তীব্র শ্রেণী-সংগ্রাম চলছে, সেখানে 'নিরপেক্ষ' যৌথ খামারের অবস্থিতির কোন অবকাশ নেই; এরূপ অবস্থাধীনে, যৌথ খামারগুলি হয় বলশেভিক হতে পারে, না হয় সোভিয়েত-বিরোধী হতে পারে। এবং যদি কতকগুলি যৌথ খামার আমাদের নেতৃত্বে পরিচালিত না হয়, তার অর্থ হল এই যে, সেগুলি সোভিয়েত-বিরোধী লোকজনদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না।

(৫) সর্বশেষে, গ্রামাঞ্চলে আমাদের কাজকর্মের ত্রুটিবিচ্যুতির আরও একটি কারণ আছে। তা হল, যৌথ খামারের উন্নয়নের কাজে, শস্য সংগ্রহের বিষয়ে কমিউনিস্টদের ভূমিকা ও দায়দায়িত্বের অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্ব নির্ধারণ করা। শস্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে অসুবিধাগুলির কথা বলতে গিয়ে কমিউনিস্টরা সাধারণতঃ কৃষকদের উপর দায়িত্ব আরোপ করে, দাবি করে যে কৃষকেরা সব কিছুর জন্য দোষী। কিন্তু তা সম্পূর্ণরূপে অসত্য এবং নিশ্চিতরূপে অন্যায়। কৃষকেরা আদৌ দোষী নয়। দায়দায়িত্ব এবং দোষের কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে, কমিউনিস্টদের উপরই সমগ্র দায়িত্ব বর্তায় এবং এসবের জন্য আমরা কমিউনিস্টরাই একমাত্র দোষী।

আমাদের সোভিয়েত সরকারের মতো এত শক্তিশালী এবং কর্তৃত্বপূর্ণ সরকার বিশ্বে নেই, কখনো হয়ওনি। আমাদের কমিউনিস্ট পার্টির মতো এত শক্তিশালী ও কর্তৃত্বপূর্ণ পার্টি বিশ্বে নেই এবং কখনো হয়ওনি। যৌথ খামার-গুলির স্বার্থের, রাষ্ট্রের স্বার্থের পক্ষে প্রয়োজনীয় ধরনে যৌথ খামারগুলির কাজ-

কর্ম পরিচালনা করতে কেউ আমাদের বাধা দেয় না, কেউ আমাদের বাধা দিতে পারেও না। লেনিনবাদ কর্তৃক স্বীকৃত ধরনে যৌথ খামারগুলির কাজকর্ম পরিচালনা করতে আমরা যদি সর্বদা সফল না হই, শস্য সংগ্রহ সম্পর্কে আমরা যদি লজ্জাকর, অমার্জনীয় ভুলগুলি করি এবং এরূপ ঘটনা যদি বিরল না হয় তাহলে আমরা, কেবলমাত্র আমরাই দোষী।

আমরাই দোষী শস্যের ক্ষেত্রে যৌথ খামারের ব্যবসায়ের নঞর্থক দিকগুলি উপলব্ধি না করা এবং কতকগুলি জাজ্জ্বল্যমান ভুল করার জন্য।

আমরাই দোষী এই বাস্তব ঘটনার জন্য যে, আমাদের অনেকগুলি পার্টি-সংগঠন যৌথ খামারগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, তাদের সাফল্যে বিভোর হয়ে আছে এবং বিষয়গুলিকে তাদের নিজেদের গতিপথে চলতে দিয়েছে।

আমরাই দোষী এই বাস্তব ঘটনার জন্য যে, আমাদের বহু কমরেড এখনো গণ-সংগঠনের একটা রূপ হিসেবে যৌথ খামারের অতিমূল্যায়ন করে, এবং উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয় যে, ব্যাপারটা রূপের বিষয় ততটা নয়, যতটা হল যৌথ খামারসমূহের নেতৃত্ব আমাদের হাতে নেওয়া এবং সেগুলির নেতৃত্ব থেকে সোভিয়েত-বিরোধী লোকজনদের বিতাড়িত করা।

আমরাই দোষী নতুন পরিস্থিতি উপলব্ধি না করার জন্য এবং শ্রেণীশত্রু যারা গোপনে তাদের কার্যকলাপ চালাচ্ছে তাদের নতুন রণকৌশল যথাযথ-ভাবে উপলব্ধি না করার জন্য।

প্রশ্ন করা যেতে পারে : এর সাথে কৃষকদের কি সম্পর্ক ?

আমি যৌথ খামারের সমগ্র গ্রুপগুলির কথা জানি যারা উন্নতিলাভ করছে এবং সমৃদ্ধ হচ্ছে, যারা রাষ্ট্র কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব ঠিক সময়মত সম্পাদন করে এবং দিনের পর দিন অর্থনৈতিক দিক থেকে অধিকতর শক্তিশালী হচ্ছে। আমি আবার এমন সব যৌথ খামারের কথাও জানি যেগুলি পূর্বে উল্লিখিত যৌথ খামারগুলির সন্নিহিত অঞ্চলে অবস্থিত, যেগুলি প্রথমগুলির মতোই একই পরিমাণের উৎপন্ন ফসল এবং বাস্তব অবস্থা পাওয়া সত্ত্বেও শক্তি হারাচ্ছে এবং ধ্বংসোন্মুখ অবস্থায় এসে পড়েছে। এর কারণ কি ? কারণ হল এই যে যৌথ খামারগুলির প্রথম গ্রুপের নেতৃত্বে রয়েছে খাঁটি কমিউনিস্টরা, আর দ্বিতীয় গ্রুপের নেতৃত্বে রয়েছে লক্ষ্যহীন ব্যক্তিরা—তাদের পকেটে পার্টি কার্ড আছে সত্য, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা লক্ষ্যহীন।

প্রশ্ন করা যেতে পারে : এর সাথে কৃষকদের কি সম্পর্ক ?

কমিউনিস্টদের ভূমিকা ও দায়দায়িত্বের প্রকৃত গুরুত্বের কম মূল্যায়নের পরিণতি হল এই যে, গ্রামাঞ্চলে আমাদের কাজের ত্রুটিবিচ্যুতির কারণ যেখানে খুঁজতে হবে, সেখানে খোঁজা হয় না এবং এর জন্য ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি দূরীভূত হয় না—এই ঘটনা বিরল নয়।

শস্য সংগ্রহের অসুবিধার কারণ অতি অবশ্য কৃষকদের মধ্যে খুঁজতে হবে না, খুঁজতে হবে আমাদের মধ্যে, আমাদের কর্মীদলের মধ্যে। কেননা **আমরাই** হাল ধরে আছি, **আমাদেরই** এক্তিয়ারে রয়েছে রাষ্ট্রের সংস্থানসমূহ, **আমাদের** লক্ষ্য হল যৌথ খামারগুলিকে পরিচালনা করা, এবং গ্রামাঞ্চলে সমস্ত কাজকর্মের জন্য **আমাদেরই** অতি অবশ্য সমগ্র দায়িত্ব বহন করতে হবে।

এটা মনে হতে পারে যে আমি অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক একটি চিত্র এঁকেছি; গ্রামাঞ্চলে আমাদের সমস্ত কাজকর্মই শুধুমাত্র ত্রুটিপূর্ণ। অবশ্যই, তা সত্য নয়। প্রকৃতপক্ষে, এই ত্রুটিবিচ্যুতিগুলির পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলে আমাদের কাজকর্ম কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ধারক সাফল্য প্রদর্শন করে। কিন্তু আমার বক্তৃতার প্রারম্ভেই আমি বলেছিলাম যে, আমাদের সাফল্যগুলির বর্ণনা করতে আমি বসিনি, আমি বসেছি গ্রামাঞ্চলে আমাদের কাজকর্মের শুধু ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি বলতে।

এই সমস্ত ত্রুটিবিচ্যুতি কি দূর করা যায়? হাঁ, প্রশ্নাতীতভাবে এগুলি দূর করা যায়। আমরা কি অদূর ভবিষ্যতে এগুলিকে দূর করব? হাঁ, প্রশ্নাতীতভাবে আমরা তা করব। সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকতে পারে না।

আমি মনে করি, মেশিন ও ট্রাক্টর স্টেশনগুলির এবং রাষ্ট্রীয় খামারসমূহের রাজনৈতিক বিভাগগুলি হল অন্যতম নির্ধারক পদ্ধতির প্রতিভূ, যার দ্বারা এই সমস্ত ত্রুটিবিচ্যুতি স্বল্পতম সময়ের মধ্যে দূরীভূত করা যেতে পারে। (**প্রবল ও দীর্ঘস্থায়ী হর্ষধ্বনি।**)

'রাবোৎনিৎসা'র[৬৪] প্রতি

তার অস্তিত্বের দশম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে **রাবোৎনিৎসার** উদ্দেশ্যে প্রগাঢ় অভিনন্দন। সমাজতন্ত্রের পরিপূর্ণ বিজয়ের জন্য সংগ্রামের মনোভাবে এবং আমাদের শিক্ষক লেনিনের মহান নির্দেশগুলি পালন করার মনোভাবে ব্যাপক সর্বহারা নারীদের প্রশিক্ষিত করে তোলার ক্ষেত্রে আমি **রাবোৎনিৎসার** পরিপূর্ণ সাফল্য কামনা করি।

জে. স্তালিন

প্রাভদা, সংখ্যা ২৫
২৬শে জানুয়ারি, ১৯৩৩

কমরেড আই. এন. বাঝানভের কাছে চিঠি

প্রিয় কমরেড আই. এন. বাঝানভ,

আমার কাজের পুরস্কার হিসেবে আমাকে আপনার দ্বিতীয় অর্ডার সমর্পণ করে আপনি যে চিঠি দিয়েছেন তা আমি পেয়েছি।

আপনার আন্তরিকতাপূর্ণ ভাষা এবং কমরেডসুলভ উপহারের জন্য আমি আপনাকে বহু ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমি বুঝি আমার অনুকূলে আপনি নিজেকে কি থেকে বঞ্চিত করছেন এবং আমি আপনার অনুভূতি যথাযথভাবে উপলব্ধি করছি।

তা সত্ত্বেও, আমি আপনার দ্বিতীয় অর্ডার গ্রহণ করতে পারি না। আমি এটা গ্রহণ করতে পারি না এবং অতি অবশ্য গ্রহণ করব না, কেননা এটি শুধু আপনারই অধিকারভুক্ত যে হতে পারে—যেহেতু আপনি নিজেই এটা অর্জন করেছেন—শুধু তাই নয়, গ্রহণ করব না এজন্যও যে, আমি কমরেডদের সৌজন্য ও শ্রদ্ধা দ্বারা প্রচুররূপে পুরস্কৃত হয়েছি এবং সেজন্য আপনাকে বঞ্চিত করার আমার কোন অধিকার নেই।

অর্ডারগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যারা সুপরিচিত তাদের জন্য নয়, প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্রধানতঃ সেই সব বীরত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের জন্য যাদের লোকে কম জানে এবং যাদেরকে সকলের নিকট পরিচিত করে দেওয়া প্রয়োজন।

তাছাড়া, আমি অবশ্যই আপনাকে বলব যে, ইতিমধ্যেই আমার দুটি অর্ডার আছে। আমি নিশ্চিত করে আপনাকে বলতে পারি যে তা একজনের প্রয়োজনের পক্ষে বেশিই।

জবাব দিতে দেরী করার জন্য আমি ত্রুটি স্বীকার করছি।

কমিউনিস্ট অভিনন্দন সহ,

জে. স্তালিন

পুনশ্চ : অর্ডারের অধিকারীকে আমি অর্ডার ফিরিয়ে দিচ্ছি।

জে. স্তালিন

১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩

যৌথ খামারের শক-ব্রিগেড কর্মীদের প্রথম সারা-ইউনিয়ন কংগ্রেসে প্রদত্ত ভাষণ[৬৫]

১৯শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩

যৌথ খামারের চাষী, পুরুষ ও নারী কমরেডগণ! আপনাদের কংগ্রেসে ভাষণ দেবার আমার অভিপ্রায় ছিল না। অভিপ্রায় ছিল না এইজন্য যে, আগেকার বক্তারা যা কিছু বলার তা বলেছেন—এবং বলেছেন সুষ্ঠু ও যথাযথভাবে। তারপরও বলার কি কোন মূল্য আছে? কিন্তু আপনারা জিদ ধরেছেন, আর ক্ষমতা আপনাদেরই হাতে (**দীর্ঘস্থায়ী হর্ষধ্বনি**), অতএব আমাকে তা মানতেই হবে।

বিভিন্ন প্রশ্নে আমি কয়েকটি কথা বলব।

১। যৌথ খামারের পথ হল একমাত্র সঠিক পথ

প্রথম প্রশ্নঃ যৌথ খামারের কৃষককুল যে পথ নিয়েছেন সেটা কি সঠিক পথ? যৌথ খামারের পথ কি সঠিক পথ?

এটা একটা অমূলক প্রশ্ন নয়। আপনারা হলেন যৌথ খামারগুলির শক-ব্রিগেড কর্মী; সুস্পষ্টরূপে, আপনাদের কোন সন্দেহ নেই যে, যৌথ খামারগুলি সঠিক পথেই চলছে। সম্ভবতঃ, সেই কারণে প্রশ্নটি আপনাদের কাছে অনাবশ্যক মনে হবে। কিন্তু সকল কৃষকেরাই তো আপনাদের মতো ভাবে না। কৃষকদের মধ্যে, এমনকি যৌথ খামারের চাষীদের মধ্যে খুব কম লোক নেই, যাদের সন্দেহ রয়েছে যে যৌথ খামারের পথ সঠিক পথ কিনা। আর এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

বস্তুতঃ, শত শত বছর ধরে জনসাধারণ পুরানো ধরনে জীবনযাপন করে এসেছে, পুরানো পথ অনুসরণ করেছে, কুলাক এবং জমিদার, কুসিদজীবী ও ফাটকাবাজদের সামনে ন্যুব্জপৃষ্ঠ হয়ে এসেছে। এটা বলা যেতে পারে না যে, কৃষকেরা পুরানো, পুঁজিবাদী পথ অনুমোদন করেছিল। কিন্তু পুরানো পথ ছিল একটা মাড়ানো পথ, অভ্যস্ত পথ এবং কেউই বাস্তবিকভাবে প্রমাণ করেনি যে, ভিন্ন ধরনে, উৎকৃষ্টতর ধরনে জীবন যাপন করা সম্ভব। আরও বেশি

এইজন্য যে, সমস্ত বুর্জোয়া দেশে জনসাধারণ এখনো পুরানো ধরনে জীবনযাত্রা নির্বাহ করছে।…অকস্মাৎ বলশেভিকরা এই পুরানো নিশ্চল জীবনে হুড়মুড় করে এসে পড়ে, ঝড়ের মতো এসে বলছে : পুরানো পথ ত্যাগ করে নতুন পথ, যৌথ খামারের পথে জীবনযাত্রা শুরু করার উপযুক্ত সময় এসে গেছে ; সময় এসে গেছে যখন বুর্জোয়া দেশগুলিতে সকলে যে-পথে জীবনযাপন করে সে-পথে নয়, নতুন ধরনে, সমবায়ের পথে জীবনযাত্রা আরম্ভ করতে হবে। কিন্তু এই নতুন জীবনযাত্রা কি—কে বলতে পারে? এই নতুন জীবনযাত্রা কি পুরানো জীবন-যাত্রার চেয়ে অধিকতর খারাপ হিসেবে প্রমাণিত হতে পারে না? যে-কোনভাবেই হোক, নতুন পথটি অভ্যস্ত পথ নয়, মাড়ানো পথ নয়, এখনো পুরোপুরি পরীক্ষিত পথ নয়। পুরানো পথ ধরে চলাই কি উৎকৃষ্টতর হবে না? নতুন, যৌথ খামারের পথে নেমে পড়ার আগে কিছু সময় অপেক্ষা করা কি ভাল হবে না? ঝুঁকি নেওয়া কি লাভজনক হবে?

এই সন্দেহগুলিই মেহনতী কৃষকসমাজের একটি অংশকে চঞ্চল করে তুলছে।

আমাদের কি এইসব সন্দেহ দূর করা উচিত নয়? আমাদের কি উচিত নয় এইসব সন্দেহকে দিনের আলোয় তুলে ধরা এবং তাদের মূল্য কি, তা দেখানো? স্পষ্টরূপে, আমাদের তা করা উচিত।

কাজেই যে প্রশ্ন আমি সবেমাত্র উপস্থাপিত করেছি তাকে অমূলক প্রশ্ন বলা যেতে পারে না।

সুতরাং, যৌথ খামারের কৃষককুল যে পথ নিয়েছে, সে পথ কি সঠিক?

কিছু কিছু কমরেড মনে করেন যে, নতুন পথে, যৌথ খামারের পথে উত্তরণ আমাদের দেশে তিন বছর আগে শুরু হয়েছিল। এ কথা শুধুমাত্র অংশতঃ সত্য। অবশ্য, ব্যাপক আকারে যৌথ খামারের বিকাশ আমাদের দেশে শুরু হয়েছিল তিন বছর আগে। আমরা জানি, কুলাকদের সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করা এবং যৌথ খামারে যোগদান করার জন্য বিশাল ব্যাপক গরিব ও মাঝারি কৃষকজনতার মধ্যে আন্দোলনের দ্বারা এই উত্তরণ চিহ্নিত হয়েছিল। কিন্তু যৌথ খামারগুলিতে এই ব্যাপক উত্তরণ শুরু করার জন্য কতকগুলি প্রারম্ভিক শর্ত পূরণের প্রয়োজন ছিল, সাধারণভাবে বলতে গেলে, যেগুলি ব্যতিরেকে ব্যাপক যৌথ খামার আন্দোলন ছিল অকল্পনীয়।

সর্বপ্রথম, আমাদের হাতে সোভিয়েতের ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন ছিল, যা

যৌথ খামারের পথ গ্রহণ করতে কৃষকসমাজকে সাহায্য করেছে এবং সাহায্য করে চলেছে।

দ্বিতীয়তঃ, প্রয়োজন ছিল জমিদার ও পুঁজিপতিদের তাড়িয়ে দেওয়া, তাদের কাছ থেকে কলকারখানা ও জমি কেড়ে নেওয়া এবং সে-সমস্তকে জনগণের সম্পত্তি বলে ঘোষণা করা।

তৃতীয়তঃ, প্রয়োজন ছিল কুলাকদের দমন করা এবং তাদের কাছ থেকে মেশিন ও ট্রাক্টর কেড়ে নেওয়া।

চতুর্থতঃ, প্রয়োজন ছিল এটা ঘোষণা করা যে, যৌথ খামারে সংগঠিত গরিব ও মাঝারি কৃষকরাই শুধু মেশিন ও ট্রাক্টর ব্যবহার করতে পারবে।

সর্বশেষে, প্রয়োজন ছিল দেশটিকে শিল্পায়িত করা, একটি নতুন ট্রাক্টর শিল্প স্থাপন করা, কৃষি যন্ত্রপাতির উৎপাদনের জন্য নতুন নতুন কারখানা গড়ে তোলা, যাতে যৌথ খামারের কৃষককুলকে ট্রাক্টর ও যন্ত্রপাতি প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করা যায়।

এই সমস্ত প্রারম্ভিক শর্ত ব্যতিরেকে তিন বছর পূর্বে আরব্ধ যৌথ খামারের পথে ব্যাপক উত্তরণের কোন প্রশ্নই উঠতে পারত না।

কাজেই, যৌথ খামারের পথ অবলম্বন করার পক্ষে প্রয়োজন ছিল সর্বপ্রথমে অক্টোবর বিপ্লব সমাধা করা, পুঁজিপতি ও জমিদারদের সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করা, তাদের কাছ থেকে জমি ও কলকারখানা কেড়ে নেওয়া এবং একটি নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠা করা।

অক্টোবর বিপ্লবের সাথে সাথে নতুন পথে—যৌথ খামারের পথে উত্তরণ শুরু হয়েছিল। সবেমাত্র তিন বছর আগে এই উত্তরণ নব শক্তিতে বিকশিত হয়, কেননা তার আগে অক্টোবর বিপ্লবের অর্থনৈতিক ফলশ্রুতিগুলি পুরোপুরি অনুভূত হয়নি এবং দেশের শিল্পায়নের অগ্রগতি সাধনে সাফল্য অর্জিত হয়নি।

জাতিসমূহের ইতিহাসে খুব কম সংখ্যক বিপ্লব ঘটেনি। কিন্তু অক্টোবর বিপ্লবের সাথে সেই সমস্ত বিপ্লবের পার্থক্য এইখানে যে, সেই সব বিপ্লব ছিল একপেশে। মেহনতী জনগণকে শোষণ করার একটা ধরনের বদলে আর এক ধরনের শোষণ স্থাপিত হয়, কিন্তু শোষণ থেকে গেল। একদল শোষণকারী ও অত্যাচারীর পরিবর্তে আর একদল শোষণকারী ও অত্যাচারী এসেছে, কিন্তু শোষণকারী ও অত্যাচারীদের অস্তিত্ব থেকেই গেল। শুধুমাত্র অক্টোবর বিপ্লবই তার সামনে এই লক্ষ্য রাখল যে, **সমস্ত ধরনের** শোষণ বিলোপ করতে

হবে, **সমস্ত ধরনের** শোষণকারী ও অত্যাচারীদের নির্মূল করতে হবে।

ক্রীতদাসদের বিপ্লব ক্রীতদাস-মালিকদের নিশ্চিহ্ন করল, এবং মেহনতী জনগণের উপর থেকে ক্রীতদাস-ধরনের শোষণ বিলুপ্ত করল। কিন্তু তার জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হল সার্ফ-মালিকগণ এবং মেহনতী জনগণের উপর সার্ফ-ধরনের শোষণ। ক্রীতদাস প্রথায় 'আইন' ক্রীতদাস-মালিককে তার ক্রীতদাসদের হত্যা করার অনুমতি দিত। সার্ফ প্রথায় 'আইন' সার্ফ-মালিককে তার সার্ফদের 'শুধুমাত্র' বিক্রি করার অনুমতি দিত।

কৃষক-সার্ফদের বিপ্লব সার্ফ-মালিকদের এবং সার্ফ-ধরনের শোষণ নির্মূল করল। কিন্তু তার জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হল পুঁজিপতি ও জমিদাররা এবং মেহনতী জনগণের উপর পুঁজিতান্ত্রিক ও জমিদারদের শোষণ। এক দল শোষণকারীর বদলে এল আর এক দল শোষণকারী। সার্ফ প্রথায় 'আইন' সার্ফদের বিক্রি করার অনুমতি দিত। পুঁজিবাদী প্রথার অধীনে 'আইন' মেহনতী জনগণকে বেকারি ও নিঃস্বতা, ধ্বংস ও অনাহারজনিত মৃত্যুর কবলগ্রস্ত হবার অনুমতিই 'শুধু' দেয়।

শুধুমাত্র আমাদের সোভিয়েত বিপ্লব, শুধুমাত্র আমাদের অক্টোবর বিপ্লবই প্রশ্নটির মোকাবিলা করেছিল—এক দল শোষণকারীদের বদলে আর এক দল শোষণকারী, এক ধরনের শোষণের বদলে আর এক ধরনের শোষণ প্রতিস্থাপিত না করার, পরন্তু, সমস্ত শোষণ, সমস্ত শোষণকারীদের, নতুন ও পুরানো সমস্ত ধনী এবং অত্যাচারীদের সমূলে উৎপাটিত করার লক্ষ্য সামনে রেখে। (**দীর্ঘস্থায়ী হর্ষধ্বনি!**)

সেইজন্যই নতুন, যৌথ খামারের পথে কৃষকদের উত্তরণের পক্ষে অক্টোবর বিপ্লব ছিল একটি প্রারম্ভিক শর্ত এবং পূর্বেই অবশ্যপূরণীয় একটি প্রয়োজনীয় শর্ত।

অক্টোবর বিপ্লবকে সমর্থন করে কৃষকেরা কি সঠিক কাজ করেছিল? হাঁ, তারা সঠিক কাজই করেছিল; সঠিক কাজ করেছিল এইজন্য যে, জমিদার ও পুঁজিপতিদের, সুদখোর ও কুলাকদের, ব্যবসায়ী ও ফাটকাবাজদের জোয়াল থেকে মুক্ত হতে অক্টোবর বিপ্লব তাদের সাহায্য করেছিল।

কিন্তু তা হল প্রশ্নটির মাত্র একটি দিক। অত্যাচারীদের, জমিদার এবং পুঁজিপতিদের বিতাড়িত করা, কুলাক ও ফাটকাবাজদের দমন করা খুবই ভাল। কিন্তু সেটাই যথেষ্ট নয়। পুরানো শিকল থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হতে হলে,

শুধুমাত্র শোষণকারীদের সম্পূর্ণ পরাস্ত করাই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন একটি নতুন জীবন গড়ে তোলা—এমন জীবন গড়ে তোলা যা বস্তুগত অবস্থা ও সংস্কৃতি উন্নত করতে, এবং দিনের পর দিন, বছরের পর বছর অবিরাম অগ্রগতি লাভ করতে মেহনতী কৃষকদের সমর্থ করবে। এই লক্ষ্য পূরণ করতে হলে গ্রামাঞ্চলে একটি নতুন প্রথা—যৌথ খামার প্রথা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এটিই হল প্রশ্নটির অপর দিক।

পুরানো প্রথা এবং নতুন যৌথ খামার প্রথার মধ্যে পার্থক্য কি?

পুরানো প্রথায় কৃষকেরা তাদের পিতা-পিতামহের প্রাচীন পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ করে এবং শ্রমের সেকেলে যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে এককভাবে কাজ করত; তারা কাজ করত জমিদার ও পুঁজিপতিদের জন্য, কুলাক ও ফাটকা-বাজদের জন্য; তারা কাজ করত এবং অর্ধাহারে জীবনযাপন করে অন্যদের ধনী করত। নতুন, যৌথ খামার প্রথায় কৃষকেরা আধুনিক যন্ত্রপাতির—ট্রাক্টর এবং কৃষি যন্ত্রপাতির—সাহায্যে এজমালিভাবে সহযোগিতা অবলম্বন করে কাজ করে; তারা তাদের নিজেদের এবং যৌথ খামারগুলির জন্য কাজ করে, তারা পুঁজিপতি ও জমিদার, কুলাক ও ফাটকাবাজদের ব্যতিরেকেই কাজ করে; তাদের কল্যাণ এবং সংস্কৃতির মান দিনের পর দিন উন্নত করার উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে। সেখানে, পুরানো প্রথায়, সরকার হল একটা বুর্জোয়া সরকার এবং এই সরকার মেহনতী কৃষকসমাজের বিরুদ্ধে ধনীদের সমর্থন করে। এখানে, নতুন যৌথ খামার প্রথায়, সরকার হল শ্রমিক ও কৃষকদের একটা সরকার এবং এই সরকার যে-কোন প্রকারের ধনীদের বিরুদ্ধে শ্রমিক ও কৃষকদের সমর্থন করে। পুরানো প্রথার ফলে পুঁজিবাদের উদ্ভব ঘটে; নতুন প্রথায় উদ্ভব ঘটে সমাজতন্ত্রবাদের।

এইভাবে আপনারা দুটি পথ পাচ্ছেন—পুঁজিবাদী পথ এবং সমাজতান্ত্রিক পথ: অগ্রগামী পথ—সমাজতন্ত্রের দিকে, এবং পশ্চাদগামী পথ—পুঁজিবাদের দিকে।

এমন লোকও আছে, যারা মনে করে যে একটি তৃতীয় পথ অনুসরণ করা যেতে পারে। কিছু কিছু দোলাচলচিত্ত কমরেড, যাদের এখনো স্থির বিশ্বাস জন্মেনি যে যৌথ খামারের পথই হল সঠিক পথ, তারা এই অজানা তৃতীয় পথকে সাগ্রহে আঁকড়ে ধরে। তারা চায়, পুঁজিপতি ও জমিদার ছাড়াই আমরা যেন পুরানো প্রথায়, ব্যক্তিগত চাষবাসের প্রথায় ফিরে যাই। অধিকন্তু, তারা

আমাদের কাছে 'একমাত্র' চায় যে আমাদের অর্থনৈতিক প্রথার স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে কুলাক ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁজিপতিদের অস্তিত্ব মেনে নিই। প্রকৃতপক্ষে, এটি তৃতীয় পথ নয়, এটি হল দ্বিতীয় পথ—পুঁজিবাদের অভিমুখী পথ। কারণ ব্যক্তিগত চাষবাসে ও কুলাকদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করায় প্রত্যাবর্তন করার অর্থ কি? এর অর্থ হল কুলাকদের দাসত্ববন্ধন, কুলাকদের দ্বারা কৃষকসমাজের শোষণ এবং কুলাকদের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। কুলাকদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা এবং একই সময়ে সোভিয়েত ক্ষমতা বজায় রাখা কি সম্ভব? না, এটা সম্ভব নয়। কুলাকদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার ফলে একটি কুলাক শাসনের সৃষ্টি এবং সোভিয়েত শাসন নিঃশেষিত হতে বাধ্য—কাজেই পরিণতিতে একটি বুর্জোয়া সরকার অবশ্যই গঠিত হবে। এবং একটি বুর্জোয়া সরকার গঠনের ফলে অবশ্যই জমিদার ও পুঁজিপতিরা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে, পুঁজিবাদ পুনরুজ্জীবিত হবে। তথাকথিত তৃতীয় পথ প্রকৃতপক্ষে হল দ্বিতীয় পথই—যে পথ পুঁজিবাদের দিকে আবার পরিচালিত করে। কৃষকদের জিজ্ঞাসা করুন যে তারা কুলাকদের দাসত্ববন্ধন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে, পুঁজিবাদ পুনঃসংস্থাপিত করতে, সোভিয়েত শাসনকে ধ্বংস করতে এবং জমিদার ও পুঁজিপতিদের ক্ষমতা প্রত্যর্পণ করতে চায় কিনা। শুধু তাদেরই জিজ্ঞাসা করুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন মেহনতী কৃষকদের অধিকাংশ কোন্ পথটিকে একমাত্র সঠিক পথ বলে গণ্য করে।

কাজেই কেবলমাত্র দুটি পথই আছে: হয় সামনের ও ক্রমোন্নত দিকে—নতুন, যৌথ খামার প্রথার দিকে; অথবা পশ্চাতের ও ক্রমাগত নিচের দিকে—পুরানো কুলাক-পুঁজিবাদী প্রথার দিকে।

কোন তৃতীয় পথ নেই।

মেহনতী কৃষকেরা পুঁজিবাদী পথ বাতিল করে এবং যৌথ খামার উন্নয়নের পথ গ্রহণ করে সঠিক কাজই করেছিল।

বলা হয় যে, যৌথ খামারের পথই সঠিক পথ, কিন্তু তা একটি দুরূহ পথ। এ কথা কেবল অংশতঃ সত্য। অবশ্য, এই পথে অসুবিধা আছে। বিনা চেষ্টায় ভাল জীবন পাওয়া যায় না। কিন্তু বিষয়টি হল এই যে, প্রধান প্রধান অসুবিধাগুলি শেষ হয়ে গেছে; এবং এখন আপনাদের সামনে যে-সব অসুবিধা রয়েছে সেগুলি গুরুত্বের সাথে আলোচনা করার যোগ্য নয়। যে-কোনভাবেই, ১০-১৫ বছর আগে শ্রমিকেরা যে-সব অসুবিধা ভোগ করেছিলেন, যৌথ খামারের চাষী

কমরেডরা, সে-সবের তুলনায় আপনাদের বর্তমান অসুবিধাগুলি শুধুমাত্র ছেলে-খেলা মনে হয়। আপনাদের বক্তারা এখানে লেনিনগ্রাদ, মস্কো, খারকভ এবং ডনবাসের শ্রমিকদের প্রশংসা করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, এই সমস্ত শ্রমিকদের জমার দিকে সাফল্য রয়েছে, এবং আপনাদের, যৌথ খামারের চাষীদের জমার দিকে রয়েছে অনেক কম সাফল্য। আমার মনে হয়, আপনাদের বক্তাদের মন্তব্যে এমনকি খানিকটা কমরেডসুলভ ঈর্ষা প্রতীয়মান হয়েছে, যেন তারা বলতে চান: লেনিনগ্রাদ, মস্কো, ডনবাস এবং খারকভের শ্রমিকেরা যতটা সাফল্য অর্জন করেছেন, ততটা সাফল্য যদি যৌথ খামারের চাষীরা অর্জন করতেন, তাহলে কি ভালটাই না হতো।···

এ সমস্তই ভাল কথা। কিন্তু আপনারা কি জানেন, লেনিনগ্রাদ এবং মস্কোর শ্রমিকদের কি মূল্যে এই সমস্ত সাফল্য অর্জন করতে হয়েছিল; চূড়ান্ত-ভাবে এই সমস্ত সাফল্য অর্জনের জন্য তাঁদের কতখানি বঞ্চনা সহ্য করতে হয়েছিল? ১৯১৮ সালের এই সমস্ত শ্রমিকদের জীবন থেকে কতকগুলি ঘটনা আপনাদের কাছে বর্ণনা করতে পারি, যখন সমগ্র সপ্তাহের জন্য একখণ্ড রুটিও —মাংস বা অন্যান্য খাদ্যের কথা দূরে থাক—শ্রমিকদের মধ্যে বণ্টন করা হয়নি। সবচেয়ে ভাল সময় গণ্য করা হতো সেইসব দিনগুলিকে, যখন লেনিনগ্রাদ ও মস্কোর শ্রমিকদেরকে মাথাপিছু কালো রুটির এক পাউণ্ডের এক-অষ্টমাংশ বণ্টন করতে সক্ষম হতাম—এবং এইসব রুটিরও অর্ধেক থাকত ভুসি। আর, এই ঘটনা চলেছিল এক মাস বা ছয় মাসের জন্য নয়, চলেছিল দুটি সমগ্র বছর ধরে। কিন্তু শ্রমিকেরা এসব সহ্য করেছিলেন, হতাশায় ভেঙে পড়েননি, কারণ তাঁরা জানতেন, ভাল সময় আসবে এবং তাঁরা চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করবেন। তাহলেই আপনারা দেখছেন, শ্রমিকেরা ভুল করেননি। শ্রমিকেরা যে সমস্ত অসুবিধা ও বঞ্চনা সহ্য করেছিলেন সে-সবের সঙ্গে আপনাদের অসুবিধা ও বঞ্চনাগুলির শুধু তুলনা করুন, তাহলে আপনারাই বুঝবেন যে আপনাদের অসুবিধা ও বঞ্চনাগুলি গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনারই যোগ্য নয়।

যৌথ খামার আন্দোলনকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং যৌথ খামার আন্দোলনকে চূড়ান্তভাবে সম্প্রসারিত করার জন্য কি কি প্রয়োজন?

প্রথমতঃ, প্রয়োজন হল এই যে, যৌথ খামারগুলির তাদের জমির উপর অধিকার পাকাপোক্ত থাকবে এবং তাদের জমি চাষের উপযোগী হবে। আপনাদের কি এসব আছে? হাঁ, আপনাদের আছে। এটা সুবিদিত যে,

সর্বোৎকৃষ্ট জমিগুলি যৌথ খামারগুলিকে হস্তান্তরিত করা হয়েছে, এবং এইসব জমির উপর তাদের অধিকার স্থায়ীভাবে পাকাপোক্ত করা হয়েছে। কাজেই, তাদের কাছ থেকে জমি কেড়ে নিয়ে আর কাউকে দেওয়া হবে, এরূপ কোন আশংকা ছাড়াই যৌথ খামারের চাষীরা তাদের খুশিমত জমি চাষ করতে পারে, জমির উন্নতিসাধন করতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, প্রয়োজন হল এই যে, যৌথ খামারে চাষীদের অধীনে ট্রাক্টর ও মেশিনপত্র থাকবে। আপনাদের কি তা আছে? হাঁ, আপনাদের তা আছে। সকলেই জানেন যে, আমাদের ট্রাক্টরের এবং কৃষি যন্ত্রপাতির কারখানাগুলি প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ যৌথ খামারগুলির জন্য উৎপাদন করে, তাদের সমস্ত আধুনিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে।

সর্বশেষে, প্রয়োজন হল এই যে, মানুষ এবং অর্থ দিয়ে সরকার যৌথ খামারের কৃষকদের যথাশক্তি সমর্থন করবে এবং যৌথ খামারগুলিকে তছ্নছ্ করা থেকে শত্রুমনোভাবপূর্ণ শ্রেণীগুলির সর্বশেষ অবশিষ্টগুলিকে প্রতিরোধ করবে। আপনাদের কি এরূপ সরকার আছে? হ্যাঁ, আপনাদের তা আছে। এই সরকার হল শ্রমিক ও কৃষকদের সোভিয়েত সরকার। আর একটা দেশের নাম করুন তো যেখানে সরকার সমর্থন করে—পুঁজিপতি ও জমিদারদের নয়, নয় কুলাক এবং অন্যান্য ধনী ব্যক্তিদের—কিন্তু সমর্থন করে মেহনতী কৃষকদের? বিশ্বে এই দেশের মতো অন্য কোন দেশ নেই, এ যাবৎ হয়ওনি। কেবলমাত্র এখানে, সোভিয়েতসমূহের এই দেশেই এমন একটা সরকার রয়েছে, যা সমস্ত ধনী ও শোষণকারীদের বিরুদ্ধে দৃঢ়রূপে অবস্থান করছে শ্রমিক ও যৌথ খামারের চাষীদের পক্ষে, শহর ও গ্রামাঞ্চলের সমস্ত মেহনতী মানুষদের পক্ষে। (দীর্ঘস্থায়ী হর্ষধ্বনি।)

কাজেই যৌথ খামার উন্নয়নের পক্ষে এবং পুরানো শিকলগুলি থেকে সম্পূর্ণরূপে নিজেদের মুক্ত করতে হলে যা কিছু প্রয়োজন, আপনাদের সে-সবই আছে।

আপনাদের কাছে শুধুমাত্র একটাই দাবি—তা হল, আপনারা বিবেকের সঙ্গে কাজ করবেন; সম্পাদিত কাজের পরিমাণ অনুযায়ী যৌথ খামারের আয় বণ্টন করবেন; যৌথ খামারের সম্পত্তির যত্ন নেবেন; ট্রাক্টর ও মেশিনগুলির যত্ন নেবেন; নজর রাখবেন যাতে ঘোড়াগুলিকে ভালভাবে তত্ত্বাবধান করা হয়; আপনাদের শ্রমিক ও কৃষকদের রাষ্ট্র যে সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করবে, সে-সব

সম্পাদন করবেন; যৌথ খামারগুলিকে সুসংহত করবেন এবং যৌথ খামারগুলিতে যে-সমস্ত কুলাক ও কুলাকদের দালাল ধীরে ধীরে ও নিঃশব্দে ঢুকে পড়েছে খামারগুলি থেকে তাদের বহিষ্কার করবেন।

আপনারা নিশ্চয়ই আমার সাথে এ ব্যাপারে একমত হবেন যে, এই সমস্ত অসুবিধা অতিক্রম করা অর্থাৎ বিবেক-চালিত হয়ে কাজ করা এবং যৌথ খামারের সম্পত্তির সুষ্ঠু যত্ন নেওয়া খুব বেশি অসুবিধাজনক নয়। আরও বেশি এই জন্য যে, আপনারা এখন ধনী ও শোষণকারীদের জন্য কাজ করছেন না, কাজ করছেন নিজেদের জন্য, নিজেদের যৌথ খামারগুলির জন্য।

তাহলে আপনারা দেখছেন, যৌথ খামারের পথ, সমাজতন্ত্রের পথই হল মেহনতী কৃষকদের পক্ষে একমাত্র সঠিক পথ।

২। আমাদের আশু কর্তব্য—যৌথ খামারের সকল কৃষককে সমৃদ্ধ করে তোলা

দ্বিতীয় প্রশ্ন: নতুন পথে, আমাদের যৌথ খামারের পথে আমরা কি কি অর্জন করেছি এবং আগামী দু-তিন বছরের মধ্যে কিই-বা অর্জন করতে আশা করি?

সমাজতন্ত্র একটি ভাল ব্যাপার। একটি সুখী, সমাজতন্ত্রী জীবন হল প্রশ্নাতীতভাবেই একটি ভাল ব্যাপার। কিন্তু সে-সব হল ভবিষ্যতের একটি ব্যাপার। আজকের মূল প্রশ্ন এই নয় যে ভবিষ্যতে আমরা কি সাফল্য অর্জন করব। মূল প্রশ্ন হল: আজ ইতিমধ্যেই আমরা কি কি সাফল্য অর্জন করেছি। কৃষকসমাজ যৌথ খামারের পথ গ্রহণ করেছে। সেটা খুবই ভাল। কিন্তু এই পথে সে কি সাফল্য অর্জন করেছে? যৌথ খামারের পথ গ্রহণ করে আমরা কি কি বাস্তব ফল অর্জন করেছি?

আমাদের একটি সাফল্য এই যে আমরা দরিদ্র কৃষকের ব্যাপক সাধারণকে যৌথ খামারে যোগ দিতে সাহায্য করেছি। আমাদের অন্যতম সাফল্য এই যে দরিদ্র কৃষকদের বিশাল সাধারণ যৌথ খামারে—যেখানে তাদের হাতে সর্বোত্তম জমি এবং সর্বশ্রেষ্ঠ উৎপাদন-হাতিয়ার আছে—সেখানে যোগ দিয়ে মধ্য কৃষকদের স্তরে উন্নীত হয়েছে। আমাদের অন্যতম সাফল্য এই যে দরিদ্র কৃষকদের বিশাল সাধারণ যারা আগে প্রায়-অনশনে দিন কাটাত তারা আজ যৌথ খামারে মধ্য কৃষকে পরিণত হয়েছে, বস্তুগত নিরাপত্তা অর্জন করেছে।

আমাদের অন্যতম সাফল্য এই যে আমরা দরিদ্র কৃষক ও কুলাকদের মধ্যে কৃষকদের যে পৃথকীকরণ তা রোধ করেছি; আমরা কুলাকদের উৎখাত করেছি এবং দরিদ্র কৃষকদের সাহায্য করেছি যাতে যৌথ খামারের মধ্যে তারা তাদের নিজেদের শ্রমের নিয়ন্তা হতে পারে, মধ্য কৃষক হয়ে উঠতে পারে।

চার বছর আগে যৌথ খামার অগ্রগতির প্রসারের পূর্বে পরিস্থিতিটা কি ছিল? কুলাকরা ধনী হয়ে উঠছিল এবং ক্রমোন্নতির পথে ছিল। দরিদ্র কৃষকরা দরিদ্রতর হয়ে পড়ছিল, ধ্বংসে নিমজ্জিত হয়ে পড়ছিল এবং কুলাকদের শৃংখলে বাঁধা পড়ছিল। মধ্য কৃষকরা কুলাকদের স্তরে উন্নীত হওয়ার চেষ্টা করছিল, কিন্তু তারা নিয়তই ভেঙে পড়ছিল আর কুলাকদের মজার উদ্রেক করে দরিদ্র কৃষকদের দলভারী করছিল। এটা লক্ষ্য করা কিছু কঠিন ছিল না যে এই বিশৃংখলা থেকে একমাত্র যারা মুনাফা লুটছিল তারা হল কুলাক এবং সম্ভবতঃ বিক্ষিপ্তভাবে কিছু সম্পন্ন কৃষক। গ্রামাঞ্চলে প্রতি একশ পরিবারের মধ্যে আপনি গুনে দেখতে পারতেন চার থেকে পাঁচটি কুলাক পরিবার, আট থেকে দশটি সম্পন্ন কৃষক পরিবার, পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশটি মধ্য কৃষক পরিবার এবং পঁয়ত্রিশ-টির মতো দরিদ্র কৃষক পরিবার। সুতরাং খুব কম করে হিসেব করলেও সমস্ত কৃষক পরিবারের মধ্যে ছিল পঁয়ত্রিশ শতাংশই দরিদ্র কৃষক পরিবার যারা কুলাক শৃংখলের জোয়াল বইতে বাধ্য ছিল। এ হল মধ্য কৃষকদের অর্থনীতি-গতভাবে দুর্বলতর সেই স্তরের প্রশ্ন ছেড়ে দিয়েই যারা সংখ্যার দিক থেকে মধ্য কৃষকসমাজের অর্ধেকেরও বেশি, যাদের অবস্থা দরিদ্র কৃষকদের অবস্থা থেকে সামান্যই পৃথক এবং যারা প্রত্যক্ষভাবেই কুলাকদের ওপর নির্ভরশীল।

যৌথ খামারের অগ্রগতির প্রসারের মাধ্যমে আমরা এই বিশৃংখলা ও অন্যায়কে দূর করতে সফল হয়েছি; কুলাক শৃংখলের জোয়াল আমরা ধ্বংস করেছি; দরিদ্র কৃষকদের বিশাল সাধারণকে যৌথ খামারের মধ্যে সামিল করেছি, সেখানে তাদের এক নিরাপদ জীবন দিয়েছি এবং তাদেরকে সেই মধ্য কৃষকদের স্তরে উন্নীত করেছি যারা যৌথ খামারের জমি, যৌথ খামারকে প্রদত্ত সুবিধাগুলি, ট্রাক্টর ও কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে সক্ষম।

আর এর অর্থ কি? এর অর্থ এই যে কৃষক জনসংখ্যার অন্ততঃ ২ কোটি জনকে, অন্ততঃ ২ কোটি দরিদ্র কৃষককে অনটন ও ধ্বংস থেকে উদ্ধার করা হয়েছে, কুলাক শৃংখল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং যৌথ খামারের কল্যাণে তারা বস্তুগত নিরাপত্তা লাভ করেছে।

কমরেডগণ, এটা এক বিরাট সাফল্য। এটা এমন এক সাফল্য যা এর আগে দুনিয়ার কোথাও জানা যায়নি, দুনিয়ার কোনও দেশ যা আজও সম্পন্ন করেনি।

এখানেই আপনারা পাচ্ছেন যৌথ খামার অগ্রগতির ব্যবহারিক বাস্তব ফলগুলি, কৃষকেরা যে যৌথ খামারের পথ পরিগ্রহ করেছে এই ঘটনার ফলগুলি।

কিন্তু যৌথ খামারের অগ্রগতির পথে এ হল আমাদের **প্রথম** পদক্ষেপমাত্র, আমাদের **প্রথম** সাফল্য।

এটা ভাবা ভুল হবে যে আপনাদের এই প্রথম পদক্ষেপে, এই প্রথম সাফল্যে অবশ্যই থেমে যেতে হবে। না, কমরেড, আমরা এই সাফল্যেই থেমে যেতে পারি না। আরও এগোনোর জন্য এবং যৌথ খামারগুলিকে সুনির্দিষ্ট সুসংহত করার জন্য আমাদের অবশ্যই এক **দ্বিতীয়** পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, আমাদের অবশ্যই এক **নতুন** সাফল্য অর্জন করতে হবে। এই দ্বিতীয় পদক্ষেপটি কি? তা হল যৌথ খামারের কৃষকদের, প্রাক্তন দরিদ্র কৃষক ও প্রাক্তন মধ্য কৃষক উভয়কেই আরও উন্নততর পর্যায়ে উন্নীত করা। তা হল **সকল যৌথ খামার কৃষককে সমৃদ্ধ করে তোলা।** হাঁ, কমরেড, সমৃদ্ধ করে তোলা। (**দীর্ঘ হর্ষধ্বনি।**)

যৌথ খামারগুলির কল্যাণে আমরা দরিদ্র কৃষকদের মধ্য কৃষকের স্তরে উন্নীত করতে সফল হয়েছি। সে খুব ভাল কথা। কিন্তু তা-ই যথেষ্ট নয়। আমাদের এখন আরও এক কদম অগ্রপদক্ষেপে সফল হতে হবে এবং পূর্বতন দরিদ্র কৃষক ও পূর্বতন মধ্য কৃষক—সকল যৌথ খামার কৃষককেই সমৃদ্ধ কৃষকের স্তরে উন্নীত হতে সাহায্য করতে হবে। এটা অর্জনসাধ্য এবং সমস্ত মূল্য দিয়েই এটা আমাদের অর্জন করতে হবে। (**দীর্ঘ হর্ষধ্বনি।**)

এই লক্ষ্য সিদ্ধ করার জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা আমাদের সবই এখন আছে। কিন্তু বর্তমানে আমাদের মেশিন ও ট্রাক্টরগুলি খারাপভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আমাদের জমি ভালমত আবাদ করা হচ্ছে না। আমাদের যেটা দরকার তা হল কেবল মেশিন ও ট্রাক্টরগুলিকে ভালভাবে কাজে লাগানো, আমাদের দরকার কেবল জমির আবাদকে উন্নত করা, আমাদের উৎপাদনের পরিমাণকে দু'গুণ এবং তিনগুণ বাড়িয়ে তোলা। আর এটাই আমাদের সমস্ত যৌথ খামার কৃষককে যৌথ খামার জমির সমৃদ্ধ কৃষকে রূপান্তর করার পক্ষে যথেষ্ট হবে।

সমৃদ্ধ কৃষকদের ক্ষেত্রে আগে অবস্থাটা কি ছিল? সমৃদ্ধ হতে গেলে কোনও কৃষককে তার প্রতিবেশীর ক্ষতি করতে হতো; তাকে তাদের শোষণ করতে হতো; তাদের কাছে উচ্চ মূল্যে বিক্রি করতে ও তাদের কাছ থেকে শস্তায় কিনতে হতো; কিছু মজুর ভাড়া করতে ও তাদেরকে আগাগোড়া শোষণ করতে হতো; কিছু পুঁজি জমাতে ও তারপর নিজের অবস্থানকে শক্ত করে কুলাকদের দলে গুঁড়ি মেরে ঢুকে পড়তে হতো। নিঃসন্দেহে এটাই ব্যাখ্যা করে যে কেন আগেকার দিনে ব্যক্তিকেন্দ্রিক খামার প্রথার কালে সমৃদ্ধ কৃষকরা দরিদ্র ও মধ্য কৃষকদের মধ্যে সংশয় ও ঘৃণা জাগিয়ে তুলত। বর্তমানে অবস্থাটা আলাদা। আর শর্তগুলিও এখন পৃথক। যৌথ খামার কৃষকদের আজ সম্পন্ন হতে গেলে তাদের প্রতিবেশীদের ক্ষতিসাধন বা শোষণ করা আর আদৌ প্রয়োজন নয়। আর তাছাড়া এখন আর কাউকে শোষণ করা সহজ নয়; কারণ জমির ব্যক্তিগত মালিকানা এবং জমির খাজনাবিলি আজ আর আমাদের দেশে নেই, মেশিন ও ট্রাক্টরগুলি রাষ্ট্রের অধীনে এবং যে-সব লোক পুঁজির মালিক তারা যৌথ খামারগুলিতে আর চলাত ধরনের নয়। অতীতে ওরকম কায়দা ছিল; কিন্তু তা চিরতরে মুছে গেছে। যৌথ খামার সদস্যদের সমৃদ্ধ হতে গেলে আজ একটি জিনিসই প্রয়োজন, যথা যৌথ খামারগুলিতে বিবেকের সঙ্গে কাজ করা, ট্রাক্টর ও মেশিনগুলিকে যথাযথভাবে কাজে লাগানো, ভারবাহী পশুগুলিকে ঠিকমত কাজে লাগানো, যথাযথভাবে জমি আবাদ করা এবং যৌথ খামারের সম্পত্তিগুলির যত্ন নেওয়া।

কখনো কখনো বলা হয়: সমাজতন্ত্রেই যদি আমরা বাস করি তাহলে কেন আমাদের মেহনত করতে হয়? আমরা আগেও মেহনত করেছি এবং আজও মেহনত করছি; মেহনত ত্যাগ করার সময় কি হয়নি? কমরেড, এ ধরনের কথাবার্তা মৌলিকভাবেই ভুল। এ হল কুঁড়েদের দর্শন, সৎ শ্রমজীবী মানুষের নয়। সমাজতন্ত্র কাজকে মেনে নিতে আদৌ অস্বীকার করে না। পক্ষান্তরে সমাজতন্ত্র তো কর্মনির্ভর। সমাজতন্ত্র এবং কাজ একে অপরের থেকে অবিচ্ছেদ্য।

আমাদের মহান শিক্ষক লেনিন বলেছেন: 'যে কাজ করে না, সে খাবেও না।' এর অর্থ কি? লেনিনের এই কথাগুলি কাদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত? তা প্রযুক্ত শোষকদের বিরুদ্ধে, তাদের বিরুদ্ধে যারা নিজেরা কাজ করে না কিন্তু নিজেদের জন্য অন্যদের কাজ করতে বাধ্য করে এবং সেই অন্যদের

শ্রমের মূল্যে বড়লোক হয়। এবং আরও কার বিরুদ্ধে তা প্রযুক্ত? তাদের বিরুদ্ধে যারা কুঁড়েমি করে ঘুরে বেড়ায় এবং অন্যদের পরিশ্রমের মূল্যে বেঁচে থাকে। সমাজতন্ত্র কুঁড়েমি চায় না, চায় সকলে বিবেকের সঙ্গে কাজ করুক; তাদের কাজ করতে হবে অন্যদের জন্য নয়, ধনিক আর শোষকদের জন্য নয়, পক্ষান্তরে তাদেরই নিজেদের জন্য, সমাজের জন্য। আর আমরা যদি বিবেকের সঙ্গে কাজ করি, আমাদের নিজেদের জন্য, যৌথ খামারগুলির জন্য কাজ করি তাহলে সকল যৌথ খামার সদস্য—পূর্বতন দরিদ্র কৃষক ও পূর্বতন মধ্য কৃষক উভয়কেই সমৃদ্ধ কৃষকের স্তরে, এমন এক জনগণের স্তরে দু-তিন বছরের মধ্যেই উন্নীত করতে সফল হব যারা উৎপাদনের প্রাচুর্য ভোগ করে এবং এক সম্পূর্ণ সাংস্কৃতিক জীবনযাপন করে।

সেই হল আমাদের আশু কর্তব্য। আমরা তা পালন করতে পারি, এবং সমস্ত মূল্যে আমাদের তা অবশ্যই পালন করতে হবে। (**দীর্ঘ হর্ষধ্বনি।**)

৩। বিবিধ মন্তব্য

এবার আমায় কিছু বিবিধ মন্তব্য পেশ করার অনুমতি দিন।

সর্বপ্রথমে গ্রামাঞ্চলের আমাদের **পার্টি-সদস্যদের সম্বন্ধে।** আপনাদের মধ্যে পার্টি-সদস্য আছেন, কিন্তু আপনাদের মধ্যে আরও বেশি সংখ্যক হলেন পার্টি-বহির্ভূত ব্যক্তি। এটা খুব ভাল যে এই কংগ্রেসে পার্টি-সদস্যদের চাইতে পার্টি-বহির্ভূত ব্যক্তিরা সংখ্যায় বেশি হাজির আছেন কারণ ঠিক এই পার্টি-বহির্ভূত ব্যক্তিদেরকেই সর্বপ্রথমে আমাদের কাজে আমাদের সামিল করতে হবে। এমন কমিউনিস্টরা আছেন যাঁরা পার্টি-বহির্ভূত যৌথ খামার সদস্যদের সঙ্গে এক বলশেভিক পদ্ধতিতে আচরণ করেন। কিন্তু আবার এমনও আছেন যাঁরা পার্টি-সদস্য হওয়ায় অহংকার প্রকাশ করেন এবং পার্টি-বহির্ভূত ব্যক্তিদেরকে দূরে ঠেলে রাখেন। এটা খারাপ এবং ক্ষতিকর। বলশেভিকদের শক্তি, কমিউনিস্টদের শক্তি এই ঘটনায় নিহিত যে তারা আমাদের পার্টির চতুষ্পার্শে লক্ষ লক্ষ সক্রিয় পার্টি-বহির্ভূত ব্যক্তিকে জমায়েত করতে সক্ষম। পার্টির অনুকূলে লক্ষ লক্ষ পার্টি-বহির্ভূত শ্রমিক ও কৃষকের আস্থা অর্জন করতে আমরা যদি না পারতাম তবে যে-সব সাফল্য আজ আমরা অর্জন করেছি তা কখনই আমরা বলশেভিকরা অর্জন করতাম না। আর এর জন্য কি প্রয়োজন? যেটা প্রয়োজন তা হল পার্টি-সদস্যরা নিজেদেরকে পার্টি-বহির্ভূত জনগণ থেকে যেন

বিচ্ছিন্ন না করে ফেলেন, পার্টি-সদস্যরা যেন তাঁদেরকে পার্টির খোলসের মধ্যে গুটিয়ে না ফেলেন, পার্টি-সদস্য হওয়ার জন্য যেন অহংকার না প্রকাশ করেন, পক্ষান্তরে শুধু পার্টি-বহির্ভূত জনগণকে শিক্ষাদানের জন্যই নয়, তাদের কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণের উদ্দেশ্যেও পার্টি-বহির্ভূত জনগণের যা বক্তব্য তা মন দিয়ে শোনেন।

এটা কিছুতেই ভুলে গেলে চলবে না যে পার্টি-সদস্যরা আকাশ থেকে পড়েন না। আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে সকল পার্টি-সদস্যই কোনও-না-কোনও সময়ে পার্টি-বহির্ভূত ব্যক্তিই ছিলেন। আজ একজন পার্টিতে নেই; আগামীকাল তিনি একজন পার্টি-সদস্য হবেন। এতে আত্মাভিমানের কি ব্যাপার আছে? আমাদের প্রবীন বলশেভিকদের মধ্যে এমন কমরেডের সংখ্যা অল্প নয় যাঁরা ২০ বা ৩০ বছর ধরে পার্টিতে কাজ করছেন। কিন্তু একটা সময় ছিল যখন আমরাও ছিলাম পার্টি-বহির্ভূত মানুষ। ২০ বা ৩০ বছর আগে আমাদের ক্ষেত্রে কি হতো যদি সে-সময়কার পার্টি-সদস্যরা আমাদের ওপর প্রভুত্ব ফলাতেন এবং আমাদেরকে পার্টির কাছে আসতে না দিতেন? সে-ক্ষেত্রে সম্ভবতঃ কিছু বছরের জন্য আমাদেরকে পার্টির থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হতো। তথাপি কমরেড, আমরা প্রবীণ বলশেভিকরা দুনিয়ায় কিছু নগণ্যতম মানুষ নই। **(হাস্যরোল। দীর্ঘ হর্ষধ্বনি।)**

সেই কারণে আমাদের পার্টি-সদস্যরা, বর্তমান তরুণ পার্টি-সদস্যরা যারা পার্টি-বহির্ভূত ব্যক্তিদের প্রতি মাঝে মাঝে অবজ্ঞা প্রকাশ করে—তাদের এ সমস্ত মনে রাখা উচিত যে, বলশেভিকের অলঙ্কার আত্মাভিমান নয়, তা হল বিনয়।

এবার **নারীদের সম্বন্ধে, যৌথ খামারের নারী সদস্যদের** সম্বন্ধে। কমরেড, যৌথ খামারের নারীদের প্রশ্নটি হল একটি বড় প্রশ্ন। আমি জানি যে আপনাদের অনেকেই নারীদের লঘুজ্ঞান করেন এবং এমনকি তাদের বিদ্রূপও করেন। কিন্তু কমরেড, সেটা ভুল, সেটা এক গুরুতর ভুল। ব্যাপারটা শুধু এই নয় যে জনসংখ্যার অর্ধেকই হল মেয়েরা। ব্যাপারটা মূলতঃ হল এই যে যৌথ খামার আন্দোলন কিছু সংখ্যক বিশিষ্ট ও যোগ্য নারীকে নেতৃত্বদায়ী ভূমিকায় এগিয়ে দিয়েছিল। এই কংগ্রেসের দিকে, প্রতিনিধিবৃন্দের দিকে চেয়ে দেখুন এবং তাহলেই আপনারা বুঝতে পারবেন যে মেয়েরা অনেকদিন হল আর পশ্চাৎপদ নেই এবং তারা সম্মুখ সারিতে এগিয়ে এসেছে। যৌথ খামারে মেয়েরা হল একটি বড় শক্তি। এই শক্তিকে দাবিয়ে রাখা হবে অপরাধী-

সুলভ। আমাদের কর্তব্য হল যৌথ খামারে মেয়েদেরকে সামনে নিয়ে আসা এবং এই শক্তিকে কাজে লাগানো।

অবশ্য অনতিকাল আগে যৌথ খামারের নারী সদস্যদের সঙ্গে সোভিয়েত সরকারের সামান্য একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। তা ছিল গরুর সম্বন্ধে। কিন্তু এখন গরুর ব্যাপারটা মীমাংসিত হয়েছে ও সেই ভুল বোঝাবুঝিও দূর হয়েছে। (**দীর্ঘ হর্ষধ্বনি।**) আমরা এমন একটা অবস্থায় এসেছি যখন যৌথ খামার পরিবারগুলির অধিকাংশই ইতিমধ্যেই এক-একটি করে গরু পেয়েছে। আর দু-এক বছর গেলে এমন একজন যৌথ খামারের চাষীও থাকবে না যার নিজস্ব গরু নেই। আমরা বলশেভিকরা দেখব যাতে আমাদের যৌথ খামারের চাষীদের প্রত্যেকেরই একটি করে গরু থাকে। (**দীর্ঘ হর্ষধ্বনি।**)

আর যৌথ খামারের খোদ নারী সদস্যদের সম্বন্ধে বলব যে তাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে নারীদের ক্ষেত্রে যৌথ খামারসমূহের ক্ষমতা ও গুরুত্বের কথা; তাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে একমাত্র যৌথ খামারেই তারা পুরুষদের সঙ্গে সমাবস্থানে থাকার সুযোগ পায়। যৌথ খামার ব্যতিরেকে—অসাম্য; যৌথ খামারে—সমানাধিকার। আমাদের কমরেডরা, যৌথ খামারের নারী সদস্যরা যেন এটা মনে রাখেন এবং তাঁদের চোখের মণির মতোই যৌথ খামার ব্যবস্থাকে সযত্নে লালন করেন। (**দীর্ঘ হর্ষধ্বনি।**)

যৌথ খামারের **যুব কমিউনিস্ট লীগ** সদস্যদের, **তরুণ ও তরুণীদের** সম্বন্ধে অল্প দুয়েকটি কথা বলব। কমরেডগণ, যুবকরাই হল আমাদের ভবিষ্যৎ, আমাদের আশা। যুবকদেরকে আমাদের আসন, প্রবীণ মানুষদের আসন গ্রহণ করতে হবে। আমাদের নিশানকে তাদের চূড়ান্ত বিজয়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কৃষকদের মধ্যে প্রবীণ লোকদের সংখ্যা কিছু কম নয় যাঁরা অতীতের বোঝা বয়ে শ্রান্ত, পুরানো জীবনের অভ্যাস আর অনুস্মৃতিতে ভারাক্রান্ত। স্বভাবতঃই তাঁরা সর্বদা পার্টির সঙ্গে তাল মেলাতে, সোভিয়েত ব্যবস্থার সঙ্গে তাল মেলাতে পারেন না। আমাদের যুবকরা হল আলাদা। তারা অতীতের বোঝা থেকে মুক্ত এবং তাদের পক্ষে লেনিনের নির্দেশগুলির আত্মীকরণ হল সহজতম। আর যুবকদের পক্ষে লেনিনের নির্দেশগুলির আত্মীকরণ যেহেতু সহজতম ঠিক সেইহেতু তাদেরই লক্ষ্য হল পশ্চাৎপদ ও দোলাচল-চিত্তদেরকে সাহায্য করা। সত্য যে তাদের জ্ঞানের অভাব আছে। কিন্তু জ্ঞান হল এমন একটা জিনিস যা অর্জনসাধ্য। আজ সেটা তাদের না থাকতে

পারে কিন্তু আগামীকাল তাদের তা থাকবে। সুতরাং কর্তব্য হল লেনিনবাদের নীতিগুলিকে অধ্যয়ন ও পুনরধ্যয়ন করা। যুব কমিউনিস্ট লীগের সদস্য-কমরেডবৃন্দ! বলশেভিকবাদের নীতিগুলি জানুন ও দোদুল্যমানদেরকে সম্মুখ দিকে এগিয়ে নিয়ে চলুন! কথা কম বলুন আর কাজ করুন বেশি এবং তাহলেই আপনাদের সাফল্য হবে নিশ্চিত। (হর্ষধ্বনি।)

ব্যক্তিগত কৃষকদের সম্পর্কে দু-চার কথা। ব্যক্তিগত কৃষকদের সম্পর্কে এখানে সামান্যই বলা হয়েছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তাদের আর অস্তিত্বই নেই। না, তার অর্থ এরকম নয়। ব্যক্তিগত কৃষকরা বর্তমান এবং আমাদের হিসেবের বাইরে তাদের অবশ্যই ধরা চলবে না কারণ তারা হল আমাদের আগামী দিনের যৌথ খামারের কৃষক। আমি জানি যে ব্যক্তিগত কৃষকদের একটি অংশ অত্যন্ত দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে পড়েছে ও তারা ফাটকাবাজি ধরেছে। নিঃসন্দেহে তা এটাই ব্যাখ্যা করে যে যৌথ খামারের কৃষকরা কেন ব্যক্তিগত কৃষকদের অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে যৌথ খামারে গ্রহণ করে থাকে এবং কখনো কখনো তাদের আদৌ গ্রহণ করে না। এটা অবশ্যই খুব ঠিক কাজ এবং এতে আপত্তির কিছু থাকতে পারে না। কিন্তু ব্যক্তিগত কৃষকদের আরেকটি অংশ, বৃহত্তর অংশ আছে যারা ফাটকাবাজি ধরেনি এবং সৎ মেহনতের মাধ্যমেই যারা তাদের রুটি উপার্জন করে। এই ব্যক্তিগত কৃষকরা সম্ভবতঃ যৌথ খামারে যোগদানে পরাঙ্মুখ হবে না। কিন্তু তারা এ-ব্যাপারে বাধা পাচ্ছে একদিকে তাদের মনের এই দ্বিধাগ্রস্ততা থেকে যে যৌথ খামার পথটি সঠিক পথ কিনা এবং অপরদিকে ব্যক্তিগত কৃষকদের প্রতি যৌথ খামার কৃষকদের যে তিক্ত মনোভাব এখন বর্তমান তা থেকে।

নিঃসন্দেহে আমাদেরকে অবশ্যই যৌথ খামারের কৃষকদের মানসিকতা অনুধাবন করতে হবে এবং তাদের আচরণকে বুঝতে হবে। অতীত বছরগুলিতে ঐ ব্যক্তিগত কৃষকদের হাতে তারা কম অপমান আর বিদ্রূপ সহ্য করেনি। কিন্তু এখানে অপমান আর বিদ্রূপকেই নির্ণায়ক গুরুত্বসম্পন্ন হতে দেওয়া চলবে না। যিনি একটা অপমানকে ভুলতে পারেন না এবং যিনি যৌথ খামার আদর্শের স্বার্থেরও ওপর তাঁর নিজস্ব অনুভূতিগুলিকে স্থান দেন তিনি একজন খারাপ জাতের নেতা। যদি আপনাদের নেতা হতে হয় তবে কিছু ব্যক্তিগত কৃষক যে অপমান আপনাদের করেছে সেটা ভুলতে সক্ষম হতে হবে। দু'বছর আগে আমি ভল্গা অঞ্চলের বাসিন্দা এক বিধবা কৃষক রমণীর কাছ

থেকে একটি চিঠি পেয়েছিলাম। তিনি অভিযোগ করেছিলেন যে, যৌথ খামার তাকে সদস্য হিসেবে গ্রহণ করতে গররাজী, আর এ-ব্যাপারে তিনি আমার সাহায্য চান। আমি সেই যৌথ খামারে তদন্ত করি। যৌথ খামার থেকে এই মর্মে জবাব পাই যে কোনও একটি যৌথ খামার সভাকে তিনি যেহেতু অপমান করেছিলেন তাই তাঁকে তাঁরা গ্রহণ করতে পারছেন না। এখন, এই ব্যাপারটা কি নিয়ে ছিল? দেখা গেল যে কৃষকদের একটি সভায় যেখানে যৌথ খামারের কৃষকরা ব্যক্তিগত কৃষকদের কাছে যৌথ খামারে যোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান জানায় তখন সেই আহ্বানের জবাবে এই বিধবা মহিলাটিই তার কাপড়টা তুলে ধরে বলেন—এই যে তাদের যৌথ খামার। (**হাস্যরোল**।) নিঃসন্দেহে তিনি নোংরা আচরণ করেছিলেন এবং ঐ সভাকে অপমান করেছিলেন। কিন্তু এক বছর বাদে যখন তিনি আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়েছেন ও নিজের ভুল স্বীকার করেছেন তখন তাঁর যৌথ খামারে সদস্যভুক্তির আবেদনপত্র কি খারিজ করে দেওয়া ঠিক? আমার মনে হয় যে ঐ দরখাস্ত খারিজ করা ঠিক নয়। ঠিক এই কথাই আমি সেই যৌথ খামারকে লিখলাম। বিধবাটিকে যৌথ খামারে নেওয়া হল। আর কি হল? দেখা গেল যে তিনি এখন সর্বশেষের সারিতে নয়, সামনের সারিতে থেকেই যৌথ খামারে কাজ করছেন। (**হর্ষধ্বনি**।)

এই আপনারা পেলেন আরেকটি দৃষ্টান্ত যা দেখায় যে নেতারা যদি সত্যকারের নেতা হতে চান, তবে অবশ্যই আদর্শের স্বার্থ যদি চায় তাহলে একটা অপমানকেও ভুলে যেতে সক্ষম হতে হবে।

ব্যক্তিগত কৃষকদের সম্বন্ধে সাধারণভাবে এই একই কথা অবশ্যই বলতে হবে। যৌথ খামারে যে-সব লোককে গ্রহণ করা হবে তাদের সম্বন্ধে কড়া নজর দেওয়ার আমি বিরোধী নই। কিন্তু সকল ব্যক্তিগত কৃষকদের সামনে নির্বিচারে যৌথ খামারের পথ রুদ্ধ করে দেওয়ার আমি বিরোধী। ওটা আমাদের নীতি নয়, বলশেভিক নীতি নয়। যৌথ খামারের কৃষকদের এ কথা অবশ্যই ভুলে যাওয়া চলবে না যে অনতিকাল আগে তারাও তো ছিল ব্যক্তিগত কৃষকই!

সর্বশেষে **বেজেনচুকের যৌথ খামারের কৃষকদের লেখা চিঠি**[৬৬] সম্বন্ধে দু-চার কথা। এই চিঠিটি প্রকাশিত হয়েছে এবং আপনারা নিশ্চয়ই এটা পড়েছেন। প্রশ্নাতীতভাবেই এটা একটা ভাল চিঠি। এটা দেখিয়ে দেয়

যে যৌথ খামারের কাজের আদর্শের ক্ষেত্রে আমাদের যৌথ খামারের কৃষকদের মধ্যে অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান সংগঠক ও প্রচারকের সংখ্যা কিছু সামান্য নয় যারা আমাদের দেশের গৌরব। কিন্তু এই চিঠিতে একটি ভুল অনুচ্ছেদ আছে যার সঙ্গে আমরা বোধহয় একমত হতে পারি না। বিষয়টি এই যে বেজেনচুক কমরেডরা যৌথ খামারের মধ্যে তাঁদের কাজকে নম্র এবং গুরুত্বহীন কাজমাত্র বলে বর্ণনা করেন, অপরদিকে তাঁরা বক্তা আর নেতা যাঁরা অনেক সময় অসম্ভব দীর্ঘ ভাষণ দিতে অভ্যস্ত তাঁদের প্রয়াসকে মহান ও সৃজনশীল কাজ বলে বিবৃত করেন। আমরা কি এ বক্তব্য মানতে পারি? না, কমরেড, আমরা বোধহয় এটা মানতে পারি না। বেজেনচুক কমরেডরা এখানে একটা ভুল করেছেন। সম্ভবতঃ তাঁরা বিনয়ের দরুণই ভুলটি করেছেন। কিন্তু তা বলে তো আর ভুলটি ভুল না হয়ে যায় না। সে দিন চলে গেছে যখন শ্রমিক আর কৃষকদের আমল না দিয়ে নেতাদেরকেই ইতিহাসের একমাত্র স্রষ্টা বলে গণ্য করা হতো। জাতির আর রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ এখন আর শুধু নেতাদের দ্বারাই নয়, বরং মুখ্যতঃ ও মূলতঃ নির্ধারিত হয় শ্রমজীবী জনগণের বিরাট ব্যাপক সাধারণের দ্বারা। শ্রমিক আর কৃষক যারা হৈ চৈ আর সোরগোল ছাড়াই কলকারখানা নির্মাণ করছে, খনি আর রেলপথ তৈরী করছে, যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামার গড়ে তুলছে, জীবনের সমস্ত মূল্যকেই সৃষ্টি করছে, গোটা দুনিয়াকেই খাওয়াচ্ছে-পরাচ্ছে—তারাই হল প্রকৃত বীর এবং নবজীবনের স্রষ্টা। আপাতঃদৃষ্টিতে আমাদের বেজেনচুক কমরেডরা তা ভুলে গেছেন। মানুষ যখন তার আপন শক্তিকে বেশি মূল্য দেয় ও যে কাজ সে করেছে সে-সম্বন্ধে আত্মাভিমানী হতে শুরু করে তখন সেটা ভাল নয়। তা থেকে অহংকার আসে, আর অহংকার কিছু ভাল জিনিস নয়। কিন্তু আরও খারাপ হয় যখন মানুষ তার আপন শক্তিকে লঘুজ্ঞান করতে শুরু করে ও দেখতে ব্যর্থ হয় যে তাদের 'নম্র' ও 'গুরুত্বহীন' কাজ হল বাস্তবিক এমন মহান ও সৃজনশীল কাজ যা ইতিহাসের ভাগ্যকে নির্ধারণ করে।

আমি চাই যে বেজেনচুক কমরেডরা তাঁদের চিঠিতে আমার এই ছোট্ট সংশোধনটি অনুমোদন করুন।

এই সঙ্গে কমরেড ইতি টানা যাক। (**সোচ্চার ও দীর্ঘ করতালি বেড়ে এক জয়ধ্বনিতে পরিণত হয়। সকলে উঠে দাঁড়ান ও কমরেড**

স্তালিনকে অভিনন্দন জানান। সোচ্চার হর্ষধ্বনি। উচ্চকণ্ঠ আওয়াজঃ 'কমরেড স্তালিন দীর্ঘজীবী হোন, হুররে!' 'অগ্রসর যৌথ খামার কৃষকরা দীর্ঘজীবী হোন!' 'আমাদের নেতা কমরেড স্তালিন দীর্ঘজীবী হোন!')

প্রাভদা সংখ্যা, ৫৩
২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩

পঞ্চদশ বার্ষিকী উপলক্ষে লালফৌজকে অভিনন্দন

(ইউ. এস. এস. আর-এর বিপ্লবী সামরিক কাউন্সিলের প্রতি)

শ্রমিক ও কৃষকদের লালফৌজের সদস্য, কম্যাণ্ডার ও রাজনৈতিক কর্মীদের অভিনন্দন জানাই!

লেনিনের নেতৃত্বাধীনে প্রতিষ্ঠিত লালফৌজ গৃহযুদ্ধের সেই মহান সব সংগ্রামের অমর মহিমায় নিজেকে ভূষিত করেছে যেখানে তারা ইউ. এস. এস. আর থেকে হস্তক্ষেপকারীদের দূর করেছে এবং আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রের আদর্শকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছে।

লালফৌজ আজ হল শান্তির এবং শ্রমিক ও কৃষকের শান্তিপূর্ণ শ্রমের এক দুর্গপ্রাকার, সোভিয়েত ইউনিয়নের সীমান্তের সতর্ক অভিভাবক।

চার বছর সময়কালের মধ্যেই যারা বিজয়ের সঙ্গে পঞ্চবার্ষিকী যোজনার লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করেছে—আমাদের দেশের সেই শ্রমিকরা লালফৌজকে নতুন নতুন প্রতিরক্ষা-হাতিয়ারে সজ্জিত করছে। কমরেড, আপনাদের কাজ হল সেইসব হাতিয়ারকে ঠিকমত ব্যবহার করতে শেখা এবং শত্রুরা যদি আমাদের দেশকে আক্রমণের চেষ্টা করে তবে দেশের প্রতি আপনাদের কর্তব্য পালন করা।

লেনিনের পতাকাকে, সাম্যবাদের জন্য সংগ্রামের পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরুন!

বীর লালফৌজ, তার নেতৃবৃন্দ, তার বিপ্লবী সামরিক কাউন্সিল দীর্ঘজীবী হোক!

জে. স্তালিন

প্রাভদা, সংখ্যা ৫৩

২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩

মিঃ বার্ণসের একটি চিঠির জবাবে

২০শে মার্চ, ১৯৩৩

প্রিয় মিঃ বার্ণস্,

ইউ. এস. এস. আর-এ মার্কিন নাগরিকদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে আপনার ভীতি অমূলক।

ইউ. এস. এস. আর হল দুনিয়ায় সেই স্বল্পসংখ্যক দেশগুলির অন্যতম যেখানে বিদেশীদের প্রতি জাতিগত ঘৃণা বা কোন অমিত্রসুলভ আচরণ প্রদর্শন এমনিতেই আইনতঃ দণ্ডনীয়। ইউ. এস. এস. আর-এ কারুর বিশেষ জাতিগত উৎসের দরুণ তাকে খতম করার কোনও ঘটনা কখনো হয়নি বা হতে পারেও না। এটা বিশেষ করে সত্য ইউ. এস. এস. আর-এ বসবাসকারী সেই বিদেশী বিশেষজ্ঞদের সম্বন্ধে যাঁদের মধ্যে আমেরিকান বিশেষজ্ঞরাও আছেন, এই আমেরিকান বিশেষজ্ঞদের কাজ তো আমার মতে আমাদের ধন্যবাদার্হ।

মেট্রো-ভিকার্সের[৬৭] অল্প কিছু ব্রিটিশ কর্মচারীদের সম্বন্ধে বলব যে তাদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ হিসেবে আইনী ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি, তা গৃহীত হয়েছে আমাদের তদন্তকারী কর্তৃপক্ষের দৃঢ় মত অনুযায়ী এমন সব লোক হিসেবেই যারা ইউ. এস. এস. আর-এর আইনকে লংঘন করেছে। রুশদের বিরুদ্ধেও কি অনুরূপভাবে আইনী ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি? আমি জানি না যে এই ঘটনার সঙ্গে মার্কিন নাগরিকদের আবার কি সম্বন্ধ থাকতে পারে।

আপনার সেবার জন্য প্রস্তুত,

জে. স্তালিন

কমরেড এস. এম. বুদিয়োন্নিকে

গৃহযুদ্ধের কম্যাণ্ডার-ইন-আর্মস্, মহান লাল অশ্বারোহী ফৌজের সংগঠক ও কম্যাণ্ডার, বিপ্লবী কৃষকসমাজের সারি থেকে আগত সর্বোচ্চ মেধার লাল-ফৌজী নেতা—কমরেড বুদিয়োন্নিকে তাঁর পঞ্চাশতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আন্তরিক বলশেভিক অভিনন্দন জানাই।

প্রিয় সেমিয়োন মিখাইলোভিচ, আমি দৃঢ়ভাবে আপনার করমর্দন করছি।

জে. স্তালিন

প্রাভদা, সংখ্যা ১১৫
২৬শে এপ্রিল, ১৯৩৩

কর্ণেল রবিন্‌সের সঙ্গে কথোপকথন

১৩ই মে, ১৯৩৩

(সংক্ষিপ্ত বিবরণী)

স্তালিন: আপনার জন্য কি করতে পারি?

রবিন্‌স্‌: আপনার সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারের সুযোগ পাওয়াকে আমি এক বিরাট সম্মান বলে মনে করি।

স্তালিন: ওতে কোনও বিশেষ ব্যাপার নেই। আপনি অতিরঞ্জিত করছেন।

রবিন্‌স্‌ (সহাস্যে): আমার কাছে যেটা সবচেয়ে আকর্ষণীয় তা এই যে গোটা রাশিয়ায় আমি লেনিন-স্তালিন, লেনিন-স্তালিন, লেনিন-স্তালিন এই নাম দুটি একত্র উচ্চারিত হতে দেখেছি।

স্তালিন: সেটাও অতিরঞ্জন। লেনিনের সঙ্গে আমার তুলনা হতে পারে কি করে?

রবিন্‌স্‌ (সহাস্যে): এটাও কি অতিরঞ্জন হবে যদি বলা হয় যে এই সমস্ত সময়ে দুনিয়ার সবচেয়ে পুরানো সরকার হল সোভিয়েত রাশিয়ার সরকার—গণ-কমিশারদের কাউন্সিল?

স্তালিন: নিশ্চয়ই এটা অতিরঞ্জন নয়।

রবিন্‌স্‌: আকর্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এই যে এই সরকারটি তার কাজে কোনও প্রতিক্রিয়াশীল মোড় নেয়নি এবং লেনিনের প্রতিষ্ঠিত এই সরকার শক্তিশালী বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। তা সমস্ত বৈরী কর্মপন্থাকে প্রতিহত করেছে।

স্তালিন: এটা সত্য কথা।

রবিন্‌স্‌: মে দিবসের সমাবেশে প্রদর্শিত গত পনের বছরে রাশিয়ার যে অগ্রগতি তা বিশেষ স্পষ্টতা ও তীক্ষ্ণতার সঙ্গে আমাকে প্রভাবিত করেছে কারণ আমি ১৯১৮ সালে মে দিবসের সমাবেশ দেখেছি আর আজ ১৯৩৩-এ তা দেখছি।

স্তালিন: সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আমরা অল্প কিছু জিনিস সম্পন্ন করতে পেরেছি। কিন্তু পনের বছর তো এক দীর্ঘ সময়।

রবিন্‌স্ঃ তথাপি, সোভিয়েত রাশিয়া এই সময়ের মধ্যে যে বিরাট অগ্রগতি সাধন করেছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে একটি দেশের জীবনে এটা কম সময়ই বলতে হবে।

স্তালিনঃ আমরা আরও কিছু করতে পারতাম, কিন্তু কুলিয়ে উঠতে পারিনি।

রবিন্‌স্ঃ দুটি সমাবেশের যে মূলগত প্রেরণা, তাতে অনুসৃত বুনিয়াদী যে লাইনগুলি—তাদের তুলনামূলক আলোচনা আকর্ষণীয় হবে। ১৯১৮-র সমাবেশ ছিল গোটা দুনিয়ার প্রতি, গোটা দুনিয়ার সর্বহারাশ্রেণীর প্রতি, আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি উদ্দিষ্ট এবং তা ছিল বিপ্লবের এক আহ্বান। এখনকার প্রেরণাটি পৃথক। এখন এই সমাবেশে নর, নারী এবং তরুণেরা যায় এই ঘোষণা করতে যে: এই হল সেই দেশ যা আমরা গড়ে তুলছি, এই হল সেই দেশ যা আমরা আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে রক্ষা করব।

স্তালিনঃ সেদিনকার সমাবেশ ছিল বিক্ষোভ-প্রচারমূলক, কিন্তু আজ তা গোটা বিষয়গুলির এক পর্যালোচনা।

রবিন্‌স্ঃ আপনি সম্ভবতঃ জানেন যে এই পনের বছর যাবৎ আমি নিজেকে আমাদের দুই দেশের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার কাজে গভীর-ভাবে জড়িত রেখেছি এবং চেষ্টা করেছি যাতে আমেরিকার শাসক মহলের মধ্যে যে বৈরী মনোভাব বর্তমান তা দূর করা যায়।

স্তালিনঃ লেনিনের কথা থেকে আমি ১৯১৮ সালে তা জেনেছিলাম এবং তৎপরবর্তীকালে সেটা জেনেছি ঘটনার ভিত্তিতে। হাঁ, আমি এ কথা জানি।

রবিন্‌স্ঃ আমি এখানে এক নির্ভেজাল বেসরকারী ব্যক্তিগত নাগরিক হিসেবে এসেছি ও কেবল নিজের তরফেই কথা বলছি। আমার সফরের মূল লক্ষ্য হল সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নির্ণয় করা, রুশ শ্রমিকদের কর্মক্ষমতা এবং সৃজনী ও উদ্ভাবনী যোগ্যতা সম্বন্ধে প্রকৃত ঘটনাগুলি নিরূপণ করা। এ সম্বন্ধে সোভিয়েত-বিরোধী প্রচারে বলা হয় যে রুশ শ্রমিকরা হল কুঁড়ে, কিভাবে কাজ করতে হয় তা তারা জানে না এবং যে যন্ত্র নিয়ে তারা কাজ করে তার সর্বনাশ করে দেয়; আর এইরূপ দেশের কোনও ভবিষ্যৎই নেই। আমি শুধু কথা দিয়ে নয়, ঘটনার দ্বারা সশস্ত্র হয়ে এই প্রচারের মোকাবিলা করতে চাই।

এ বিষয়ে আমার কাছে দ্বিতীয় কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্ন হল কৃষি পরিস্থিতির

ব্যাপার। জোর দিয়ে বলা হচ্ছে যে শিল্পায়ন কৃষকদের ধ্বংস করেছে, কৃষকেরা বীজ বপন বন্ধ করেছে, শস্য জড়ো করা বন্ধ করে দিয়েছে। প্রত্যেক বছরেই জোর দিয়ে বলা হয় যে এই বছর রাশিয়া নিশ্চয়ই দুর্ভিক্ষে ধ্বংস হবে। এইসব জোরালো দাবি নাকচ করার জন্য আমি কৃষির সম্বন্ধে তথ্য জানতে ইচ্ছুক। আমি সেইসব এলাকা দেখতে চাই যেখানে এই বছর সর্বপ্রথম নতুন ধরনের বীজ বপন করা হয়েছে। আমার কাছে যেটা বিশেষ কৌতূহলের বিষয় তা হল সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধান শস্য ফলনের অগ্রগতি।

তৃতীয় যে প্রশ্নটি আমার কাছে আকর্ষণীয় তা হল জনশিক্ষা, শিশু ও তরুণদের বিকাশ, তাদের লালনপালন সংক্রান্ত; সৃজনী প্রতিভা, উদ্ভাবনী যোগ্যতা যাকে বলা হয় সেদিক থেকে শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে জনশিক্ষা কতটা বিকশিত হয়েছে। আমেরিকায় দু'ধরনের সৃজনশীলতা স্বীকৃত—এক হল শিক্ষার সৃজনশীলতা আর অন্যটি হল প্রশস্ত, জীবন-অনুপ্রাণিত সৃজনশীলতা, জীবনে সৃজনী আবেগের প্রকাশ। আমি জানতে উৎসুক যে শিশু আর তরুণেরা কেমন বিকশিত হচ্ছে। কিভাবে তারা অধ্যয়ন করে, কিভাবে তারা লালিত হয় এবং কিভাবে তাদের বিকাশ হয় সেটা আমি বাস্তব জীবনে দেখতে চাই।

প্রথম এবং তৃতীয় প্রশ্নটির ব্যাপারে আমি ইতিমধ্যেই কিছু মূল্যবান তথ্য পেয়েছি এবং আরও অতিরিক্ত তথ্য পাওয়ার ভরসা করি। কৃষির বিকাশ সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় প্রশ্নটির ক্ষেত্রে ম্যাগনিতোগোর্স্কে আমার সফরের সময় এবং সেখান থেকে রোস্তভ, খারকভ ও আবার ফিরে আসার সময় বাস্তব তথ্য আবিষ্কার করতে সক্ষম হব বলে আশা করি। আমি যৌথ খামারগুলি একবার পরিদর্শন করার আশা রাখি এবং দেখতে চাই যে কিভাবে সেকেলে ফালি-জমি আবাদ প্রথা দূর করা হচ্ছে এবং বৃহদায়তন কৃষিকে বিকশিত করা হচ্ছে।

স্তালিন: আপনি কি আমার মতামত চান?

রবিন্‌স্‌: হাঁ, আমি তা পেতে চাই।

স্তালিন: সোভিয়েত শ্রমিক যে প্রকৃতিগতভাবেই যন্ত্রপাতির সঙ্গে সামলিয়ে উঠতে পারে না এবং সেসব ভেঙেচুরে ফেলে এই ধারণাটা একেবারেই ভুল।

ঐ বিষয়ে আমি এ কথাই বলব যে ও-ধরনের কিছু এখানে ঘটেনি যেমন ঘটেছে পশ্চিম ইউরোপে ও আমেরিকায় যেখানে শ্রমিকরা ইচ্ছাকৃতভাবেই যন্ত্র-

পাতি ধ্বংস করে দিয়েছে কারণ তা তাদেরকে রুটি থেকে বঞ্চিত করেছে। আমাদের শ্রমিকদের মধ্যে যন্ত্রপাতির প্রতি ও-রকম কোনও মনোভাব নেই কারণ আমাদের দেশে ব্যাপক হারে যন্ত্রের প্রবর্তন হচ্ছে সেই পরিবেশে যেখানে বেকারত্ব নেই, কারণ যন্ত্র এখানে আপনাদের ওখানকার মতো শ্রমিকদেরকে তাদের জীবিকা থেকে বঞ্চিত করে না, বরং তাদের কাজকে করে তোলে সহজতর।

আর আমাদের শ্রমিকদের কাজের ক্ষেত্রে অযোগ্যতা, সংস্কৃতির অভাব প্রসঙ্গে বলতে হয় যে এটা সত্য যে আমাদের স্বল্পসংখ্যক প্রশিক্ষিত শ্রমিক আছে, আর তারা ইউরোপ বা আমেরিকার শ্রমিকদের মতো অত ভালভাবে যন্ত্রপাতির সঙ্গে তাল মেলাতে পারে না। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে এটা একটা সাময়িক ব্যাপার। উদাহরণস্বরূপ যদি কেউ এটা তদন্ত করতে যান যে ইতিহাস জুড়ে কোথায় শ্রমিকরা সবচেয়ে দ্রুত তালে নতুন প্রযুক্তি সরঞ্জামগুলি আয়ত্ত করতে শিখেছে—গত পাঁচ বছরে ইউরোপে, আমেরিকায় বা রাশিয়ায়—তাহলে আমার মনে হয় যে দেখা যাবে নীচু সাংস্কৃতিক মান থাকা সত্ত্বেও রাশিয়া-তেই শ্রমিকরা দ্রুততর তালে তা শিখেছে। চাকাওয়ালা ট্রাক্টর উৎপাদন আয়ত্ত করতে পাশ্চাত্ত্যে কয়েক বছরই লেগে গিয়েছিল, অবশ্য যদিও সেখানে প্রযুক্তিবিদ্যা সুবিকশিত। আমাদের দেশে এই বিষয়ে আয়ত্তি এসেছে আরও দ্রুত। উদাহরণস্বরূপ, স্তালিনগ্রাদ ও খারকভে ট্রাক্টর উৎপাদনের কাজ প্রায় ১২-১৪ মাসেই আয়ত্ত করা গেছে। বর্তমানে স্তালিনগ্রাদ ট্রাক্টর কারখানা কেবল যে অনুমিত সম্ভাব্য যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করছে, প্রত্যহ যে কেবল ১৪৪টি ট্রাক্টর তৈরী করছে তা-ই নয়, সেই সঙ্গে অনেক সময়ই তা ১৬০টি ট্রাক্টরও অর্থাৎ তার পরিকল্পিত যোগ্যতারও ঊর্ধ্বমাত্রায় উৎপাদন করছে। আমি এটা একটা উদাহরণ হিসেবে ধরছি। আমাদের ট্রাক্টর শিল্প নতুন, তা আগে ছিল না। আমাদের বিমানপোত শিল্পের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি একইরকম সত্য—তা এক নতুন সূক্ষ্ম কাজ, সেটাও দ্রুত আয়ত্ত করা গেছে। আয়ত্তির দ্রুততার দিক থেকে দেখলে অটোমোবাইল শিল্পের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা বলতে হয়। একই কথা প্রযোজ্য মেশিন-টুল নির্মাণ ক্ষেত্রে।

আমার মতে যন্ত্রোৎপাদনের ক্ষেত্রে এই যে দ্রুত আয়ত্তি তাকে রুশ শ্রমিকদের বিশেষ যোগ্যতার নিরিখে ব্যাখ্যা করা চলবে না, পক্ষান্তরে তা ব্যাখ্যা করতে হবে এই ঘটনার মাধ্যমে যে আমাদের দেশে, উদারণস্বরূপ বিমানপোত

ও তার ইঞ্জিন, ট্রাক্টর, অটোমোবাইল ও মেশিন-টুলের উৎপাদন ব্যক্তি-মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার হিসেবে গণ্য করা হয় না, সেটা গণ্য করা হয় রাষ্ট্রের ব্যাপার হিসেবে। পাশ্চাত্যে শ্রমিকরা মজুরী পাওয়ার জন্য উৎপাদন করে, অন্য কিছুর জন্য নয়। আমাদের ক্ষেত্রে উৎপাদন হল এক সাধারণের ব্যাপার, এক রাষ্ট্রীয় ব্যাপার, তাকে এক সম্মানের ব্যাপার বলে গণ্য করা হয়। সেই কারণেই আমাদের দেশে নতুন প্রকৌশল এত দ্রুত আয়ত্ত করা যায়।

সাধারণভাবে আমি এরকম ধারণা করা অসম্ভব বলে মনে করি যে কোনও বিশেষ দেশের শ্রমিকরা নতুন প্রকৌশল আয়ত্ত করতে অক্ষম। আমরা যদি বর্ণগত দিক থেকে বিষয়টি বিচার করি তাহলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, উদাহরণস্বরূপ, নিগ্রোদের যে 'নীচের তলার মানুষ' বলে গণ্য করা হয় তবু তো তারা শ্বেতাঙ্গদের চাইতে কিছু খারাপভাবে প্রকৌশল আয়ত্ত করে না। একটি বিশেষ দেশের শ্রমিকদের দ্বারা প্রকৌশল আয়ত্ত করারব্যাপারটি কোনও জীববিজ্ঞানীয় প্রশ্ন নয়, বংশধারার প্রশ্ন নয়, পক্ষান্তরে তা হল সময়ের প্রশ্ন : আজ তারা তা আয়ত্ত করেনি, আগামীকাল তারা তা শিখবে ও আয়ত্ত করবে। প্রত্যেকেই, এমনকি অরণ্য-মানুষও প্রকৌশল আয়ত্ত করতে পারে যদি তাকে সাহায্য করা হয়।

রবিন্‌স্ : আয়ত্ত করার উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আগ্রহও দরকার।

স্তালিন : নিশ্চয়ই। রুশ শ্রমিকদের যথেষ্টেরও বেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর আগ্রহ আছে। নতুন প্রকৌশল আয়ত্তিকে তারা সম্মানের ব্যাপার বলে মনে করে।

রবিন্‌স্ : আমি ইতিমধ্যেই এটা আপনাদের কারখানাগুলিতে অনুভব করেছি, সেখানে আমি দেখেছি অগ্রগতির জন্য সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা এক নতুন ধরনের উৎসাহের, এক নতুন রকমের উচ্চাকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করেছে যা অর্থ দিয়ে কখনো কেনা যেতে পারে না কারণ শ্রমিকরা তাদের কাজের জন্য এমন কিছুর প্রত্যাশা করে যা অর্থ যেটা যোগাতে পারে তার চেয়ে উৎকৃষ্টতর ও মহত্তর।

স্তালিন : এটা সত্য। সেটা হল সম্মানের ব্যাপার।

রবিন্‌স্ : আমি আমার সঙ্গে আমেরিকাতে রেখাচিত্র নিয়ে যাব যা এখানকার শ্রমিকদের সেই উদ্ভাবনশীলতা এবং তাদের সৃজনমূলক প্রস্তাবগুলিকে দেখাবে যা উৎপাদনকে উন্নত করে ও উৎপাদন ক্ষেত্রে রীতিমত মিত-

ব্যয় কার্যকর করে। আমি এরকম বেশ কয়েকজন শ্রমিক-আবিষ্কর্তার ছবি দেখেছি যাঁরা উৎপাদন উন্নত করার ও মিতব্যয়িতা অর্জন করার মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য অনেক অবদান রেখেছেন।

স্তালিন: আমাদের দেশ তুলনামূলকভাবে বিরাট সংখ্যায় এ-ধরনের শ্রমিক তৈরী করেছে। এঁরা খুবই যোগ্য ব্যক্তি।

রবিন্‌স্‌: আমি মস্কোয় আপনাদের সমস্ত বড় বড় কারখানাগুলিতে গিয়েছি—অ্যামো অটোমোবাইল ওয়ার্কস, বল বিয়ারিং ওয়ার্কস, ফ্রেসার ওয়ার্কস এবং অন্যত্র—আর সর্বত্রই আমি এ-রকম সংগঠনগুলিকে দেখেছি যারা শ্রমিকদের উদ্ভাবনশীলতাকে বিকশিত করে। এইসব কারখানার কয়েকটিতে টুলরুমগুলি আমাকে বিশেষ করে প্রভাবিত করেছে। এই টুলরুমগুলি যেমন তাদের কারখানাগুলিকে অত্যন্ত মূল্যবান সব যন্ত্রপাতি যোগায় শ্রমিকরাও তেমন তাদের সমস্ত গুণাবলী চূড়ান্ত মাত্রায় প্রয়োগ করে, তাদের সৃজনী উদ্যোগের পূর্ণ প্রকাশ ঘটায় এবং চমকপ্রদ ফল অর্জন করে।

স্তালিন: এসব সত্ত্বেও আমাদের অনেক ত্রুটিবিচ্যুতিও আছে। যেখানে অনেক বিরাট সংখ্যক দক্ষ শ্রমিক আমাদের দরকার সেখানে তা আমাদের আছে অল্প সংখ্যকই। আমাদের কারিগরী কর্মীর সংখ্যাও কম। প্রতি বছর তাদের সংখ্যা বাড়ছে কিন্তু তাহলেও আমাদের যা প্রয়োজন সেই তুলনায় তাদের সংখ্যা কমই। আমেরিকানরা আমাদের খুবই সাহায্য করেছেন। এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। তাঁরা অন্যদের চাইতে অনেক কার্যকরীভাবে ও অন্যদের চাইতে অনেক সাহসীভাবে সাহায্য করেছেন। সেজন্য তাঁরা আমাদের ধন্যবাদার্হ।

রবিন্‌স্‌: আপনাদের উদ্যোগগুলিতে আমি এক আন্তর্জাতিকতাবাদ প্রত্যক্ষ করেছি যা আমার ওপর খুবই দৃঢ় প্রভাব ফেলেছে। আপনাদের কারখানা পরিচালকরা ফ্রান্স, আমেরিকা, ব্রিটেন বা জার্মানি—এইসব কোনও দেশেরই বিরুদ্ধে কোনও সংস্কার পোষণ না করে তাদের প্রত্যেকেরই কারিগরী সাফল্যকে নিজেদের কাজে গ্রহণ করতে প্রস্তুত। আর আমার মনে হয় যে ঠিক এই আন্তর্জাতিকতাবাদই একটি যন্ত্রের মধ্যে অন্যান্য দেশের যন্ত্রগুলির সকল সুবিধাগুলির সমাবেশ ঘটানো সম্ভব করে এবং তদ্দ্বারা আরও যথাযথ যন্ত্র গড়ে তোলে।

স্তালিন: সেইরকমই ঘটবে।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি—শিল্পায়নই কৃষির ধ্বংসসাধন করছে বলে যে অভিযোগ—সে সম্বন্ধে বলতে হয় যে এই ধারণাটিও ভ্রান্ত। আমাদের দেশে শিল্পায়ন কৃষিকে ধ্বংস করে ফেলা তো দূরস্থান, তা কৃষিকে রক্ষাই করছে এবং আমাদের কৃষকদের রক্ষা করছে। অল্প ক'বছর আগে আমাদের ছিল এক অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন, ক্ষুদ্র এবং অতিক্ষুদ্র কৃষক অর্থনীতি। জমির ক্রমবর্ধমান বিভাজনের ফলে কৃষকদের জমির অংশ এত সংকুচিত হয়ে পড়ে যে একটি মুরগী রাখারও জায়গা থাকে না। এর সঙ্গে এবার যোগ করুন আদ্যিকালের কৃষি সরঞ্জামগুলি যথা কাঠের লাঙল ও বেতো ঘোড়া যা শুধু অনাবাদী জমিই নয়, এমনকি সাধারণ, কিছুটা কঠিন জমিও কর্ষণ করতে অযোগ্য, আর তাহলেই আপনারা কৃষির অবনতির একটা চিত্র পাবেন। তিন-চার বছর আগে ইউ. এস. এস. আর-এ ৭০ লক্ষ কাঠের লাঙল ছিল। কৃষকদের কাছে এই একটিমাত্র গত্যন্তর ছিল: হয় শুয়ে পড়া ও মরা অথবা এক নতুন ধরনের জমির ভোগদখল গ্রহণ করা এবং যন্ত্রের সাহায্যে জমি আবাদ করা। নিঃসন্দেহে এটাই ব্যাখ্যা করে যে সেই সময় কৃষকদের প্রতি সোভিয়েত সরকারের এই আহ্বান যে তারা তাদের ক্ষুদ্র জমিগুলিকে বৃহৎ আয়তনের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করুক এবং ঐ বিরাট জমিগুলি আবাদ করা, গোলাজাত করা ও মাড়াই করার জন্য সরকারের কাছ থেকে ট্রাক্টর, ফসল কাটার যন্ত্র, মাড়াই কল নিক—এই আহ্বানটি কেন কৃষকদের মধ্যে খুব ভালরকম সাড়া পেয়েছিল। তারা স্বভাবতঃই সোভিয়েত সরকারের ঐ প্রস্তাবকে সাগ্রহে গ্রহণ করে, তাদের জমির টুকরোগুলিকে বিশাল এলাকায় জোটবদ্ধ করে, ট্রাক্টর এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি গ্রহণ করে এবং এইভাবে কৃষিকে বৃহদায়তনিক করার বড় সড়কে, কৃষির আমূল উন্নতি সাধনের নতুন রাজপথে এগিয়ে আসে।

এ থেকে দাঁড়ায় এই যে শিল্পায়ন—যার ফলস্বরূপ কৃষকরা ট্রাক্টর ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি পেয়ে থাকে—তা কৃষকদের রক্ষা করেছে, কৃষিকেও রক্ষা করেছে।

গোটা গ্রামগুলি ধরে ছোট ছোট কৃষক খামারদের বৃহৎ খামারে ঐক্যবদ্ধ করার প্রক্রিয়াকে আমরা যৌথীকরণ বলে থাকি, আর খোদ ঐ ঐক্যবদ্ধ বৃহৎ খামারগুলিকে বলি যৌথ খামার। আমাদের দেশে জমির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অনুপস্থিতি, জমির জাতীয়করণের ফলে যৌথীকরণ অনেক সহজতর হয়েছে। যৌথ খামারগুলির হাতে তাদের চিরকালের ব্যবহারের জন্য জমি তুলে দেওয়া হয়েছে এবং জমির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানার অনুপস্থিতির জন্য

কোনও জমি এখানে কেনা বা বেচা যায় না। এইসব মিলে খামারের গঠন ও বিকাশ খুবই সহজসাধ্য হয়।

আমি এমন বলতে চাই না যে এই সব কিছু অর্থাৎ যৌথীকরণ ও বাদবাকী সব কিছু আমাদের ক্ষেত্রে মসৃণভাবেই এগোচ্ছে। নিশ্চয়ই অসুবিধা আছে আর সেগুলি ছোটখাটও নয়। যে-কোন মহান নতুন কাজের মতোই যৌথী-করণেরও শুধু মিত্রই নেই, শত্রুও আছে। তথাপি কৃষকদের বিরাট বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যৌথীকরণের পক্ষে, এবং এর বিরোধীদের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে।

রবিন্‌স্‌ঃ প্রত্যেক অগ্রগতিই কিছু কিছু ব্যয় ঘটায় আর তা আমাদের বিবেচনা করতে হবে ও আমাদের হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

স্তালিনঃ এইসব অসুবিধা সত্ত্বেও কিন্তু একটি জিনিস স্পষ্ট—আর এ ব্যাপারে আমার ন্যূনতম সন্দেহও নেই যে কৃষকসমাজের কুড়ি ভাগের উনিশ ভাগই স্বীকার করেছে এবং বেশির ভাগ কৃষকই এই তথ্যটি খুব আনন্দের সঙ্গে মেনে নেয় যে কৃষির যৌথীকরণ হল এক অপরিবর্তনীয় ঘটনা। সুতরাং এটা তাহলে ইতিমধ্যেই অর্জিত হয়েছে। আমাদের দেশে বর্তমানে কৃষির প্রাধান্যপূর্ণ রূপ হল যৌথ খামার। শস্য বপন বা ফসল কাটা ও গোলা-জাত করার তথ্য, শস্যোৎপাদনের তথ্য নিন, তাহলে দেখবেন যে বর্তমানে ব্যক্তিগত কৃষকরা মোট (gross) শস্য উৎপাদনের ১০-১৫ শতাংশ মাত্র যুগিয়ে থাকে। বাদবাকীটা আসে যৌথ খামার থেকে।

রবিন্‌স্‌ঃ আমি এই প্রশ্নের উত্তর জানতে উৎসুক যে এটা সত্য কিনা যে গত বছরের শস্য সন্তোষজনকরকম গোলাজাত হয়নি, গত বছর যেখানে ফসল তোলার কাজ সন্তোষজনক হয়নি সেখানে আজ বীজ বপন অভিযান চলছে সন্তোষজনকভাবেই।

স্তালিনঃ গত বছর ফসল তোলার কাজ তার পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় কম সন্তোষজনক হয়েছিল।

রবিন্‌স্‌ঃ আমি আপনার বিবৃতিগুলি পড়েছি এবং আমার বিশ্বাস যে সেগুলিতে নিশ্চিত এ কথাই বলা হয়েছে যে এই বছর ফসল তোলার কাজ আরও সফল হবে।

স্তালিনঃ খুব সম্ভবতঃ তা অনেক ভালই হবে।

রবিন্‌স্‌ঃ আমি মনে করি যে কৃষির ক্ষেত্রে আপনাদের সফল শিল্পায়নে

বিধৃত যে বিরাট সিদ্ধি তাকে আমার চাইতে আপনি কিছু কম মূল্য দেন না, তা হল এমন এক জিনিস যা অন্য কোনও দেশই অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। সমস্ত পুঁজিবাদী দেশেই কৃষি এক গভীর সংকটের মধ্য দিয়ে চলছে এবং তার প্রয়োজন হল শিল্পায়নের। পুঁজিবাদী দেশগুলি কোনও-না-কোনওভাবে শিল্পজ উৎপাদনটা চালিয়ে নিতে পারে, কিন্তু তাদের কেউই কৃষির ব্যাপারটা সামলিয়ে উঠতে পারে না। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরাট সাফল্য এই যে তা এই সমস্যার সমাধানের কাজ আরম্ভ করেছে এবং সাফল্যের সঙ্গে এটাকে সামলাচ্ছে।

স্তালিন: হাঁ, তা ঘটনা।

কৃষির ক্ষেত্রে এই রকমই হল আমাদের সাফল্য ও ত্রুটিগুলি।

এবার তৃতীয় প্রশ্নটি—শিশুদের এবং সামগ্রিকভাবে তরুণ সমাজের শিক্ষার বিষয়ে। আমাদের তরুণ সমাজ হল সুন্দর, তারা জীবনের আনন্দে ভরপুর। অন্যান্য দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের পার্থক্য এইখানে যে তা শিশুদের যথাযথ যত্ন নেওয়ায় ও তরুণদের ভালমত লালন করায় যে ব্যয়ের প্রয়োজন তাতে কার্পণ্য করে না।

রবিন্স: আমেরিকায় এইরকম একটা বিশ্বাস আছে যে আপনাদের দেশে নির্দিষ্ট, কঠোর চৌহদ্দীর মধ্যে শিশুকে তার বিকাশের ক্ষেত্রে সংকুচিত রাখা হয় এবং এই চৌহদ্দীগুলি সৃজনী আবেগের বিকাশের স্বাধীনতা ও মানসিক স্বাধীনতার কোনও অবকাশ রাখে না। আপনারা কি মনে করেন না যে সৃজনী আবেগের বিকাশের স্বাধীনতার, মানুষের মধ্যে যা আছে তা প্রকাশ করার স্বাধীনতার অত্যন্ত বিরাট মূল্য আছে?

স্তালিন: প্রথমতঃ, নিষেধ সম্বন্ধে বলব যে তা সত্য নয়। দ্বিতীয়টি সত্য। নিঃসন্দেহেই কোনও নিঃসঙ্গতার ও কঠোর নিয়ন্ত্রণের জমানায়, প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা ও উদ্যোগের জন্য উৎসাহদান ব্যতিরেকে একটি শিশু তার গুণাবলীর বিকাশ ঘটাতে পারে না। তরুণদের সম্বন্ধে বলা যায় যে আমাদের দেশে তার সামনে সব রাস্তাই খোলা আর সে অবাধেই নিজেকে ঠিকমত গড়ে তুলতে পারে।

আমাদের দেশে বাচ্চারা প্রহৃত হয় না আর খুব কমই তারা দণ্ড পেয়ে থাকে। তারা যেমন চায় তেমন পছন্দ করার, তাদের নিজেদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী পথ অনুসরণ করার সুযোগ তাদের দেওয়া হয়। আমি বিশ্বাস করি

যে সোভিয়েত ইউনিয়নে আমাদের মধ্যে শিশুদের জন্য, তাদের লালন ও বিকাশের যেমন যত্ন নেওয়া হয় তেমন আর কোথাও নেওয়া হয় না।

রবিন্‌স্‌ঃ কেউ কি এরকম মনে করতে পারে যে অভাবের বোঝা থেকে মুক্ত, অর্থনৈতিক পরিবেশের সন্ত্রাস থেকে মুক্ত নতুন প্রজন্মের ফলে এই মুক্তি নিশ্চিতভাবেই সৃজনী শক্তির এক নতুন জাগরণে, এক নতুন শিল্পের বিকাশে, সংস্কৃতি ও শিল্পের এক নতুন অগ্রগতিতে পরিণত হবে যা এর আগে এইসব শৃংখলে ব্যাহত ছিল?

স্তালিনঃ নিঃসন্দেহে তা সত্য।

রবিন্‌স্‌ঃ আমি কমিউনিস্ট নই এবং কমিউনিজম সম্বন্ধে বেশি কিছু বুঝি না, কিন্তু আমি চাই যে এখানে সোভিয়েত রাশিয়ায় যে বিকাশ ঘটছে আমেরিকা তাতে অংশ নিক, আমেরিকা এর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পাক। আর আমি চাই যে আমেরিকানরা এই সুযোগ পাক স্বীকৃতির মাধ্যমে, ক্রেডিট মঞ্জুর করে, দূর প্রাচ্যে যেমন তেমন এই দুই দেশের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপন করে যাতে আপনাদের দেশে যে মহান ও সাহসী কর্মকাণ্ড চলছে তার সফল পরিণতি সাধনের উদ্দেশ্যে তাকে রক্ষা করা যায়।

স্তালিন (সহাস্যে)ঃ আপনার শুভেচ্ছার জন্য ধন্যবাদ।

রবিন্‌স্‌ঃ আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধুদের মধ্যে একজন হলেন মার্কিন সেনেট-সদস্য বোরা যিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের নিবিড়তম বন্ধু ও যিনি মার্কিন সরকারের নেতাদের কাছে এর স্বীকৃতির জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন।

স্তালিনঃ ঠিক কথা; আমাদের দুই দেশের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক উন্নত করার জন্য তিনি অনেক কিছু করছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি এখনো সাফল্যের মুখ দেখেননি।

রবিন্‌স্‌ঃ আমি নিশ্চিত যে আমাদের দুই দেশের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনের অনুকূলে গত পনের বছরের যে-কোনও সময়ের চাইতে আজকে সত্য ঘটনাগুলি অনেক বেশি প্রভাব ফেলছে।

স্তালিনঃ খুবই ঠিক কথা। কিন্তু একটি পরিস্থিতি আছে যা তাকে ব্যাহত করছে। আমার বিশ্বাস যে ব্রিটেনই তাতে বাধা দিচ্ছে (**হাসেন**)।

রবিন্‌স্‌ঃ নিঃসন্দেহে তাই। কিন্তু পরিস্থিতি আমাদের বাধ্য করছে সর্বোপরি আমাদের নিজেদের স্বার্থে কাজ করতে এবং আমাদের নিজেদের স্বার্থের সঙ্গে অন্যান্য দেশ আমাদেরকে যেদিকে প্রধাবিত করছে তার সংঘাত

আজ অন্য যে-কোনও সময়ের চাইতে আমেরিকাকে অনুরূপ পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য অধিকতর সক্রিয় করে তুলছে। মার্কিন রপ্তানির বিকাশের জন্য আমরা উৎসাহী। রুশ বাজারই হল বিরাট সম্ভাবনাপূর্ণ সেই একমাত্র বৃহৎ বাজার যা এখনো পর্যন্ত কেউই তেমন যথেষ্ট কাজে লাগায়নি। মার্কিন ব্যবসায়ীরা যদি চায় তবে দীর্ঘমেয়াদী ক্রেডিট মঞ্জুর করতে পারে। তারা দূর প্রাচ্যে শান্তি চায় কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই তা সবচেয়ে বেশি সম্ভব হতে পারে। এদিক থেকে লিতভিনভের জেনেভা ঘোষণায় একটি আগ্রাসী দেশের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তা সেই ব্রায়াণ্ড-কেলগ্ চুক্তির পুরোপুরি অনুসারী যা শান্তির ব্যাপারে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সারা দুনিয়া জুড়ে পারস্পরিক অর্থনৈতিক সম্বন্ধকে সুস্থ করা হল আমেরিকার স্বার্থানুকূল এবং আমরা পুরোপুরি উপলব্ধি কার যে সোভিয়েত ইউনিয়ন যদি সাধারণ অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থার বাইরে থাকে তাহলে স্বাভাবিক পারস্পরিক অর্থনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপন করা যায় না।

স্তালিন: এসবই সত্য।

রবিন্স্: আমি অতীতে ও আজও একজন চূড়ান্তরকম আশাবাদী মানুষ। সেই পনের বছর আগেই আমি বলশেভিক বিপ্লবের নেতাদের বিশ্বাস করেছিলাম। তাদেরকে সেদিন জার্মান সাম্রাজ্যবাদের দালাল হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছিল; বিশেষ করে লেনিনকে মনে করা হয়েছিল একজন জার্মান দালাল হিসেবে। কিন্তু সেই সেদিন আর আজও আমি লেনিনকে একজন অত্যন্ত মহান মানুষ, গোটা দুনিয়ার ইতিহাসে মহত্তম নেতাদের একজন বলেই গণ্য করি।

আমি আশা করি যে প্রত্যক্ষ সূত্র থেকে যে-সব তথ্য-সংবাদ আমি পেয়েছি তা আমাদের দুই দেশের মধ্যে যে মিলন ও সহযোগিতার কথা আমি বলেছি তার পরিকল্পনাকে রূপায়ণের পথে সাহায্য করতে পারে।

স্তালিন (সহাস্যে): আমি আশা করি যে তা সাহায্য করবে!

রবিন্স্ (সহাস্যে): আপনি যদি মার্কিন কায়দায় আপনার মনোভাব প্রকাশ করতেন তাহলে বলতেন: 'আপনার কনুইয়ে আরও জোর হোক।' সে তার নিজের কনুইয়ে বেশি শক্তি অবশিষ্ট আছে বলে মনে করে না।

স্তালিন ঃ হতে পারে।

রবিন্‌স্‌ ঃ আমি মনে করি যে এক নতুন পৃথিবী গড়ে তোলার কাজে অংশ নেওয়ার, আমরা যাতে এখন জড়িত আছি তাতে অংশ নেওয়ার চাইতে মহত্তর, বিরাটতর আর কিছু হতে পারে না। এক নতুন দুনিয়ার প্রতিষ্ঠা ও নির্মাণে অংশগ্রহণ করা শুধু যে এখনই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তা নয়, ভবিষ্যতেও হাজার হাজার বছর ধরে তা-ই থাকবে।

স্তালিন ঃ তাহলেও এ ব্যাপারে অনেক প্রতিবন্ধক আছে (**হাসেন**)।

রবিন্‌স্‌ (সহাস্যে) ঃ আপনি যে আমার কথা মন দিয়ে শুনেছেন সেজন্য আমি আপনার কাছে খুবই কৃতজ্ঞ।

স্তালিন ঃ আর আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাই যে পনের বছর কেটে যাওয়ার পরও আপনি সোভিয়েত ইউনিয়নকে মনে রেখেছেন ও দ্বিতীয়বার সফরে এসেছেন। (**উভয়েই হাসেন। রবিন্‌স্‌ আনত নমস্কার জানান।**)

সারা-ইউনিয়ন লেনিনবাদী যুব কমিউনিস্ট লীগের পঞ্চদশ বার্ষিকীতে অভিনন্দন

আমাদের গৌরবময় বিপ্লবী যুব সমাজের সংগঠক লেনিনবাদী শ্রমিক ও কৃষক যুব কমিউনিস্ট লীগের পঞ্চদশ বার্ষিকীতে অভিনন্দন জানাই!

লেনিনবাদের আদর্শে আমাদের তরুণদের দীক্ষিত করার কাজে, শ্রমিক-শ্রেণীর শত্রুদের বিরুদ্ধে এবং বিশ্বের সকল ভাষা ও জাতির শ্রমজীবী জনগণের আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ববন্ধনকে চূড়ান্ত শক্তিশালী করার জন্য আপোষহীন সংগ্রামের আদর্শে আমাদের তরুণদের দীক্ষিত করার কাজে আমি এই লীগের সাফল্য কামনা করি।

নতুন কলকারখানা, খনি, রেলপথ, রাষ্ট্রীয় খামার ও যৌথ খামার গড়ে তোলার সময়পর্বে যু. ক. লী র তরুণ পুরুষ ও নারী শক-ব্রিগেড কর্মীরা নিজেদেরকে গৌরবমণ্ডিত করেছেন। আমরা আশা করি যে জাতীয় অর্থনীতির সকল শাখায় নতুন প্রকৌশল আয়ত্ত করার ক্ষেত্রে, আমাদের দেশের প্রতিরক্ষা-ক্ষমতা প্রসারের ক্ষেত্রে, আমাদের সেনাবাহিনী, আমাদের নৌবহর, আমাদের বিমানবহর শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে যু. ক. লী-র তরুণ ও তরুণী শক-ব্রিগেড কর্মীরা আরও বেশি শক্তি ও উদ্যম দেখাবে।

পনের বছরের জীবনে লেনিনবাদী যু. ক. লী. নিজের চারিপাশে লক্ষ লক্ষ তরুণ শ্রমিক ও কৃষক, লক্ষ লক্ষ তরুণ শ্রমিক নারী ও কৃষক নারীকে সামিল করে লেনিনের মহান পতাকাকে সাহসভরে বহন করে আগুয়ান হয়েছে। আশা করা যাক যে লেনিনবাদী যুব কমিউনিস্ট লীগ লেনিনের পতাকাকে অব্যাহতভাবে ঊর্ধ্বে তুলে ধরবে এবং আমাদের মহান সংগ্রামের জয়সূচক সমাপ্তির দিকে, সমাজতন্ত্রের পূর্ণ বিজয়ের দিকে তা সসম্মানে বহন করে চলবে।

লেনিনবাদী যুব কমিউনিস্ট লীগ দীর্ঘজীবী হোক!

লেনিনবাদী যুব কমিউনিস্ট লীগের কেন্দ্রীয় কমিটি দীর্ঘজীবী হোক!

২৮শে অক্টোবর, ১৯৩৩ **জে. স্তালিন**

প্রাভদা, সংখ্যা ২৯৯
২৯শে অক্টোবর, ১৯৩৩

'নিউ ইয়র্ক টাইমস'-এর সংবাদদাতা মিঃ ডুরান্টির সঙ্গে কথোপকথন

২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৩৩

ডুরান্টি ঃ **নিউ ইয়র্ক টাইমস**-এর মাধ্যমে মার্কিন জনগণের কাছে আপনি কি একটি বাণী পাঠাতে রাজী হবেন?

স্তালিন ঃ না, কালিনিন ইতিমধ্যেই একটি পাঠিয়েছেন[৬৮] এবং আমি তার অধিকারের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে পারি না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে সম্পর্কের ব্যাপারে যদি প্রশ্ন হয় তবে আমি অবশ্যই বলব যে তার নবীকরণে আমি সন্তুষ্ট কারণ তা হল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ—রাজনৈতিক দিক থেকে এইজন্য যে তা শান্তি সংরক্ষণের সুযোগকে প্রসারিত করে, অর্থনৈতিক দিক থেকে এইজন্য যে তা বাইরের শক্তিগুলিকে দূর করে ও আমাদের দুই দেশের মধ্যে তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিকে এক ব্যবসায়িক ভিত্তিতে আলোচনা করা সম্ভব করে, সবশেষে তা পারস্পরিক সহযোগিতার পথ খুলে দেয়।

ডুরান্টি ঃ সোভিয়েত-মার্কিন বাণিজ্যের পরিমাণ কতটা হবে বলে আপনি মনে করেন?

স্তালিন ঃ লণ্ডন অর্থনৈতিক সম্মেলনে[৬৯] মিঃ লিতভিনভ যা বলেছেন এখনো তা-ই ঠিক আছে। আমরা হলাম দুনিয়ার বৃহত্তম বাজার এবং বিরাট পরিমাণ দ্রব্যের অর্ডার দিতে ও তার জন্য দাম দিতে প্রস্তুত। কিন্তু আমাদের দরকার হল ক্রেডিটের অনুকূল শর্ত এবং তদুপরি এ বিষয়েও নিশ্চিত হতে চাই যে আমরা দাম দিতে পারব। রপ্তানি ছাড়া আমরা আমদানি করতে পারি না কারণ সময়মত দাম দেওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়ে আমরা অর্ডার দিতে পারি না।

প্রত্যেকেই এ ব্যাপারে বিস্মিত যে আমরা দাম দিয়ে দিচ্ছি ও তা দিতে পারি। আমি জানি যে ঠিক এখন ক্রেডিট পরিশোধ করাটা চালু কায়দা নয়। কিন্তু আমরা তা করি। অন্যান্য সরকার অর্থ দেওয়া বন্ধ করেছে, কিন্তু সোভিয়েত সরকার তা করেনি এবং করবেও না। অনেকেই বিশ্বাস করত যে

আমরা অর্থ পরিশোধে অক্ষম, অর্থ পরিশোধের উপায়ও আমাদের নেই কিন্তু আমরা তাদের দেখিয়ে দিয়েছি যে আমরা অর্থ পরিশোধে সক্ষম আর তাদেরকে এটা স্বীকারও করতে হয়েছে।

ডুরান্টি: ইউ. এস. এস. আর-এ স্বর্ণোত্তোলনের ব্যাপারটা কি?

স্তালিন: আমাদের অনেকগুলি স্বর্ণোৎপাদক জেলা আছে, আর সেগুলিকে দ্রুত বিকশিত করা হচ্ছে। আমাদের উৎপাদন ইতিমধ্যেই জারের আমলের চাইতে দ্বিগুণ হয়েছে এবং এখন তার পরিমাণ হল প্রতি বছর একশ মিলিয়ন রুবলেরও বেশি। আমরা আমাদের অনুসন্ধান পদ্ধতির উন্নতি ঘটিয়েছি, বিশেষতঃ গত দু'বছরে এবং বিরাট স্বর্ণ ভাণ্ডার আবিষ্কার করেছি। কিন্তু আমাদের শিল্পগুলি এখনো তরুণ—শুধু স্বর্ণশিল্পই নয়, সেই সঙ্গে ঢালাই-না-হওয়া লৌহ, ইস্পাত, তাম্র ও সকল ধাতু সংক্রান্ত শিল্পেরও অবস্থা অনুরূপ—আর আমাদের তরুণ শিল্পগুলি আপাততঃ এই অবস্থায় নেই যে তারা স্বর্ণ শিল্পকে যথাযথ সাহায্য যোগাবে। আমাদের বিকাশের হার দ্রুত কিন্তু উৎপাদনের পরিমাণ এখনো বিরাট নয়। আমাদের যদি আরও উত্তোলক যন্ত্র এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি থাকত তাহলে স্বল্প সময়ের মধ্যেই আমরা চারগুণ স্বর্ণোৎপাদন করতে পারতাম।

ডুরান্টি: বিদেশের কাছে ক্রেডিট বাবদ সোভিয়েতের মোট ঋণ কত?

স্তালিন: ৪৫ কোটি রুবলের কিছু বেশি। গত কয়েক বছরে আমরা বিরাট অঙ্কের অর্থ পরিশোধ করেছি—দু'বছর আগে ক্রেডিট বাবদ আমাদের ঋণ ছিল ১৪০ কোটি রুবল। আমরা এ সবই শোধ করেছি এবং ১৯৩৭-এর শেষ বা ১৯৩৫-এর গোড়া পর্যন্ত সময়কালে ঠিক ঠিক তারিখ মতো আমরা শোধ দিয়ে যাব।

ডুরান্টি: স্বীকার করি যে অর্থ পরিশোধে সোভিয়েতের ইচ্ছা সম্বন্ধে কোনও সংশয় আর নেই, কিন্তু সোভিয়েতের পরিশোধ করার সামর্থ্য সম্পর্কে কি ব্যাপার?

স্তালিন: আমাদের কাছে প্রথমটি ও দ্বিতীয়টির মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই কারণ আমরা এমন কোনও দায়িত্ব গ্রহণ করি না যা পালনে আমরা অক্ষম। জার্মানির সঙ্গে আমাদের অর্থনৈতিক সম্পর্কের প্রতি তাকিয়ে দেখুন। জার্মানি তার বৈদেশিক ঋণের একটি বড় অংশের ওপর দেনা পরিশোধ স্থগিত রাখার ঘোষণা করে। আমরা জার্মান নজিরের সুযোগ নিতে পারতাম ও

ঠিক সেই একই পদ্ধতিতে তার প্রতিও আচরণ করতে পারতাম। কিন্তু আমরা তা করছি না। এবং প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে আমরা আর আগের মতো জার্মান শিল্পের ওপর ততটা নির্ভরশীল নই। আমাদের যে-সব সরঞ্জাম প্রয়োজন তা আমরা নিজেরাই তৈরী করতে পারি।

ডুরান্টি ঃ আপনি আমেরিকা সম্বন্ধে কি ভাবেন? আমি শুনেছি যে আপনার সঙ্গে বুলিটের দীর্ঘ কথাবার্তা হয়েছে। তাঁর সম্বন্ধে আপনার মত কি? তিন বছর আগে আপনি যা ভাবতেন—আমাকে সে-সময় যেমন বলেছিলেন তেমন আজও কি মনে করেন যে আমাদের সংকটটি পুঁজিবাদের শেষ সংকট নয়?

স্তালিন ঃ আমার ও আমার কমরেডদের ওপর বুলিট একটা ভাল ছাপ ফেলেছিলেন। আমি তাঁকে আগে কখনো দেখিনি কিন্তু তাঁর কথা আমি লেনিনের কাছ থেকে অনেক শুনেছি, লেনিনও তাঁকে পছন্দ করতেন। তাঁর যে জিনিসটা আমার পছন্দ তা এই যে তিনি সাধারণ কূটনীতিজ্ঞের মতো কথা বলেন না—তিনি একজন স্পষ্টবক্তা লোক ও যা মনে ভাবেন তা-ই বলেন। সাধারণভাবে বলা যায় যে তিনি এখানে খুব ভাল ছাপ রেখে গেছেন।

রুজভেল্ট হলেন সবতোভাবেই এক দৃঢ়মনা ও সাহসী রাজনীতিবিদ। আত্মজ্ঞানবাদ বলে এক দার্শনিক ধারা আছে যাতে বলা হয় যে বাইরের বিশ্বের অস্তিত্ব নেই এবং একটিমাত্র জিনিসেরই অস্তিত্ব আছে তা হল নিজের সত্তার। দীর্ঘকাল মনে হয়েছে যে মার্কিন সরকার এই ধারার অনুসারী এবং তা ইউ. এস. এস. আর-এর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না। কিন্তু রুজভেল্ট স্পষ্টতঃই এই অদ্ভুত মতবাদের সমর্থক নন। তিনি একজন বাস্তববাদী এবং যেমনটি তিনি প্রত্যক্ষ করছেন তেমনভাবেই বাস্তবকে জানেন।

অর্থনৈতিক সংকট সম্বন্ধে বলা যায় যে তা প্রকৃতই শেষ সংকট নয়। ঐ সংকট অবশ্যই সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য চুরমার করে দেয়, কিন্তু সম্প্রতি বোধ হচ্ছে যে ব্যবসায় ক্ষেত্রে আবার প্রাণ ফিরে আসতে শুরু হয়েছে। এটা সম্ভব যে অর্থনৈতিক অবনতির নিম্নতম বিন্দুটি ইতিমধ্যেই অতিক্রান্ত। আমি মনে করি না যে ১৯২৯ সালের তেজী ভাবটা পুনরর্জিত হবে কিন্তু নিকট ভবিষ্যতে সংকট থেকে মন্দাভাবে ও ব্যবসায়ক্ষেত্রে কিছুটা পুনরুজ্জীবনে উত্তরণ যে শুধু পূর্বাহ্নে উড়িয়ে দেওয়াই যায় না তা-ই নয়, এমনকি তা সম্ভবও বটে—সত্য যে তাতে কিছুটা উচ্চ ও নিম্নমুখী ওঠা-নামা অবশ্যই থাকবে।

ডুরান্টি : আর জাপান সম্বন্ধে কি বলবেন?

স্তালিন : জাপানের সঙ্গে আমরা ভাল সম্পর্ক বজায় রাখতে চাই কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেটা কেবল আমাদের ওপরেই নির্ভর করে না। জাপানে যদি একটি বিচক্ষণ নীতি আমল পায় তাহলে আমাদের দুটি দেশ মিত্রতার পরিবেশে থাকতে পারে। কিন্তু আমাদের ভয় হয় যে সেখানকার উগ্র শক্তিরা একটা বিচক্ষণ নীতিকে পেছনে ঠেলে দিতে পারে। সেখানেই প্রকৃত বিপদ নিহিত এবং আমরা তার বিরুদ্ধে প্রস্তুতি নিতে বাধ্য। কোনও জাতিরই তার সরকারের প্রতি কোনও সম্মান থাকতে পারে না যদি সেই সরকার একটি আক্রমণের বিপদপ্রত্যক্ষ করে অথচ আত্মরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ না করে। আমার মতে জাপান যদি ইউ. এস. এস. আর-কে আক্রমণ করে তাহলে সে অবিবেচিত কাজ করবে। তার অর্থনৈতিক অবস্থা বিশেষ ভাল নয়, কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া ও চীনের মতো তার দুর্বল জায়গা আছে, আর তা ছাড়া এই অভিযানে অন্য দেশগুলির কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার ওপর সে সামান্যই ভরসা করতে পারে। দুর্ভাগ্যবশতঃ, উত্তম সমর বিশেষজ্ঞরা সবসময় উত্তম অর্থনীতিবিদ হয় না এবং তারা অস্ত্রের শক্তি ও অর্থনৈতিক বিধির শক্তির মধ্যে সর্বদা পার্থক্য নির্দেশ করতে পারে না।

ডুরান্টি : আর ব্রিটেন সম্বন্ধে কি বলবেন?

স্তালিন : আমি মনে করি যে কনজারভেটিভ পার্টি যেহেতু উপলব্ধি করতে বাধ্য যে ইউ. এস. এস. আর-এর সঙ্গে বাণিজ্যের পথে কোনওরূপ প্রতিবন্ধক আরোপ করায় কোনও লাভই নেই তাই ব্রিটেনের সঙ্গে একটি বাণিজ্যচুক্তি স্বাক্ষরিত হবে ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিকশিত হবে। কিন্তু আমার সন্দেহ যে বর্তমান অবস্থায় এই দুটি দেশ বাণিজ্য থেকে যতটা ভাবা যায় ততটা বিরাট সুবিধা পেতে পারবে কিনা।

ডুরান্টি : ইতালীয়দের প্রস্তাব মতো জাতিসংঘের সংস্কার সম্বন্ধে আপনি কি মনে করেন?

স্তালিন : আমাদের প্রতিনিধি যদিও ইতালীয়দের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন তবু ঐ ব্যাপারে ইতালীয়দের কাছ থেকে কোনও প্রস্তাব আমরা পাইনি।

ডুরান্টি : জাতিসংঘের প্রতি আপনাদের মনোভাব কি সর্বদাই একেবারে নেতিবাচক?

স্তালিন ঃ না, সব সময়ে নয় এবং সব পরিবেশেও নয়। আপনি সম্ভবতঃ আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিটি পুরোপুরি বুঝতে পারছেন না। জাতিসংঘ থেকে জার্মানি ও জাপানের বেরিয়ে আসা সত্ত্বেও অথবা সম্ভবতঃ ঠিক ঐ কারণেই বৈরিতার বিস্ফোরণকে স্তিমিত বা তা সামগ্রিকভাবে ব্যাহত করার ক্ষেত্রে জাতিসংঘ কিছুটা হেতু হতে পারে। তাই যদি হয়, যদি জাতিসংঘ এমন একটা প্রতিবন্ধকের মতো প্রমাণিত হয় যা যুদ্ধকে অন্ততঃ কিছুটা পরিমাণে দুঃসাধ্য করে তোলে ও শান্তিকে কিছুটা মাত্রায় সহজতর করে তোলে তাহলে আমরা জাতিসংঘের বিরুদ্ধে থাকব না। হাঁ, ঐতিহাসিক ঘটনার ধারা যদি এমনই হয় তাহলে এমন সম্ভাবনাকে আগেভাগে উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে জাতিসংঘের বিরাট সব ত্রুটি সত্ত্বেও তাকে আমরা সমর্থন করব।

ডুরান্টি ঃ আভ্যন্তরীণ নীতির ক্ষেত্রে আজ ইউ. এস. এস. আর-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা কি ?

স্তালিন ঃ শহর ও গ্রামের মধ্যে বাণিজ্যের বিকাশ এবং সকল রকমের পরিবহন, বিশেষতঃ রেলপথের উন্নয়ন। এই সমস্যাগুলির সমাধান সহজ নয়, কিন্তু যে সব সমস্যা আমরা ইতিমধ্যেই সমাধান করেছি তার চাইতে তা সহজতর এবং আমি নিশ্চিত যে এই সমস্যাগুলি আমরা সমাধান করব। শিল্পের সমস্যার সমাধান হয়েছে। কৃষির সমস্যার, সবার চাইতে যা কঠিন সেই কৃষকদের ও যৌথ খামারের সমস্যারও সমাধান হয়ে গেছে বলে গণ্য করা যেতে পারে। এবার আমাদের বাণিজ্য ও পরিবহনের সমস্যার সমাধান করতে হবে।

প্রাভদা, সংখ্যা ৪
৪ঠা জানুয়ারি, ১৯৩৪

সি. পি. এস. ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটির কাজ সম্বন্ধে সপ্তদশ পার্টি কংগ্রেসে রিপোর্ট[৭০]

২৬শে জানুয়ারি, ১৯৩৪

১। বিশ্ব পুঁজিবাদের অবিরাম সংকট এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বহিঃপরিস্থিতি

কমরেডগণ, ষোড়শ কংগ্রেসের পর তিন বছরেরও বেশি দিন কেটে গেছে। এটা খুব এক দীর্ঘ সময় নয়। কিন্তু অন্য যে-কোনও সময়পর্বের চাইতে অন্তঃসারের দিক থেকে এ হল পরিপূর্ণতর। আমি মনে করি না যে এই সময়পর্বের চাইতে গত দশকে অন্য কোনও সময়পর্ব এত ঘটনাসমৃদ্ধ ছিল।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই বছরগুলি হল অবিরাম বিশ্ব পুঁজিবাদী সংকটের বছর। এই সংকট শুধু শিল্পকেই নয়, সেই সঙ্গে সামগ্রিকভাবে কৃষিকেও আঘাত করেছে। এই সংকট শুধু যে উৎপাদন ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রেই ফেটে পড়েছে তাই নয়; সেই সঙ্গে তা ক্রেডিট ও অর্থ সঞ্চালনের ক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়েছে এবং দেশগুলির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ক্রেডিট ও মুদ্রা সম্পর্ককে পুরোপুরি ওলট-পালট করে দিয়েছে। আগে যেখানে লোকে এ ব্যাপারে ইতস্তত: মতদ্বৈধতা প্রকাশ করত যে একটি বিশ্ব পুঁজিবাদী সংকট আছে কি নেই, সেখানে আজ তারা আর তা করে না কারণ সংকট ও তার ধ্বংসকারী প্রতিক্রিয়াগুলি তো খুবই স্পষ্ট। এখানকার মতদ্বৈধতা ভিন্ন এক প্রশ্নকে কেন্দ্র করে আবর্তিত: এই সংকট থেকে মুক্তির পথ আছে কি নেই; আর তা যদি থাকে তাহলে কি ঠিক করতে হবে?

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই বছরগুলি হল ধনতান্ত্রিক দেশগুলির পরস্পরের মধ্যে ও তাদের নিজেদের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে উভয়ত:ই আরও উত্তেজনার বছর। চীনের বিরুদ্ধে জাপানের যুদ্ধ ও তৎকর্তৃক মাঞ্চুরিয়া দখল যা দূর প্রাচ্যে সম্পর্ককে বিষিয়ে তুলেছে; জার্মানিতে ফ্যাসিবাদের বিজয় ও প্রতি-হিংসার আদর্শের জয়লাভ যা ইউরোপে সম্পর্ককে বিষিয়ে তুলেছে; জাতিসংঘ থেকে জাপান ও জার্মানির বিচ্ছেদ যা অস্ত্রবৃদ্ধিতে ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের প্রস্তুতিতে এক নতুন মদৎ যুগিয়েছে; স্পেনে ফ্যাসিবাদের পরাজয়[৭১] যা এই

ঘটনার আরেকটি নির্দেশ বহন করে যে একটি বৈপ্লবিক সংকট দানা বেঁধে উঠছে ও ফ্যাসিবাদ কখনই দীর্ঘজীবী হবে না—সমীক্ষাধীন সময়পর্বে এইগুলিই হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এটা বিস্ময়জনক নয় যে বুর্জোয়া শান্তিবাদ তার শেষ নিঃশ্বাস ফেলছে এবং নিরস্ত্রীকরণ অভিমুখী প্রবণতাটির স্থানে প্রকাশ্যে ও নির্দিষ্টভাবেই অস্ত্রসজ্জা ও পুনরস্ত্রসজ্জার এক প্রবণতার উদ্ভব ঘটছে।

অর্থনৈতিক অস্থিরতার ও সামরিক-রাজনৈতিক বিপর্যয়ের উত্তাল তরঙ্গ-মধ্যে ইউ. এস. এস. আর তার সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকর্ম ও শান্তি সংরক্ষণের সংগ্রামকে অবিরাম চালিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে একটি পাহাড়ের মতো দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। পুঁজিবাদী দেশগুলিতে যেখানে অর্থনৈতিক সংকট এখনো প্রচণ্ড রকমের সেখানে ইউ. এস. এস. আর-এ শিল্প ও কৃষি উভয়তঃই নিরন্তর অগ্রগতি চলছে। যেখানে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে দুনিয়ার ও প্রভাবিত এলাকার এক নতুন পুনর্বিভাজনের জন্য এক নতুন যুদ্ধের উত্তেজিত প্রস্তুতি চলছে সেখানে ইউ. এস. এস. আর যুদ্ধের বিপদের বিরুদ্ধে ও শান্তির জন্য তার রীতিবদ্ধ ও অধ্যবসায়ী লড়াই অবিরাম চালিয়ে যাচ্ছে; এবং এটা বলা যেতে পারে না যে এইদিকে ইউ. এস. এস. আর-এর যে-সব প্রয়াস তা সাফল্যলাভ করেনি।

বর্তমান মুহূর্তে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সাধারণ আলেখ্যটি এইরকমই।

এবার পুঁজিবাদী দেশগুলির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির সম্বন্ধে প্রধান প্রধান তথ্যগুলির একটি বিশ্লেষণ করা যাক।

১। পুঁজিবাদী দেশসমূহে অর্থনৈতিক সংকটের ধারা

পুঁজিবাদী দেশগুলির বর্তমান সংকটটি অনুরূপ সমস্ত সংকট থেকে অন্যান্য বিষয় ছাড়াও এই দিক থেকে পৃথক যে তা হল সবচেয়ে দীর্ঘ ও সবচেয়ে স্থায়ী সংকট। আগে দু-এক বছরের মধ্যেই সংকটগুলির অবসান ঘটত; কিন্তু পঞ্চম বর্ষে উপনীত বর্তমান সংকটটি বছরের পর বছর ধরে পুঁজিবাদী দেশগুলির অর্থনীতিকে বিধ্বস্ত করছে ও পূর্ব পূর্ব বৎসরে যে মেদ তারা পঞ্জীভূত করেছিল তা নিঃশেষ করে দিচ্ছে। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে এই সংকটটি হল এতাবৎ সংঘটিত সকল সংকটের মধ্যে সবচেয়ে তীব্র।

বর্তমান শিল্প-সংকটের এই অভূতপূর্ব দীর্ঘস্থায়ী চরিত্রকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায়?

তা ব্যাখ্যা করা যায় প্রথমতঃ এই ঘটনার মাধ্যমে যে এই শিল্প-সংকটটি

প্রত্যেক পুঁজিবাদী দেশকেই ব্যতিক্রমনির্বিশেষে আঘাত করেছে। যার ফলে কোনও কোনও দেশের পক্ষে অন্যদের মূল্যে কূটকৌশলে পরিত্রাণ পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ, তা এই ঘটনার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে হবে যে শিল্প-সংকটটি সেই কৃষি-সংকটের সঙ্গে বিজড়িত যা ব্যতিক্রমনির্বিশেষে সকল কৃষিনির্ভর ও আধা-কৃষিনির্ভর দেশকে আঘাত করেছে যার ফলে শিল্প-সংকটটি অবশ্যম্ভাবীরূপে আরও জটিল, আরও গভীর হয়ে উঠেছে।

তৃতীয়তঃ, তা এই ঘটনার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে হবে যে এই সময়পর্বে কৃষি-সংকট আরও তীব্র হয়ে উঠেছে এবং তা পালিত পশুর আবাদসহ সমস্ত শাখার কৃষিকেই আঘাত করেছে; তা কৃষির ক্ষেত্রে এক পশ্চাৎগতি এনে দিয়েছে, তা যন্ত্র থেকে হাতের মেহনতে রূপান্তর, ট্রাক্টরের পরিবর্তে ঘোড়ার প্রবর্তন, কৃত্রিম সার প্রয়োগে তীব্র হ্রাস এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে তার একেবারেই বিলুপ্তি এনে দিয়েছে। এই সব কিছুই শিল্প-সংকটকে আরও দীর্ঘস্থায়ী সংকটে পরিণত করেছে।

চতুর্থতঃ, তা এই ঘটনার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে হবে যে শিল্পে প্রাধান্য বিস্তারকারী একচেটিয়া কার্টেলগুলি উচ্চ পণ্যমূল্য বজায় রাখার জন্য সচেষ্ট হয়, যা হল এমন একটি পরিস্থিতি যেটি সংকটকে বিশেষ করে যন্ত্রণাদায়ক করে তোলে এবং মজুত পণ্যের বিক্রয়কে ব্যাহত করে।

সবশেষে—আর এটাই হল প্রধান বিষয়—তা এই ঘটনার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে হবে যে শিল্প-সংকটটি ফেটে পড়ছে পুঁজিবাদের **সাধারণ** সংকটের এমন পরিবেশে যখন বৃহৎ দেশগুলিতে বা উপনিবেশ ও পরনির্ভর দেশগুলিতে কোথাও পুঁজিবাদের সেই ধরনের শক্তি ও সুস্থিতি আর নেই বা তা থাকতে পারে না যেটা তার যুদ্ধ ও অক্টোবর বিপ্লবের প্রাক্কালে ছিল; পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শিল্পব্যবস্থায় যখন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের উত্তরাধিকারসূত্রে দীর্ঘকাল ধরে কারখানাগুলির উৎপাদন-ক্ষমতার চাইতে কম হারে কাজ এবং লক্ষ লক্ষ বেকারের বাহিনী অর্জন করেছে তখন তা থেকে তার আর পরিত্রাণ সম্ভব নয়।

এহেন সব পরিস্থিতি থেকেই বর্তমান শিল্প-সংকটের অত্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী চিত্রের উদ্ভব ঘটেছে।

আবার এইসব পরিস্থিতিই এই ঘটনাকে ব্যাখ্যা করে যে সংকটটি কেবল

উৎপাদন ও বাণিজ্যক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, তা ক্রেডিট ব্যবস্থা, বৈদেশিক বিনিময়, ঋণ বন্দোবস্ত ইত্যাদিকেও আঘাত করেছে এবং দেশগুলির পরস্পরের মধ্যেকার ও বিভিন্ন দেশের মধ্যে সামাজিক গোষ্ঠীগুলির পরস্পরের মধ্যেকার সনাতন প্রতিষ্ঠিত সম্পর্কসমূহও বিধ্বস্ত করে দিয়েছে।

পণ্যমূল্যের হ্রাস এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। একচেটিয়া কার্টেলগুলির প্রতিরোধ সত্ত্বেও মৌল শক্তি নিয়েই মূল্যহ্রাস বেড়েছে, তা প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ কৃষক, কারিগর, ছোট পুঁজিপতি—এই অসংগঠিত পণ্য-মালিকদের পণ্যগুলিকে এবং কেবল ক্রমশঃ ও কিছুটা কম মাত্রায় সংগঠিত পণ্য-মালিক—কার্টেলে ঐক্যবদ্ধ পুঁজিপতিদের পণ্যগুলিকে আঘাত করেছে। মূল্যহ্রাস ঋণ গ্রহীতাদের (উৎপাদক, কারিগর, কৃষক ইত্যাদির) অবস্থা দুঃসহ করে তুলেছে আর অপরদিকে ঋণদাতাদের এক নজিরহীন সুবিধাভোগী অবস্থানে দাঁড় করিয়েছে। এইরকম একটি পরিস্থিত অবধারিত-ভাবেই কারখানাগুলির ও একক ব্যক্তিকেন্দ্রিক পুঁজিপতিদের গণ-দেউলিয়া অবস্থায় পরিণত হতে বাধ্য ও বস্তুতঃ তাই পরিণত হয়েছে। ফলতঃ, গত তিন বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ব্রিটেন ও ফ্রান্সে হাজার হাজার যৌথ (Joint Stock) কোম্পানী লাটে উঠেছে। যৌথ কোম্পানীগুলির দেউলিয়া হওয়ার সাথে সাথেই মুদ্রামূল্যে একটি হ্রাস ঘটেছে যা ঋণ গ্রহীতাদের অবস্থাটা কিছুটা হাল্‌কা করেছে। মুদ্রামূল্য হ্রাসের সাথে সাথে রাষ্ট্রগুলি বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় ঋণ পরিশোধই বন্ধ করেছে। জার্মানিতে ড্রামস্টাদে ও ড্রেসডেন ব্যাঙ্ক, অস্ট্রিয়ায় ক্রেডিটানস্টাল্টের মতো ব্যাঙ্কগুলির পতন, সুইডেনে ক্রুগার ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইনসাল্ কার্পোরেশনের মতো প্রতিষ্ঠানগুলির পতন সকলের কাছেই সুবিদিত।

স্বভাবতঃই এই ব্যাপারগুলি যা ক্রেডিট ব্যবস্থার ভিত্তিই নড়িয়ে দিয়েছে তার সাথে সাথে অবশ্যই আসে ও বস্তুতঃ এসেও ছিল ক্রেডিট ও বৈদেশিক ঋণ বাবদ ঋণ পরিশোধ বন্ধ হয়ে যাওয়া, আন্তঃ-মিত্র ঋণগুলির পরিশোধ বন্ধ হয়ে যাওয়া, পুঁজি রপ্তানি বন্ধ হয়ে যাওয়া, বৈদেশিক বাণিজ্যে আরও হ্রাস, পণ্য রপ্তানিতে আরও হ্রাস, বৈদেশিক বাজারের জন্য তীব্রতাবৃদ্ধি, দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্য-যুদ্ধ এবং—উৎপাদন-ব্যয় অপেক্ষাও কম মূল্যে বিক্রয়ের জন্য বিদেশী বাজারে মাল চালান (dumping)। হাঁ কমরেড, ডাম্পিং-ই। আমি সেই অভিযোগে-উদ্ধৃত সোভিয়েত ডাম্পিংয়ের কথা বলছি না যার সম্বন্ধে এই

সেদিনই ইউরোপ ও আমেরিকার সম্মানীয় পার্লামেন্টগুলিতে কিছু মাননীয় সদস্যরা তারস্বরে চিৎকার করছিলেন। আমি সেই সত্যকারের ডাম্পিংয়ের উল্লেখ করছি যা এখন প্রায় সমস্ত 'সভ্য'দেশই অনুসরণ করছে এবং যার সম্বন্ধে পার্লামেন্টের সেই বীর ও সম্মানীয় সদস্যবৃন্দ এক বিচক্ষণ নীরবতা পালন করছেন।

স্বভাবতঃই, শিল্প-সংকটের সঙ্গী এই বিধ্বংসী ব্যাপারগুলি যা উৎপাদন-ক্ষেত্রের বাইরেই সংঘটিত হয়েছে সেগুলিও আবার অবশ্যম্ভাবীরূপে তাদের তরফে শিল্প-সংকটের ধারাকে প্রভাবিত করছে, তাকে তীব্র করে তুলছে এবং পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলছে।

শিল্প সংকটের ধারাটির সাধারণ চিত্র এইরকমই।

সরকারী তথ্য থেকে গৃহীত নিম্নলিখিত কয়েকটি সংখ্যাতথ্য সমীক্ষাধীন সময়কালের শিল্প-সংকটের ধারাটি ব্যাখ্যা করে।

শিল্পোৎপাদনের পরিমাণ

(১৯২৯ সালের শতাংশে)

	১৯২৯	১৯৩০	১৯৩১	১৯৩২	১৯৩৩
ইউ. এস. এস. আর	১০০	১২৯·৭	১৬১·৯	১৮৪·৭	২০১·৬
ইউ. এস. এ.	১০০	৮০·৭	৬৮·১	৫৩·৮	৬৩·৯
ব্রিটেন	১০০	৯২·৪	৮৩·৮	৮৩·৮	৮৬·১
জার্মানি	১০০	৮৮·৩	৭১·৭	৫৯·৮	৬৬·৮
ফ্রান্স	১০০	১০০·৭	৮৯·২	৬৯·১	৭৭·৪

দেখাই যাচ্ছে যে এই সংখ্যাতথ্যটি স্বতঃস্পষ্ট।

যেখানে প্রধান প্রধান পুঁজিবাদী দেশগুলিতে প্রতি বছরই ১৯২৯ সালের তুলনায় শিল্পের পতন ঘটেছে এবং ১৯৩৩ সালে মাত্র কিছুটা সামলিয়ে উঠতে শুরু করেছে, যদিও তা ১৯২৯ সালের তুলনায় অনেক পিছিয়েই আছে, সেখানে ইউ. এস. এস. আর-এ শিল্পে প্রতি বছরই এক অব্যাহত বৃদ্ধি প্রত্যক্ষ হয়েছে।

প্রধান প্রধান পুঁজিবাদী দেশগুলিতে যেখানে ১৯৩৩ সালের শেষে উৎপাদন পরিমাণের ক্ষেত্রে ১৯২৯ সালের তুলনায় গড়ে ২৫ শতাংশ ও তার বেশি হ্রাস পরিলক্ষিত হয়েছে সেখানে ইউ. এস. এস. আর-এর শিল্প-উৎপাদন

এই সময়কালে দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে অর্থাৎ তা ১০০ শতাংশেরও বেশি বর্ধিত হয়েছে। (হর্ষধ্বনি।)

এই সংখ্যাতথ্যের নিরিখে বোধ হতে পারে যে এই চারটি পুঁজিবাদী দেশের মধ্যে ব্রিটেনের অবস্থাই সবচেয়ে অনুকূল। কিন্তু এটা পুরোপুরি সত্য নয়। আমরা যদি এইসব দেশের শিল্পকে তার প্রাক-যুদ্ধ স্তরের সঙ্গে তুলনা করি তাহলে কিছুটা আলাদা ছবিই পাব।

সেই সংশ্লিষ্ট সংখ্যাতথ্য এখানে দেওয়া হল :

শিল্পোৎপাদনের পরিমাণ

(প্রাক-যুদ্ধ স্তরের শতাংশে)

	১৯১৩	১৯২৯	১৯৩০	১৯৩১	১৯৩২	১৯৩৩
ইউ. এস. এস. আর	১০০	১৯৪·৩	২৫২·১	৩১৪·৭	৩৫৯·০	৩৯১·৯
ইউ. এস. এ	১০০	১৭০·২	১৩৭·৩	১১৫·৯	৯১·৪	১১০·২
ব্রিটেন	১০০	৯৯·১	৯১·৫	৮৩·০	৯২.৫	৮৫·২
জার্মানি	১০০	১১৩·০	৯৯·৮	৮১·০	৬৭·৬	৭৫·৪
ফ্রান্স	১০০	১৩৯·০	১৪০·০	১২৪·০	৯৬·১	১০৭·৬

দেখতেই পাচ্ছেন যে ব্রিটেন ও জার্মান প্রাক্-যুদ্ধ স্তরে পৌছাতে পারেনি, সেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স তা কয়েক শতাংশ পরিমাণে অতিক্রম করেছে এবং ইউ. এস. এস. আর এই সময়পর্বে তার শিল্প-উৎপাদনকে প্রাক-যুদ্ধ স্তরের চাইতে ২৯০ শতাংশেরও বেশি উন্নীত করেছে, বর্ধিত করেছে। (হর্ষধ্বনি।)

কিন্তু এই সংখ্যাতথ্য থেকে আরও একটি সিদ্ধান্ত টানতে হবে।

প্রধান প্রধান পুঁজিবাদী দেশগুলিতে যেখানে ১৯৩০ সালের পর ও বিশেষ করে ১৯৩১ সালের পর থেকে শিল্পক্ষেত্রে দৃঢ়ভাবে পতন ঘটেছে ও সেই পতন সর্বনিম্ন বিন্দুতে পৌছিয়েছে ১৯৩২ সালে, সেখানে ১৯৩৩ সালে তা আরোগ্য-লাভ শুরু করে ও কিছুটা সামলিয়ে ওঠে। ১৯৩২ ও ১৯৩৩ সালের মাসওয়ারি হিসেবে যদি আমরা নিই তাহলে এই সিদ্ধান্তের সপক্ষে আরও স্বীকৃতি দেখব; কারণ সেগুলি এটাই দেখিয়ে দেয় যে ১৯৩৩ সালে গোটা বছর জুড়ে উৎপাদন

ক্ষেত্রে ওঠা-নামা সত্ত্বেও এইসব দেশের শিল্পগুলিতে ১৯৩২ সালের গ্রীষ্মে উপনীত সেই সর্বনিম্ন বিন্দুতে পতিত হওয়ার কোনও লক্ষণ আর দেখা যায় না।

এর অর্থ কি?

আপাতদৃষ্টিতে এর অর্থ এই যে প্রধান প্রধান পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শিল্প ইতিমধ্যেই পতনের সর্বনিম্ন বিন্দুতে পৌঁছে গেছে এবং ১৯৩৩-এর বছরে ঐ বিন্দুতে আর ফিরে যায়নি।

কিছু কিছু লোক এই ব্যাপারটির কারণ হিসেবে একমাত্র এইসব কৃত্রিম উপাদানগুলির প্রভাবকেই নির্দেশ করতে ঝোঁকেন, যথা যুদ্ধ-মুদ্রাস্ফীতির তেজী পরিস্থিতি। এতে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না যে এ ব্যাপারে যুদ্ধ-মুদ্রাস্ফীতির তেজী পরিস্থিতি কিছু সামান্য ভূমিকা পালন করেনি। এটা বিশেষ করে সত্য জাপানের ক্ষেত্রে যেখানে কিছু কিছু শিল্পের, মুখ্যতঃ সমর শিল্পের, ক্ষেত্রে কিছুটা পুনরুজ্জীবন সঞ্চার করার ব্যাপারে এই কৃত্রিম উৎপাদনটিই মুখ্য ও নির্ণায়ক শক্তির কাজ করেছে। কিন্তু সমস্ত কিছুকেই যুদ্ধ-মুদ্রাস্ফীতির তেজী ভাবের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করাটা হবে চরম ভুল। এইরকম ব্যাখ্যাটা হবে ভ্রান্ত শুধু এই কারণেই যে শিল্পক্ষেত্রে আমি যেসব পরিবর্তনের উল্লেখ করেছি তা বিচ্ছিন্ন এবং আপতিক এলাকাতেই পরিলক্ষিত হয়নি, তা পরিলক্ষিত হয়েছে সমস্ত বা প্রায় সমস্ত শিল্পনির্ভর দেশগুলিতেই যাদের মধ্যে এমন সব দেশও আছে যাদের মুদ্রামান স্থির। দৃশ্যতঃ, যুদ্ধ-মুদ্রাস্ফীতির তেজী ভাব ছাড়াও পুঁজিবাদের আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক শক্তিগুলিও এখানে সক্রিয়।

ধনতন্ত্র যে শিল্পের অবস্থাকে কিছুটা ভাল করতে সফল হয়েছে তা হয়েছে শ্রমিকদের ওপর শোষণকে শ্রমের বর্ধিত তীব্রতার মাধ্যমে বাড়িয়ে **শ্রমিকদেরই মূল্যে**; কৃষকদের শ্রমজাত উৎপাদনের জন্য, খাদ্য ও অংশতঃ কাঁচামালের জন্য সর্বনিম্ন দাম দেওয়ার এক নীতি অনুসরণ করে **কৃষকদেরই মূল্যে**; উপনিবেশ ও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল দেশগুলির কৃষকদের শ্রমজাত উৎপাদনের জন্য, প্রধানতঃ কাঁচামালের জন্য ও খাদ্যের জন্য মূল্যকে আরও জোর করে নামিয়ে রেখে সেই **উপনিবেশ ও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল দেশগুলির কৃষকদেরই মূল্যে**।

এর অর্থ কি এই যে আমরা একটি সংকট থেকে এক সাধারণ মন্দা অবস্থায় উত্তরণকে প্রত্যক্ষ করছি যার পরে পরেই আসবে শিল্পক্ষেত্রে এক নতুন জোয়ার ও উন্নতি? না, তার অর্থ এরকম নয়। যাই হোক না কেন, বর্তমান সময়ে

এরকম কোনও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রমাণ দেখা যাচ্ছে না যা ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে শিল্পক্ষেত্রে এক অগ্রগতির আগমনী ইঙ্গিত করছে। তদুপরি, সবকিছুর নিরিখে বিচার করলে বলতে হয় যে অন্ততঃ অদূর ভবিষ্যতে এরকম কোনও প্রমাণ দেখা যেতে পারেও না। এরকম কোনও প্রমাণ থাকতে পারে না এইজন্য যে ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে শিল্পক্ষেত্রে কোনও ভালমত অগ্রগতি সম্ভব করার পথে যেসব প্রতিকূল পরিবেশ থাকে তার সবই এখনো অব্যাহতভাবে সক্রিয়। আমি বলতে চাইছি ধনতন্ত্রের অবিরাম **সাধারণ** সংকটের কথা যে পরিস্থিতিতে **অর্থনৈতিক** সংকট চলছে; শিল্পোদ্যোগগুলিতে উৎপাদন ক্ষমতার চেয়ে নিয়ত নীচু হারে যে কাজ চালানো হয় তার কথা; চিরন্তন গণবেকারত্বের কথা; শিল্প সংকটের সঙ্গে কৃষি-সংকটের গ্রন্থিবন্ধনের কথা; তেজী ভাবের আগমনের যা সচরাচর ইঙ্গিতবাহী সেই স্থির পুঁজির মোটামুটি গুরুত্বপূর্ণ নবীকরণের প্রতি প্রবণতার অনুপস্থিতি ইত্যাদির কথা।

স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান যে আমরা যা প্রত্যক্ষ করছি তা হল শিল্পের অবনতির নিম্নতম পর্যায় থেকে, শিল্প সংকটের নিম্নতম বিন্দু থেকে এক মন্দা পরিস্থিতিতে উত্তরণ—আর সে মন্দা কোনও সাধারণ মন্দা নয়, তা হল এমন এক বিশেষ ধরনের মন্দা যা শিল্পক্ষেত্রে কোনও নতুন অগ্রগতি বা উন্নতির দিকে এগিয়ে যায় না কিন্তু যা পক্ষান্তরে শিল্পকে তার পতনের নিম্নতম বিন্দুতেও ফিরে যেতে বাধ্য করে না।

২। ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে রাজনৈতিক পরিস্থিতির ক্ষেত্রে বর্ধমান উত্তেজনা

দীর্ঘস্থায়ী অর্থনৈতিক সংকটের একটি ফল হয়েছে এই যে ধনতান্ত্রিক দেশগুলির রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে—সেই দেশগুলির অভ্যন্তরে ও সেই দেশগুলির পারস্পরিক সম্পর্কক্ষেত্রে উভয়তঃই এক অভূতপূর্ব উত্তেজনা বৃদ্ধি হয়েছে।

বৈদেশিক বাজারের জন্য তীব্র লড়াই, অবাধ বাণিজ্যের শেষ চিহ্নের অবলুপ্তি, নিবারক শুল্ক, বাণিজ্য যুদ্ধ, বৈদেশিক মুদ্রা যুদ্ধ, ডাম্পিং ও অন্যান্য অনেক অনুরূপ ব্যবস্থা যা অর্থনৈতিক কর্মনীতির ক্ষেত্রে চরম **জাতীয়তাবাদের** পরিচায়ক তা বিভিন্ন দেশের মধ্যে সম্পর্ককে চূড়ান্তভাবে বিষিয়ে তুলেছে, সামরিক সংঘাতের ভিত্তি তৈরী করেছে এবং অধিকতর শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির অনুকূলে দুনিয়ার ও প্রভাবাধীন এলাকাসমূহের এক নতুন পুনর্বণ্টন সম্ভব করার

মাধ্যম হিসেবে যুদ্ধকেই সমসাময়িক কর্মসূচী করে তুলেছে।

চীনের বিরুদ্ধে জাপানের যুদ্ধ, মাঞ্চুরিয়া দখল, জাতিসংঘ থেকে জাপানের সরে আসা এবং উত্তর চীনে তার অভিযান পরিস্থিতিকে আরও বেশি ঘনীভূত করে তুলেছে। প্রশান্ত সাগরীয় এলাকার জন্য তীব্র লড়াই এবং জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের নৌ-অস্ত্রশস্ত্রের বৃদ্ধি হল এই বর্ধিত উত্তেজনার ফল।

জাতিসংঘ থেকে জার্মানির সরে আসা এবং লুপ্ত মর্যাদা উদ্ধারের জন্য তার প্রতিহিংসামূলক আচরণের সম্ভাবনার আতংক এই উত্তেজনাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে ও ইউরোপে অস্ত্রবৃদ্ধিতে এক নতুন মদৎ যুগিয়েছে।

এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে বুর্জোয়া শান্তিবাদ আজ এক দুর্দশাজনক অস্তিত্ব নির্বাহ করছে এবং নিরস্ত্রীকরণের অলস প্রলাপের জায়গায় অস্ত্রীকরণ ও পুনরস্ত্রীকরণের 'ব্যবসায়-সুলভ' কথাবার্তা স্থান পাচ্ছে।

১৯১৪ সালের মতো আবার উগ্র সাম্রাজ্যবাদের শিবিরগুলি, যুদ্ধ আর প্রতিহিংসাবাদের শিবিরগুলি সম্মুখভাগে হাজির হয়েছে।

বেশ পরিষ্কার যে এক নতুন যুদ্ধের দিকেই সব কিছু আগুয়ান।

এই একই উপাদানগুলির ক্রিয়াশীলতার পরিপ্রেক্ষিতে পুঁজিবাদী দেশগুলির আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি আরও উত্তেজক হয়ে পড়ছে। চার বছরের শিল্প-সংকট শ্রমিকশ্রেণীকে নিঃশেষ করে দিয়েছে এবং তাকে হতাশার মধ্যে নিমজ্জিত করেছে। চার বছরের কৃষি-সংকট শুধু প্রধান পুঁজিবাদী দেশেই নয়, সেই সঙ্গে—এবং বিশেষ করে পরনির্ভর ও উপনিবেশ দেশগুলিতে কৃষকসমাজের দরিদ্রতর স্তরকে চূড়ান্তভাবে ধ্বংস করেছে। এটা ঘটনা যে বেকারত্ব হ্রাস করে দেখানোর জন্য পরিকল্পিত সর্ববিধ আঙ্কিক চাতুরি সত্ত্বেও বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠানগুলির সরকারী হিসেব অনুযায়ী বেকারের সংখ্যা ব্রিটেনে দাঁড়িয়েছে ৩০ লক্ষ, জার্মানিতে ৫০ লক্ষ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক কোটি। অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের কথা ছেড়েই দিলাম। এর সঙ্গে আংশিক বেকার এমন এক কোটিরও বেশি জনকে যোগ করুন; বিধ্বস্ত কৃষকদের বিশাল সাধারণকে জুড়ুন—আর তাহলেই আপনারা শ্রমজীবী মানুষের দারিদ্র্য আর নৈরাশ্যের এক আনুমানিক চিত্র পেয়ে যাবেন। ব্যাপক জনসাধারণ এখনো পর্যন্ত সেই পর্যায়ে পৌছায়নি যখন তারা পুঁজিবাদকে প্রচণ্ড আঘাত হানতে প্রস্তুত; কিন্তু তাকে প্রচণ্ড আঘাত হানার ভাবনাটা যে ব্যাপক সাধারণের মনে দানা বেঁধে

উঠছে সে ব্যাপারে সামান্যই সংশয় আছে। এ বক্তব্যের সত্যতা চমৎকারভাবে প্রমাণ হয়ে গেছে এই ধরনের তথ্যগুলির ভিত্তিতে, যথা, উদাহরণস্বরূপ, স্পেনীয় বিপ্লব যা ফ্যাসিষ্ট জমানাকে উৎখাত করেছে এবং চীনে সোভিয়েত জেলাগুলির প্রসার যাকে স্তব্ধ করতে চীনা ও বিদেশী বুর্জোয়াশ্রেণীর মিলিত প্রতিবিপ্লব অক্ষম।

নিঃসন্দেহে এটাই ব্যাখ্যা করে যে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শাসকশ্রেণীগুলি কেন সেই পার্লামেণ্টারীয় ও বুর্জোয়া গণতন্ত্রের শেষ চিহ্নগুলিকে এত উদ্দীপনাভরে বিনষ্ট করছে ও নাকচ করে দিচ্ছে যা শ্রমিকশ্রেণী নিপীড়কদের বিরুদ্ধে তার লড়াইয়ে ব্যবহার করতে পারত, কেন তারা কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে গোপনে কাজ করতে ঠেলে দিচ্ছে এবং তাদের একাধিপত্য বজায় রাখার জন্য প্রকাশ্য সন্ত্রাসবাদী পদ্ধতির আশ্রয় নিচ্ছে।

বৈদেশিক নীতির মূল উপাদান হিসেবে উগ্র জাতিদম্ভ ও যুদ্ধপ্রস্তুতি; ভবিষ্যৎ সমরাঙ্গণের পশ্চাদ্ভাগকে শক্তিশালী করার এক আবশ্যক পথ হিসেবে স্বরাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীকে নিপীড়ন ও সন্ত্রাসবাদ—বিশেষ করে ঠিক এই জিনিসটাই এখন সমসাময়িক সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতিবিদদের মনকে আবিষ্ট রেখেছে।

এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে যুদ্ধবাজ বুর্জোয়া রাজনীতিবিদদের মধ্যে ফ্যাসিবাদই এখন সবচেয়ে কায়দাদুরস্ত পণ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি শুধু সাধারণভাবে যা ফ্যাসিবাদ তারই উল্লেখ করছি না, সেই সঙ্গে মূলতঃ জার্মান ধরনের সেই ফ্যাসিবাদের উল্লেখ করছি যাকে ভুলভাবে জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদ বলে অভিহিত করা হয়—ভুলভাবে এই জন্য যে সবচেয়ে অনুসন্ধানী পরীক্ষাও এর মধ্যে পরমাণু পরিমাণ সমাজতন্ত্র উদ্‌ঘাটন করতে ব্যর্থ হবে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে জার্মানিতে ফ্যাসিবাদের জয়লাভকে অবশ্যই শুধু শ্রমিকশ্রেণীর দৌর্বল্যের চিহ্ন হিসেবে এবং ফ্যাসিবাদের পথকে যারা তৈরী করেছে সেই সোশ্যাল ডিমোক্র্যাসির হাতে শ্রমিকশ্রেণীর প্রতারণার ফল হিসেবে গণ্য করা চলবে না; সেই সঙ্গে একে অবশ্যই গণ্য করতে হবে বুর্জোয়াশ্রেণীর দুর্বলতার একটি চিহ্ন হিসেবে, একটি চিহ্ন হিসেবে যে বুর্জোয়াশ্রেণী আর পার্লামেণ্টারীয় ও বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পুরানো কায়দা দ্বারা শাসন করতে সক্ষম নয়, এবং ফলতঃ তাদের স্বরাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে তারা সন্ত্রাসবাদী পদ্ধতির শাসনের আশ্রয় নিতে বাধ্য—একটি চিহ্ন হিসেবে যে একটি শান্তিবাদী বৈদেশিক

নীতির ভিত্তিতে তারা আর বর্তমান পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজে পেতে সক্ষম নয় এবং ফলতঃ তারা একটি যুদ্ধনীতির আশ্রয় নিতে বাধ্য।

এই হল পরিস্থিতি।

দেখতেই পাচ্ছেন যে বর্তমান পরিস্থিতি থেকে মুক্তির পথ হিসেবে এক নতুন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের অভিমুখেই সব কিছু এগিয়ে চলছে।

অবশ্য এটা মনে করার কোনও ভিত্তিই নেই যে যুদ্ধ কোনও সত্যকারের মুক্তির পথ যোগাতে পারে। পক্ষান্তরে তা পরিস্থিতিকে আরও জট পাকিয়ে তুলতে বাধ্য। তদুপরি প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পথে যেমন ঘটেছিল তেমনভাবেই তা নিশ্চিত কতকগুলি দেশে বিপ্লবের পথ খুলে দেবে এবং ধনতন্ত্রের একেবারে অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলবে। আর যদি প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও বুর্জোয়া রাজনীতিবিদ্‌রা যুদ্ধকেই আঁকড়ে ধরেন, যেমন ডুবন্ত মানুষ খড়কুটোকে আঁকড়ে ধরে, তাহলে সেটাই দেখিয়ে দেবে যে তারা এক নিরাশাব্যঞ্জক বিশৃংখল অবস্থায় নিমজ্জিত হয়েছে, এক কানাগলিতে ঢুকে পড়েছে এবং দ্রুত এক অতল গহ্বরে সরাসরি অধঃপতিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছে।

সুতরাং, বুর্জোয়া রাজনীতিবিদদের মহলে এখন যে যুদ্ধ সংগঠনের পরিকল্পনা চলছে তাকে সংক্ষেপে পর্যালোচনা করা দরকার।

অনেকে মনে করেন যে বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যেই কারুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ সংগঠিত করা উচিত। তাঁরা সেই শক্তিকে এক নিদারুণ পরাজয়ে জর্জরিত করার ও তারই মূল্যে নিজেদের বিষয়াদি উন্নত করার কথা ভাবেন। ধরা যাক যে তাঁরা এমন একটি যুদ্ধ সংগঠিত করলেন। এর ফল কি হতে পারে?

এটা সুবিদিত যে প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময়ও কোনও একটি অন্যতম বৃহৎ শক্তিকে, উদাহরণস্বরূপ, জার্মানিকে, ধ্বংস করার ও তার মূল্যে মুনাফা তোলার অভিপ্রায় হয়েছিল। কিন্তু এর পরিণতি কি হয়েছিল? তারা জার্মানিকে ধ্বংস করেনি; কিন্তু তারা জার্মানিতে বিজয়ীদের প্রতি এমন এক ঘৃণার বীজ বপন করেছিল এবং প্রতিহিংসার প্রকাশের জন্য এমন এক উর্বর মাটি তৈরী করেছিল যে আজও তারা তাদের সৃষ্ট সেই বিদ্রোহী বিশৃংখলা দূর করতে পারেনি এবং সম্ভবতঃ আগামী কিছু দিনের জন্য তা দূর করতে পারবেও না। পক্ষান্তরে, যে ফলটা তারা পেয়েছে তা হল রাশিয়ায় ধনতন্ত্রের বিনাশ, রাশিয়ায় সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবের বিজয় এবং—অবশ্যই—সোভিয়েত ইউনিয়ন।

এ বিষয়ে কি গ্যারান্টি আছে যে প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধটির চাইতে দ্বিতীয়টি তাদের সপক্ষে 'আরও উত্তম' সাফল্য সম্ভব করবে? বরং উল্টোটা হবে বলে মনে করাই কি আরও সঠিক নয়?

অন্যেরা ভাবেন যে যুদ্ধ সংগঠিত করতে হবে এমন এক দেশের বিরুদ্ধে যা সামরিক অর্থে দুর্বল কিন্তু সেখানে বিস্তৃত বাজার বিদ্যমান—যথা চীনের বিরুদ্ধে। চীনের সম্বন্ধে দাবি করা হয় যে তাকে সঠিক শব্দগত অর্থে রাষ্ট্র বলেও অভিহিত করা যায় না, তা হল এমন নিছক 'অসংগঠিত এলাকা' যা শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির দ্বারা অধিকৃত হওয়া দরকার। তারা স্পষ্টতঃই চীনকে পুরোপুরি ভাগ করে নিতে ও তার মূল্যে নিজেদের বিষয়াদি উন্নত করতে চায়। ধরা যাক যে তারা এমন একটি যুদ্ধই সংগঠিত করল। এর ফল কি হতে পারে?

এটা সুবিদিত যে আজকে যেমন চীনকে মনে করা হয় তেমন উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ইতালী আর জার্মানিকেও একই চোখে দেখা হতো অর্থাৎ তাদেরকে রাষ্ট্র হিসেবে নয়, 'অসংগঠিত এলাকা' হিসেবেই গণ্য করা হতো এবং তাদের পদানত করে রাখা হয়েছিল। কিন্তু তার ফলটা কি হয়েছিল? এটা সুবিদিত যে তার ফলে জার্মানি ও ইতালী স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিল এবং এই দেশ দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। তার ফলে এই দেশ দুটির জনগণের হৃদয়ে নিপীড়কদের বিরুদ্ধে এমন বর্ধিত ঘৃণার উদ্রেক হয়েছিল যার প্রতিক্রিয়া আজও মুছে যায়নি এবং ভবিষ্যতেও সম্ভবতঃ কিছু দিনের মধ্যে মুছে যাবে না। প্রশ্ন ওঠেঃ চীনের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধ থেকে যে সেই একই ফল বেরোবে না তার গ্যারান্টি কি আছে?

আবার অন্যেরা মনে করেন যে যুদ্ধ সংগঠিত করতে হবে এক 'উন্নততর জাতি'কে যথা জার্মান 'জাতিকে' এক 'হীনতর জাতি'র বিরুদ্ধে, মূলতঃ শ্লাভদের বিরুদ্ধে; একমাত্র এরকম একটি যুদ্ধই পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের পথ যোগাতে পারে কারণ 'উন্নততর জাতি'র মহৎ লক্ষ্য হল 'হীনতর জাতি'কে সফল করে তোলা ও তাকে শাসন করা। ধরা যাক যে এই অদ্ভুত তত্ত্বটি, যা আকাশ যেমন মাটি থেকে দূরে থাকে তেমনই বিজ্ঞান থেকে দূরে বিচ্ছিন্ন, ধরা যাক এই অদ্ভুত তত্ত্বটি বাস্তবে রূপায়িত হল। তার ফলটা কি হবে?

এটা সুবিদিত যে প্রাচীন রোম বর্তমানকালের জার্মান ও ফরাসীদের পূর্বপুরুষদেরকে তেমন চোখেই দেখত আজ যেমন 'উন্নততর জাতি'র প্রতি-

নিধিরা শ্লাভ জাতিদের দেখে। এটা সুবিদিত যে প্রাচীন রোম তাদের দেখত এক 'হীনতর জাতি' হিসেবে, এমন 'বর্বর' হিসেবে যারা 'উন্নততর জাতি'র, 'মহান রোম'-এর পায়ের তলায় চিরকাল শাসিত হওয়ার জন্য অদৃষ্টনির্ধারিত; আর আমাদের নিজেদের মধ্যে বলছি যে প্রাচীন রোমের এরকম করার কিছু ভিত্তি ছিল যা আজকের 'উন্নততর জাতি'র প্রতিনিধিদের সম্বন্ধে বলা চলে না। (**তুমুল হর্ষধ্বনি।**) কিন্তু এর পরিণতি কি হয়েছিল ? পরিণতি হয়েছিল এই যে অ-রোমানরা অর্থাৎ সকল 'বর্বর'রা তাদের সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে একজোট হয়েছিল ও রোমের নিদারুণ পতন ঘটিয়েছিল। প্রশ্ন ওঠে : আজকের 'উন্নততর জাতি'র প্রতিনিধিদের দাবিগুলিরও যে একই শোচনীয় পরিণতি হবে না তার গ্যারান্টি কি আছে ? এতে গ্যারান্টি কি আছে যে বার্লিনের ফ্যাসিবাদী সাহিত্যিক রাজনীতিবিদেরা রোমের প্রাচীন ও অভিজ্ঞ বিজয়ীদের চাইতে আরও ভাগ্যবান হবেন ? উল্টোটাই হবে বলে মনে করাই কি আরও সঠিক হবে না ?

সর্বশেষে, অন্য কিছু লোক আছেন যাঁরা মনে করেন যে ইউ. এস. এস. আর-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ সংগঠিত করতে হবে। তাদের পরিকল্পনা হল ইউ. এস. এস. আর-কে পরাজিত করা, তার জমি ভাগ করে নেওয়া ও তার মূল্যে মুনাফা লোটা। এটা ভাবা ভুল হবে যে কেবল জাপানের কিছু সামরিক মহলই এরকম ভেবে থাকে। আমরা জানি যে ইউরোপের কতকগুলি দেশের রাজনৈতিক নেতাদের মহলেও অনুরূপ পরিকল্পনাই তৈরী হচ্ছে। ধরা যাক যে এই ভদ্রমহোদয়বৃন্দ যা বলেন তা-ই কাজে পরিণত করলেন। তার ফল কি হতে পারে ?

এতে সংশয় সামান্যই থাকতে পারে যে এরকম কোনও যুদ্ধ হবে বুর্জোয়া-শ্রেণীর পক্ষে সবচেয়ে বিপজ্জনক যুদ্ধ। এটা সবচেয়ে বিপজ্জনক যুদ্ধ হবে শুধু এই কারণে নয় ইউ. এস. এস. আর-এর জনগণ বিপ্লবের অর্জিত লাভগুলিকে সংরক্ষণ করার জন্য প্রাণপাত লড়াই করবে; তা আরও এই কারণে বুর্জোয়া-শ্রেণীর পক্ষে সবচেয়ে বিপজ্জনক যুদ্ধ হবে যেহেতু তা শুধু সম্মুখ রণাঙ্গনেই নয়, শত্রুবাহিনীর পশ্চাদ্ভূমিতেও চালানো হবে। বুর্জোয়াশ্রেণীর এ ব্যাপারে কোনও সংশয় রাখতে হবে না যে ইউরোপ ও এশিয়ায় ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণীর যে অসংখ্য বন্ধু আছে তারা তাদের সেই শোষকদের পশ্চাদ্ভূমিতে আঘাত হানার জন্য সচেষ্ট হবে যারা সকল দেশের শ্রমিকশ্রেণীর পিতৃভূমির

বিরুদ্ধে এক অপরাধীসুলভ যুদ্ধ শুরু করেছে। এবং বুর্জোয়া 'মহাশয়গণ যেন আমাদের ওপর দোষারোপ না করেন যদি দেখেন যে তাঁদের সেই কাছের ও আদরের সরকারগুলি যেগুলি আজ 'ঈশ্বরের কৃপায়' মহানন্দে শাসন চালাচ্ছে সেগুলির কেউ কেউ ঐ ধরনের একটি যুদ্ধের পর লোপাট হয়ে যায়। (বজ্র-তুল্য হর্ষধ্বনি।)

আপনাদের স্মরণ থাকতে পারে যে পনের বছর আগেই ইউ. এস. এস. আর-এর বিরুদ্ধে ঐরকম একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এটা সুবিদিত যে বিশ্ববন্দিত চার্চিল সাহেব সেই যুদ্ধকে 'চোদ্দটি রাষ্ট্রের অভিযান'—এই কাব্যিক বক্তব্যে আড়াল দিয়েছিলেন। আপনাদের অবশ্যই স্মরণে আছে যে সেই যুদ্ধ আমাদের দেশের সকল শ্রমজীবী মানুষকে এমন আত্মত্যাগী যোদ্ধাদের এক ঐক্যবদ্ধ শিবিরে সামিল করেছিল যারা বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে তাদের শ্রমিক ও কৃষকের মাতৃভূমিকে নিজেদের প্রাণ দিয়ে রক্ষা করেছিল। আপনারা জানেন যে সে যুদ্ধের শেষ কিভাবে ঘটেছিল। তা শেষ হয়েছিল আমাদের দেশ থেকে আক্রমণকারীদের বিতাড়নে এবং ইউরোপে বিপ্লবী সংগ্রাম কাউন্সিল[১২] গঠনে। এতে সংশয় সামান্যই থাকতে পারে যে ইউ. এস. এস. আর-এর বিরুদ্ধে একটি দ্বিতীয় যুদ্ধ আক্রমণকারীদের সম্পূর্ণ পরাজয়ে পরিণতি-লাভ করবে, এশিয়ায় ও ইউরোপের অনেক দেশে বিপ্লব এবং সেই সব দেশে বুর্জোয়া-জমিদার সরকারগুলির ধ্বংস ডেকে আনবে।

হতবুদ্ধি বুর্জোয়া রাজনীতিবিদদের যুদ্ধ-পরিকল্পনাগুলি এমনই।

দেখতেই পাচ্ছেন যে মস্তিষ্ক বা বীরত্ব কোনও কিছুতেই তারা বিশিষ্ট নয়। (হর্ষধ্বনি।)

কিন্তু বুর্জোয়াশ্রেণী যেখানে যুদ্ধের পথ বেছে নেয়, সেখানে ধনতান্ত্রিক দেশ-গুলিতে চার বছরের সংকট ও বেকারত্বে হতাশাগ্রস্ত শ্রমিকশ্রেণী বিপ্লবের পথ গ্রহণ করতে শুরু করেছে। এর অর্থ এই যে একটি বৈপ্লবিক সংকট দানা বেঁধে উঠছে এবং তা অব্যাহতভাবে দানা বেঁধে উঠবে। এবং বুর্জোয়াশ্রেণী যত বেশি তাদের যুদ্ধ পরিকল্পনায় জড়িয়ে পড়বে, যত বেশি করে তারা শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমজীবী কৃষকসমাজের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সন্ত্রাসমূলক পথের আশ্রয় নেবে ততই দ্রুত সেই বিপ্লবী সংকট বিকশিত হবে।

কিছু কিছু কমরেড মনে করেন যে একবার যদি বৈপ্লবিক সংকট আসে তা হলে বুর্জোয়াশ্রেণী এক হতাশাব্যঞ্জক অবস্থায় নিমজ্জিত হতে বাধ্য, তার

অবলুপ্তি তাই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি, বিপ্লবের বিজয় তাই এতদ্দ্বারা নিশ্চিত এবং তাদের যেটুকু করতে হবে তা হল বুর্জোয়াশ্রেণীর পতনের জন্য অপেক্ষা করা এবং বিজয়ী প্রস্তাবসমূহ প্রণয়ন করা। এটা গুরুতর ভুল। বিপ্লবের বিজয় কখনো আপনা-আপনি আসে না। তার জন্য অবশ্যই প্রস্তুতি নিতে হয় ও তা জয় করে নিতে হয়। আর, একমাত্র একটি শক্তিশালী সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টিই সেই প্রস্তুতি নিতে পারে ও বিজয় জিতে নিতে পারে। এমন মুহূর্ত আসে যখন পরিস্থিতি বিপ্লবী, যখন বুর্জোয়াশ্রেণীর শাসন তার একেবারে ভিত-সমেত টলমলে তবু বিপ্লবের বিজয় এল না কারণ জনসাধারণকে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো ও ক্ষমতা দখল করার মতো যথেষ্ট শক্তি ও মর্যাদার অধিকারী কোনও সর্বহারার বিপ্লবী পার্টি নেই। এরকম 'ব্যাপার' ঘটতে পারে না এই বিশ্বাস রাখাটা মূঢ়তা।

এই দিক থেকে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে[৭৩] বিপ্লবী সংকট প্রসঙ্গে লেনিনের বিবৃত এই ভবিষ্যদ্বাণীসমৃদ্ধ কথাগুলি স্মরণ করা কার্যকর হবে:

> 'আমরা এখন আমাদের বিপ্লবী কার্যক্রমের বনিয়াদ হিসেবে বিপ্লবী সংকটের প্রশ্নে এসেছি। এবং এখানে আমাদের অবশ্যই দুটি ব্যাপকভাবে চালু ভুলকে সবপ্রথমে লক্ষ্য করতে হবে। একদিকে বুর্জোয়া অর্থনীতি-বিদরা এই সংকটকে নিছক "অস্থিরতা" বলে চিত্রিত করে, ঠিক ইংরেজরা যেমন চমৎকারভাবে এটা প্রকাশ করেছে। অপরদিকে, বিপ্লবীরা কখনো কখনো এটা প্রমাণ করার প্রয়াস পান যে এই সংকটটি একেবারেই আশা-হীন। এটা ভুল। একেবারেই আশাহীন পরিস্থিতি বলে কোনও কিছু নেই। বুর্জোয়ারা এক মগজহারা উদ্ধত দস্যুর মতো ব্যবহার করে; তারা ভুলের পর ভুল করে আর এইভাবে পরিস্থিতিকে আরও সঙীন করে তোলে এবং তাদের নিজেদের বিনাশই ত্বরান্বিত করে। এ সবই সত্য। কিন্তু এরকম "প্রমাণ" করা যায় না যে ছোটখাট রেয়াৎ ধরনের কিছু দিয়ে শোষিতদের কিছু সংখ্যালঘুকে প্রতারিত করার, বা শোষিত ও নিপীড়িত-দের কোনও কোনও অংশের কোনও আন্দোলন বা অভ্যুত্থানকে দমন করার কোনও সুযোগই তার আদপেই নেই। আগেভাগেই একটা পরি-স্থিতিকে "চূড়ান্ত রকম" আশাহীন বলে "প্রমাণ" করার প্রয়াসটি হবে নিছক পণ্ডিতীপনা, বা তত্ত্ব আর অভিনেতাদের শেষ কথা নিয়ে ভোজ-

বাজী। এই বা এই ধরনের প্রশ্নগুলির ক্ষেত্রে একমাত্র সত্যকারের "প্রমাণ" হল ব্যবহারিকতা। সারা দুনিয়া জুড়ে বুর্জোয়া ব্যবস্থা এক অত্যন্ত গভীর বিপ্লবী সংকটে পড়ে আছে। এখন বিপ্লবী পার্টিগুলিকে তাদের ব্যবহারিক কার্যক্রমের মাধ্যমে অবশ্যই "প্রমাণ" করতে হবে যে তারা এই সংকটকে এক সফল ও বিজয়ী বিপ্লবের জন্য ব্যবহার করার মতো যথেষ্ট বুদ্ধিমান ও সংগঠিত, শোষিত জনগণের সঙ্গে তাদের যথেষ্ট যোগাযোগ আছে, তারা যথেষ্ট দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও দক্ষতাসম্পন্ন।' (লেনিন, ২৫তম খণ্ড[৭৪])।

৩। ইউ. এস. এস. আর ও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যেকার সম্পর্ক

যুদ্ধ পরিকল্পনাগুলির পচা বাষ্পে বিষাক্ত এই আবহাওয়ার মধ্যে ইউ. এস. এস. আর-এর পক্ষে তার শান্তির নীতি অনুসরণ করা কত দুরূহ হয়েছে তা সহজেই উপলব্ধি করা যেতে পারে।

যুদ্ধ-প্রাক্‌কালীন প্রবল উত্তেজনা, যাতে কতকগুলি দেশ প্রভাবান্বিত হয়েছে, তার মাঝে ইউ. এস. এস. আর এই কয় বছর ধরে তার শান্তির নীতি ও মনোভাব দৃঢ় ও অবিচলিতভাবে আঁকড়ে ধরে এসেছে: যুদ্ধভীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এসেছে; সংগ্রাম করে এসেছে শান্তি বজায় রাখার জন্য; যে দেশগুলি এরকমে-না-হয়-সেরকমে শান্তি বজায় রাখার পক্ষে তাদের সাথে আধাপথে সমঝওতায় এসেছে এবং যারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে ও যুদ্ধ প্ররোচিত করছে তাদের মুখোস খুলে ছিন্নভিন্ন করেছে।

শান্তির জন্য এই দুরূহ ও জটিল সংগ্রামের জন্য ইউ. এস. এস. আর কিসের উপর নির্ভর করেছিল?

(ক) এর ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তির উপর।

(খ) সমস্ত দেশের শ্রমিকশ্রেণী যারা শান্তি বজায় রাখার পক্ষে অত্যাবশ্যকরূপে আগ্রহী তাদের বিপুল সংখ্যক জনতার নৈতিক সমর্থনের উপর।

(গ) সেই সমস্ত দেশ, যারা যে-কোন উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই হোক শান্তির ব্যাঘাত ঘটাতে আগ্রহী নয় এবং যারা ইউ. এস. এস. আর-এর মতো সময়নিষ্ঠ ও প্রতিশ্রুতিরক্ষক খরিদ্দারের সঙ্গে বাণিজ্য-সম্পর্ক উন্নত করতে চায় তাদের বিচক্ষণতার উপর।

(ঘ) সর্বশেষে, আমাদের মহিমামণ্ডিত সৈন্যবাহিনীর উপর, যা বাইরে

থেকে আক্রমণের বিরুদ্ধে আমাদের দেশের প্রতিরক্ষায় প্রস্তুত হয়ে আছে।

এই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েই আমরা আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি এবং আক্রমণ সঠিকভাবে নিরূপণ করার চুক্তি সম্পাদন করার জন্য আমাদের অভিযান আরম্ভ করি। আপনারা জানেন, এই অভিযান সফল হয়েছে। আপনারা জানেন, ফিনল্যাণ্ড ও পোল্যাণ্ড সহ শুধু আমাদের পশ্চিমী ও দক্ষিণী প্রতিবেশীদের অধিকাংশের সাথেই নয়, ফ্রান্স ও ইতালীর মতো দেশের সঙ্গেও আমরা আক্রমণ চুক্তি সম্পাদন করেছি; এবং ক্ষুদ্র আঁতাত সহ[৭৫] সেই একই প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে আক্রমণ সঠিকভাবে নিরূপণ করার চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে।

একই ভিত্তিতে তুর্কী ও ইউ. এস. এস. আর-এর সঙ্গে চুক্তি সংহত হয়েছে; ইউ. এস. এস. আর ও ইতালীর মধ্যেকার সম্পর্ক উন্নত হয়েছে এবং তর্কাতীত-ভাবে সন্তোষজনক হয়েছে; ফ্রান্স, পোল্যাণ্ড ও অন্যান্য বাল্টিক রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত হয়েছে; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন প্রভৃতির সঙ্গে সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ইউ. এস. এস. আর-এর শান্তিনীতির সাফল্যগুলি প্রতিফলিত হয়েছে এমন বহু ঘটনার মধ্যে অকাট্যরূপে বাস্তব তাৎপর্যময় দুটি ঘটনা বেছে নিয়ে উল্লেখ করতে হবে।

(১) প্রথমতঃ, আমার মনে রয়েছে ইউ. এস. এস. আর ও পোল্যাণ্ড এবং ইউ. এস. এস. আর ও ফ্রান্সের মধ্যে সাম্প্রতিককালে উন্নতির দিকে সম্পর্কের পরিবর্তন। আপনারা জানেন, অতীতে পোল্যাণ্ডের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ভাল ছিল না। আমাদের রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা পোল্যাণ্ডে খুন হন। ইউ. এস. এস. আর-এর বিরুদ্ধে পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির প্রাচীর হিসেবে পোল্যাণ্ড নিজেকে গণ্য করত। সব সাম্রাজ্যবাদীরাই ইউ. এস. এস. আর-এর উপর একটি সামরিক আক্রমণের ঘটনায় পোল্যাণ্ডকে তাদের অগ্রবর্তী বাহিনী হিসেবে গণ্য করত। ইউ. এস. এস. আর এবং ফ্রান্সের মধ্যেকার সম্পর্কও বিশেষ ভাল ছিল না। ইউ. এস. এস. আর ও ফ্রান্সের মধ্যেকার সম্পর্কের চিত্র মনে করার জন্য আমাদের শুধু স্মরণ করা প্রয়োজন মস্কোতে রামজিন ধ্বংসকারীদের দলের বিচার সম্পর্কিত ঘটনাগুলির কথা। কিন্তু এখন এই অনভি-প্রেত সম্পর্কগুলি ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হতে শুরু করেছে এবং সেইসব সম্পর্কের স্থানে এমন সব সম্পর্ক গড়ে উঠছে যাকে শুধু সৌহার্দের সম্পর্ক বলা যায়।

বিষয়টি শুধু এই নয় যে, আমরা ওই সমস্ত দেশের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন করেছি, যদিও চুক্তিগুলি আপনা থেকেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; বিষয়টি হল, প্রধানতঃ এই যে, পারস্পরিক অবিশ্বাসের আবহাওয়া ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হচ্ছে। এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে, সৌহার্দের সম্পর্কের প্রতিষ্ঠার জায়মান প্রক্রিয়াকে যথেষ্ট সুপ্রতিষ্ঠিত এবং চূড়ান্তভাবে সফল হওয়ার গ্যারান্টি বলে মনে করা যেতে পারে। নীতিতে বিস্ময় ও আঁকিবাকি—দৃষ্টান্তস্বরূপ, যেমন পোল্যাণ্ডে যেখানে সোভিয়েত-বিরোধী মনোভাব এখনো প্রবল—এখনো কোনক্রমেই প্রশ্নাতীত বলে মনে করা যেতে পারে না। কিন্তু ভবিষ্যতে সম্পর্কগুলি কি দাঁড়াবে তা নির্বিশেষে আমাদের সম্পর্কের উন্নতির দিকে পরিবর্তন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এবং শান্তির ব্যাপারে অগ্রগতির ক্ষেত্রে একটি উপাদান হিসেবে জোর দেওয়া যেতে পারে।

এই পরিবর্তনের কারণ কি? কি একে প্রণোদিত করছে?

প্রধানতঃ, ইউ. এস. এস. আর-এর ক্ষমতা ও প্রতিরোধশক্তির অগ্রগতি।

আমাদের সময়ে দুর্বলদের হিসেবে ধরার রেওয়াজ নেই—কেবলমাত্র সবলদেরই হিসেবে ধরা হয়। অধিকন্তু, জার্মানির নীতিতে কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটেছে যাতে জার্মানিতে উৎকট প্রতিহিংসা এবং সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব প্রতিফলিত হচ্ছে।

এই সম্পর্কে কিছু কিছু জার্মান রাজনীতিকরা বলেন যে, ইউ. এস. এস. আর এখন ফ্রান্স ও পোল্যাণ্ডের দিকে চলেছে; এবং ভার্সাই চুক্তির বিরোধী থেকে এখন সে তার সমর্থক হয়েছে এবং এই পরিবর্তনকে জার্মানিতে ফ্যাসিষ্ট শাসনের প্রতিষ্ঠার দ্বারা ব্যাখ্যা করতে হবে। এটা সত্য নয়। অবশ্য জার্মানিতে ফ্যাসিষ্ট রাজত্বের প্রতিষ্ঠায় আমরা মোটেই উৎসাহী নই। কিন্তু এখানে ফ্যাসিবাদের প্রশ্ন নয়—আর কোন কারণ না থাকলেও শুধুমাত্র এই কারণে যে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইতালীতে ফ্যাসিবাদ সেই দেশের সঙ্গে উৎকৃষ্ট সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে ইউ. এস. এস. আরকে ব্যাহত করেনি। কিংবা ভার্সাই চুক্তির প্রতি আমাদের মনোভাবের তথাকথিত পরিবর্তনের বিষয়ও এটা নয়। ব্রেস্ট চুক্তির লজ্জার অভিজ্ঞতা যাদের হয়েছে সেই আমাদের কাজ নয় ভার্সাই চুক্তির প্রশংসা করা। আমরা শুধু একমত হতে পারি না যে এই চুক্তির জন্য পৃথিবী আবার একটি নতুন যুদ্ধের অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। ইউ. এস. এস. আর-এর গৃহীত তথাকথিত নতুন দৃষ্টি স্থিতিসম্পন্নতার

বিষয়েও সেই একই কথা অতি অবশ্য বলতে হবে। জার্মানির প্রতি আমাদের কখনো কোন অভিমুখীনতা ছিল না, পোল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের প্রতিও আমাদের কোন নতুন অভিমুখীনতা নেই। অতীতে যেমন এবং বর্তমান সময়েও আমাদের অভিমুখীনতা একমাত্র ইউ. এস. এস. আর-এর প্রতি। (**প্রবল হর্ষধ্বনি**।) এবং এটি বা অন্য কোন দেশ শান্তিতে বিঘ্ন ঘটাতে আগ্রহী না থাকলে, যদি ইউ. এস. এস. আর-এর স্বার্থ দাবি করে সেই দেশের সঙ্গে সৌহার্দের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা, তাহলে নির্দ্বিধায় আমরা সেই পথ অবলম্বন করি।

না, বিষয়টি তা নয়। ব্যাপার হল জার্মানির নীতিতে পরিবর্তন ঘটেছে। ব্যাপার হল বর্তমানের জার্মান রাজনীতিকেরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার আগেই জার্মানিতে দুটি রাজনৈতিক লাইনের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়েছিল: পুরানো নীতি যা ইউ. এস. এস. আর ও জার্মানির মধ্যেকার চুক্তির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল, এবং 'নতুন' নীতি যা প্রধানতঃ প্রাক্তন জার্মান কাইজারের নীতি স্মরণ করিয়ে দেয়, যিনি এক সময় ইউক্রেন দখল করে, বাল্টিক দেশগুলিকে তাঁর অভিযানের গন্তব্যপথ হিসেবে ব্যবহার করে লেনিনগ্রাদের দিকে অভিযান করেন; এবং এই 'নতুন' নীতি সুস্পষ্টরূপে পুরানো নীতির উপর তার অবস্থিতি প্রতিষ্ঠা করছে। এই 'নতুন' নীতির সমর্থকরা সব বিষয়ে প্রাধান্যলাভ করছে এবং অন্যদিকে পুরানো নীতির সমর্থকরা বিরাগভাজন হচ্ছে—এই ঘটনাকে আকস্মিক বলে গণ্য করা যেতে পারে না। অথবা লণ্ডনে হিউগেনবার্গের সুবিদিত বিবৃতি অথবা রোজেনবার্গ যিনি জার্মানির শাসক পার্টির বৈদেশিক নীতি পরিচালনা করেন, তাঁর সমভাবে সুবিদিত বিবৃতিকে আকস্মিক বলে মনে করা যেতে পারে না। কমরেডগণ, বিষয়টি হল এই।

(২) দ্বিতীয়তঃ, আমার মনে রয়েছে ইউ. এস. এস. আর ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। কোন সন্দেহই থাকতে পারে না যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কসমূহের সমগ্র প্রণালীর মধ্যে এই ঘটনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়টা শুধু এই নয় যে, এতে শান্তিরক্ষার সুযোগ উন্নত হয়, দুটি দেশের মধ্যে সম্পর্ক উন্নত হয়, তাদের মধ্যে বাণিজ্যের সম্পর্ক শক্তিশালী হয় এবং পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তি সৃষ্ট হয়। বিষয়টা এও বটে যে, পুরানো অবস্থান, যখন বিভিন্ন দেশে আমেরিকাকে গণ্য করা হতো সমস্ত-রকমের সোভিয়েত-বিরোধী ধারার প্রাকার হিসেবে, এবং নতুন অবস্থান যখন

সেই প্রাকার দুটি দেশের পারস্পরিক সুবিধার্থে স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে অপসারণ করা হয়েছে—এতে এই দুই অবস্থানের মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্যও সূচিত হয়েছে।

এই-ই হল দুটি প্রধান ঘটনা যাতে সোভিয়েতের শান্তির নীতির সাফল্য-সমূহ প্রতিফলিত হয়েছে।

অবশ্য এটা মনে করা ভুল হবে যে, যে সময়ের কথা আলোচিত হচ্ছে তখন সব কিছুই স্বচ্ছন্দে চলেছিল। না, সব কিছুই স্বচ্ছন্দে ঘটেনি, অনেক দূর পর্যন্ত গড়িয়ে ঘটেছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাক, ব্রিটেন আমাদের উপর যে চাপ সৃষ্টি করেছিল; আমাদের রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞা, আমাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারসমূহে নাক-গলানোর চেষ্টা এবং একে অনুসন্ধান হিসেবে ব্যবহার করা—আমাদের প্রতি-রোধের ক্ষমতা পরীক্ষা করা। সত্য বটে, এই চেষ্টায় কোন ফল হয়নি, এবং পরবর্তীকালে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়; কিন্তু এইসব আক্রমণের অপ্রীতিকর পরিণতি ব্রিটেন ও ইউ. এস. এস. আর-এর মধ্যেকার সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট সবকিছুর মধ্যে অনুভূত হয়—এমনকি একটি বাণিজ্যিক চুক্তির জন্য আলাপ-আলোচনার মধ্যেও। এবং ইউ. এস. এস. আর-এর বিরুদ্ধে এইসব আক্রমণকে অবশ্যই আকস্মিক বলে গণ্য করা চলে না। এটা সুবিদিত যে ব্রিটিশ রক্ষণশীলদের একটি নির্দিষ্ট অংশ এইসব আক্রমণ ছাড়া থাকতেই পারে না। আর ঠিক যেহেতু এগুলি আকস্মিক নয় তাই আমাদের এটা ধরে নিতে হবে যে ভবিষ্যতেও ইউ. এস. এস. আর-এর বিরুদ্ধে আক্রমণ সংঘটিত হবে, সমস্ত রকমের ভীতির সৃষ্টি করা হবে, ইউ. এস. এস. আর-এর ক্ষতিসাধন করার জন্য প্রচেষ্টা চালানো হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইউ. এস. এস. আর ও জাপানের মধ্যেকার সম্পর্কের কথা আমাদের অবশ্যই ভুললে চলবে না; এই সম্পর্কেরও ভালরকম উন্নতির প্রয়োজন। একটা অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন করতে জাপানের অস্বীকৃতি—এই চুক্তি সম্পাদনে ইউ. এস. এস. আর-এর চেয়ে জাপানের প্রয়োজন কম নয়—আর একবার এই ঘটনার উপর জোর দেয় যে, আমাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সব কিছুই ভাল নয়। চাইনিজ-ইষ্টার্ণ রেলওয়ে সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা ভেঙে যাওয়া সম্পর্কে একই কথা অতি অবশ্য বলতে হবে যার জন্য ইউ. এস. এস. আর মোটেই দোষী নয়; একই কথা বলতে হবে চাইনিজ-ইষ্টার্ণ রেলওয়ের উপর জাপানী এজেণ্টদের ঘোর দৌরাত্ম্যপূর্ণ কার্যকলাপ, এই রেলের সোভিয়েত কর্মচারীদের বে-আইনী

গ্রেপ্তার সম্পর্কে, ইত্যাদি। এটি এই ঘটনা থেকে পৃথক যে জাপানের মিলিটারির একটি অংশ মিলিটারির অন্য একটি অংশের সুস্পষ্ট অনুমোদনে ইউ. এস. এস. আর-এর বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধের এবং উপকূলবর্তী প্রদেশটিকে দখল করার প্রয়োজনীয়তা সংবাদপত্রে খোলাখুলিভাবে সমর্থন করছে, এবং জাপানী সরকার যুদ্ধের এই সমস্ত প্ররোচকদের সঠিক পথে আনার পরিবর্তে এমন ভান করছে যেন এ ব্যাপারের সঙ্গে তাদের কোন সংস্রব নেই। এটা উপলব্ধি করা শক্ত নয় যে এরূপ অবস্থায় অস্বস্তি ও অনিশ্চয়তার একটা আবহাওয়া সৃষ্ট না হয়ে পারে না। অবশ্য জাপানের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধে শান্তির নীতি অনুসরণ করে চলতে এবং এই সম্বন্ধে উন্নতি ঘটানোর প্রচেষ্টায় আমরা অধ্যবসায়ের সঙ্গে চেষ্টা চালিয়ে যাব, কেননা আমরা এই সম্বন্ধে উন্নতি ঘটাতে চাই। কিন্তু এটা সম্পূর্ণভাবে আমাদের উপরেই নির্ভর করে না। এরজন্যই একই সময়ে কোনও বিস্ময়কর সম্ভাবনার বিরুদ্ধে আমাদের দেশকে পাহারা দেবার ক্ষেত্রে আমাদের অতি অবশ্য সব রকমের ব্যবস্থা নিতে হবে, আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশের প্রতিরক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। (**তুমুল হর্ষধ্বনি।**)

তাহলেই আপনারা দেখছেন, আমাদের শান্তিনীতির সাফল্যগুলির পাশাপাশি কতকগুলি প্রতিকূল বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণও রয়েছে।

ইউ. এস. এস. আর-এর বহিঃস্থ পরিস্থিতি হল এরূপ।

আমাদের বৈদেশিক নীতি স্পষ্ট। এই নীতি হল শান্তি বজায় রাখার এবং সমস্ত দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক শক্তিশালী করার নীতি। ইউ. এস. এস. আর কাউকে ভীতি প্রদর্শনের কথা চিন্তা করে না—কাউকে আক্রমণ করা তো দূরের কথা। আমরা শান্তির আদর্শ উচ্চে তুলে ধরি। কিন্তু আমরা ভয় প্রদর্শনে ভীত নই এবং যুদ্ধের প্ররোচকদের প্রত্যাঘাত করতে আমরা প্রস্তুত। (**তুমুল হর্ষধ্বনি।**) যারা শান্তি চায় এবং আমাদের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায় তারা সর্বদাই আমাদের সমর্থন পাবে। কিন্তু যারা আমাদের দেশকে আক্রমণ করতে চায়, তাদের শিক্ষা দিতে আমরা এমন বিধ্বংসী প্রত্যাঘাত করব যাতে তারা ভবিষ্যতে আমাদের সোভিয়েত উদ্যানে শূকরের লম্বা নাক গলাতে আর না আসে। (**বজ্রতুল্য হর্ষধ্বনি।**)

আমাদের বৈদেশিক নীতি হল এই। (**বজ্রতুল্য হর্ষধ্বনি।**)

'আমাদের কর্তব্যকাজ হল ক্লান্তিহীন অধ্যবসায় ও দৃঢ়তা সহকারে এই নীতি কার্যে পরিণত করে যাওয়া।

২। জাতীয় অর্থনীতির ক্রমাগত অগ্রগতি এবং ইউ. এস. এস. আর-এর আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি

ইউ. এস. এস. আর-এর আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির প্রশ্নে আমি যেতে চাই।

ইউ. এস. এস. আর-এর আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির দৃষ্টিকোণ থেকে সমীক্ষাধীন সময়কালে জাতীয় অর্থনীতি এবং সংস্কৃতির উভয়ক্ষেত্রেই ক্রমবর্ধমান অগ্রগতির চিত্র উপস্থাপিত হয়।

অগ্রগতি শুধুমাত্র শক্তির পরিমাণগত সঞ্চয়ের ক্ষেত্রেই হয়নি। এই অগ্রগতি লক্ষণীয় এ ব্যাপারেও যে, তা ইউ. এস. এস. আর-এর কাঠামোতে মৌল পরিবর্তন প্রবর্তন করেছে এবং দেশের চেহারা মূলগতভাবে পরিবর্তিত করেছে।

এই সময়কালে ইউ. এস. এস. আর-এর মূলগত পরিবর্তন ঘটেছে এবং তা পশ্চাৎপদতা ও মধ্যযুগীয় রীতিনীতি পরিত্যাগ করেছে। কৃষিপ্রধান দেশ থেকে ইউ. এস. এস. আর শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত হয়েছে। ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত কৃষির দেশ থেকে তা যৌথ, বৃহদাকার যন্ত্রায়িত কৃষির একটি দেশে পরিণত হয়েছে। একটি অজ্ঞ, নিরক্ষর ও কৃষ্টিহীন দেশ থেকে তা এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে—এবং হয়ে দাঁড়াচ্ছে—ইউ. এস. এস. আর-এর জাতিসত্তাসমূহের ভাষায় বিদ্যাদানরত উচ্চতর, মাধ্যমিক এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় দ্বারা ব্যাপৃত একটি সাক্ষর, সংস্কৃতিসম্পন্ন দেশ।

নতুন নতুন শিল্পের সৃষ্টি হয়েছে: মেশিনটুলের উৎপাদন, অটোমোবাইল, ট্রাক্টর, রাসায়নিক শিল্প, মোটর, বিমানপোত, হার্ভেস্টার কম্বাইন, শক্তিশালী টারবাইন এবং জেনারেটর, উচ্চমানের ইস্পাত, মিশ্র লৌহ, সিনথেটিক রবার, নাইট্রেট, কৃত্রিম তন্তু ইত্যাদির শিল্প।

এই সময়পর্বে হাজার হাজার নতুন, সম্পূর্ণরূপে আধুনিক কলকারখানা গড়ে উঠেছে ও তাদের কাজ চালু হয়েছে। নিপ্রোস্ত্রই, ম্যাগনিতোস্ত্রই, কুজনেতস্ক-স্ত্রই, চেলিয়াবস্ত্রই, বোব্রিকি, উরালমাশস্ত্রই এবং ক্র্যামাশস্ত্রই-এর মতো দানবীয় সংস্থাগুলি গড়ে উঠেছে। হাজার হাজার পুরানো কলকারখানা পুনর্নির্মিত হয়েছে এবং সেগুলিকে আধুনিক প্রযুক্তিগত সাজসজ্জায় সজ্জিত করা হয়েছে। জাতিগত প্রজাতন্ত্রসমূহে এবং ইউ. এস. এস. আর-এর সীমান্ত অঞ্চল-গুলি: বিয়েলোরাশিয়ায়, ইউক্রেনে, উত্তর ককেশাসে, ট্রান্সককেশিয়াতে, মধ্য এশিয়ায়, কাজাকস্তানে, বুরিয়াৎ-মঙ্গোলিয়ায়, তাতারিয়ায়, বাশকিরিয়ায়,

উরালসে, পূর্ব ও পশ্চিম সাইবেরিয়ায়, দূরপ্রাচ্যে ইত্যাদিতে নতুন নতুন কারখানা তৈরী হয়েছে ও শিল্পকেন্দ্রগুলির সৃষ্টি হয়েছে।

২ লক্ষ যৌথ খামার এবং ৫ হাজার রাষ্ট্রীয় খামার গড়ে তোলা হয়েছে, নতুন নতুন জেলা কেন্দ্র এবং শিল্পকেন্দ্র তাদের সেবা করছে।

প্রায় অনধ্যুষিত এলাকাগুলিতে বিশাল জনসমষ্টি অধ্যুষিত বড় বড় শহর উদ্ভূত হয়েছে। পুরানো শহর এবং শিল্পকেন্দ্রগুলি প্রভূত পরিমাণে বেড়ে উঠেছে।

উরালস কুঝনেৎস্ক কম্বাইন যা কুঝনেৎস্কের কোক-কয়লার সঙ্গে উরালসের লৌহ-আকরিক সমন্বিত করে তার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। এইরূপে, আমরা মনে করতে পারি যে, পূর্বাঞ্চলে একটি নতুন ধাতুবিদ্যাগত বনিয়াদের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হয়েছে।

উরালস পর্বতশ্রেণীর পশ্চিমে ও দক্ষিণে ঢালুর অঞ্চলগুলিতে—উরালস এলাকায়, বাশকিরিয়ায় এবং কাজাকস্তানে একটি শক্তিশালী নতুন তৈল ঘাঁটির ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে।

এটা সুস্পষ্ট যে, সমীক্ষাধীন সময়পর্বে জাতীয় অর্থনীতির সকল শাখায় রাষ্ট্র কর্তৃক ৬,০০০ কোটির বেশি পরিমাণ রুবলের প্রকাণ্ড পুঁজি বিনিয়োগ বৃথা যায়নি এবং ইতিমধ্যেই তার ফল ফলতে শুরু করেছে।

এইসব সাফল্যের ফলে ইউ. এস. এস. আর-এর জাতীয় আয় ১৯২৯ সালে যেখানে ছিল ২,৯০০ কোটি রুবল, ১৯৩৩ সালে তা বেড়ে ৫,০০০ কোটি রুবলে দাঁড়িয়েছে; আর সেখানে একই সময়কালে ব্যতিক্রমহীনভাবে সমস্ত পুঁজিবাদী দেশের জাতীয় আয় প্রভূত পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে।

স্বভাবতঃই, এই সমস্ত সাফল্য এবং এই সমস্ত অগ্রগতির ফলে ইউ. এস. এস. আর-এর আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি আরও সুসংহত হতে বাধ্য এবং প্রকৃতপক্ষে তা হয়েছেও।

একটি অনগ্রসর প্রযুক্তিকৌশল এবং একটি পশ্চাৎপদ সংস্কৃতিসম্পন্ন বিরাট রাষ্ট্রের ভূখণ্ডে তিন বা চার বছরের মধ্যে এরূপ বিরাট বিরাট পরিবর্তন ঘটা কিভাবে সম্ভব হয়েছিল? এটা কি একটা অলৌকিক ঘটনা নয়? এটা অলৌকিক ঘটনাই হতো যদি এই উন্নয়ন পুঁজিবাদ এবং ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র চাষাবাদের ভিত্তিতে ঘটত। কিন্তু আমরা যদি মনে রাখি যে, সম্প্রসারণশীল সমাজতান্ত্রিক নির্মাণযজ্ঞের ভিত্তিতে এই উন্নয়ন ঘটেছে তাহলে একে অলৌকিক ঘটনা বলা যেতে পারে না।

স্বভাবতঃই, এই প্রকাণ্ড অগ্রগতি ঘটতে পারল শুধুমাত্র সমাজতন্ত্রকে সফলভাবে গড়ে তোলার ভিত্তিতে; কোটি কোটি লোকের সামাজিকভাবে সংগঠিত কাজের ভিত্তিতে; পুঁজিবাদী এবং ব্যক্তিগত কৃষক প্রথার ভিত্তির উপর সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক প্রথার যেসব সুবিধা আছে তার ভিত্তিতে।

সুতরাং, এটা বিস্ময়কর নয় যে, সমীক্ষাধীন সময়পর্বে ইউ. এস. এস. আর-এর অর্থনীতি ও সংস্কৃতিতে প্রকাণ্ড অগ্রগতির যুগপৎ অর্থও হল পুঁজিবাদী উপাদানসমূহের নিশ্চিহ্নকরণ এবং ব্যক্তিগত কৃষক অর্থনীতিকে পেছনে ঠেলে দেওয়া। এটা বাস্তব ঘটনা যে, শিল্পের ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি হল সমগ্র শিল্পের ৯৯ শতাংশ এবং কৃষির ক্ষেত্রে শস্যের বীজ বপন করা হয়েছে এমন ক্ষেত্র অনুযায়ী সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি সমগ্র কৃষিক্ষেত্রের ৮৪.৫ শতাংশ, এবং সেখানে ব্যক্তিগত কৃষক অর্থনীতি শুধুমাত্র ১৫.৫ শতাংশ।

তাহলে, এই সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে যে, ইউ. এস. এস. আর-এ পুঁজিবাদী অর্থনীতি ইতিমধ্যেই নিশ্চিহ্ন হয়েছে এবং গ্রামাঞ্চলে ব্যক্তিগত কৃষক সেক্টর গৌণ অবস্থায় চলে গেছে।

নয়া অর্থনৈতিক নীতি প্রবর্তনকালে লেনিন বলেন যে, আমাদের দেশে পাঁচ রকমের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর রূপ রয়েছে: (১) পিতৃতান্ত্রিক অর্থনীতি (বিপুলভাবে স্বাভাবিক অর্থনীতি); (২) ক্ষুদ্রপণ্য উৎপাদন (যে কৃষকেরা শস্য বিক্রি করে তাদের অধিকাংশ); (৩) ব্যক্তিগত পুঁজিবাদ; (৪) রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ; (৫) সমাজতন্ত্র[৭৬]। লেনিন মনে করতেন যে এই সমস্ত রূপের মধ্যে পরিণামে সমাজতান্ত্রিক রূপের অবস্থান সর্বোচ্চ হবে। আমরা এখন বলতে পারি যে, সমাজতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ রূপসমূহ আর বিদ্যমান নেই; আর দ্বিতীয় রূপটি গৌণ অবস্থানে যেতে বাধ্য হয়েছে। সেখানে পঞ্চম রূপটির—সমাজতান্ত্রিক এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর সমাজতান্ত্রিক রূপ—এখন একচেটিয়া প্রভাব এবং সমগ্র জাতীয় অর্থনীতিতে একটিমাত্র প্রাধান্যপূর্ণ শক্তি। (**তুমুল ও দীর্ঘস্থায়ী হর্ষধ্বনি।**)

এরূপই হল ফলশ্রুতি।

এই ফলশ্রুতিতে বিধৃত রয়েছে ইউ.এস.এস.আর-এ আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির স্থিতিশীলতার ভিত্তি, বিধৃত রয়েছে পুঁজিবাদী পরিবেষ্টনের অবস্থায় সম্মুখভাগের এবং পশ্চাদ্ভাগের অবস্থানসমূহের দৃঢ়তার ভিত্তি।

সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিভিন্ন প্রশ্ন সম্পর্কে বাস্তব বিষয়বস্তুর পরীক্ষায় এখন যাওয়া যাক।

১। শিল্পের অগ্রগতি

আমাদের জাতীয় অর্থনীতির সমস্ত শাখার মধ্যে যে শাখার সবচেয়ে দ্রুত অগ্রগতি ঘটেছে তা হল শিল্প। সমীক্ষাধীন সময়কালে অর্থাৎ ১৯৩০ সাল থেকে আরম্ভ করে আমাদের শিল্পের অগ্রগতি দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে অর্থাৎ বৃদ্ধি হয়েছে ১০১·৬ শতাংশ; এবং যুদ্ধের পূর্বকালীন স্তরের তুলনায় শিল্পের অগ্রগতি প্রায় চারগুণ হয়েছে, অর্থাৎ ২৯১·৯ শতাংশ।

এর অর্থ এই যে, আমাদের শিল্পায়ন পূর্ণগতিতে এগিয়ে চলেছে।

শিল্পায়নের দ্রুত অগ্রগতির ফলে শিল্পের উৎপাদন সমগ্র জাতীয় অর্থনীতির মোট উৎপাদনের প্রথম স্থানে পৌঁছেছে।

যথাযথ তালিকা নিচে দেওয়া হল:

জাতীয় অর্থনীতির মোট উৎপাদনে শিল্পের আপেক্ষিক গুরুত্ব
(১৯২৬-২৭ সালের মূল্যে মোট উৎপাদনের শতাংশ)

	১৯১৩	১৯২৯	১৯৩০	১৯৩১	১৯৩২	১৯৩৩
১। শিল্প (ক্ষুদ্র শিল্প ছাড়া)	৪২·১	৫৪·৫	৬১·৬	৬৬·৭	৭০·৭	৭০·৪
২। কৃষি	৫৭·৯	৪৫·৫	৩৮·৪	৩৩·৩	২৯·৩	২৯·৬
মোট	১০০·০	১০০·০	১০০·০	১০০·০	১০০·০	১০০·০

এর অর্থ হল এই যে আমাদের দেশ নিশ্চিতরূপে এবং চূড়ান্তভাবে একটি শিল্পপ্রধান দেশ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমাদের দেশের শিল্পায়নের পক্ষে চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ হল শিল্পের সামগ্রিক উৎপাদনে উৎপাদনের যন্ত্রপাতি ও উপায়-উপকরণের উৎপাদন বৃদ্ধি। সমীক্ষাধীন কালের তথ্যসমূহ প্রতিপন্ন করে যে শিল্পের মোট উৎপাদনে এই দফাটি প্রাধান্যপূর্ণ স্থান দখল করেছে।

যথাযথ তালিকা হল এইরূপ :

বৃহদায়তন শিল্পের দুটি প্রধান শাখার উৎপাদনের আপেক্ষিক গুরুত্ব
(১৯২৬-২৭ সালের মূল্যে)

	মোট উৎপাদন (১০০ কোটি রুবলের হিসেবে)				
	১৯২৯	১৯৩০	১৯৩১	১৯৩২	১৯৩৩
সমগ্র বৃহদায়তন শিল্প	২১'০	২৭'৫	৩৩'৯	৩৮'৫	৪১'৯
যার মধ্যে :					
গ্রুপ 'ক' : উৎপাদনের যন্ত্রপাতি ও উপায়-উপকরণসমূহ	১০'২	১৪'৫	১৮'৮	২২'০	২৪'৩
গ্রুপ 'খ' : ভোগ্য-পণ্যদ্রব্যসমূহ :	১০'৮	১৩'০	১৫'১	১৬'৫	১৭'৬
আপেক্ষিক গুরুত্ব	(মোট উৎপাদনের শতাংশ)				
গ্রুপ 'ক' : উৎপাদনের যন্ত্রপাতি ও উপায়-উপকরণসমূহ	৪৮'৫	৫২'৬	৫৫'৪	৫৭'০	৫৮'০
গ্রুপ 'খ' : ভোগ্যপণ্য দ্রব্যসমূহ	৫১'৫	৪৭'৪	৪৪'৬	৪৩'০	৪২'০
মোট	১০০'০	১০০'০	১০০'০	১০০'০	১০০'০

দেখছেন, তালিকাটির কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না।

আমাদের দেশে, যা প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে এখনও তরুণ, শিল্পের পক্ষে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একটা বিশেষ কর্তব্যকাজ আছে। শিল্পকে অবশ্যই নতুন প্রযুক্তিগত ভিত্তিতে পুনর্গঠন করতে হবে, শুধু নিজেকে নয়, হাল্‌কা শিল্প, খাদ্যদ্রব্যের শিল্প, কাষ্ঠ শিল্প সহ শিল্পের সকল শাখাকেই শুধু নয়; শিল্পকে সমস্ত ধরনের যানবাহন এবং কৃষির সমস্ত শাখাকেও অতি অবশ্য পুনর্গঠন করতে হবে। অবশ্য, শিল্প এই কাজ বাস্তবায়িত করতে পারে যদি কিনা

মেশিনপত্র গড়ে তোলার শিল্প—যা হল জাতীয় অর্থনীতির পুনর্গঠনের পক্ষে প্রধান লিভার—শিল্পে একটি প্রাধান্যপূর্ণ স্থান দখল করে। সমীক্ষাধীনকালের তথ্যগুলি প্রতিপন্ন করে যে, মেশিনপত্র তৈরী করার শিল্প শিল্পগত উৎপাদনের সামগ্রিক পরিমাণের ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় অবস্থানে পৌঁছেছে।

উপযুক্ত তালিকা হল এইরকম :

শিল্পের বিভিন্ন শাখার আপেক্ষিক গুরুত্ব

(সামগ্রিক মোট উৎপাদনের শতাংশ)

	ইউ. এস. এস. আর			
	১৯১৩	১৯২৯	১৯৩২	১৯৩৩
কয়লা	২·৯	২·১	১·৭	২·০
কোক কয়লা	০·৮	০·৪	০·৫	০·৬
তৈল (নিষ্কাষিত)	১·৯	১·৮	১·৫	১·৪
তৈল (পরিশোধিত)	২·৩	২·৫	২·৯	২·৬
লৌহ ও ইস্পাত	কোন তথ্য নেই	৪·৫	৩·৭	৪·০
লৌহেতর ধাতু	”	১·৫	১·৩	১·২
মেশিন তৈরী	১১·০	১৪·৮	২৫·০	২৬·১
মূল রাসায়নিক বস্তু	০·৮	০·৬	০·৮	০·৯
কার্পাস বস্ত্র	১৮·৩	১৫·২	৭·৬	৭·৩
পশমী বস্ত্র	৩·১	৩·১	১·৯	১·৮

এর অর্থ হল এই যে, আমাদের শিল্প দৃঢ়ভিত্তিতে অগ্রসর হচ্ছে এবং পুনর্গঠনের চাবিকাঠি—মেশিনপত্র তৈরী করার শিল্প—সম্পূর্ণরূপে আমাদের হাতে। যা কিছু প্রয়োজন তা হল দক্ষতার সঙ্গে ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে আমাদের তা ব্যবহার করা।

সমীক্ষাধীন সময়পর্বে সামাজিক সেক্টর অনুযায়ী, শিল্পের উন্নয়ন একটি হৃদয়গ্রাহী চিত্র উপস্থিত করে।

এখানে উপযুক্ত তালিকা দেওয়া হল :

সামাজিক সেক্টর অনুযায়ী বৃহদাকার শিল্পের মোট উৎপাদন

(১৯২৬-২৭ সালের মূল্যে)

	মিলিয়ন রুবলের হিসেবে				
	৯২৯	১৯৩০	১৯৩১	১৯৩২	১৯৩৩
মোট উৎপাদন	২১,০২৫	২৭,৪৭১	৩৩,৯০৩	৩৮,৪৬৪	৪১,৯৬৮
যার মধ্যে :					
১। সামাজীকৃত শিল্প	২০,৮৯১	২৭, ০২	কোন তথ্য নেই	৩৮,৪৩৬	৪১,৯৪০
যার মধ্যে :					
ক) রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প	১৯,১৪৩	২৪,২৮৯	”	৩৫,৫৮৭	৩৮,৯৩২
খ) সমবায় শিল্প	১,৭৪৮	২,৪১৩	”	২,৮৪৯	৩,০০৮
২। ব্যক্তিগত শিল্প	১৩৪	৭৫	”	২৮	২৮
	(মোট উৎপাদনের শতাংশ)				
মোট উৎপাদন	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০
যার মধ্যে :					
১। সামাজীকৃত শিল্প	৯৯.৪	৯৯.৭	কোন তথ্য নেই	৯৯.৯৩	৯৯.৯৩
যার মধ্যে :					
ক) রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প	৯১.১	৯০.৯	”	৯২.৫২	৯২.৭৬
খ) সমবায় শিল্প	৮.৩	৮.৮	”	৭.৪১	৭.১৭
২। ব্যক্তিগত শিল্প	০.৬	০.৩	”	০.০৭	০.০৭

এই তালিকা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, শিল্পে পুঁজিবাদী অংশসমূহের অবসান ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে এবং অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক প্রথাই এখন একমাত্র প্রথা এবং আমাদের শিল্পে তা এখন একচেটিয়া স্থান দখল করেছে। (**হর্ষধ্বনি।**)

অবশ্য, সমীক্ষাধীন সময়কালে শিল্পের সাফল্যসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হল এই ঘটনা যে এই সময়কালে তা হাজার হাজার নতুন পুরুষ ও নারী, শিল্পের নতুন নতুন নেতা, নতুন নতুন ইঞ্জিনীয়ার ও প্রযুক্তিবিদ্‌দের সমগ্র স্তর, হাজার হাজার তরুণ দক্ষ শ্রমিক যারা নতুন প্রযুক্তিবিদ্যা অধিগত করেছে

এবং যারা আমাদের সামাজীকৃত শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে গেছে—এদের সবাইকে প্রশিক্ষিত করেছে, নতুন ছাঁচে তৈরী করেছে। কোন সন্দেহই থাকতে পারে না যে, এই সমস্ত পুরুষ ও নারী ব্যতিরেকে শিল্প যে সাফল্যগুলি অর্জন করেছে তা সে করতে পারত না এবং যাকে নিয়ে তার গর্ব বোধ করার অধিকারও আছে। তথ্যসংখ্যাগুলি প্রতিপন্ন করে যে প্রায় ৮ লক্ষ কমবেশি দক্ষ শ্রমিক ফ্যাক্টরি প্রশিক্ষণ স্কুলগুলি থেকে শিল্পে স্নাতক হয়েছে এবং ১ লক্ষ ৮০ হাজারের বেশি ইঞ্জিনীয়ার ও প্রযুক্তিবিদ্ উচ্চতর কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি, অন্যান্য উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কারিগরী স্কুল থেকে স্নাতক হয়েছে। এটা যদি সত্য হয় যে ক্যাডারদের সমস্যা আমাদের উন্নয়নের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা, তাহলে এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, আমাদের শিল্প প্রকৃতপক্ষে এই সমস্যা মোকাবিলা করতে শুরু করেছে।

এগুলিই হল আমাদের শিল্পের প্রধান প্রধান সাফল্য।

অবশ্য, এটা মনে করা ভুল হবে যে, শিল্পের শুধু রেকর্ড করার মতো সাফল্যগুলিই রয়েছে। না, শিল্পে ত্রুটিবিচ্যুতিও আছে। এদের মধ্যে প্রধানগুলি হল :

(ক) **লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের** ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ে থাকা ;

(খ) **লৌহেতর ধাতুগুলির শিল্পে** শৃংখলার অভাব ;

(গ) দেশের সাধারণ জ্বালানি সরবরাহের জন্য **স্থানীয় কয়লা** খনির কাজ উন্নয়নের বিপুল গুরুত্বকে কম মূল্যায়ন করা (মস্কো এলাকা, ককেশাস, উরালস, কারাগাণ্ডা, মধ্য এশিয়া, সাইবেরিয়া, দূর প্রাচ্য, উত্তর ভূখণ্ড ইত্যাদি) ;

(ঘ) উরাল্স, বাশকিরিয়া এবং এম্বা এলাকাগুলিতে একটি **নতুন তৈল কেন্দ্র** সংগঠিত করার প্রশ্নের প্রতি উপযুক্ত মনোযোগের অভাব ;

(ঙ) হাল্কা ও খাদ্যদ্রব্যের শিল্পে এবং কাষ্ঠ শিল্পে **জনগণের ভোগ্য-পণ্য দ্রব্যসমূহের** উৎপাদন সম্প্রসারিত করার ক্ষেত্রে ঐকান্তিক আগ্রহের অভাব ;

(চ) **স্থানীয় শিল্পের** উন্নয়নের প্রশ্নে উপযুক্ত মনোযোগের অভাব ;

(ছ) **উৎপাদিত বস্তুর মান** উন্নীত করার প্রতি সম্পূর্ণরূপে অনুমতি-দানের অযোগ্য মনোভাব ;

(জ) **শ্রমের উৎপাদনশীলতা, উৎপাদন-ব্যয়** হ্রাস করা এবং **ব্যবসা**

বাণিজ্যের হিসেবপত্রের ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্পর্কে ক্রমাগত পিছিয়ে পড়া ;

(ঝ) কাজকর্ম ও মজুরীর মন্দ ব্যবস্থা, কাজে ব্যক্তিগত দায়িত্বের অভাব এবং মজুরী সমানীকরণের ঘটনা এখনো নির্মূল হয়নি ;

(ঞ) হাল্কা এবং খাদ্যদ্রব্যের শিল্পগুলির গণ-কমিশারমণ্ডলী সহ অর্থনীতির ক্ষেত্রে গণ-কমিশারমণ্ডলী ও তাদের সংস্থাসমূহের পরিচালনায় লাল ফিতে এবং আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিসমূহের ঘটনা নিশ্চিহ্ন হওয়া থেকে এখনো অনেক দূরে।

এই সমস্ত ত্রুটিবিচ্যুতির দ্রুত নিশ্চিহ্নকরণের জন্য নিশ্চিত প্রয়োজনের বিষয়ে আর বেশি ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। আপনারা জানেন, লৌহ ও ইস্পাত এবং লৌহেতর ধাতুর শিল্পগুলি প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনাকালের সমগ্র সময়ে তাদের পরিকল্পনা পরিপূরণ করতে পারেনি ; দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার প্রথম বছরের পরিকল্পনা পরিপূরণ করতেও তারা পারেনি। তারা যদি এইভাবে ক্রমাগত পিছিয়ে পড়তে থাকে, তাহলে তারা শিল্পের ক্ষেত্রে গতিরোধক হতে পারে এবং শিল্পগত কাজকর্মে ব্যর্থতার কারণ হতে পারে। কয়লা এবং তৈল শিল্পসমূহের নতুন নতুন কেন্দ্র সৃষ্টির ব্যাপারে এটা উপলব্ধি করা কঠিন নয় যে, এই জরুরী করণীয় কাজ বাস্তবায়িত না হলে শিল্প ও যানবাহন দুইই চড়ায় আটকে যেতে পারে। জনগণের ভোগ্যপণ্য এবং স্থানীয় শিল্পের উন্নয়নের প্রশ্ন, তথা উৎপাদিত বস্তুর মান উন্নীত করা, শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা, উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস করা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের হিসেবপত্রের ব্যবস্থা অবলম্বন করার প্রশ্নসমূহেরও আর কোন ব্যাখ্যার দরকার নেই। কাজকর্ম ও মজুরীর মন্দ ব্যবস্থা, পরিচালনায় লাল ফিতে ও আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিসমূহ সম্পর্কে, ডনবাস এবং হাল্কা ও খাদ্যশিল্প সংস্থাসমূহের ঘটনা প্রতিপন্ন করেছে যে, এই বিপজ্জনক রোগ শিল্পের সমস্ত শাখায় দেখা যায় এবং তাদের উন্নয়নকে ব্যাহত করে। এটা যদি নিশ্চিহ্ন করা না হয়, তাহলে শিল্পের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়বে।

আমাদের আশু কর্তব্যকাজ হল :

(১) শিল্পপ্রথায় মেশিনপত্র তৈরী করার বর্তমানের নেতৃস্থানীয় ভূমিকা বজায় রাখা।

(২) লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের পিছিয়ে-পড়ে-থাকা নিশ্চিহ্ন করা।

(৩) লৌহেতর ধাতুগুলির শিল্পে শৃংখলা আনয়ন করা।

(৪) ইতিপূর্বেই জ্ঞাত এলাকাগুলিতে স্থানীয় কয়লাখনি থেকে কয়লা নিষ্কাশিত করার কাজ চূড়ান্তভাবে উন্নীত করা, নতুন নতুন কয়লাখনিতে পূর্ণ অঞ্চল বিকশিত করা (দৃষ্টান্তস্বরূপ, দূর প্রাচ্যে বুরিয়া জেলায়), এবং কুজবাসকে দ্বিতীয় ডনবাসে পরিণত করা। (**দীর্ঘস্থায়ী হর্ষধ্বনি।**)

(৫) উরালস পর্বতমালার পশ্চিম ও দক্ষিণ ঢালে তৈলশিল্পের একটি কেন্দ্রের সংগঠন গুরুত্বের সঙ্গে সংঘটিত করা।

(৬) অর্থনীতির ক্ষেত্রে সমস্ত গণ-কমিশারমণ্ডলী দ্বারা জনগণের ভোগ্য-পণ্যের উৎপাদন সম্প্রসারিত করা।

(৭) স্থানীয় সোভিয়েত শিল্প বিকশিত করা; জনগণের ভোগ্যপণ্যের উৎপাদনে উদ্যোগ প্রদর্শন করতে তাকে সুযোগ দেওয়া এবং কাঁচামাল ও তহবিল জুগিয়ে তাকে সমস্ত রকমের সম্ভবপর সাহায্য দেওয়া।

(৮) উৎপাদিত দ্রব্যসমূহের মান উন্নীত করা; জিনিসপত্রের অসম্পূর্ণ সমষ্টি বের করা বন্ধ করা এবং পদ নির্বিশেষে সেই সমস্ত কমরেডদের শাস্তি দেওয়া যারা জিনিসপত্রের সমষ্টির সম্পূর্ণতা বা গুণ বিষয়ে সোভিয়েত আইন-গুলিকে লংঘন করে বা এড়িয়ে যায়।

(৯) সুসম্বদ্ধভাবে শ্রমের উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি, উৎপাদন-ব্যয়ের হ্রাস এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের হিসেবপত্রের ব্যবস্থা অবলম্বন অর্জন করা।

(১০) কাজকর্মে ব্যক্তিগত দায়িত্বের অভাব এবং মজুরী সমানীকরণের অবসান ঘটানো।

(১১) অর্থনীতির ক্ষেত্রে কমিশারগুলির সমস্ত বিভাগের পরিচালনায় লাল ফিতে ও আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিগুলি নির্মূল করা এবং নির্দেশদানকারী কেন্দ্রগুলির সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ অধীনস্থ সংস্থাগুলি কার্যে পরিণত করছে কিনা তা রীতিবদ্ধভাবে পরীক্ষা করে দেখা।

২। কৃষিক্ষেত্রে অগ্রগতি

কৃষিক্ষেত্রে অগ্রগতি কিছুটা ভিন্নভাবে এগিয়েছে। সমীক্ষাধীন সময়কালে কৃষির প্রধান প্রশাখাগুলিতে শিল্পক্ষেত্রের চাইতে অনেক অনেক স্তিমিত হারে অগ্রগতি ঘটেছে কিন্তু তথাপি তা সেই আমলের চাইতে অনেক দ্রুততর হারে ঘটেছে যখন ব্যক্তিগত খামারের প্রাধান্য ছিল। পালিত পশু আবাদের ক্ষেত্রে

অবশ্য এমনকি একটা বিপরীতমুখী প্রক্রিয়াই পরিদৃষ্ট হয়েছে—পালিত পশুর সংখ্যায় হ্রাস হয়েছে এবং কেবল এই ১৯৩৩ সালেই ও কেবল শূকর প্রজননের ক্ষেত্রেই অগ্রগতির চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়।

স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান যে বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র কৃষক খামারগুলিকে যৌথ খামারে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে বিরাট সব অসুবিধা, একেবারে প্রায় শূন্য থেকে শুরু করে শস্য ও পালিত পশুর বিরাট সংখ্যক বড় খামার তৈরীর বন্ধুর কর্তব্য এবং সাধারণভাবে **পুনঃসংগঠনের** সেই সময়পর্ব যখন ব্যক্তিগত কৃষিকে এমন নতুন যৌথ খামার বনিয়াদে পুনর্বিন্যস্ত ও রূপান্তরিত করা হচ্ছে যার জন্য বেশ সময় ও ভালমত ব্যয় জরুরী—এই সমস্ত উপাদানই কৃষিক্ষেত্রে অগ্রগতির স্তিমিত বেগমাত্রাকেও পালিত পশুর সংখ্যায় আপেক্ষিকভাবে দীর্ঘ সময়ের অবনতিকে —এই উভয়কেই অবশ্যম্ভাবীরূপে পূর্বনির্দিষ্ট করেছিল।

বাস্তবে কৃষিগত ক্ষেত্রে সমীক্ষাধীন সময়কালটি সেই তখনকার মতো ততো দ্রুত অগ্রগতির ও শক্তিশালী উন্নতির কাল নয় যখন অদূর ভবিষ্যতে ঐরকম একটি অগ্রগতি ও উন্নতির জন্য পরিবেশ সৃষ্ট হয়েছিল।

আমরা যদি সমস্ত রকম ফসল হয় এমন এলাকার বৃদ্ধির হিসেব ও আলাদা-ভাবে শিল্প-শস্যের এলাকার হিসেব নিই তাহলে সমীক্ষাধীন সময়কালে কৃষি-ক্ষেত্রে বিকাশের বিষয়ে নিম্নরূপ চিত্র পাই।

ইউ. এস. এস. আর-এ সমস্ত রকম ফসল হয় এমন এলাকা

	(মিলিয়ন হেক্টেয়ারে)					
	১৯১৩	১৯২৯	১৯৩০	১৯৩১	১৯৩২	১৯৩৩
মোট শস্য এলাকা	১০৫·০	১১৮·০	১২৭·২	১৩৬·৩	১৩৪·৪	১২৯·৭
যার মধ্যে :						
ক) শস্য ফসল	৯৪·২	৯৬·০	১০১·৮	১০৪·৪	৯৯·৭	১০১·৫
খ) শিল্প শস্য	৪·৫	৮·৮	১০·৫	১৪·০	১৪·৯	১২·০
গ) সবজি ও খরমুজ	৩·৮	৭·৬	৮·০	৯·১	৯·২	৮·৬
ঘ) গবাদি পশুর খাদ্য	২·১	৫·০	৬·৫	৮·৮	১০·৬	৭·৩

ইউ. এস. এস. আর-এ শিল্প-শস্যের এলাকা

	(মিলিয়ন-হেক্টেয়ারে)					
	১৯১৩	১৯২৯	১৯৩০	১৯৩১	১৯৩২	১৯৩৩
তুলা	০·৬৯	১·০৬	১·৫৮	২·১৪	২·১৭	২·০৫
শন (লম্বা আঁশের)	১·০২	১·৬৩	১·৭৫	২·৩৯	২·৫১	২·৪০
চিনি-বীট	০·৬৫	০·৭৭	১·০৪	১·৩৯	১·৫৪	১·২১
তৈলবীজ	২·০০	৫·২০	৫·২২	৭·৫৫	৭·৯৮	৫·৭৯

উপরিউক্ত তালিকাগুলি কৃষিক্ষেত্রে দুটি মূল ধারাকে প্রতিফলিত করে :

(১) কৃষির পুনঃসংগঠন যখন চরম পর্যায়ে, যৌথ খামারগুলি যখন হাজারে হাজারে তৈরী হচ্ছে এবং তা কুলাকদেরকে জমি থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে, খালি জমি দখল করছে ও তার ভার গ্রহণ করছে সেই সময়কালে শস্য-এলাকার ব্যাপকতম সম্ভাব্য প্রসারের ধারা।

(২) শস্য-এলাকাগুলির পাইকারী প্রসার থেকে বিরত থাকার লাইন; শস্য-এলাকাগুলির পাইকারী প্রসার থেকে জমির উন্নত চাষে, ফলন ও কর্ষণের পর আবাদ না করে রেখে দেওয়ার যথাযথ আবর্তনের প্রয়োগে, ফসল তোলার বৃদ্ধিতে এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োজন দেখা দিলে শস্য-এলাকাগুলির এক সাময়িক হ্রাসে রূপান্তরের লাইন।

আপনারা জানেন যে দ্বিতীয় লাইনটি—কৃষিক্ষেত্রে একমাত্র সঠিক লাইনটি—১৯৩২ সালে ঘোষিত হয় যখন কৃষির পুনঃসংগঠনের পর্বটি শেষ হওয়ার মুখে এবং ফসল তোলা বৃদ্ধির প্রশ্নটি কৃষির অগ্রগতির অন্যতম মূল প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

কিন্তু শস্য-এলাকার বৃদ্ধি বিষয়ক তথ্যকে কৃষিক্ষেত্রের অগ্রগতির এক সম্পূর্ণ পর্যাপ্ত ইংগিত বলে গণ্য করা যেতে পারে না। অনেক সময় এরকম হয় যে শস্য-এলাকা বাড়ল কিন্তু উৎপাদন বাড়ল না অথবা এমনকি তার হ্রাস ঘটল কারণ জমির চাষ খারাপ হয়েছে এবং হেক্টেয়ার পিছু ফলনে হ্রাস ঘটেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে শস্য-এলাকার বৃদ্ধি বিষয়ক তথ্যকে মোট উৎপাদনের তথ্য দিয়ে সম্পূর্ণ করতে হবে।

যথাযথ তথ্যটি এখানে দেওয়া হল :

ইউ. এস. এস. আর-এ শস্য ও শিল্পশস্যের মোট উৎপাদন

	মিলিয়ন সেণ্টনারে					
	১৯১৩	১৯২৯	১৯৩০	১৯৩১	১৯৩২	১৯৩৩
খাদ্যশস্য	৮০১·০	৭১৭·৪	৮৩৫·৪	৬৯৪·৮	৬৯৮·৭	৮৯৮·০
কাঁচা তুলো	৭·৪	৮·৬	১১·১	১২·৯	১২·৭	১৩·২
শনতন্তু	৩·৩	৩·৬	৪·৪	৫·৫	৫·০	৫·৬
চিনি-বীট	১০৯·০	৬২·৫	১৪০ ২	১২০·৫	৬৫·৬	৯০·০
তৈলবীজ	২১·৫	৩৫·৮	৩৬·২	৫১·০	৪৫·৪	৪৬·০

এই তালিকা থেকে দেখা যায় যে যে-বছরগুলিতে কৃষির পুনঃসংগঠন চূড়ান্ত পর্যায়ে, যেমন ১৯৩১ ও ১৯৩২ সাল, তখনই হল খাদ্যশস্য ফলনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে হ্রাসের বছর।

এই তথ্য থেকে আরও দেখা যায় যে, শন ও তুলোর এলাকাগুলি যেখানে কৃষির পুনঃসংগঠন কিছুটা স্তিমিত গতিতে চলেছিল সেখানে শন ও তুলো ফলনের খুব কমই ক্ষতি হয়েছে এবং তা এক উচ্চ পর্যায়ের বিকাশ বজায় রেখে মোটামুটি সমহারে ও স্থিরভাবে এগিয়ে গেছে।

তৃতীয়তঃ, এই তথ্য থেকে জানা যায় যে তৈলবীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে যেখানে এক সামান্যমাত্র তারতম্য ঘটেছিল ও যুদ্ধপূর্ব স্তরের তুলনায় এক উচ্চ হারের বিকাশ বজায় ছিল সেখানে কৃষির পুনঃসংগঠন অত্যন্ত দ্রুত হারে সম্পন্ন হয়েছে এইরকম চিনি-বীট জেলাগুলিতে চিনি-বীটের আবাদ যা পুনঃসংগঠন পর্বে সবশেষে প্রবেশ করেছে তা পুনঃসংগঠনের শেষ বছরে অর্থাৎ ১৯৩২ সালে সবচেয়ে বেশি পতনের সম্মুখীন হয়েছে, যখন যুদ্ধপূর্ব স্তরের চাইতেও ফলন কমে গিয়েছিল।

সর্বশেষে, এই তথ্য থেকে এটাই দাঁড়ায় যে, পুনঃসংগঠন পর্ব সমাপ্তির পর প্রথম বছরটি—১৯৩৩ সালটি খাদ্যশস্য ও শিল্প-শস্যের বিকাশের ক্ষেত্রে এক মোড় পরিবর্তন সূচিত করে।

তার অর্থ হল, এখন থেকে প্রথমতঃ খাদ্যশস্য এবং তারপর শিল্প-শস্য দৃঢ় ও নিশ্চিতভাবে একটা শক্তিশালী অগ্রগতি লাভ করবে।

কৃষির যে শাখাটি পুনঃসংগঠন পর্বে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা হল পালিত পশুর আবাদ।

এ সম্বন্ধে তথ্যটি এখানে দেওয়া হল :

ইউ. এস. এস. আর-এ পালিত পশু

	(মিলিয়ন সংখ্যক)					
	১৯১৬	১৯২৯	১৯৩০	১৯৩১	১৯৩২	১৯৩৩
ক) ঘোড়া	৩৫·১	৩৪·০	৩০·২	২৬·২	১৯·৬	১৬·৬
খ) বৃহৎ গো-মহিষাদি	৫৮·৯	৬৮·১	৫২·৫	৪৭·৯	৪০·৭	৩৮·৬
গ) মেষ ও ছাগল	১১৫·২	১৪৭·২	১০৮·৮	৭৭·৭	৫২·১	৫০·৬
ঘ) শুয়োর	২০·৩	২০·৯	১৩·৬	১৪·৪	১১·৬	১২·২

এই তালিকা থেকে দেখা যায় যে সমীক্ষাধীন সময়কালে যুদ্ধ-পূর্ব স্তরের তুলনায় পালিত পশুর সংখ্যার ক্ষেত্রে কোনও উন্নতি হয়নি, বরং তার এক অবিরাম হ্রাস ঘটেছে। এটা নিশ্চিত যে এই তথ্য থেকে দেখা যায় একদিকে এই ঘটনা যে পালিত পশুর আবাদ প্রধানতঃ বৃহৎ কুলাক শক্তির অধীন ছিল এবং অপরদিকে পালিত পশুর জবাইয়ের জন্য কুলাকদের তীব্র বিক্ষোভের ঘটনা যা পুনঃসংগঠনের সময়পর্বে অনুকূল পরিস্থিতি পেয়েছিল।

এই তালিকা থেকে আরও দেখা যায় যে পালিত পশুর সংখ্যায় যে হ্রাস তা পুনঃসংগঠন পর্বের একেবারে প্রথম বছরেই (১৯৩০) শুরু হয় ও ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। প্রথম তিনটি বছরে ঐ হ্রাস হয় সবচেয়ে বেশি ; ১৯৩৩ সালে পুনঃসংগঠন পর্বের সমাপ্তির পর প্রথম বছরে যখন খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে অগ্রগতি শুরু হয়েছে তখন পালিত পশুর সংখ্যাহ্রাস একেবারে ন্যূনমাত্রায় পৌছায়।

সর্বশেষে, এই তালিকা থেকে দেখা যায় যে শুয়োর প্রজননের ক্ষেত্রে বিপরীত প্রক্রিয়াটি ইতিমধ্যেই আরম্ভ হয়েছে এবং ১৯৩৩ সালে প্রত্যক্ষ অগ্রগতির চিহ্ন ইতিমধ্যেই পরিলক্ষিত হয়েছে।

এর অর্থ এই যে পালিত পশুর আবাদের সমস্ত শাখাতেই ১৯৩৪ সালটি অগ্রগতিমুখী এক মোড়-পরিবর্তন সূচিত করতে পারে ও তা অবশ্যই করবে।

সমীক্ষাধীন সময়পর্বে কৃষক খামারগুলির যৌথীকরণের বিকাশ কি রকম হয়েছে ?

এখানে সংশ্লিষ্ট তথ্যটি দেওয়া হল :

যৌথীকরণ

	১৯২৯	১৯৩০	১৯৩১	১৯৩২	১৯৩৩
যৌথ খামারের সংখ্যা (হাজারে)	৫৭·০	৮৫·৯	২১১·১	২১১·০৫	২২৪·৫
যৌথ খামারভুক্ত পরিবারের সংখ্যা (মিলিয়নে)	১·০	৬·০	১৩·০	১৪·৯	১৫·২
যৌথীকৃত কৃষক খামারের শতাংশ	৩·৯	২৩·৬	৫২·৭	৬১·৫	৬৫·৫

এবং ক্ষেত্র (সেক্টর) ভিত্তিতে খাদ্যশস্য এলাকার কি রকম বিকাশ হয়েছিল ?

এখানে সংশ্লিষ্ট তথ্যটি দেওয়া হল :

ক্ষেত্রভিত্তিতে খাদ্যশস্য এলাকা

ক্ষেত্র	(মিলিয়ন হেক্টেয়ারে)					১৯৩৩-এ মোট এলাকার শতাংশ
	১৯২৯	১৯৩০	১৯৩১	১৯৩২	১৯৩৩	
১। রাষ্ট্রীয় খামার	১·৫	২·৯	৮·১	৯·৩	১০·৮	১০·৬
২। যৌথ খামার	৩·৪	২৯·৭	৬১·০	৬৯·১	৭৫·০	৭৩·৯
৩। ব্যক্তিগত কৃষক খামার	৯১·১	৬৯·২	৩৫·৩	২১·৩	১৫·৭	১৫·৫
ইউ. এস. এস. আর-এ মোট খাদ্য-শস্য এলাকা	৯৬·০	১০১·৮	১০৪·৪	৯৯·৭	১০১·৫	১০০·০

এইসব তথ্য থেকে কি দেখা যায় ?

এ থেকে দেখা যায় যে কৃষিক্ষেত্রে সেই পুনঃসংগঠনপর্ব যখন যৌথ খামার ও তাদের সদস্যদের সংখ্যা ঝড়ের গতিতে বেড়েছিল তা এখন সমাপ্ত হয়েছে, তা ইতিমধ্যেই ১৯৩২ সালে শেষ হয়েছে।

সুতরাং, যৌথীকরণের আরও যে প্রক্রিয়া সেটি হল যৌথ খামারগুলি কর্তৃক অবশিষ্ট ব্যক্তিগত কৃষক খামার ও কৃষকদের ক্রমিক অন্তর্ভুক্তিকরণ ও পুনঃশিক্ষণের এক প্রক্রিয়া।

এর অর্থ এই যে যৌথ খামারগুলি সম্পূর্ণরূপে ও অপরিবর্তনীয়ভাবে বিজয়ী হয়েছে। (**তুমুল ও দীর্ঘস্থায়ী হর্ষধ্বনি।**)

এসব থেকে আরও দেখা যায় যে, রাষ্ট্রীয় ও যৌথ খামারগুলি একযোগে ইউ. এস. এস. আর-এর মোট খাদ্যশস্য এলাকার ৮৪·৫ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে।

এর অর্থ এই যে, যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামারগুলি একযোগে এমন এক শক্তিতে পরিণত হয়েছে যা গোটা কৃষির ও তার সকল শাখার ভবিষ্যৎ নির্ণয় করে।

এই তথ্য থেকে আরও দেখা যায় যে, কৃষক খামারগুলির ৬৫ শতাংশ যারা যৌথ খামারে ঐক্যবদ্ধ তারা মোট খাদ্যশস্য এলাকার ৭৩·৯ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে, অপরদিকে ব্যক্তিগত কৃষক খামারগুলি যা মোট কৃষক জনসংখ্যার ৩৫ শতাংশের প্রতিনিধিত্ব করে সেগুলি মোট খাদ্যশস্য এলাকার মাত্র ১৫·৫ শতাংশকে নিয়ন্ত্রণ করে।

এর সঙ্গে যদি আমরা এই তথ্যের সংযোজন করি যে যেখানে ১৯২৯-৩০ সালে ব্যক্তিগত কৃষকরা রাষ্ট্রকে প্রায় ৭৮ কোটি পুড শস্য যুগিয়েছিল আর যৌথ খামারগুলি ১২ কোটি পুডের বেশি শস্য দেয়নি সেখানে যৌথ খামারগুলি কর্তৃক রাষ্ট্রের নিকট ১৯৩৩ সালে বিভিন্ন সরবরাহের মোট পরিমাণ হয়েছিল ১০০ কোটি পুডের বেশি শস্য আর ব্যক্তিগত কৃষক যারা তাদের লক্ষ্যমাত্রা ১০০ শতাংশই পূরণ করেছিল তারা কেবল ১৩ কোটি পুড শস্য যোগান দিয়েছিল। তাহলে এটা পুরোপুরি স্পষ্ট যে সমীক্ষাধীন সময়কালে যৌথ খামারী ও ব্যক্তিগত খামারগুলি সম্পূর্ণভাবে তাদের ভূমিকা বদল করেছে; যৌথ খামারগুলি এই সময়কালে কৃষিক্ষেত্রে প্রধান শক্তি হয়ে উঠেছে আর

ব্যক্তিগত কৃষকরা হয়ে দাঁড়িয়েছে এক গৌণ শক্তি ও তারা যৌথ খামার ব্যবস্থার কাছে নত হতে ও তার সঙ্গে নিজেদেরকে মানিয়ে নিতে আজ বাধ্য।

এটা স্বীকার করতেই হবে যে শ্রমজীবী কৃষকসমাজ, আমাদের সোভিয়েত কৃষকসমাজ সম্পূর্ণরূপে ও অপরিবর্তনীয়ভাবে সমাজতন্ত্রের লাল নিশানের নীচে এসে সামিল হয়েছে। (দীর্ঘ হর্ষধ্বনি।)

সোশ্যালিষ্ট রিভলিউশনারি, মেনশেভিক আর বুর্জোয়া ট্রট্স্কিপন্থীরা এ নিয়ে খোসগল্প চালাক যে কৃষকরা প্রকৃতিগতভাবেই প্রতিবিপ্লবী, তারা ইউ.এস. এস.আর-এ ধনতন্ত্রের পুনর্জাগরণ চায়, সমাজতন্ত্র গঠনের কাজে শ্রমিকশ্রেণীর মিত্র হতে তারা অক্ষম এবং ইউ. এস. এস. আর-এ সমাজতন্ত্র গঠন অসম্ভব। ঘটনা থেকে দেখা যায় যে এইসব ভদ্রলোক ইউ. এস. এস. আর এবং সোভিয়েত কৃষকসমাজ সম্বন্ধে কুৎসা প্রচার করে। ঘটনা থেকে দেখা যায় যে আমাদের সোভিয়েত কৃষকসমাজ চিরকালের জন্য ধনতন্ত্রের তটভূমি পরিত্যাগ করেছে ও শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ হয়ে সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে চলেছে। ঘটনা থেকে দেখা যায় যে আমরা ইতিমধ্যেই ইউ. এস. এস. আর-এ এক সমাজতান্ত্রিক সমাজের বনিয়াদ স্থাপন করেছি এবং যে কাজটুকু আমাদের বাকি আছে তা হল ইমারতটা তৈরী করা—একটা সমাজতান্ত্রিক সমাজের বনিয়াদ তৈরীর থেকে এ কাজ নিঃসংশয়ে অনেক সহজতর।

শস্য এলাকার ও তার উৎপাদনের বৃদ্ধিই কিন্তু যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামারগুলির শক্তির একমাত্র প্রতিফলক নয়। তাদের শক্তি তাদের দখলে ট্রাক্টরের সংখ্যাবৃদ্ধিতে, তাদের ক্রমবর্ধমান যন্ত্রপাতি ব্যবহারেও প্রতিফলিত। এতে সন্দেহ নেই যে, আমাদের যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামারগুলি এ ক্ষেত্রে অনেকটা অগ্রসর হয়েছে

এখানে সংশ্লিষ্ট তথ্যটি দেওয়া হল:

ইউ. এস. এস. আর-এ কৃষিতে নিযুক্ত ট্রাক্টর সংখ্যা

(অবচয়ের জন্য ছাড় দিয়ে)

	ট্রাক্টর সংখ্যা হাজারে				
	১৯২৯	১৯৩০	১৯৩১	১৯৩২	১৯৩৩
মোট ট্রাক্টর সংখ্যা	৩৪'৯	৭২'১	১২৫'৩	১৪৮'৫	২০৪'১
যার মধ্যে :					
ক) মেশিন ও ট্রাক্টর স্টেশনে	২'৪	৩১'১	৬৩'৩	৭৪'৮	১২২'৩
খ) সমস্ত ধারার রাষ্ট্রীয় খামারে	৯'৭	২৭'৭	৫১'৫	৬৪'০	৮১'৮

	হাজার অশ্বশক্তিতে যোগ্যতা				
	১৯২৯	১৯৩০	১৯৩১	১৯৩২	১৯৩৩
মোট ট্রাক্টর সংখ্যা	৩৯১'৪	১,০০৩'৫	১,৮৫০'০	২,২২৫'০	৩,১০০'০
যার মধ্যে :					
ক) মেশিন ও ট্রাক্টর স্টেশনে	২৩'৯	৩৭২'৫	৮৪৮'০	১,০৭৭'০	১,৭৮২'০
খ) সমস্ত ধারার রাষ্ট্রীয় খামারে	১২৩'৪	৪৮৩'১	৮৯২'০	১,০৪৩'০	১,৩১৮'০

সুতরাং, সর্বমোট ৩,১০০,০০০ অশ্বশক্তিবিশিষ্ট ২০৪,০০০টি ট্রাক্টর আমাদের আছে যা যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামারগুলিতে কাজ করছে। দেখতেই পাচ্ছেন যে এই শক্তিটা কম নয় ; এ হল এমন এক শক্তি যা গ্রামাঞ্চলে ধনতন্ত্রের সকল উৎসকে উৎপাটন করতে সক্ষম ; এটা এমন এক শক্তি যা লেনিন যে ট্রাক্টর সংখ্যাকে এক সুদূর সম্ভাবনা[৭৭] বলে অভিহিত করেছিলেন তার চেয়ে দ্বিগুণ বেশি।

মেশিন ও ট্রাক্টর স্টেশনগুলিতে এবং রাষ্ট্রীয় খামারের গণ-কমিশারমণ্ডলীর অধীন রাষ্ট্রীয় খামারগুলিতে কৃষিযন্ত্রের সংখ্যা বিষয়ে তথ্য নিম্নলিখিত চিত্রে দেওয়া হল :

মেশিন ও ট্রাক্টর স্টেশনে

	১৯৩	১৯৩১	১৯৩২	১৯৩৩
হার্ভেস্টার কম্বাইন (হাজারে)	৭ (ইউনিট)	০'১	২'২	১১'৫
ইন্টারনাল কম্বাস্‌শন ও স্টীম ইঞ্জিন (হাজারে)	০'১	৪'৯	৬'২	১৭'৬
জটিল ও আধা-জটিল মাড়াইকল (হাজারে)	২'৯	২৭'৮	৩৭'০	৫০'০
বৈদ্যুতিক মাড়াই যন্ত্র	১৬৮	২৬৮	৫৫১	১,২৮৩
এম. টি. এস. মেরামতি শপ	১০৪	৭৭০	১,০২০	১,৯৩৩
মোটর লরি (হাজারে)	০'২	১'০	৬'০	১৩'৫
যাত্রীবাহী মোটরগাড়ী (ইউনিট)	১৭	১৯১	২৪৫	২,৮০০

রাষ্ট্রীয় খামারের গণ-কমিশারমণ্ডলীর অধীন রাষ্ট্রীয় খামারে

	১৯৩০	১৯৩১	১৯৩২	১৯৩৩
হার্ভেস্টার কম্বাইন (হাজারে)	১'৭	৬'৩	১১'৯	১৩'৫
ইন্টারনাল কম্বাস্‌শন ও স্টীম ইঞ্জিন (হাজারে)	০'৩	০'৭	১'২	২'৫
জটিল ও আধা-জটিল মাড়াইকল (হাজারে)	১'৪	৪'২	৭'১	৮'০
বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম	৪২	১১২	১৬৪	২২২
মেরামতি শপ :				
ক) প্রধান মেরামতের জন্য	৭২	১৩৩	২০৮	৩০২
খ) মাঝারি " "	৭৫	১৬০	২১৫	৪৭৬
গ) নিত্য " "	২০৫	৩১০	৫৭৮	১,১৬৬
মোটরলরি (হাজারে)	২'১	৩'৭	৬'২	১০'৯
যাত্রীবাহী মোটরগাড়ী (ইউনিট)	১১৮	৩৮৫	৬২৫	১,৮৯০

আমি মনে করি না যে এই তথ্যগুলির কোনও ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

মেশিন ও ট্রাক্টর স্টেশনগুলির এবং রাষ্ট্রীয় খামারসমূহের রাজনৈতিক দপ্তর গঠন ও কৃষিক্ষেত্রে দক্ষ কর্মী প্রেরণও কৃষির অগ্রগতির ব্যাপারে কিছু কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। প্রত্যেকেই এখন স্বীকার করেন যে রাজনৈতিক দপ্তরগুলির কর্মীরা যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামারের কাজ উন্নত করার ক্ষেত্রে এক বিরাট ভূমিকা পালন করেছেন। আপনারা জানেন যে সমীক্ষাধীন সময়কালে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কৃষিক্ষেত্রে ক্যাডারদের পুনঃশক্তিসম্পন্ন করার জন্য গ্রামাঞ্চলে ২৩,০০০-এরও বেশি কমিউনিস্টকে পাঠিয়েছেন। এর মধ্যে ৩,০০০-এরও বেশিকে জমি সংক্রান্ত হাতিয়ারগুলিতে, ২,০০০-এর বেশি জনকে রাষ্ট্রীয় খামারে, ১৩,০০০-এর বেশিকে মেশিন ও ট্রাক্টর স্টেশনগুলির রাজনৈতিক দপ্তরে এবং ৫,০০০ জনেরও বেশিকে রাষ্ট্রীয় খামারসমূহের রাজনৈতিক দপ্তরে কাজ করতে পাঠানো হয়।

যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামারগুলির জন্য নতুন ইঞ্জিনীয়ারিং, কারিগরী ও কৃষিবিদ্ বাহিনীর বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধেও এই একই কথা অবশ্যই বলতে হবে। আপনারা জানেন যে, সমীক্ষাধীন সময়কালে এই স্তরভুক্ত ১১১,০০০ কর্মীকে কৃষিক্ষেত্রে পাঠানো হয়েছে।

সমীক্ষাধীন সময়কালে ১৯ লক্ষ জনেরও বেশি ট্রাক্টর চালক, হার্ভেস্টার কম্বাইন চালক ও অপারেটর এবং অটোমোবাইল চালককে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে ও তাদেরকে কেবল কৃষিবিষয়ক গণ-কমিশারমণ্ডলীর অধীন ব্যবস্থায় কাজ করতে পাঠানো হয়েছে।

এই একই সময়কালে ১৬ লক্ষ জনেরও বেশি যৌথ খামার পরিচালক-বোর্ডের সভাপতি ও সদস্যদের, হাতেকলমে কাজের ব্রিগেড নেতাদের, পালিত পশু আবাদের ব্রিগেড নেতাদের এবং হিসেব রক্ষকদের প্রশিক্ষিত করা হয়েছে বা তাঁরা অতিরিক্ত প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন।

আমাদের কৃষিক্ষেত্রের জন্য এটা অবশ্য যথেষ্ট নয়। কিন্তু তবু এটা কিছু তো বটেই।

আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে, যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামার বিকাশের কাজকে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে কৃষিবিষয়ক গণ-কমিশারমণ্ডলীর এবং রাষ্ট্রীয় খামারসমূহের গণ-কমিশারমণ্ডলীর হাতিয়ারগুলির কাজকে সহজসাধ্য করার জন্য রাষ্ট্র যথাসম্ভব করেছে।

এটা কি বলা যেতে পারে যে এই সম্ভাবনাগুলিকে যথাযথভাবে কাজে লাগানো হয়েছে ?

দুর্ভাগ্যবশতঃ, এরকম বলা যায় না।

গোড়াতেই বলতে হয় যে এই গণ-কমিশারমণ্ডলীগুলি অন্যদের চাইতে অধিকতরভাবে লাল ফিতের রোগে আক্রান্ত। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় কিন্তু সেগুলি পালিত হল কিনা তা যাচাই করে দেখার, নেতৃস্থানীয় সংস্থাগুলির নির্দেশ ও আদেশ যারা অমান্য করছে তাদেরকে ঠিক পথে আনার এবং সৎ ও বিবেকবান কর্মীদেরকে পদোন্নত করার দিকে কোনও চিন্তা করা হয় না।

কেউ ভাবতে পারেন যে, বিরাট সংখ্যক ট্রাক্টর ও মেশিন থাকার ফলে ভূমি সংক্রান্ত সংস্থাগুলির ওপর দায়িত্ব আসে এই মূল্যবান মেশিনগুলিকে ভাল অবস্থায় রাখার, সেগুলির সময়মত মেরামত যাতে হয় সেটা দেখার, সেগুলিকে মোটামুটি দক্ষভাবে কাজে লাগানোর। এ ব্যাপারে তারা কি করছে ? দুর্ভাগ্য-বশতঃ খুব সামান্যই হচ্ছে। ট্রাক্টর ও মেশিনগুলির তদারকি চলছে অসন্তোষ-জনক। মেরামতও হচ্ছে অসন্তোষজনক, কারণ আজও পর্যন্ত এটা কেউ বুঝতে চাইছে না যে মেরামতের বনিয়াদ হল চলতি ও মাঝারি মেরামত, কোনও প্রধান মেরামত নয়। ট্রাক্টর ও মেশিনগুলিকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে অবস্থাটির অসন্তোষজনক চরিত্র এত স্পষ্ট ও সুবিদিত যে তা প্রমাণের প্রয়োজন রাখে না।

কৃষিক্ষেত্রে অন্যতম আশু কর্তব্য হল যথাযথ শস্য-আবর্তন প্রবর্তিত করা ও পরিষ্কার কর্ষিত জমির সম্প্রসারণ এবং কৃষিক্ষেত্রের সকল শাখায় বীজের উন্নয়ন। এ ব্যাপারে কি করা হচ্ছে ? দুর্ভাগ্যবশতঃ, এখনো পর্যন্ত খুব সামান্যই করা হয়েছে। শস্য ও তুলো বীজের ব্যাপারে অবস্থাটি এমনই গোলমেলে যে সব কিছু ঠিক ঠিক করতে অনেক সময় লাগবে।

শিল্প-শস্যের ফলন বৃদ্ধির অন্যতম কার্যকরী মাধ্যম হল তাদেরকে সার যোগান দেওয়া। এ ব্যাপারে কি করা হচ্ছে ? এখনো পর্যন্ত খুব সামান্যই করা হয়েছে। সার প্রাপ্তিসাধ্য, কিন্তু কৃষিবিষয়ক গণ-কমিশারমণ্ডলীর সংস্থাগুলি তা পেতে ব্যর্থ হচ্ছে ; আর যখন তারা তা পায় তখন এটা আর তারা যাচাই করে দেখে না যে সেগুলি যেখানে প্রয়োজন সেখানে সময়মত পৌছাল কিনা এবং সেগুলি ঠিকমত কাজে লাগানো হল কিনা।

রাষ্ট্রীয় খামার সম্বন্ধে এটা বলতেই হবে যে তারা এখনো তাদের কর্তব্যগুলি

সামলিয়ে উঠতে ব্যর্থ হচ্ছে। আমাদের রাষ্ট্রীয় খামারগুলির মহান বিপ্লবায়নের ভূমিকাকে আমি আদৌ লঘুজ্ঞান করছি না। কিন্তু রাষ্ট্র যে বিপুল পরিমাণ অর্থ এই রাষ্ট্রীয় খামারগুলিতে লগ্নী করেছে তার সঙ্গে যদি অদ্যাবধি তাদের অর্জিত বাস্তব ফলগুলির তুলনা করি তাহলে এমন এক বিরাট অসঙ্গতি দেখব যা রাষ্ট্রীয় খামারগুলিরই ক্ষতির পরিচায়ক। এই অসঙ্গতির মুখ্য কারণ হল এই ঘটনা যে আমাদের রাষ্ট্রীয় শস্য খামারগুলি অত্যন্ত অব্যবহারযোগ্য; পরিচালকেরা এইরকম বিরাটাকার খামারগুলিকে সামলাতে পারেন না। রাষ্ট্রীয় খামারগুলি হল বড় বেশি বিশেষিত-ধাঁচের, তাদের কোনও শস্য-আবর্তন এবং অনাবাদী জমি নেই; পালিত পশু আবাদের জন্য তাদের ক্ষেত্র (সেক্টর) নেই। স্পষ্টতঃই দরকার হবে রাষ্ট্রীয় খামারগুলিকে বিভক্ত করা ও তাদের অতি-বিশেষায়নকে দূর করা। কেউ ভাবতে পারেন যে রাষ্ট্রীয় খামারসমূহের গণ-কমিশারমণ্ডলীই এই প্রশ্নটিকে উপযুক্ত সময়ে উত্থাপন করেছেন ও তার সমাধানে সফল হয়েছেন। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। প্রশ্নটি উত্থাপিত ও মীমাংসিত হয় জনগণের উদ্যোগে যারা কোনওভাবেই রাষ্ট্রীয় খামারসমূহের গণ-কমিশারমণ্ডলীর সঙ্গে যুক্ত ছিল না।

সর্বশেষে, পালিত পশু আবাদের প্রশ্ন আসে। আমি ইতিমধ্যেই পালিত পশুর ব্যাপারে গুরুতর পরিস্থিতি সম্বন্ধে বক্তব্য রেখেছি। কেউ ভাবতে পারেন যে পালিত পশু আবাদের সংকট অবসানের জন্য আমাদের ভূমি সংক্রান্ত সংস্থাগুলি অতি তৎপর কাজকর্ম দেখাবে, তারা বিপদটা বুঝবে, তাদের কর্মীদের সমবেত করবে এবং পালিত পশু আবাদের সমস্যার মোকাবিলা করবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ এরকম কিছু হয়নি বা হচ্ছেও না। পালিত পশুর ব্যাপারে গুরুতর পরিস্থিতির বিপদটা বুঝতেই যে শুধু তারা ব্যর্থ হয়েছে তা নয়, বরং পক্ষান্তরে তারা প্রশ্নটিকে ভুল ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পাচ্ছে এবং কখনো কখনো তারা তাদের বক্তব্যের মধ্যে পালিত পশুর আবাদ সম্পর্কে প্রকৃত পরিস্থিতি-টিকে জনমতের কাছ থেকে আড়াল পর্যন্ত করে রাখতে চেষ্টা করছে যেটা বলশেভিকদের পক্ষে সম্পূর্ণতঃ অননুমোদনীয়। এ-সবের পরেও এরকম আশা করা হবে বালির ওপর বাসা বাঁধার মতো ছলনা যে ভূমি-সংস্থাগুলি পালিত পশুর আবাদকে সঠিক রাস্তায় আনবে ও তাকে সঠিক পর্যায়ে উন্নীত করবে। গোটা পার্টিকে, আমাদের সকল পার্টি ও পার্টি-বহির্ভূত কর্মীকে অবশ্যই এ-কাজের দায়িত্ব নিতে হবে এই কথাটি মনে রেখে যে অধুনা সফল-মীমাংসিত শস্য

সমস্যাটি যেমন বিগত দিনে মুখ্য গুরুত্বসম্পন্ন ছিল তেমন আজ পালিত পশুর সমস্যাটিও সেই একই মুখ্য গুরুত্ব-বিশিষ্ট। এটা প্রমাণের প্রয়োজন রাখে না যে, লক্ষ্যে পৌছানোর পথে বহু বাধা যারা অতিক্রম করেছে আমাদের সেই সোভিয়েত জনগণ এই বাধাটিকেও অতিক্রম করতে সক্ষম হবে। (**বজ্রতুল্য হর্ষধ্বনি।**)

এই হল সেই আশু ভবিষ্যতে অবশ্য অপনোদনীয় বিচ্যুতিগুলির ও অবশ্য পালনীয় কর্তব্যগুলির বিবরণ যা সংক্ষিপ্ত এবং আদপেই সম্পূর্ণ নয়।

কিন্তু এইসব কর্তব্যের সাথে সাথেই সব কিছু শেষ হয়ে যায় না। কৃষি-ক্ষেত্রে অন্যান্য কর্তব্যও আছে যে সম্বন্ধে দু-চার কথা নিশ্চয়ই বলতে হবে।

সর্বপ্রথমে আমাদের এ কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে আমাদের অঞ্চল-গুলিকে শিল্পাঞ্চলে ও কৃষি-অঞ্চলের পুরানো বিভাজন এখন সেকেলে হয়ে গেছে। আমাদের এখন আর সর্বৈবভাবে কোনও কৃষি-অঞ্চল নেই যা শিল্পাঞ্চল-গুলিকে শস্য, মাংস ও সব্‌জি যোগান দেবে; ঠিক অনুরূপভাবে আমাদের এমন কোনও সর্বৈব শিল্পাঞ্চলও নেই যা অন্যান্য অঞ্চল থেকে, বাইরে থেকে সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাওয়ার আশা করে; অগ্রগতিটা ঘটছে এমন দিকে যেখানে আমাদের সব অঞ্চলই হবে কমবেশি শিল্পায়িত, আর বিকাশের সাথে সাথে তাদের ঐ শিল্পায়ন আরও বেড়ে চলবে। এর অর্থ এই যে ইউক্রেন, উত্তর ককেশাস, মধ্য কৃষ্ণভূমি অঞ্চল এবং অন্যান্য পূর্বতন কৃষি এলাকাগুলি শিল্পাঞ্চলীয় কেন্দ্রগুলিকে পূর্বে যেমন পণ্য যোগান দিয়েছে, আজ আর তা দিতে পারে না কারণ তাদের নিজেদের শহর ও তাদের নিজেদের শ্রমিকদের খাওয়াতে হবে—আর এর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। কিন্তু এ থেকে আরও দাঁড়ায় যে, সমস্যায় যদি পড়তে না চায় তবে প্রত্যেক অঞ্চলকেই অবশ্যই তার নিজের এমন কৃষি-বনিয়াদ গড়ে তুলতে হবে যা থেকে তার নিজের সব্‌জির, আলুর, মাখন আর দুধের ও কিছুটা পরিমাণ শস্য ও মাংসের যোগান পাওয়া যায়।

কর্তব্য হল এই লাইনটিকে শেষপর্যন্ত সমস্ত উপায়ে অনুসরণ করা।

অধিকন্তু, এই ঘটনাটি আমাদের লক্ষ্য করতে হবে যে আমাদের অঞ্চল-গুলিকে ভোক্তা অঞ্চল ও উৎপাদক অঞ্চলে বিভাজনটিও তার বাঁধাধরা চরিত্রকে হারাতে শুরু করেছে। এই বছর মস্কো ও গোর্কী অঞ্চলের মতো 'ভোক্তা' অঞ্চল রাষ্ট্রকে প্রায় ৮ কোটি পুড শস্য দিয়েছে। এটা অবশ্যই কিছু সামান্য ব্যাপার নয়। তথাকথিত ভোক্তা অঞ্চলে ৫০ লক্ষ হেক্টেয়ার পরিমাণ গুল্মাবৃত

কুমারী জমি আছে। এটা সুবিদিত যে এই অঞ্চলের আবহাওয়া খারাপ নয়; বৃষ্টিপাতের পরিমাণ যথেষ্ট এবং খরা অজানা ব্যাপার। যদি এই জমিকে আগাছা-গুল্ম থেকে পরিষ্কার করা যায় এবং কতকগুলি সাংগঠনিক পদক্ষেপ নেওয়া যায় তাহলে খাদ্যশস্যের জন্য এক বিরাট এলাকা পাওয়া সম্ভব হবে যা এইসব অঞ্চলের সচরাচর উচ্চ মাত্রার ফলনের মাধ্যমে বর্তমানে নিম্ন বা মধ্য ভোল্‌গা যা যোগান দেয় তার চেয়ে কিছু কম বাজারযোগ্য শস্য যোগান দেবে না। এটা উত্তরের শিল্পাঞ্চলীয় কেন্দ্রগুলির পক্ষে অনেক সাহায্যের হবে।

স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান যে কর্তব্যটি হল ভোক্তা অঞ্চলের এলাকার মধ্যে খাদ্যশস্যের ফলনের জন্য বিরাট পরিমাণ জমি তৈরী করে তোলা।

সর্বশেষে ট্রান্স-ভোল্‌গা অঞ্চলে খরা রোধের প্রশ্নটি আছে। ট্রান্স ভোল্‌গা অঞ্চলের পূর্বদিকের জেলাগুলিতে বনভূমি গড়ে তোলা ও অরণ্য-আশ্রয়বলয় স্থাপন করা হল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা জানেন যে, এই কাজটা ইতিমধ্যেই চলছে যদিও এটা বলা যেতে পারে না যে তা যথেষ্ট জোর দিয়ে চালানো হচ্ছে। খরা রোধের জন্য যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, ট্রান্স-ভোল্‌গা অঞ্চলে সেই সেচের সম্বন্ধে বলতে হয় যে এ ব্যাপারটা অনির্দিষ্টকালের জন্য ফেলে রাখা যায় না। এটা সত্য যে এই কাজটি কতকগুলি বাহ্যিক পরিস্থিতির জন্য কিছুটা ব্যাহত হয়েছে। এইসব পরিস্থিতি ভাল রকম শক্তি ও অর্থকে ভিন্ন উদ্দেশ্যে কাজে লাগিয়েছে। কিন্তু এটা আবার মুলতুবি রাখার কোনও হেতুই আজ আর নেই। ভোল্‌গায় একটি বৃহৎ ও পুরোপুরি সুস্থিত একটি শস্যঘাঁটি ছাড়া আমাদের চলতে পারে না যা আবহাওয়ার খামখেয়ালির ওপর নির্ভরশীল থাকবে না এবং যা প্রতি বছর প্রায় ২০ কোটি পুড বাজার-যোগ্য শস্য যোগান দেবে। একদিকে ভোল্‌গা অঞ্চলে শহরগুলির বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে ও অপরদিকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সকল প্রকার জটিলতার সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে এটা চূড়ান্তভাবে প্রয়োজনীয়।

কর্তব্য হল ট্রান্স-ভোল্‌গা অঞ্চলে সেচ সংগঠিত করার জন্য গুরুত্ব সহকারে কাজে নিরত হওয়া। (**হর্ষধ্বনি।**)

৩। শ্রমজীবী জনগণের বস্তুগত ও সাংস্কৃতিক মানের উন্নতি

আমরা এতদ্দ্বারা আমাদের শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রের পরিস্থিতি, সমীক্ষাধীন সময়কালে তাদের বিকাশ এবং এই মুহূর্তে তাদের অবস্থাটি চিত্রিত করেছি।

সার সংকলন করলে আমরা পাই :

(ক) শিল্প ও কৃষির প্রধান প্রধান শাখায় উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক শক্তিশালী অগ্রগতি।

(খ) এই অগ্রগতির ভিত্তিতে শিল্প ও কৃষি উভয়তঃই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার চূড়ান্ত জয়লাভ; জাতীয় অর্থনীতির সমগ্র ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাটি একমাত্র ব্যবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং পুঁজিবাদী শক্তিগুলিকে জাতীয় অর্থনীতির সকল ক্ষেত্র থেকে দূর করা হয়েছে।

(গ) বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক কর্তৃক ক্ষুদ্র-পণ্য ব্যক্তিগত কৃষি প্রথার চূড়ান্ত পরিবর্জন; যৌথ শ্রম এবং উৎপাদনের উপকরণসমূহের যৌথ মালিকানার ভিত্তিতে যৌথ খামারের মধ্যে ঐ কৃষকদের ঐক্যসাধন; ক্ষুদ্র-পণ্য ব্যক্তিগত কৃষি প্রথার ওপর যৌথ কৃষি প্রথার পূর্ণ জয়লাভ।

(ঘ) ব্যক্তিগত কৃষক খামারগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়ার মাধ্যমে যৌথ খামারসমূহের সম্প্রসারণের এক নিত্যবর্ধমান প্রক্রিয়া আর ঐ ব্যক্তিগত কৃষক খামারগুলি এইভাবে প্রতি মাসেই সংখ্যার দিক থেকে হ্রাস পাচ্ছে এবং বস্তুতপক্ষে যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামারের সহযোগী এক শক্তিতে পরিণত হচ্ছে।

স্বভাবতঃই, শোষকদের ওপর এই ঐতিহাসিক জয়লাভ অবশ্যম্ভাবীরূপে শ্রমজীবী জনগণের বস্তুগত মানের ও সাধারণভাবে তাদের জীবনধারার চূড়ান্ত উন্নয়ন না ঘটিয়ে পারে না।

পরজীবী শ্রেণীগুলির উৎসাদনের পরিণতিক্রমে মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণ দূর হয়েছে। শ্রমিক ও কৃষকের শ্রম শোষণমুক্ত হয়েছে। জনগণের শ্রম থেকে যে আয় শোষকেরা নিংড়ে নিত তা এখন শ্রমজীবী জনগণেরই হাতে আছে এবং তা অংশতঃ ব্যবহৃত হয় উৎপাদন প্রসারের জন্য ও উৎপাদন ক্ষেত্রে শ্রমজীবী জনগণের নতুন বাহিনীকে সামিল করার জন্য, আর অংশতঃ ব্যবহৃত হয় শ্রমিক ও কৃষকদের আয়কে প্রত্যক্ষভাবে বাড়ানোর উদ্দেশ্যে।

শ্রমিকশ্রেণীর চরম যন্ত্রণার হেতু যে বেকারত্ব তা অন্তর্হিত হয়েছে। বুর্জোয়া দেশগুলিতে লক্ষ লক্ষ বেকার যেখানে কর্মহীনতার দরুণ দারিদ্র্য আর অনটনক্লিষ্ট সেখানে আমাদের দেশে আর এমন শ্রমিক নেই যার কোনও কাজ নেই, নেই কোনও উপার্জন।

কুলাক শৃংখলের বিলুপ্তির সাথে সাথে গ্রামাঞ্চলের দারিদ্র্য দূর হয়েছে।

যৌথ খামারের কৃষক বা ব্যক্তিগত কৃষক যাই হোক না কেন প্রত্যেক কৃষকেরই আজ মানুষের মতো জীবন নির্বাহের সুযোগ আছে যদি সে একমাত্র বিবেকের সঙ্গে কাজ করতে চায় এবং কুঁড়ে, ভবঘুরে, বা যৌথ খামার সম্পত্তির লুঠেরা না হতে চায়।

শোষণের উৎসাদন, শহরাঞ্চলে বেকারত্ব উচ্ছেদ এবং গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্য দূরীকরণ হল শ্রমজীবী জনগণের বস্তুগত জীবনধারার ক্ষেত্রে এমন ঐতিহাসিক সিদ্ধি যা বুর্জোয়া দেশগুলির মধ্যে সবচেয়ে যেটি 'গণতান্ত্রিক' তারও শ্রমিক এবং কৃষকরা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না।

আমাদের বড় বড় শহর আর শিল্পকেন্দ্রগুলির খোদ চেহারাটাই গেছে পালটে। বুর্জোয়া দেশগুলির বড় বড় শহরের অবশ্যম্ভাবী লক্ষণ হল বস্তিগুলি, শহরের উপান্তে অবস্থিত তথাকথিত শ্রমিকশ্রেণীর এলাকাগুলি—প্রধানতঃ নীচের-তলার এঁদো-ঘরগুলির ধাঁচের অন্ধকার স্যাঁৎসেঁতে ও ভাঙাচোরা বাসার দঙ্গল যেখানে সচরাচর দরিদ্ররাই নোংরার মধ্যে বাস করে আর অদৃষ্টকে অভিশাপ দেয়। ইউ. এস. এস. আর-এর বিপ্লবের অর্থ ছিল এই বস্তিগুলির বিলুপ্তি। সেগুলির বদলে এসেছে উজ্জ্বল আর সুনির্মিত শ্রমিকগৃহের মহল; অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের শহরগুলির শ্রমিকশ্রেণীর এলাকাগুলির চেহারা শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে আরও ভাল।

গ্রামাঞ্চলের চেহারার আরও বদল ঘটেছে। সেইসব পুরানো ধাঁচের গ্রামগুলি বিলুপ্ত হতে শুরু করেছে যেখানে গির্জাটি থাকে সবচেয়ে প্রধান স্থানে আর পুরোভূমিতে থাকে পুলিশ অফিসার, যাজক আর কুলাকদের দখলের সবচেয়ে ভাল বাড়ীগুলি। তার জায়গায় আসছে নতুন ধাঁচের গ্রাম যেখানে আছে গণ খামার ভবন, ক্লাব, রেডিও, সিনেমা, স্কুল, লাইব্রেরী আর শিশুনিবাস; আছে ট্রাক্টর, হার্ভেস্টার কম্বাইন, মাড়াই কল ও অটোমোবাইল। গ্রামের পূর্বতন বর্তাব্যক্তিরা—কুলাক-শোষক, রক্তচোষা সুদখোর, সদাগর-ফাটকাবাজ, 'ক্ষুদে মাতব্বর' পুলিশ অফিসাররা বিলুপ্ত হয়েছে। আজ প্রধান ব্যক্তিরা হলেন যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামারের, স্কুল আর ক্লাবের নেতৃস্থানীয়রা, প্রবীণ ট্রাক্টর ও কম্বাইন-চালকেরা, খেতের কাজের ও পালিত পশুর আবাদের ব্রিগেড ন্যায়করা এবং যৌথ খামার ক্ষেত্রের সর্বোত্তম স্ত্রী ও পুরুষ শক্-ব্রিগেড কর্মীরা।

শহর আর গ্রামের মধ্যেকার বিরোধ অপসারিত হচ্ছে। কৃষকরা আর শহরকে তাদের শোষণের কেন্দ্র হিসেবে গণ্য করে না। শহর আর গ্রামের

মধ্যে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধন শক্তিশালী হয়ে উঠছে। আজকের গ্রাম শহর থেকে ও শহরে শিল্প থেকে ট্রাক্টর, কৃষি যন্ত্রপাতি, অটোমোবাইল, শ্রমিক ও অর্থের আকারে সাহায্য পেয়ে থাকে। আর খোদ গ্রামাঞ্চলেরই আজ নিজস্ব শিল্প রয়েছে যথা মেশিন ও ট্রাক্টর স্টেশন, মেরামতি শপ, যৌথ খামারের সর্ববিধ শিল্পোদ্যোগ, ছোট বিদ্যুৎ শক্তিকেন্দ্র ইত্যাদি। শহর আর গ্রামের মধ্যেকার সাংস্কৃতিক ব্যবধান সেতুবদ্ধ হচ্ছে।

বস্তুগত জীবনধারায়, প্রত্যহিক জীবনক্ষেত্রে ও সাংস্কৃতিক মানের উন্নয়নের পরিসরে শ্রমজীবী জনগণের এইগুলিই হল মুখ্য সাফল্য।

এই সাফল্যসমূহের ভিত্তিতে সমীক্ষাধীন সময়কালের জন্য আমাদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নথিবদ্ধ করতে হবে :

(ক) ১৯৩০ সালে ৩,৫০০ কোটি রুবল থেকে ১৯৩৩ সালে ৫,০০০ কোটি রুবলে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি। বিশেষ সুবিধাভোগীদের সহ পুঁজিবাদী শক্তিসমূহের আয় বর্তমানে মোট জাতীয় আয়ের একের-দুই শতাংশেরও কম এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে মোট জাতীয় আয়ের প্রায় সবটুকুই শ্রমিক ও অন্যান্য কর্মচারী, শ্রমজীবী কৃষক, সমবায় সংগঠন ও রাষ্ট্রের মধ্যে বন্টিত।

(খ) ১৯৩০ সালের শেষে ১৬ কোটি ৫ লক্ষ থেকে ১৯৩৩ সালে ১৬ কোটি ৮০ লক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়নের জনসংখ্যা বৃদ্ধি।

(গ) ১৯৩০ সালে ১৪,৫৩০,০০০ থেকে ১৯৩৩ সালে ২১,৮৮৩,০০০-এ শ্রমিক ও অন্যান্য কর্মচারীদের সংখ্যাবৃদ্ধি। কায়িক শ্রমিকদের সংখ্যা এই সময়কালে বেড়েছে ৯,৪৮৯,০০০ থেকে ১৩,৭৯৭,০০০-এ ; পরিবহন শিল্পসহ বৃহদায়তন শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের সংখ্যা ৫,০৭৯,০০০ থেকে ৬,৮৮২,০০০-এ বেড়েছে ; কৃষি-শ্রমিকদের সংখ্যা বেড়েছে ১,৪২৬,০০০ থেকে ২,৫১৯,০০০-এ এবং বাণিজ্যে কর্মরত শ্রমিক ও অন্যান্য কর্মচারীদের সংখ্যা বেড়েছে ৮১৪,০০০ থেকে ১,৪৯৭,০০০-এ।

(ঘ) ১৯৩০ সালে ১৩,৫৯৭ মিলিয়ন রুবল থেকে ১৯৩৩ সালে ৩৪,২৮০ মিলিয়ন রুবলে শ্রমিক ও অন্যান্য কর্মচারীদের প্রদত্ত বেতনের মোট বৃদ্ধি।

(ঙ) ১৯৩০ সালে ৯৯১ রুবল থেকে ১৯৩৩ সালে ১,৫১৯ রুবলে শিল্প-শ্রমিকদের গড় বার্ষিক বেতনবৃদ্ধি।

(চ) শ্রমিক ও অন্যান্য কর্মচারীদের সামাজিক বীমা তহবিলে ১৯৩০ সালে ১,৮১০ মিলিয়ন রুবল থেকে ১৯৩৩-এ ৪,৬১০ মিলিয়ন রুবলে বৃদ্ধি।

(ছ) মাটির ওপরে সকল শিল্পের ক্ষেত্রে সাত-ঘণ্টার শ্রমদিবস প্রবর্তন।

(জ) ২,০০০ মিলিয়ন রুবল লগ্নীক্রমে ২,৮৬০টি মেশিন ও ট্রাক্টর স্টেশন সংগঠিত করার মাধ্যমে কৃষকদেরকে রাষ্ট্রীয় সাহায্য।

(ঝ) যৌথ খামারের কৃষকদের রাষ্ট্রীয় ঋণ হিসেবে ১৬০ কোটি রুবল সাহায্য দান।

(ঞ) সমীক্ষাধীন সময়কালে ২৬ কোটি ২০ লক্ষ পুড শস্যের পরিমাণে কৃষকদেরকে বীজ ও খাদ্য ঋণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সাহায্য।

(ট) কর ও বীমা বাবদ দেয় থেকে ৩৭ কোটি রুবল পরিমাণ ছাড়ের আকারে অর্থনীতিগতভাবে দুর্বল কৃষকদের রাষ্ট্রীয় সাহায্য।

দেশের সাংস্কৃতিক বিকাশের দিক থেকে সমীক্ষাধীন সময়কালে আমাদের নিম্নলিখিতগুলি নথিবদ্ধ করতে হবে:

(ক) সারা ইউ. এস. এস. আর-এ সার্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন এবং ১৯৩০ সালের শেষে ৬৭ শতাংশ থেকে ১৯৩৩ সালের শেষে ৯০ শতাংশ জনগণের সাক্ষরতা হারের বৃদ্ধি।

(খ) সর্বস্তরের বিদ্যালয়ে ১৯২৯ সালে ১৪,৩৫৮,০০০ থেকে ১৯৩৩ সালে ২৬,৪১৯,০০০-এ ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি। এর মধ্যে আছে প্রাথমিক শিক্ষালাভকারীদের সংখ্যায় ১১,৬৯৭,০০০ থেকে ১৯,১৬৩,০০০-তে বৃদ্ধি, মাধ্যমিক শিক্ষালাভকারীদের সংখ্যায় ২,৪৫৩,০০০ থেকে ৬,৬৭৪,০০০-তে বৃদ্ধি এবং উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণকারীদের সংখ্যায় ২০৭,০০০ থেকে ৪৯১,০০০-এ বৃদ্ধি।

(গ) প্রাক্-বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষাগ্রহণকারী শিশুদের সংখ্যায় ১৯২৯ সালে ৮৩৮,০০০ থেকে ১৯৩৩ সালে ৫,৯১৭,০০০-য় বৃদ্ধি।

(ঘ) সাধারণ ও বিশেষ উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যায় ১৯১৪ সালে ৯১ থেকে ১৯৩৩ সালে ৬০০-তে বৃদ্ধি।

(ঙ) ১৯২৯ সালে ৪০০ থেকে বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যায় ১৯৩৩ সালে ৮৪০-এ বৃদ্ধি।

(চ) ১৯২৯ সালে ৩২,০০০ থেকে ক্লাব ও অনুরূপ প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যায় ১৯৩৩ সালে ৫৪,০০০-এ বৃদ্ধি।

(ছ) ১৯২৯ সালে ৯,৮০০ থেকে ১৯৩৩ সালে ২৯,২০০-তে সিনেমা, ক্লাবে সংস্থাপিত সিনেমা ও ভ্রাম্যমাণ সিনেমার সংখ্যাবৃদ্ধি।

(জ) ১৯২৯ সালে ১ কোটি ২৫ লক্ষ থেকে ১৯৩৩ সালে ৩ কোটি ৬৫

লক্ষতে সংবাদপত্রের প্রচারসংখ্যা বৃদ্ধি।

এ কথা উল্লেখ করা সম্ভবতঃ ভুল হবে না যে আমাদের উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে ছাত্রদের মধ্যে শ্রমিকদের হার হল মোট সংখ্যার ৫১'৪ শতাংশ ও মেহনতী কৃষকের হার ১৬'৫ শতাংশ; আর সেখানে, উদাহরণস্বরূপ, জার্মানিতে ১৯৩২-৩৩ সালে উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মোট ছাত্রসংখ্যার মধ্যে শ্রমিকদের সংখ্যা হল মাত্র ৩'২ শতাংশ ও ক্ষুদ্র কৃষকদের সংখ্যা হল মাত্র ২'৪ শতাংশ।

সামাজিক ও সাংগঠনিক কাজের ক্ষেত্রে নারী যৌথ খামার-সদস্যাদের বর্ধিত কার্যক্রমকে একটি সন্তোষজনক তথ্য হিসেবে ও গ্রামাঞ্চলে সংস্কৃতির অগ্রগতির একটি চিহ্ন হিসেবে অবশ্যই গণ্য করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা জানি যে প্রায় ৬,০০০ নারী যৌথ খামার সদস্যারা হলেন যৌথ খামারগুলির সভানেত্রী, ৬০,০০০-এরও বেশি হলেন যৌথ খামারগুলির পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যা, ২৮,০০০ হলেন ব্রিগেড নায়িকা, ১০০,০০০ হলেন দল-সংগঠিকা, ৯,০০০ জন হলেন যৌথ খামারের বাজারযোগ্য পালিত পশু ক্ষেত্রের পরিচালিকা এবং ৭,০০০ জন হলেন ট্রাক্টর চালিকা।

বলা নিষ্প্রয়োজন যে এই সংখ্যাগত তথ্যগুলি অসম্পূর্ণ; তথাপি এই তথ্যগুলিও বেশ স্পষ্ট করেই গ্রামাঞ্চলে সংস্কৃতির বিরাট অগ্রগতিকে নির্দেশ করে। কমরেড, এই ঘটনাটি বিরাট গুরুত্ববাহী। এটা বিরাট গুরুত্ববাহী কারণ আমাদের দেশে জনসংখ্যার অর্ধেক হলেন নারী, তাঁরা এক বিরাট শ্রমিক-বাহিনী তৈরী করেন; আর তাঁদেরকে আমাদের সন্তানসন্ততিদের—অর্থাৎ আমাদের ভবিষ্যতের লালনপালনের ভার দেওয়া হয়। সেই কারণে আমরা এই বিরাট শ্রমজীবী বাহিনীকে অন্ধকারে আর অজ্ঞতায় পড়ে থাকতে দিতে পারি না! সেই কারণেই শ্রমজীবী নারীদের এই বিকাশমান সামাজিক কাজকর্মকে ও নেতৃস্থানীয় স্তরে তাঁদের পদোন্নতিকে আমাদের সংস্কৃতির অগ্রগতির এক সন্দেহাতীত চিহ্ন হিসেবে অবশ্যই স্বাগত জানাতে হবে। (দীর্ঘ হর্ষধ্বনি।)

সর্বশেষে আমি আরেকটি তথ্য নির্দেশ করতে চাই, কিন্তু তা নেতিবাচক প্রকৃতির। আমি সেই অসহ্য অবস্থার কথা বুঝতে চাইছি যে, আমাদের শিক্ষা-বিজ্ঞানগত ও চিকিৎসাবিদ্যাগত বিভাগগুলি এখনো অবহেলিত হচ্ছে। এটা এমন এক বিরাট বিচ্যুতি যা রাষ্ট্রের স্বার্থের লংঘনসদৃশ। এই বিচ্যুতিকে নিশ্চয়ই অব্যর্থভাবে দূর করতে হবে, আর যত দ্রুত তা করা যায় ততই মঙ্গল।

৪। বাণিজ্যের পরিমাণের (টার্ণওভার) ও পরিবহনের বৃদ্ধি

সুতরাং আমরা যা পেয়েছি তা হল :

(ক) গণ-ভোগ্যপণ্যসমেত শিল্পোৎপাদনের বৃদ্ধি ;

(খ) কৃষি-উৎপাদনের বৃদ্ধি ;

(গ) শহর ও গ্রামের শ্রমজীবী জনসাধারণের তরফে উৎপাদিত ও শ্রম-জাত দ্রব্যের প্রয়োজন ও চাহিদার বৃদ্ধি।

এইসব পরিবেশের সমন্বয় সাধনের জন্য এবং সকল ভোক্তা জনসাধারণ যাতে প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও উৎপাদিত সামগ্রী পায় তা সুনিশ্চিত করার জন্য আর কি কি প্রয়োজন ?

অনেক কমরেড মনে করেন যে দেশের অর্থনৈতিক জীবনকে পুরোদমে এগিয়ে চলতে হলে এই সব পরিবেশ এককভাবেই যথেষ্ট। এটা একটা গভীর ভ্রম। আমরা এমন একটা পরিস্থিতির কথা ভাবতে পারি যেখানে এই সমস্ত পরিবেশই বিদ্যমান ; তথাপি ভোক্তাদের হাতে যদি পণ্য না পৌঁছায় তাহলে অর্থনৈতিক জীবন পুরোদমে এগিয়ে চলা তো দূরস্থান, তা বরং ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে ও একেবারে বনিয়াদসুদ্ধ বিশৃংখল হয়ে পড়বে। এ কথা বুঝবার পক্ষে এই হল আমাদের সর্বোত্তম সময় যে চূড়ান্ত বিশ্লেষণে পণ্য উৎপন্ন হয় নিছক তাদের উৎপন্ন করার খাতিরে নয়, তা হয় ভোগেরই জন্য। এরকম ঘটনা ঘটেছে যে আমাদের হাতে বেশ ভাল পরিমাণ দ্রব্য ও উৎপন্ন বস্তু ছিল, কিন্তু সেগুলি ভোক্তাদের হাতে তো পৌঁছায়নি বটেই, আবার ভোক্তাদের থেকে দূরে থেকে আমাদের তথাকথিত পণ্য-বণ্টন জালের আমলাতান্ত্রিক বদ্ধ জলায় বছরের পর বছর সেগুলি উদ্দেশ্যবিহীন অবস্থায় কাটিয়েছে। স্বভাবতঃই এই ধরনের পরিস্থিতিতে শিল্প ও কৃষিক্ষেত্র উৎপাদন বৃদ্ধির সমস্ত উৎসাহই হারিয়েছে। পণ্য-বণ্টন জাল মাত্রাধিক পরিমাণে গুদামজাত করেছে। আর শ্রমিক ও কৃষকদের চলতে হয়েছে ঐসব দ্রব্য ও উৎপাদিত সামগ্রী ছাড়াই। ফল হয়েছে দ্রব্য ও উৎপাদিত সামগ্রী থাকা সত্ত্বেও দেশের অর্থনৈতিক জীবনে ভাঙন। দেশের অর্থনৈতিক জীবনকে যদি পুরোদমে এগোতে হয়, এবং শিল্প ও কৃষিকে তাদের উৎপাদন আরও বাড়ানোর জন্য উৎসাহ পেতে হয় তাহলে আরেকটি পরিবেশের প্রয়োজন—তা হল শহর ও গ্রামের মধ্যে, দেশের বিভিন্ন জেলা ও অঞ্চলের মধ্যে, জাতীয় অর্থনীতির

বিভিন্ন শাখার মধ্যে সুবিকশিত **বাণিজ্যিক টার্ণওভার।** দেশকে অবশ্যই পাইকারি বণ্টন ঘাঁটি, দোকান ও গুদামের এক বিরাট জালে ছেয়ে ফেলতে হবে। এইসব ঘাঁটি, দোকান ও গুদামের মাধ্যমে উৎপাদক থেকে ভোক্তা পর্যন্ত নিরন্তর দ্রব্য চলাচল থাকতেই হবে। এই কাজে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য ব্যবস্থা, সমবায়ী বাণিজ্য ব্যবস্থা, আঞ্চলিক শিল্পসমূহ, যৌথ খামার এবং ব্যক্তিগত কৃষকদের অবশ্যই সামিল করতে হবে।

একেই আমরা বলি পূর্ণ বিকশিত **সোভিয়েত বাণিজ্য,** যে বাণিজ্য পুঁজিপতিদের **ছাড়াই,** ফাটকাবাজদের **ছাড়াই** বাণিজ্য।

আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে সোভিয়েত বাণিজ্যের সম্প্রসারণ হল একটি অত্যন্ত জরুরী সমস্যা যা অবশ্যই সমাধান করতে হবে, নচেৎ আরও বিকাশ অসম্ভব হয়ে উঠবে।

আর তথাপি, এই সত্যটি যে পুরোপুরি নিশ্চিত এ-ঘটনা সত্ত্বেও সমীক্ষাধীন সময়কালে পার্টিকে সোভিয়েত বাণিজ্যের সম্প্রসারণের পথে অনেকগুলি বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে যা সংক্ষেপে বলা যায় সোভিয়েত বাণিজ্যের প্রয়োজন ও গুরুত্বের প্রশ্নে কমিউনিস্টদের একটি অংশের মস্তিষ্কভ্রংশেরই ফল।

শুরুতেই বলা যায় যে, সাধারণভাবে বাণিজ্য সম্বন্ধে ও বিশেষ করে সোভিয়েত বাণিজ্য সম্বন্ধে কমিউনিস্টদের একটি অংশের মধ্যে এখনো এক উন্নাসিক ও তাচ্ছিল্যপূর্ণ মনোভাব আছে। এই তথাকথিত কমিউনিস্টদের চোখে সোভিয়েত বাণিজ্য হল দ্বিতীয় গুরুত্বের বিষয়—তা বিবেচনার অযোগ্য এবং যারা এই বাণিজ্যে নিরত তারা একেবারেই অপদার্থ। স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান যে এই লোকগুলি এ কথা বোঝে না যে সোভিয়েত বাণিজ্যের প্রতি তাদের উন্নাসিক মনোভাবটি বলশেভিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক নয়, পক্ষান্তরে তা সেই দরিদ্র অভিজাতদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক যাদের উচ্চাশা আছে পুরোদস্তুর কিন্তু কোনও হাতিয়ার নেই। (**হর্ষধ্বনি।**) এই লোকগুলি এ কথা বোঝে না যে সোভিয়েত বাণিজ্য হল আমাদের নিজেদের, বলশেভিক কাজ এবং নেপথ্যের কর্মীদের সমেত যারা এই বাণিজ্যে নিরত তারা যদি মাত্র বিবেকপূর্ণভাবে কাজ করে তাহলে তারা আমাদের বৈপ্লবিক, বলশেভিক কার্যই সম্পাদন করছে। (**হর্ষধ্বনি।**) বলা বাহুল্য যে, এইসব তথাকথিত কমিউনিস্টদেরকে পার্টির একটু আছড়াতে হয়েছে এবং তাদের আভিজাতিক সংস্কারগুলিকে আবর্জনাস্তূপে নিক্ষেপ করতে হয়েছে। (**দীর্ঘ হর্ষধ্বনি।**)

অধিকন্তু, আমাদের অন্য ধরনের সংস্কারগুলিও অতিক্রম করতে হয়েছে। আমি আমাদের কর্মীদের একটি অংশের মধ্যে প্রচলিত সেই বামপন্থী বুলির কথা বুঝাতে চাইছি যে, সোভিয়েত বাণিজ্য হল এক বাতিল পর্যায়; প্রয়োজন হল উৎপাদিত বস্তুগুলির প্রত্যক্ষ বিনিময় সংগঠিত করা; অর্থ অচিরাৎ বিলুপ্ত হবে কারণ তা নিছক অভিজ্ঞানে (tokens) পরিণত হয়েছে; বাণিজ্য বিকশিত করা নিষ্প্রয়োজন কারণ প্রত্যক্ষ পণ্য-বিনিময় প্রথা প্রত্যাসন্ন। এটা অবশ্য লক্ষণীয় যে এই বামপন্থী পেটি-বুর্জোয়া বুলি যা সোভিয়েত বাণিজ্যের সম্প্রসারণের অন্তর্ঘাতের জন্য সচেষ্ট পুঁজিবাদী শক্তিসমূহের কাজে লাগে তা শুধু আমাদের 'লাল অধ্যাপকদের' একটি অংশের মধ্যেই চালু নয়, তা আমাদের কিছু কিছু বাণিজ্য-কর্মকর্তাদের মধ্যেও চালু। অবশ্য সোভিয়েত বাণিজ্যের অতি সহজ কাজটুকু সংগঠনে অক্ষম এই লোকগুলি যখন প্রত্যক্ষ পণ্য-বিনিময়ের মতো অধিকতর জটিল ও দুঃসাধ্য ব্যাপার সংগঠিত করায় তাদের প্রস্তুতির কথা আওড়ায় তখন তা শুনতে হাস্যকর ও মজাদারই মনে হয়। কিন্তু ডন কুইকজোটদের যে ডন কুইকজোট বলা হয় তা তো ঠিক এই কারণেই যে তাদের প্রাথমিক বাস্তবতাবোধটুকুও থাকে না। আকাশ যেমন মাটি থেকে দূরে তেমন মার্কসবাদ থেকে দূরে অবস্থিত এই লোকগুলি স্পষ্টতঃই এ কথা বোঝে না যে আমরা আগামী অনেক দিন ধরেই অর্থের ব্যবহার করে যাব, তার ব্যবহার করে যাব সেই সময় পর্যন্ত যখন সাম্যবাদের প্রথম স্তর অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক স্তরের বিকাশ সম্পূর্ণ হয়েছে। তারা এ কথা বোঝে না যে অর্থ হল বুর্জোয়া অর্থনীতির হাতিয়ার যা সোভিয়েত সরকার অধিকার করে নিয়েছে এবং সোভিয়েত বাণিজ্যের চূড়ান্ত সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ও প্রত্যক্ষ পণ্য-বিনিময় প্রথার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশের প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে সমাজতন্ত্রের স্বার্থের সঙ্গে তার খাপ খাইয়ে নিয়েছে। তারা এ কথা বোঝে না যে প্রত্যক্ষ পণ্য-বিনিময় প্রথা একমাত্র সেই এক সঠিকভাবে সংগঠিত সোভিয়েত বাণিজ্য ব্যবস্থারই স্থান নিতে পারে ও তারই থেকে জন্ম নিতে পারে যার কোনও চিহ্ন আমাদের এখনো নেই আর আগামী কিছুদিনের জন্য থাকবেও না। স্বভাবতঃই বিকশিত সোভিয়েত বাণিজ্যকে সংগঠিত করার প্রচেষ্টায় আমাদের পার্টি এই 'বামপন্থী' খেয়ালগুলিকে আছড়ানো ও তাদের পেটি-বুর্জোয়া বুলিকে শূন্যে নিক্ষেপ করা প্রয়োজন বলে বোধ করছে।

অধিকন্তু, বাণিজ্যের ভারপ্রাপ্ত লোকদের মধ্য থেকে যান্ত্রিকভাবে দ্রব্য-

বণ্টনের অস্বাস্থ্যকর অভ্যাসটিকে আমাদের অতিক্রম করতে হয়েছে; এক বৃহত্তর ব্যাপ্তির সামগ্রীর জন্য চাহিদা ও ভোক্তাদের প্রয়োজনের প্রতি তাদের ঔদাসীন্যকে আমাদের রোধ করতে হয়েছে; যান্ত্রিক দ্রব্য-হস্তান্তরণ, বাণিজ্য-ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধের অভাবকে আমাদের রোধ করতে হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক ও আন্তঃজেলা পাইকারী বণ্টন ঘাঁটি এবং হাজার হাজার নতুন দোকান ও কেন্দ্র খোলা হয়েছে।

পুনশ্চঃ, আমাদের বাজারে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির একচেটিয়া অবস্থার অবসান ঘটাতে হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সকল গণ-কমিশার-মণ্ডলীকে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্পজাত দ্রব্যগুলির বাণিজ্য শুরু করতে নির্দেশ দিয়েছি; এবং সরবরাহবিষয়ক গণ-কমিশারমণ্ডলীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে তারা কৃষিজাত দ্রব্যের এক বিস্তৃত মুক্ত বাণিজ্য গড়ে তোলে। এটা একদিকে যেমন ভ্রাতৃত্বমূলক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সমবায়ী বাণিজ্যের উন্নতি ঘটিয়েছে তেমন অপরদিকে বাজার দরের হ্রাস ঘটিয়েছে ও বাজারের সুস্থতর পরিবেশ গড়ে তুলেছে।

এক বিরাট ভোজনালয়ের ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে যা হ্রাসমূল্যে খাদ্য সরবরাহ করে ('গণ-খাদ্য-সরবরাহ')। কারখানাগুলিতে শ্রমিক-সরবরাহ দপ্তর খোলা হয়েছে এবং কারখানার সঙ্গে যাদের কোনও সংযোগ নেই তাদেরকে সরবরাহ তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে; কেবল ভারী শিল্পবিষয়ক গণ-কমিশারমণ্ডলীর অধীন কারখানাগুলি থেকেই এরকম অন্ততঃ ৫ লক্ষ লোককে তালিকা-বহির্ভুক্ত করতে হয়েছে।

স্বল্প-মেয়াদী ঋণের জন্য আমরা একটি একক কেন্দ্রীভূত ব্যাঙ্ক—স্টেট ব্যাঙ্ক তৈরী করেছি, বাণিজ্য কার্যক্রমে অর্থ যোগানে সক্ষম এরকম ২,২০০টি জেলা শাখা তার রয়েছে।

এইসব ব্যবস্থার ফলস্বরূপ সমীক্ষাধীন সময়কালে আমাদের নিম্নলিখিতগুলি নথিবদ্ধ করতে হবে:

(ক) ১৯৩০ সালের ১৮৪,৬৬২ থেকে ১৯৩৩ সালে ২৭৭,৯৭৪-এ দোকান ও বাণিজ্যকেন্দ্রগুলির সংখ্যাবৃদ্ধি;

(খ) ১,০১১ সংখ্যক আঞ্চলিক পাইকারী বণ্টনকেন্দ্র ও ৮৬৪টি আন্তঃজেলা পাইকারী বণ্টন কেন্দ্রের এক নবপ্রতিষ্ঠিত বিস্তৃত ব্যবস্থা;

(গ) ১,৬০০ সংখ্যক শ্রমিক-সরবরাহ দপ্তরের এক নবপ্রতিষ্ঠিত বিস্তৃত ব্যবস্থা ;

(ঘ) অ-রেশনকৃত রুটি বিক্রয়ের জন্য দোকানগুলির সংখ্যাবৃদ্ধি, এখন তা ৩৩০টি শহরে আছে ;

(ঙ) গণ-ভোজনালয়ের সংখ্যাবৃদ্ধি, এখন তা ১৯,৮০০,০০০ লোককে খাদ্য যোগায় ;

(চ) গণ-ভোজনালয় সহ রাষ্ট্রীয় ও সমবায়িক বাণিজ্য টার্ণওভারের ক্ষেত্রে ১৯৩০ সালের ১৮,৯০০ মিলিয়ন রুবল থেকে ১৯৩৩ সালে ৪৯,০০০ মিলিয়ন রুবলে বৃদ্ধি।

কিন্তু এরকম মনে করা ভুল হবে যে, সোভিয়েত বাণিজ্যের এই সমস্ত সম্প্রসারণ আমাদের অর্থনীতির প্রয়োজন মেটানোর পক্ষে যথেষ্ট। পক্ষান্তরে এটা এখন স্পষ্টতর হয়ে উঠছে যে বর্তমান বাণিজ্য টার্ণওভারও আমাদের প্রয়োজন মেটাতে পারে না। সুতরাং কর্তব্য হল সোভিয়েত বাণিজ্যকে আরও বিকশিত করা, স্থানীয় শিল্পগুলিকে এই কাজে সামিল করা, যৌথ খামার ও কৃষক বাণিজ্যকে বাড়ানো এবং সোভিয়েত বাণিজ্যের বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নতুন ও নির্ণায়ক সাফল্য অর্জন করা।

কিন্তু এটা অবশ্যই বলতে হবে যে আমরা নিজেদেরকে নিছক সোভিয়েত বাণিজ্যের সম্প্রসারণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে পারি না। আমাদের অর্থনীতির বিকাশ যেখানে বাণিজ্য টার্ণওভারের বিকাশের ওপর নির্ভর করে, সোভিয়েত বাণিজ্যের বিকাশ আবার সেখানে আমাদের পরিবহন—রেল, জল ও মোটর পরিবহনের বিকাশের ওপর নির্ভর করে। এমন হতে পারে যে পণ্য পাওয়া যাচ্ছে, বাণিজ্য টার্ণওভার বাড়ানোর সব সম্ভাবনাই রয়েছে কিন্তু পরিবহন যা আছে তা বাণিজ্য টার্ণওভারের বিকাশের সঙ্গে মানানসই নয় এবং তা মাল বহন করতে পারে না। আপনারা জানেন যে এরকম প্রায়ই হয়। সুতরাং, পরিবহন হল এক দুর্বল স্থান এবং তা এক প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারে। বস্তুতঃ, তা বোধহয় ইতিমধ্যেই আমাদের গোটা অর্থনীতির সামনে এবং সর্বোপরি বাণিজ্য টার্ণওভারের সামনে প্রতিবন্ধক হয়ে উঠতে শুরু করেছে।

এটা সত্য যে রেল পরিবহনের মালবহনের পরিমাণ ১৯৩০ সালে ১৩৩,৯০০ মিলিয়ন টন-কিলোমিটার থেকে ১৯৩৩ সালে ১৭২,০০০ মিলিয়ন টন-

কিলোমিটারে বেড়েছে। কিন্তু আমাদের পক্ষে, আমাদের অর্থনীতির পক্ষে তা যৎসামান্য, খুবই অকিঞ্চিৎকর।

জল পরিবহনের মালবহন পরিমাণ ১৯৩০ সালে ৪৫,৬০০ মিলিয়ন টন-কিলোমিটার থেকে ১৯৩৩ সালে ৫৯,৯০০ মিলিয়ন টন-কিলোমিটারে বেড়েছে, কিন্তু তা-ও আমাদের অর্থনীতির পক্ষে অতি সামান্যই।

আমি মোটর পরিবহনের কথা কিছু বলছি না, সেখানে অটোমোবাইল (লরি ও যাত্রীবাহী গাড়ী)-এর সংখ্যা ১৯১৩ সালে ৮,৮০০ থেকে ১৯৩৩ সালের শেষে ১১৭,৮০০য় বেড়েছে। আমাদের জাতীয় অর্থনীতির পক্ষে এটা এতই সামান্য যে তার উল্লেখ করতেও যে-কেউ লজ্জা পায়।

এতে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না যে, এই সমস্ত ধরনের পরিবহনই আরও ভালভাবে কাজ করতে পারে যদি পরিবহন ব্যবস্থা সেই সুবিদিত রোগে না ভোগে—তা হল পরিচালন পদ্ধতির ক্ষেত্রে লাল ফিতে প্রথা। সুতরাং, পরিবহন ব্যবস্থাকে কর্মী ও সামর্থ্য যোগান দিয়ে সাহায্য করার প্রয়োজনের পাশাপাশি আমাদের কর্তব্য হল পরিবহন ব্যবস্থার প্রশাসনিক দপ্তরগুলি থেকে লাল ফিতের মনোভাব দূর করা ও সেগুলিকে আরও দক্ষ করে তোলা।

কমরেডগণ, আমরা শিল্পক্ষেত্রের মূল সমস্যাগুলির সঠিক সমাধানে সফল হয়েছি, তা এখন নিজের পায়ে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কৃষিক্ষেত্রের মূল সমস্যাগুলির সঠিক সমাধানেও আমরা সফল হয়েছি এবং আমরা খুবই নির্দিষ্ট-ভাবে এ কথা বলতে পারি যে কৃষিক্ষেত্রও এখন নিজের পায়ে শক্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু এইসব সাফল্যও আমাদের হারানোর ভয় আছে যদি আমাদের বাণিজ্য টার্ণওভার ত্রুটিপূর্ণ হতে থাকে ও পরিবহন যদি আমাদের পায়ের বেড়ি হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং, বাণিজ্য টার্ণওভার সম্প্রসারণের ও পরিবহনকে নির্ণায়ক-ভাবে উন্নয়নের কর্তব্য হল এক আশু ও জরুরী সমস্যা যা অবশ্যই সমাধান করতে হবে, নচেৎ আমরা অগ্রসর হতে পারব না।

৩। পার্টি

আমি পার্টির প্রসঙ্গে আসছি।

বর্তমান কংগ্রেসটি লেনিনবাদের পূর্ণ বিজয়ের পতাকাতলে, লেনিনবাদ-বিরোধী শক্তিসমূহের অবশিষ্টাংশের উৎসাদনের পতাকাতলে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

ট্রটস্কিপন্থীদের লেনিনবাদ-বিরোধী গোষ্ঠীটি বিধ্বস্ত ও উৎখাত হয়েছে।

এর সংগঠকদের এখন বিদেশে বুর্জোয়া দলগুলির উঠোনে দেখা যায়।

দক্ষিণপন্থী ভ্রষ্টাচারীদের লেনিনবাদ-বিরোধী গোষ্ঠীটি বিধ্বস্ত ও উৎখাত হয়েছে। এর সংগঠকরা বহুদিন হল তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বর্জন করেছে ও যে পাপ তারা পার্টির বিরুদ্ধে করেছে তার পূর্ণ প্রায়শ্চিত্তের জন্য সর্বপ্রকারে এখন চেষ্টা চালাচ্ছে।

জাতীয়তাবাদী পথভ্রষ্টদের গোষ্ঠীগুলি বিধ্বস্ত ও উৎখাত হয়েছে। তাদের সংগঠকরা হয় পুরোপুরি আগ্রাসনবাদী দেশান্তরীদের সঙ্গে মিশে গেছে অথবা অন্যথায় তারা পূর্বের মত প্রত্যাহার করেছে।

এইসব বিপ্লব-বিরোধী গোষ্ঠীর সমর্থকদের অধিকাংশকেই এ কথা স্বীকার করতে হয়েছে যে পার্টির লাইন ছিল সঠিক এবং তারা পার্টির কাছে আত্ম-সমর্পণও করেছে।

পঞ্চদশ পার্টি কংগ্রেসে[৭৮] তখনো প্রয়োজন ছিল পার্টি-লাইন সঠিক প্রমাণ করা এবং কিছু কিছু লেনিনবাদ-বিরোধী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে একটি সংগ্রাম পরিচালনা করা; আর ষোড়শ পার্টি কংগ্রেসে আমাদেরকে এইসব গোষ্ঠীর শেষ সমর্থকদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আঘাতটি হানতে হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান কংগ্রেসে কিছুই প্রমাণ করার নেই এবং মনে হয় যে কারুর বিরুদ্ধে লড়াই করারও নেই। প্রত্যেকেই দেখছেন যে পার্টির কর্মনীতিই জয়যুক্ত হয়েছে। **(তুমুল হর্ষধ্বনি।)**

দেশকে শিল্পায়নের নীতি জয়যুক্ত হয়েছে। তার ফল সকলের কাছেই সুস্পষ্ট। এই ঘটনার বিরুদ্ধে কি ওজর তোলা যেতে পারে?

কুলাকদের অপসারণের ও পূর্ণ যৌথীকরণের নীতি জয়যুক্ত হয়েছে। এরও ফলাফল সবার কাছে সুস্পষ্ট। এই ঘটনার বিরুদ্ধে কি ওজর তোলা যেতে পারে?

আমাদের দেশের অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দিয়েছে যে, পৃথকভাবে একটি দেশেও সমাজতন্ত্রের পক্ষে বিজয়লাভ সম্ভব। এই ঘটনার বিরুদ্ধেই-বা কি ওজর তোলা যেতে পারে?

এটা স্পষ্ট যে, এইসব সাফল্য এবং মুখ্যতঃ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বিজয়-লাভ বিভিন্ন ধরনের লেনিনবাদ-বিরোধী গোষ্ঠীগুলির সকলকেই চূড়ান্তভাবে হতোদ্যম ও বিধ্বস্ত করে দিয়েছে।

এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে আজ যেমন পার্টি ঐক্যবদ্ধ হয়েছে

তেমন এর আগে আর কখনো তা ছিল না। (প্রচণ্ড ও দীর্ঘস্থায়ী হর্ষধ্বনি।)

১। মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রশ্ন

কিন্তু, এর অর্থ কি এই যে, সংগ্রাম শেষ হয়েছে এবং সমাজতন্ত্রের আক্রমণ অনাবশ্যক বলে বন্ধ করে দিতে হবে?

না, তা নয়।

এর অর্থ কি এই যে, পার্টিতে সবকিছুই ভালভাবে চলছে; পার্টিতে আর কোন বিচ্যুতি ঘটবে না এবং সেজন্য, আমরা আমাদের অর্জিত জয় নিয়ে বিভোর থাকতে পারি?

না, তা পারি না!

আমরা পার্টির শত্রুদের, সমস্ত রংয়ের সুবিধাবাদীদের, সমস্ত ধরনের জাতীয়তাবাদী ভ্রষ্টাচারীদের চূর্ণ করেছি। কিন্তু তাদের মতাদর্শের অবশেষ এখনো ব্যক্তিগত পার্টি-সদস্যদের মনে বাসা বেঁধে আছে এবং এমন ঘটনা বিরল নয় যখন তাদের অভিব্যক্তি ঘটে থাকে। পার্টির চারিপাশে যে জনগণ রয়েছে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু হিসেবে পার্টিকে অতি অবশ্যই গণ্য করা চলবে না। পার্টি তার পরিবেশের মধ্যে বাস করে এবং কাজ করে। এটা বিস্ময়কর নয় যে, কখনো কখনো বাইরে থেকে অসুস্থ মনোভাব পার্টির মধ্যে অনুপ্রবেশ করে। এবং এরূপ মনোভাবের জমিন আমাদের দেশে বিদ্যমান—শুধুমাত্র এই কারণের জন্য হলেও যে, এখনো শহর ও গ্রামাঞ্চলে জনসমষ্টির কিছু কিছু মধ্যবর্তী স্তর আছে যারা এরূপ সব মনোভাব লালনপালন করার মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

আমাদের পার্টির সপ্তদশ সম্মেলন[৭৯] ঘোষণা করে যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বাস্তবায়নে অন্যতম মৌলিক কর্তব্যকাজ হল 'অর্থনৈতিক জীবনে এবং জনগণের মন থেকে পুঁজিবাদের উদ্বর্তনসমূহ দূরীভূত করা'। এটা একটা সম্পূর্ণরূপে সঠিক ধারণা। কিন্তু আমরা কি বলতে পারি যে আমরা ইতিমধ্যেই অর্থনৈতিক জীবনে পুঁজিবাদের সমস্ত উদ্বর্তনকে পরাস্ত করে ফেলেছি? না, আমরা তা বলতে পারি না। জনগণের মন থেকে পুঁজিবাদের উদ্বর্তনসমূহ দূরীভূত করেছি এ কথা আমরা আরও কম বলতে পারি। আমরা তা বলতে পারি না শুধু এই জন্য নয় যে উন্নয়নের আমলে জনগণের মন তাদের অর্থনৈতিক

অবস্থা থেকে পেছনে পড়ে থাকে, বরং এ কারণেও যে পুঁজিবাদী পরিবেষ্টন এখনো বিদ্যমান যা ইউ. এস. এস. আর-এর অর্থনৈতিক জীবনে ও তার জনগণের মনে পুঁজিবাদের উদ্বর্তনসমূহ পুনরুজ্জীবিত করা ও পোষণ করার চেষ্টা করে এবং যার বিরুদ্ধে আমাদের বলশেভিকদের প্রস্তুতি অতি অবশ্য অটুট রাখতে হবে।

স্বভাবতঃই, এই সমস্ত উদ্বর্তন আমাদের পার্টির ব্যক্তিগত সদস্যদের মনে পরাজিত লেনিনবাদ-বিরোধী গোষ্ঠীসমূহের মতাদর্শের পুনরুজ্জীবনের পক্ষে অনুকূল জমিন্ না হয়ে পারে না। এর সাথে যোগ দিতে হবে আমাদের পার্টির সদস্যদের অধিকাংশের অনুচ্চ তাত্ত্বিক স্তর, পার্টি সংস্থাসমূহের অপর্যাপ্ত মতাদর্শগত কাযকলাপ এবং এই ঘটনা যে আমাদের পার্টির পদাধিষ্ঠিত কর্মীদের মাথায় রয়েছে বিশুদ্ধভাবে ব্যবহারিক কাজের অত্যধিক বোঝা, যা তাদের তাত্ত্বিক জ্ঞান বৃদ্ধি করা থেকে তাদের বঞ্চিত করে; ব্যক্তিগত পার্টি-সদস্যদের মনে লেনিনবাদের কতকগুলি প্রশ্ন সম্পর্কে যে বিভ্রান্তি রয়েছে আপনারা তার উৎস উপলব্ধি করবেন—ঘটনা বিরল নয় যখন এই বিভ্রান্তি আমাদের পত্র-পত্রিকায় অনুপ্রবেশ করে এবং পরাজিত লেনিনবাদ-বিরোধী গোষ্ঠীসমূহের মতাদর্শের উদ্বর্তন পুনরুজ্জীবিত করতে সাহায্য করে।

এইজন্যই আমরা বলতে পারি না যে সংগ্রাম শেষ হয়েছে এবং সমাজ-তান্ত্রিক আক্রমণের নীতির আর কোন প্রয়োজন নেই।

লেনিনবাদের কতকগুলি প্রশ্ন নিয়ে তাদের সাহায্যে এটা প্রদর্শন করা সম্ভব হবে যে, পরাজিত লেনিনবাদ-বিরোধী গোষ্ঠীসমূহের মতাদর্শের উদ্বর্তন কত দুর্ধর্ষভাবে কিছু কিছু পার্টি-সদস্যদের মনে ক্রমাগত বিদ্যমান থাকছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, একটি **শ্রেণীহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজের** কথাই ধরুন। সপ্তদশ পার্টি সম্মেলন ঘোষণা করেছিল যে, আমরা একটা শ্রেণীহীন সমাজ-তান্ত্রিক সমাজ গড়বার দিকে অগ্রসর হচ্ছি। স্বভাবতঃই, একটি শ্রেণীহীন সমাজ আপনা থেকে উদ্ভূত হতে পারে না। একে অর্জন করতে এবং গড়ে তুলতে হবে সমস্ত মেহনতী জনগণের কঠোর প্রচেষ্টার দ্বারা, সর্বহারার একনায়কত্বের সংস্থাসমূহকে শক্তিশালী করে, শ্রেণী-সংগ্রাম তীব্রতর করে, শ্রেণীসমূহ বিলুপ্ত করে, পুঁজিবাদী শ্রেণীসমূহের অবশেষকে নির্মূল করে এবং আভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ উভয় শত্রুদের সঙ্গেই যুদ্ধের ভিতর দিয়ে।

মনে হবে, বিষয়টিতে কোন অস্পষ্টতা নেই।

তথাপি, কে না জানে যে, লেনিনবাদের এই স্পষ্ট ও প্রাথমিক ঘোষণা পার্টি-সদস্যদের একটি অংশের মনে খুব একটা কম বিভ্রান্তি এবং তাদের মধ্যে অসুস্থ মনোভাবের উদ্ভব ঘটায়নি? আমরা যে একটি শ্রেণীহীন সমাজের দিকে অগ্রসর হচ্ছি—যা শ্লোগান হিসেবে উপস্থাপিত—এই তত্ত্বটিকে তারা একটি স্বতঃস্ফূর্ত প্রাক্রিয়া হিসেবে ব্যাখ্যা করে। তারা এইভাবে যুক্তি দিতে থাকে: যদি এটা একটা শ্রেণীহীন সমাজ হয়, তাহলে আমরা শ্রেণী-সংগ্রামকে, সর্বহারার একনায়কত্বকে শিথিল করতে পারি এবং রাষ্ট্রের হাত থেকে সম্পূর্ণরূপে রেহাই পেতে পারি, কেননা যে-কোন অবস্থাতেই রাষ্ট্রের নিয়তিই হচ্ছে শুকিয়ে যাওয়া। এবং তারা একটি নির্বোধ ভাবাবেশে মগ্ন হল এই প্রত্যাশায় যে শীঘ্রই কোন শ্রেণীর অস্তিত্ব থাকবে না, কাজেই থাকবে না কোন শ্রেণী-সংগ্রাম বা কোন চিন্তাভাবনা এবং তাই সম্ভব অস্ত্রশস্ত্র ছেড়ে দিয়ে শয্যা গ্রহণ করা—একটি শ্রেণীহীন সমাজের অভ্যুদয়ের প্রত্যাশায় ঘুম দেওয়া। (**সকলের হাস্য।**)

কোন সন্দেহই থাকতে পারে না যে, মনের এই বিভ্রান্তি এবং এই সমস্ত মনোভাব দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতিপন্থীদের সুবিদিত মতামতের অবিকল অনুরূপ, যারা বিশ্বাস করত যে পুরাতন আপনা থেকেই নতুনে পর্যবসিত হবে এবং এক চমৎকার দিনে তারা জেগে উঠে দেখবে যে তারা একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজে বাস করছে।

তাহলে আপনারা দেখছেন, পরাজিত লেনিনবাদ-বিরোধী গোষ্ঠীসমূহের মতাদর্শের অবশেষ পুনরুজ্জীবিত হওয়ার ক্ষমতা রাখে এবং তাদের প্রাণশক্তি হারানো এখনো অনেক দূরে।

স্বভাবতঃই যদি মতামতে এই বিভ্রান্তি এবং এই সমস্ত অ-বলশেভিক মনোভাব আমাদের পার্টির অধিকাংশকে পেয়ে বসত, তাহলে পার্টি ভেঙে পড়ত, নিরস্ত্র হতো।

আরও, কৃষি সংক্রান্ত **আর্টেল** ও কৃষি সংক্রান্ত **কমিউনের** বিষয়টি ধরা যাক। সকলেই এখন স্বীকার করেন যে, বর্তমান অবস্থায় আর্টেল হল যৌথ খামার আন্দোলনের একমাত্র সঠিক রূপ। এবং এটা সম্পূর্ণরূপে প্রণিধানযোগ্য: (ক) আর্টেল যৌথ খামারের চাষীদের ব্যক্তিগত, প্রতিদিনকার স্বার্থের সঙ্গে তাদের সর্বসাধারণের স্বার্থের সঠিকভাবে সংযোগসাধন করে; (খ) আর্টেল সর্বসাধারণের স্বার্থের সঙ্গে ব্যক্তিগত, প্রতিদিনকার স্বার্থ সফলভাবে মানিয়ে

নেয় এবং তার দ্বারা গতদিনের ব্যক্তিগত কৃষকদের যৌথবাদের নীতি ও মনোভাবে শিক্ষিত করে তুলতে সাহায্য করে।

আর্টেলে শুধুমাত্র উৎপাদনের উপায়সমূহ সামাজীকৃত হয়; তার বিপরীতে, কমিউন সেদিনও পর্যন্ত শুধু উৎপাদনের উপকরণসমূহ সামাজীকৃত করেনি, কমিউনের প্রতিটি সদস্যের প্রতিদিনকার জীবনও সামাজীকৃত করেছিল, অর্থাৎ কমিউনের সদস্যদের—আর্টেলের সদস্যদের বিপরীতে—ব্যক্তিগত মালিকানায় হাঁস-মুরগী, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহপালিত পশু, একটি গরু, শস্য বা পারিবারিক জমি ছিল না। এর অর্থ হল এই যে, কমিউনে সদস্যদের ব্যক্তিগত প্রতিদিনকার স্বার্থ ততটা হিসেবে ধরা হয়নি এবং সর্বসাধারণের স্বার্থের সঙ্গে তাদের সংযুক্ত করা হয়েছে যেহেতু পেটি-বুর্জোয়া সমানীকরণের স্বার্থে তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ সর্বসাধারণের স্বার্থের তলে ঢাকা পড়ে গেছে। এটা স্পষ্ট যে, কমিউনের দুর্বলতম দিক হল এইটি। বস্তুতঃপক্ষে এটাই ব্যাখ্যা করে কেন কমিউন বহুবিস্তৃত নয় এবং তাদের মাত্র কয়েক কুড়ির অস্তিত্বই রয়েছে। একই কারণে, তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখা এবং খণ্ড খণ্ড হয়ে ভেঙে পড়া থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্য কমিউনগুলি প্রতিদিনকার জীবন সামাজীকৃত করার প্রথাকে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে; তারা কাজের দিনের ইউনিটের ভিত্তিতে কাজ করতে শুরু করেছে এবং তাদের সদস্যদের মধ্যে শস্য বণ্টন করতে, তাদের সদস্যদের হাঁস-মুরগী, ছোট ছোট পশু-সম্পত্তি, একটি গরু ইত্যাদির মালিক হবার অনুমতি দিতে শুরু করেছে। কিন্তু এ থেকে এই সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে যে, প্রকৃতপক্ষে, কমিউন আর্টেলের অবস্থানে চলে গেছে। আর, তাতে খারাপ কিছু হয়নি, কেননা ব্যাপক যৌথ খামার আন্দোলনের সুপ্রতিষ্ঠিত উন্নয়নের স্বার্থে তা প্রয়োজনীয়।

অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে, কমিউনের আদৌ কোন প্রয়োজন নেই এবং তা আর যৌথ খামার আন্দোলনের উচ্চতর রূপের প্রতিভূ নয়। না, কমিউনের প্রয়োজন আছে এবং তা নিশ্চিতরূপে যৌথ খামার আন্দোলনের একটি উচ্চতর রূপ। অবশ্য, এটি বর্তমানের কমিউন সম্পর্কে প্রযোজ্য নয় যা অনুন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা এবং উৎপন্নের ঘাটতির ভিত্তিতে উদ্ভূত হয়েছিল, এবং তা নিজেই আর্টেলের অবস্থানে চলে যাচ্ছে; এটি প্রযোজ্য হল ভবিষ্যতের কমিউন সম্পর্কে এবং যার উদ্ভব ঘটবে অধিকতর উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা এবং উৎপাদনের প্রাচুর্যের ভিত্তিতে। বর্তমানের কৃষি-কমিউন একটি অনুন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা এবং উৎপন্নের

ঘাটতির ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল। প্রকৃতপক্ষে এটাই ব্যাখ্যা করে কেন কৃষি-কমিউন সমানীকরণ চালিয়েছিল এবং তার সদস্যদের ব্যক্তিগত, প্রতিদিনকার স্বার্থকে হিসেবের বিষয়ীভূত করেনি বললেই হয়, যার ফলে তা এখন আর্টেলের অবস্থানে যেতে বাধ্য হচ্ছে যাতে যৌথ খামারের চাষীদের ব্যক্তিগত এবং সর্বসাধারণের স্বার্থ যুক্তিসম্মতভাবে সংযুক্ত হচ্ছে। ভবিষ্যতের কমিউনগুলি উন্নত এবং সমৃদ্ধিশীল আর্টেলের ভিত্তিতে গড়ে উঠবে। ভবিষ্যতের কৃষি-কমিউন গড়ে উঠবে, যখন আর্টেলের জমি ও খামারগুলিতে শস্য, গৃহপালিত পশু, হাঁস-মুরগী, শাক-সব্জি এবং অন্যান্য সমস্ত উৎপন্নের প্রাচুর্য ঘটবে; যখন আর্টেলগুলির থাকবে যন্ত্রায়িত ধোবীখানা, আধুনিক রন্ধনশালা ও ভোজনকক্ষ, যন্ত্রায়িত রুটির কারখানা ইত্যাদি; যখন যৌথ খামারের চাষী দেখবে যে, তার নিজের গরু ও ক্ষুদ্র পশু-সম্পত্তি রাখার চেয়ে যৌথ খামারের মাংস ও গব্যশালা থেকে মাংস ও দুধ পাওয়া তার পক্ষে অধিকতর সুবিধাজনক; যখন যৌথ খামারের নারী চাষীরা দেখবে যে, ভোজনকক্ষে খাবার খাওয়া, সর্বসাধারণের রুটির কারখানা থেকে রুটি পাওয়া এবং তার কাপড়চোপড় সর্বসাধারণের ধোবীখানায় কাচানো নিজে এসব কাজ করার তুলনায় তার পক্ষে অধিকতর সুবিধাজনক। ভবিষ্যতের কমিউন গড়ে উঠবে অধিকতর উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা, অধিকতর সমুন্নত আর্টেল এবং উৎপন্নসমূহের প্রাচুর্যের ভিত্তিতে। কখন সেটা ঘটবে? অবশ্যই খুব শীঘ্র নয়। কিন্তু তা ঘটবে। আর্টেল থেকে ভবিষ্যৎ কমিউনে উত্তরণের প্রক্রিয়া কৃত্রিমভাবে ত্বরান্বিত করা অপরাধজনক কাজ হবে। তা সমস্ত ব্যাপার-টিতেই তালগোল পাকাবে এবং আমাদের শত্রুদের কাযকলাপ সহজতর করবে। আর্টেল থেকে ভবিষ্যৎ কমিউনে উত্তরণ অতি অবশ্য ক্রমান্বয়ে এগোবে—এগোবে ততদূর পযন্ত যখন যৌথ খামারের সমস্ত চাষীরা এরূপ উত্তরণ যে প্রয়োজনীয় সে সম্পর্কে স্থিরনিশ্চিত হবে।

আর্টেল এবং কমিউনের প্রশ্নে এরূপই হল ঘটনা।

মনে হবে এটা স্পষ্ট এবং প্রায় মৌলিক।

তথাপি পার্টি-সদস্যদের একটি অংশের মধ্যে এই প্রশ্নে যথেষ্ট পরিমাণ বিভ্রান্তি আছে। এমন অনেকে আছেন যাঁরা মনে করেন, আর্টেলকে যৌথ খামার আন্দোলনের মৌলিক রূপ ঘোষণা করে পার্টি সমাজতন্ত্রবাদ থেকে সরে গেছে, কমিউন থেকে পশ্চাদপসরণ করেছে, যৌথ খামার আন্দোলনের উচ্চতর রূপ থেকে নিম্নতর রূপে সরে এসেছে। কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে,

কেন? এটা বলা হয়ে থাকে যে, যেহেতু আর্টেলে কোন সমতা নেই, কেননা আর্টেলের সদস্যদের প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহে এবং তাদের ব্যক্তিগত, প্রতিদিনকার জীবনে পার্থক্যসমূহ বজায় রাখা হয়; বিপরীতে, কমিউনে রয়েছে সমতা, কেননা কমিউনের সদস্যদের প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহে এবং তাদের ব্যক্তিগত, প্রতিদিনকার জীবনে সমতা আনা হয়েছে। কিন্তু, প্রথমতঃ, আমাদের আর এমন কোন কমিউন নেই যেখানে সমতা রয়েছে, রয়েছে প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ এবং ব্যক্তিগত, প্রতিদিনকার জীবনে সমানীকরণ। ব্যবহারিক কাজ দেখিয়েছে যে, কমিউনগুলি যদি সমানীকরণ ত্যাগ না করত এবং তারা যদি বস্তুতঃ আর্টেলের অবস্থানে না চলে যেত তাহলে তাদের নিশ্চিত সর্বনাশ ঘটত। সুতরাং, যা আর বিদ্যমান নেই তা উল্লেখ করার কোন অর্থই হয় না। দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক লেনিনবাদী জানে—যদি সে খাঁটি লেনিনবাদী হয়—যে, প্রয়োজনীয় বস্তু এবং ব্যক্তিগত, প্রতিদিনকার জীবনের ক্ষেত্রে সমানীকরণ হল একটি প্রতিক্রিয়াশীল পেটি-বুর্জোয়া উদ্ভট ব্যাপার, যা যোগীদের কোন আদিম সম্প্রদায়ের যোগ্য, মার্কসবাদী কর্মনীতির ভিত্তিতে সংগঠিত কোন সমাজতান্ত্রিক সমাজের যোগ্য নয়; কারণ আমরা আশা করতে পারি না যে, সকল লোকের একই প্রয়োজন থাকবে, তাদের একই রুচি হবে, সকল লোকই তাদের ব্যক্তিগত, প্রতিদিনকার জীবনকে একই আদর্শের ছাঁচে ঢালাই করবে। এবং, সর্বশেষে, প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহে এবং ব্যক্তিগত, প্রতিদিনকার জীবনে শ্রমিকদের মধ্যে পার্থক্য কি এখনো বজায় রাখা হয়নি? তার অর্থ কি এই যে, শ্রমিকেরা কৃষি-কমিউনের সদস্যদের চেয়ে সমাজতন্ত্রবাদ থেকে অধিকতর দূরে?

এই সমস্ত লোক স্পষ্টতঃ মনে করে যে, সমাজবাদ দাবি করে সমানীকরণ, দাবি করে সমাজের সদস্যদের প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ এবং ব্যক্তিগত, প্রতিদিনকার জীবনকে সমান করা। বলা বাহুল্য যে, এরূপ ধারণার সঙ্গে মার্কসবাদের, লেনিনবাদের কোন সম্পর্ক নেই। সমতা বলতে মার্কসবাদের অর্থ হল, ব্যক্তিগত প্রয়োজনসমূহ এবং প্রতিদিনকার জীবনের সমানীকরণ নয়, অর্থ হল শ্রেণীসমূহের বিলোপ, অর্থাৎ (ক) পুঁজিবাদীরা উৎখাত ও সম্পত্তিচ্যুত হবার পর সমস্ত মেহনতী জনগণের শোষণ থেকে সমান মুক্তি; (খ) উৎপাদনের উপায়-উপকরণ সমগ্র সমাজের সম্পত্তিতে পরিণত হবার পর এই সমস্ত উপায়-উপকরণে সকলের জন্যই ব্যক্তিগত সম্পত্তির সমান বিলোপ; (গ) ক্ষমতা অনুসারে কাজ করায় সকলের সমান কর্তব্য এবং সম্পাদিত কাজ অনুসারে সমস্ত মেহনতী জনগণের

তার পরিবর্তে পাবার সমান অধিকার (**সমাজতান্ত্রিক সমাজ**); **ক্ষমতা অনুসারে কাজ করার সকলের সমান** কর্তব্য এবং প্রয়োজন অনুসারে সমস্ত **মেহনতী জনগণের** তার পরিবর্তে পাবার সমান অধিকার (**কমিউনিস্ট সমাজ**)। অধিকন্তু, মার্কসবাদ এই ধারণা থেকে অগ্রসর হয় যে, গুণ ও পরিমাণ সম্পর্কে জনগণের রুচি ও প্রয়োজনসমূহ অভিন্ন ও সমান নয় এবং তা হতে পারে না—তা সে সমাজতন্ত্রের সময়কালেই হোক বা সাম্যবাদের সময়কালেই হোক।

এখানেই আপনারা পাচ্ছেন সমানত্ব সম্পর্কে মার্কসবাদী ধারণা।

মার্কসবাদ অন্য কোন সমানত্ব কখনো স্বীকার করেনি, করেও না।

এ থেকে এই সিদ্ধান্ত টানা যে, সমাজতন্ত্র সমানীকরণ দাবি করে, দাবি করে সমাজের সদস্যদের প্রয়োজনসমূহ সমান করা, তাদের রুচি এবং তাদের ব্যক্তিগত, প্রতিদিনকার জীবন সমান করা—যে, মার্কসবাদী পরিকল্পনা অনুসারে সকলেরই একই কাপড়চোপড় পরতে হবে এবং একই পরিমাণের একই খাবার খেতে হবে—তা হল বাজে কথা বলা, এবং মার্কসবাদ সম্পর্কে কুৎসা করা।

এটা উপলব্ধি করার সময় হয়েছে যে মার্কসবাদ সমানীকরণের শত্রু। **কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহারেই** মার্কস ও এঙ্গেলস আদিম কাল্পনিক ও অবাস্তব সমাজতন্ত্রকে কশাঘাত করেন এবং তাকে প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যা দেন কেননা 'তা সার্বজনীন তপশ্চর্যা এবং স্থূলতম রূপের সামাজিক সমানীকরণ'[৮০] প্রচার করত। তাঁর **অ্যান্টি ডুরিং**-এ এঙ্গেলস মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের বিরোধিতায় ডুরিং যে 'আমূল সমকক্ষতাসম্পন্ন সমাজতন্ত্র' উপস্থাপিত করেন তার অবজ্ঞাপূর্ণ সমালোচনায় একটি সমগ্র অধ্যায় ব্যয় করেন।

> এঙ্গেলস বলেন, 'সমতার জন্য সর্বহারার দাবির প্রকৃত বিষয়বস্তু হল **শ্রেণীসমূহের বিলুপ্তির** জন্য দাবি। সমতার জন্য এর বাইরের কোন দাবি অবশ্যম্ভাবীরূপে উদ্ভট হয়ে দাঁড়ায়।'[৮১]

লেনিন সেই একই কথা বললেন:

> 'এঙ্গেলস হাজারগুণ সঠিক ছিলেন যখন তিনি লেখেন যে, শ্রেণীসমূহের বিলুপ্তি ব্যতীত সমতার অর্থ অন্য কিছু ধারণা করা হল অত্যন্ত অর্থহীন ও উদ্ভট কুসংস্কার। বুর্জোয়া অধ্যাপকেরা সমতার ধারণা ব্যবহার করার

চেষ্টা করে আমাদের অভিযুক্ত করেছেন এই বলে যে আমরা সমস্ত মানুষকে পরস্পরের সমান করতে চাই। নিজেরা যে হাস্যকর বস্তু আবিষ্কার করেছেন তাঁরা সমাজতন্ত্রবাদীদের তাতেই অভিযুক্ত করতে চান। কিন্তু তাঁদের অজ্ঞতার জন্য তাঁরা জানতেন না যে সমাজতন্ত্রবাদীরা—এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের সঠিক প্রতিষ্ঠাতাগণ, মার্কস ও এঙ্গেলস বলেছেন: শ্রেণীসমূহের বিলুপ্তি ছাড়া সমত্বের অর্থ যদি আর কিছু মনে করা হয়, তাহলে সমত্ব হয়ে পড়ে একটা ফাঁকা বুলি। আমরা শ্রেণীসমূহ বিলোপ করতে চাই এবং এ ব্যাপারে আমরা সমতার অনুকূলে। কিন্তু আমরা সব মানুষকে পরস্পরের সাথে পরস্পরকে সমান করতে চাই এই দাবি একটা ফাঁকা বুলি এবং বুদ্ধিজীবীদের একটা অর্থহীন আবিষ্কার' ('স্বাধীনতা ও সমতা সম্বন্ধে শ্লোগান দিয়ে জনগণকে প্রতারিত করার বিষয়ে' লেনিনের ভাষণ, **রচনাবলী**, ২৪তম খণ্ড[৮২])।

মনে হবে, এটা সুস্পষ্ট।

বুর্জোয়া লেখকেরা মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদকে জারের সময়কার ব্যারাকের আকারে চিত্রিত করতে অনুরাগী, যেখানে সব কিছু সমানীকরণের 'নীতির' অধীন। কিন্তু বুর্জোয়া লেখকদের অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার জন্য মার্কসবাদীদের দায়ী করা যায় না।

কোন সন্দেহই থাকতে পারে না যে মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদ সম্পর্কে কিছু কিছু পার্টি-সদস্যদের মনের এই বিভ্রান্তি এবং কৃষি-কমিউনসমূহের সমকক্ষমতা-সম্পন্ন ঝোঁকের প্রতি তাদের মোহ আমাদের বামপন্থী স্থূলবুদ্ধিদের পেটি-বুর্জোয়া মতামতের সঙ্গে অবিকল সদৃশ—এরা এক সময়ে কৃষি-কমিউনগুলিকে এতদূর পর্যন্ত আদর্শস্বরূপ গণ্য করেছিল যে, এরা এমনকি কলকারখানায় পর্যন্ত কমিউন স্থাপন করতে চেষ্টা করেছিল, যেখানে দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকদের স্ব-স্ব বৃত্তিতে কাজ করে তাদের মজুরীর অর্থকে একটি সাধারণ তহবিলে একত্রীভূত করতে হতো, তারপরে সেই অর্থ তাদের মধ্যে সমভাবে ভাগ হতো। আপনারা জানেন 'বামপন্থী' স্থূলবুদ্ধিদের এইসব শিশুসুলভ সমতাবাদী অনুশীলন আমাদের শিল্পের কতটা ক্ষতিসাধন করেছিল।

তাহলে আপনারা দেখছেন যে, পরাজিত পার্টি-বিরোধী গোষ্ঠীগুলির মতাদর্শের অবশেষ বরং গুরুত্বপূর্ণ অনমনীয়তা প্রকট করে।

এটা সুস্পষ্ট যে, যদি এই সমস্ত বামপন্থী মতামত পার্টিতে সাফল্যলাভ

করত, তাহলে পার্টি মার্কসবাদী পার্টি থাকত না এবং যৌথ খামার আন্দোলন চূড়ান্তভাবে ছত্রভঙ্গ হতো।

অথবা, দৃষ্টান্তস্বরূপ, '**যৌথ খামারের সমস্ত চাষীদের** উন্নতিশীল কর' এই স্লোগানটিই ধরুন। স্লোগানটি শুধু যৌথ খামারের চাষীদের সম্পর্কেই প্রযোজ্য নয়, এটা আরও বেশি প্রযোজ্য শ্রমিকদের সম্পর্কে, কারণ আমরা সমস্ত শ্রমিকদেরই উন্নতিশীল করতে চাই—চাই যে জনগণ একটি উন্নতিশীল এবং সম্পূর্ণরূপে কৃষ্টিসম্পন্ন জীবন যাপন করুক।

মনে হবে, বিষয়টি সুস্পষ্ট। যদি আমরা আমাদের জনগণের জন্য প্রাচুর্য-পূর্ণ জীবন অর্জন করতে না চাই, তাহলে ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে পুঁজিবাদ উৎখাত করা এবং এই বছরগুলি ধরে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার কোন মানেই হয় না। সমাজতন্ত্রবাদের অর্থ দারিদ্র্য ও অভাব নয়, সমাজতন্ত্রবাদের অর্থ দারিদ্র্য ও অভাবের বিলোপসাধন; সমাজতন্ত্রবাদের অর্থ হল সমাজের সমস্ত সদস্যের জন্য একটি উন্নতিশীল ও সংস্কৃতিসম্পন্ন জীবনের সংগঠন।

তথাপি, এই সুস্পষ্ট এবং একান্তভাবে প্রাথমিক স্লোগান আমাদের পার্টি-সদস্যদের একটি অংশের মধ্যে প্রচুর হতবুদ্ধিকর অবস্থা, বিভ্রান্তি ও বিহ্বলতা ঘটিয়েছে। তারা জিজ্ঞাসা করে, পার্টি যা প্রত্যাখ্যান করেছিল এটা কি সেই পুরানো স্লোগানটিতে—'নিজেদের ধনী কর' এই স্লোগানে ফিরে যাওয়া? তারা বলতে থাকে, প্রত্যেকেই যদি সমৃদ্ধ হয়, এবং আমাদের মধ্যে আর কেউই গরিব না থাকে, তাহলে আমাদের কাজে আমরা, বলশেভিকরা কাদের উপর নির্ভর করব? গরিবরা না থাকলে আমরা কিভাবে কাজ করব?

একে কৌতুকাবহ মনে হতে পারে কিন্তু পার্টি-সদস্যদের একটি অংশের মনে এরূপ হাস্যকরভাবে সরল ও লেনিনবাদ-বিরোধী মতামতের অস্তিত্ব একটি নিশ্চিত ঘটনা, এই ঘটনাকে আমাদের হিসেবে ধরতেই হবে।

সুস্পষ্টভাবে, এইসব লোক উপলব্ধি করে না যে, 'নিজেদের ধনী কর' এবং 'যৌথ খামারের সমস্ত চাষীদের উন্নত কর' এই দুটি স্লোগানের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। প্রথমতঃ, **শুধুমাত্র ব্যক্তিগত** লোকেরা অথবা গোষ্ঠীরা নিজেদের ধনী করতে পারে; বিপরীতে উন্নতিসম্পন্ন জীবন সম্পর্কে স্লোগানটি ব্যক্তিগত লোকজন বা গোষ্ঠীদের সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়, প্রযোজ্য যৌথ খামারের **সমস্ত** চাষীদের সম্পর্কে। দ্বিতীয়তঃ, **ব্যক্তিগত** লোকজন ও গোষ্ঠীগুলি অন্য লোকদের তাদের অধীন করা এবং **শোষণ করার** উদ্দেশ্যে নিজেদের ধনী

করে ; বিপরীতে, যৌথ খামারের **সমস্ত** চাষীদের **জন্য** সমৃদ্ধ জীবনের স্লোগান—যৌথ খামারে উৎপাদনের সামাজীকৃত সমস্ত উপায়-উপকরণ সহ—অন্যদের দ্বারা কতকগুলি ব্যক্তির শোষণ করার সমস্ত সম্ভাবনা **ব্যাহত করে।** তৃতীয়তঃ, 'নিজেদের ধনী কর' স্লোগানটি অনুসৃত হয়েছিল সেই সময়কালে যখন নয়া অর্থনৈতিক নীতি তার প্রারম্ভিক স্তরে ছিল, যখন পুঁজিবাদ অংশতঃ পুনরুজ্জীবিত হচ্ছিল, যখন কুলাকরা একটি শক্তি ছিল, যখন ব্যক্তিগত কৃষকের চাষবাস দেশে প্রাধান্যপূর্ণ ছিল এবং যৌথ চাষবাস ছিল প্রাথমিক অবস্থায় ; বিপরীতে, 'যৌথ খামারের সমস্ত চাষীদের উন্নত কর' স্লোগানটি দেওয়া হয়েছিল **নেপ**-এর শেষ পর্যায়ে, যখন শিল্পে পুঁজিবাদী উপাদানসমূহ বিলুপ্ত হয়ে গেছে, গ্রামাঞ্চলে কুলাকদের চূর্ণ করা হয়েছে, ব্যক্তিগত কৃষকের চাষবাসকে পেছনে ঠেলে দেওয়া হয়েছে এবং যৌথ খামার হয়ে পড়েছে কৃষির প্রাধান্যপূর্ণ রূপ। তা আবার এই ঘটনা থেকে পৃথক যে, 'যৌথ খামারের সমস্ত চাষীদের উন্নত কর' স্লোগানটি বিচ্ছিন্নভাবে দেওয়া হয়নি, স্লোগানটি 'যৌথ খামারগুলিকে বলশেভিক কর' এই স্লোগানের সঙ্গে অচ্ছেদ্যরূপে সংযুক্ত ছিল।

এটা কি স্পষ্ট নয় যে, 'নিজেদের ধনী কর', এই স্লোগানটি কার্যতঃ পুঁজিবাদ **পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার** সংগ্রাম ছিল, কিন্তু বিপরীতে 'যৌথ খামারের কৃষকদের উন্নত কর' এই স্লোগানটি হল যৌথ খামারগুলির অর্থনৈতিক ক্ষমতা বাড়িয়ে এবং যৌথ খামারের সমস্ত চাষীদের উন্নত মেহনতী জনগণে রূপান্তরিত করে পুঁজিবাদের শেষ অবশিষ্টকে চূড়ান্ত আঘাত হানবার আহ্বান ? **(সমবেত কণ্ঠস্বর : 'সম্পূর্ণ সঠিক।')**

এটা কি স্পষ্ট নয় যে এই দুটি স্লোগানের মধ্যে সাধারণ কিছু নেই এবং থাকতে পারে না ? **(সমবেত কণ্ঠস্বর : 'সম্পূর্ণ সঠিক !')**

দরিদ্রদের অস্তিত্ব ছাড়া বলশেভিক কাজকর্ম এবং সমাজতন্ত্রবাদ অকল্পনীয় এই যুক্তি এত অর্থহীন যে এ সম্পর্কে কিছু বলাও হতবুদ্ধিকর। লেনিনবাদীরা দরিদ্রদের উপর নির্ভর করে যখন পুঁজিবাদী অংশসমূহ এবং যারা পুঁজিবাদীদের দ্বারা শোষিত হয় সেই দরিদ্ররা উভয়েই অবস্থান করে। কিন্তু যখন পুঁজিবাদী অংশসমূহ চূর্ণ হয়ে গেছে এবং দরিদ্ররা শোষণ থেকে মুক্তিলাভ করেছে তখন লেনিনবাদীদের দারিদ্র্য ও দরিদ্রদের চিরস্থায়ী করা ও বজায় রাখা নয়—যাদের অস্তিত্বের ভিত্তি ইতিমধ্যেই নির্মূল হয়ে গেছে—লেনিনবাদীদের কাজ হল দারিদ্র্য বিলুপ্ত করা এবং দরিদ্রদের সমৃদ্ধ জীবনে উন্নীত

করা। এটা মনে করা অযৌক্তিক হবে যে সমাজতন্ত্রবাদকে দারিদ্র্য ও অভাবের ভিত্তির উপর ব্যক্তিগত প্রয়োজনসমূহকে কমানো এবং জীবনযাত্রার মানকে দরিদ্রদের স্তরে নামিয়ে আনার ভিত্তির উপর গড়ে তোলা যেতে পারে—বরং দরিদ্ররা নিজেরাই আর দরিদ্র থাকতে চায় না এবং তারা সমৃদ্ধিপূর্ণ জীবনের পথে এগিয়ে চলেছে। এই ধরনের তথাকথিত সমাজতন্ত্র কে চায়? এটা সমাজতন্ত্র হবে না, হবে সমাজতন্ত্রের হাস্যকর অনুকরণ। সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা যেতে পারে কেবলমাত্র সমাজতন্ত্রের উৎপাদনী শক্তিসমূহের প্রচণ্ড অগ্রগতির ভিত্তিতে, উৎপাদন এবং দ্রব্যসামগ্রীর প্রাচুর্যের ভিত্তিতে, মেহনতী জনগণের সমৃদ্ধির ভিত্তিতে, সংস্কৃতির প্রাণশক্তিসম্পন্ন অগ্রগতির ভিত্তিতে। কেননা সমাজতন্ত্রবাদ, মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদের অর্থ ব্যক্তিগত প্রয়োজনসমূহ কমানো নয়, মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদের অর্থ হল প্রয়োজনসমূহের চূড়ান্ত বিবর্ধন, পূর্ণ বিকাশ; এই সমস্ত প্রয়োজনের সংকোচন বা এগুলি মেটাতে অস্বীকৃতি নয়—অর্থ হল সংস্কৃতির দিক থেকে উন্নত মেহনতী জনগণের প্রয়োজনসমূহের পরিপূর্ণ এবং সর্বদিকে ব্যাপক তৃপ্তি বিধান।

কোন সন্দেহই থাকতে পারে না যে, দরিদ্র এবং সমৃদ্ধি সম্পর্কে পার্টির কিছু কিছু সদস্যদের এই মানসিক বিভ্রান্তি আমাদের বামপন্থী স্থূলবুদ্ধিদের মতামতের প্রতিফলন, যারা সমস্ত অবস্থাতেই বলশেভিকবাদের শাশ্বত দুর্গ বলে দরিদ্রদের আদর্শস্বরূপ হিসেবে গণ্য করে এবং যারা যৌথ খামারগুলিকে প্রচণ্ড শ্রেণী-সংগ্রামের রণক্ষেত্র বলে মনে করে।

তাহলে আপনারা দেখছেন, এখানেও এই প্রশ্নে পরাজিত পার্টি বিরোধী গোষ্ঠীসমূহের মতাদর্শের অবশেষ এখনো জীবনের উপর তাদের কঠিন দৃঢ়মুষ্টি হারায়নি।

এটা সুস্পষ্ট যে, যদি এই সমস্ত জড়বুদ্ধিসুলভ মতামত আমাদের পার্টিতে বিজয়লাভ করত, তাহলে যৌথ খামারগুলি গত দুই বছরে যে সাফল্যগুলি লাভ করেছে তা তারা লাভ করতে পারত না এবং অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে সেগুলি লণ্ডভণ্ড হতো।

অথবা, দৃষ্টান্তস্বরূপ, ধরুন **জাতিগত প্রশ্ন**। এখানেও, জাতিগত প্রশ্নের ক্ষেত্রে—ঠিক যেমন অন্যান্য প্রশ্নের ক্ষেত্রে—পার্টির একটি অংশের মতামতে একটা বিভ্রান্তি আছে যা কতকটা বিপদ সৃষ্টি করে। আমি পুঁজিবাদের উদ্বর্তনসমূহের দুর্ধর্ষতার কথা বলেছি। এটা লক্ষ্য করতে হবে যে,

অন্য কোন ক্ষেত্রের চেয়ে জনগণের মনে পুঁজিবাদের উদ্বর্তনসমূহ জাতিগত প্রশ্নের ক্ষেত্রে অনেক বেশি অনমনীয়। তারা অনমনীয় এইজন্য যে, জাতীয় পোশাক পরিধান করে তারা ভালভাবেই নিজেদের চেহারা গোপন করতে পারে। অনেকে মনে করেন যে, স্ক্রাইপনিকের বিরাগভাজন হওয়া হল একটি ব্যক্তিগত ঘটনা, নিয়মের একটি ব্যতিক্রম। এটা সত্য নয়। স্ক্রাইপনিক ও তার গোষ্ঠীর ইউক্রেনে বিরাগভাজন হওয়া একটা ব্যতিক্রম নয়। অন্যান্য জাতীয় প্রজাতন্ত্রেও কিছু কিছু কমরেডদের মধ্যে অনুরূপ নীতিভ্রষ্টতা লক্ষ্য করা যায়।

জাতীয়তাবাদের দিকে বিচ্যুতিটা কি—তা সে গ্রেট-রাশিয়ান জাতীয়তাবাদের দিকে বিচ্যুতিই হোক, বা আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের দিকে বিচ্যুতিই হোক? জাতীয়তাবাদের দিকে বিচ্যুতি হল শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতাবাদী নীতিকে বুর্জোয়াদের জাতীয়তাবাদী নীতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া। জাতীয়তাবাদের দিকে বিচ্যুতির মধ্যে প্রতিফলিত হয় সোভিয়েত প্রথাকে ধ্বংস করা এবং পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য 'নিজের' 'জাতীয়' বুর্জোয়াদের প্রচেষ্টা। আপনারা দেখছেন, এই উভয় বিচ্যুতির উৎসই এক। এটা হল লেনিনীয় আন্তর্জাতিকতাবাদ থেকে **বিপথে গমন**। আপনারা যদি এই উভয় বিচ্যুতিকে কামান দাগতে চান, তাহলে প্রধানতঃ উৎসের দিকে তাক করুন, তাক করুন যারা আন্তর্জাতিকতাবাদ থেকে বিপথে চলে যায় তাদের দিকে—আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের দিকেই হোক বা গ্রেট-রাশিয়ান জাতীয়তাবাদের দিকেই বিচ্যুতি হোক তা ভ্রূক্ষেপ না করে। (**তুমুল হর্ষধ্বনি।**)

একটা বিতর্ক আছে যে কোন্ বিচ্যুতিটি প্রধান বিপদের প্রতীক: গ্রেট-রাশিয়ান জাতীয়তাবাদের দিকে বিচ্যুতি, না আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের দিকে বিচ্যুতি। বর্তমান অবস্থায় এটি একটি আনুষ্ঠানিক এবং তাই, একটি যুক্তিহীন বিতর্ক। প্রধান এবং অপেক্ষাকৃত কম বিপদ সম্পর্কে সমস্ত অবস্থা এবং সমস্ত সময়ের উপযোগী তৈরী ব্যবস্থাপত্র দিতে চেষ্টা করা বোকামি হবে। এরূপ ব্যবস্থাপত্রের অস্তিত্ব নেই। প্রধান বিপদ হল সেই বিচ্যুতি যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে আমরা বিরত হয়েছি, এবং তাঁর দ্বারা তাকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিপদ হয়ে দাঁড়াতে দিয়েছি। (**দীর্ঘস্থায়ী হর্ষধ্বনি।**)

একেবারে হাল আমলে ইউক্রেনে ইউক্রেনী জাতীয়তাবাদের দিকে বিচ্যুতি প্রধান বিপদ ছিল না; কিন্তু যখন এর বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিরতি এল, এবং তাকে এতদূর পর্যন্ত বাড়তে দেওয়া হল যে তা হস্তক্ষেপকারীদের সাথে সংযুক্ত

হয়ে পড়ল, তখন এই বিচ্যুতি হয়ে দাঁড়াল প্রধান বিপদ। জাতিগত প্রশ্নের ক্ষেত্রে কোন্‌টি প্রধান বিপদ সেই প্রশ্নটি নিরর্থক, আনুষ্ঠানিক বিতর্কের দ্বারা নির্ধারিত হয় না, নির্ধারিত হয় কোন নির্দিষ্ট মুহূর্তে পরিস্থিতির মার্কসবাদী বিশ্লেষণের দ্বারা, নির্ধারিত হয় এই ক্ষেত্রে যেসব ভুলভ্রান্তি করা হয়েছে সেগুলির অনুধাবনের দ্বারা।

সাধারণ নীতির ক্ষেত্রে **দক্ষিণ ও 'বামপন্থী' বিচ্যুতিসমূহ** সম্পর্কেও একই কথা বলতে হবে। অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো এখানেও আমাদের পার্টির কিছু কিছু সদস্যদের মতামতে খুব কম বিভ্রান্তি নেই। কখনো কখনো দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সময় তারা 'বামপন্থী' বিচ্যুতির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম শ্লথ করে এই ধারণাতে যে তা বিপজ্জনক নয়, আর হলেও খুব বড় একটা নয়। এটি একটি গুরুতর ও বিপজ্জনক ভুল। এটি হল 'বামপন্থী' বিচ্যুতিকে সুযোগ-সুবিধা দেওয়া, যা পার্টি সদস্যের পক্ষে অননুমোদনীয়। এটা আরও বেশি অননুমোদনীয় এইজন্য যে, সম্প্রতি 'বামপন্থীরা' দক্ষিণপন্থীদের অবস্থানে সম্পূর্ণরূপে পিছলিয়ে পড়েছে, যার ফলে তাদের মধ্যে আর কোন গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য নেই।

আমরা সর্বদাই বলে এসেছি যে 'বামপন্থীরা' প্রকৃতপক্ষে হল দক্ষিণপন্থী, তারা বামপন্থী বুলি আউড়ে তাদের দক্ষিণপন্থী নীতি ও মনোভাবকে আড়াল করে রাখে। এখন 'বামপন্থীরা' নিজেরাই আমাদের বক্তব্যের সঠিকতা সমর্থন করছে। গত বছরকার ট্রট্‌স্কিপন্থী **বুলেটিনের** সংখ্যাগুলি ধরা যাক্‌—ট্রট্‌স্কিপন্থী ভদ্রলোকেরা কি দাবি করেন, কি বিষয়ে তাঁরা লেখেন, তাঁদের 'বামপন্থী' কর্মসূচী কিসে অভিব্যক্ত হয়? তাঁরা দাবি করেন: যেহেতু রাষ্ট্রীয় খামারগুলি থেকে আয় হয় না, সেইহেতু **সেগুলি ভেঙে দেওয়া হোক; অধিকাংশ যৌথ খামারগুলিকে ভেঙে দেওয়া হোক** যেহেতু সেগুলি অলীক; তাঁরা দাবি করেন: **কুলাকদের নির্মূল করার নীতি বর্জন করা; সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার নীতিতে প্রত্যাবর্তন করা** এবং যেহেতু আমাদের কতকগুলি শিল্পসংস্থা থেকে আয় হয় না, **সেইহেতু সেগুলিকে সুবিধাপ্রাপ্তদের নিকট লীজ দেওয়া।**

এখানে আপনারা পাচ্ছেন এই সমস্ত ঘৃণ্য কাপুরুষ ও আত্মসমর্পণকারীদের কর্মসূচী—ইউ. এস. এস. আর-এ পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার তাদের প্রতিবিপ্লবী কর্মসূচী!

এই কর্মসূচী ও চরম দক্ষিণপন্থীদের কর্মসূচীর মধ্যে এখানে পার্থক্য কি? স্পষ্টতঃ, কোন পার্থক্যই নেই। এ থেকে এই সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে যে, দক্ষিণ-পন্থীদের সাথে এক জোটে ঢুকবার জন্য এবং পার্টির বিরুদ্ধে যুক্ত সংগ্রাম চালাবার জন্য 'বামপন্থীরা' দক্ষিণপন্থীদের প্রতিবিপ্লবী কর্মসূচীর সঙ্গে খোলাখুলিভাবে মিলিত হয়েছে।

এর পরে কিভাবে বলা যেতে পারে যে, 'বামপন্থীরা' বিপজ্জনক নয়, অথবা হলেও খুব বড় একটা নয়? এটা কি স্পষ্ট নয় যে যারা এরূপ অর্থহীন উক্তি করে তারা লেনিনবাদের জাত-শত্রুদের লাভের উৎস হয়ে দাঁড়ায়?

এখানেও, পার্টির লাইন থেকে বিচ্যুতিসমূহের ক্ষেত্রে—তা সে সাধারণ নীতি সম্পর্কে বিচ্যুতির ক্ষেত্রেই হোক, অথবা জাতিগত প্রশ্নে বিচ্যুতির ক্ষেত্রেই হোক—আপনারা দেখছেন যে, আমাদের পার্টির কিছু কিছু সদস্যদের মন সহ জনগণের মনে পুঁজিবাদের উদ্বর্তনসমূহ কত অনমনীয়।

এখানে আমাদের মতাদর্শগত-রাজনৈতিক কাজ যার প্রশ্নে পার্টির কোন কোন স্তরে রয়েছে স্পষ্টতার অভাব, বিভ্রান্তি এবং এমনকি লেনিনবাদ থেকে সরাসরি প্রস্থান, সেই কাজের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী সমস্যার সম্মুখীন আপনারা হচ্ছেন। আর এগুলিই একমাত্র বিষয় নয়, যা পার্টির কিছু কিছু সদস্যদের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিভ্রান্তিটি প্রকট করছে।

এর পরেও কি বলা যেতে পারে যে পার্টিতে সব কিছুই ভালভাবে চলছে?

স্পষ্টতঃ, তা বলা যেতে পারে না।

মতাদর্শগত এবং রাজনৈতিক কাজের ক্ষেত্রে আমাদের কর্তব্য হল :

(১) পার্টির তাত্ত্বিক স্তর যথাযথ উচ্চতায় উন্নীত করা।

(২) পার্টির সমস্ত সংগঠনে মতাদর্শগত কাজ তীব্রতর করা।

(৩) পার্টির কর্মীদলের মধ্যে লেনিনবাদ সম্পর্কে অবিরত প্রচারকার্য চালিয়ে যাওয়া।

(৪) পার্টি-সংগঠনগুলিকে এবং তাদের ঘিরে রয়েছে যে সমস্ত পার্টি-বহির্ভূত সক্রিয় কর্মীগণ তাদের লেনিনবাদী আন্তর্জাতিকতার নীতি ও মনোভাবে প্রশিক্ষিত করা।

(৫) মার্কসবাদ-লেনিনবাদ থেকে কিছু কিছু কমরেডের বিচ্যুতিকে এড়িয়ে না গিয়ে তাদের সাহসের সঙ্গে সমালোচনা করা।

(৬) লেনিনবাদের বিরোধী মতাদর্শকে এবং তার বিরোধী ঝোঁকসমূহের মতাদর্শের অবশিষ্টকে রীতিবদ্ধভাবে উদ্‌ঘাটিত করা।

২। সাংগঠনিক নেতৃত্বের প্রশ্ন

আমাদের সাফল্যগুলির কথা আমি বলেছি। জাতীয় অর্থনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এবং পার্টিতে লেনিনবাদ-বিরোধী গোষ্ঠীগুলিকে পরাজিত করার ক্ষেত্রে পার্টি-লাইনের বিজয়লাভের কথাও আমি বলেছি। আমাদের বিজয়ের ঐতিহাসিক তাৎপর্যের কথা আমি বলেছি। কিন্তু তার অর্থ এটা নয় যে আমরা সর্বত্র এবং সমস্ত ব্যাপারেই বিজয় অর্জন করেছি ও সমস্ত প্রশ্নেরই মীমাংসা ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। বাস্তব জীবনে এরূপ সাফল্য এবং এরূপ বিজয় ঘটে না। প্রচুর অমীমাংসিত সমস্যা এবং সমস্তরকমের ত্রুটিবিচ্যুতি এখনো আমাদের রয়েছে। সমাধানের প্রতীক্ষায় আমাদের সামনে রয়েছে বহু সমস্যা। কিন্তু নিঃসন্দেহে এর অর্থ হল যে, জরুরী এবং আশু সমস্যাগুলির অধিকাংশের সফল সমাধান হয়েছে এবং এই অর্থে আমাদের পার্টির অতি মহান বিজয় সন্দেহাতীত!

এখানে প্রশ্ন ওঠে: কোন্ সংগ্রাম, কোন্ প্রচেষ্টার পরিণতিতে এই বিজয় সংঘটিত হয়েছিল, প্রকৃতপক্ষে কেমন করে অর্জিত হয়েছিল?

কিছু কিছু লোক ভাবে যে, আপনা থেকে বিজয়লাভ ঘটবার পক্ষে যেন একটি সঠিক পার্টি কর্মনীতি রচনা করা, সবার কানে পৌঁছিয়ে দেবার জন্য তা ঘোষণা করা, সাধারণ তত্ত্ব ও প্রস্তাবসমূহের রূপে কর্মনীতিকে বর্ণনা করা এবং সর্বসম্মতভাবে তা ভোটে পাশ করিয়ে নেওয়াই যথেষ্ট। এটা অবশ্যই ভুল। এটা একটা জাজ্বল্যমান ভ্রান্তি। শুধুমাত্র অসংশোধনীয় আমলাতান্ত্রিকেরা এবং দীর্ঘসূত্রীরা এভাবে ভাবতে পারে। বস্তুতঃ এইসব সাফল্য ও বিজয় আপনা থেকে আসেনি, এসেছে পার্টি-লাইনের প্রয়োগে প্রচণ্ড সংগ্রামের ফলশ্রুতিতে। জয়লাভ কখনো আপনা থেকে ঘটে না—সাধারণতঃ কঠোর প্রচেষ্টার দ্বারা জয় অর্জন করতে হয়। পার্টির সাধারণ কর্মনীতির অনুকূলে সুষ্ঠু প্রস্তাব ও ঘোষণাসমূহ হল সবেমাত্র সূচনা; সেগুলি শুধুমাত্র জয়লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে কিন্তু তা খোদ জয়লাভ নয়। সঠিক কর্মনীতি রচিত হওয়ার পর, সমস্যার সঠিক সমাধান খুঁজে পাবার পর, সাফল্য নির্ভর করে কাজটি কিভাবে সংগঠিত হয় তার উপর; নির্ভর করে পার্টির কর্মনীতি

সম্পাদন করার জন্য সংগ্রামের সংগঠনের উপর; সঠিক কর্মীবৃন্দ নির্বাচনের উপর; নেতৃস্থানীয় সংস্থাসমূহের সিদ্ধান্তের কার্যে রূপদান পরীক্ষা করে দেখার উপর। অন্যথায় পার্টির সঠিক কর্মনীতি এবং সঠিক সমাধানসমূহ গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার বিপদে পড়ে। তার থেকেও বেশি, সঠিক রাজনৈতিক কর্মনীতি উপস্থাপিত হবার পর খোদ রাজনৈতিক কর্মনীতির ভবিষ্যৎ, তার সাফল্য বা ব্যর্থতা সহ সব কিছু সাংগঠনিক কাজ ধার্য করে।

প্রকৃতপক্ষে, বিজয় অর্জিত হয়েছিল পার্টি-লাইন সম্পাদন করার পথে সমস্ত রকম অসুবিধার বিরুদ্ধে সুনিয়ন্ত্রিত এবং প্রচণ্ড সংগ্রামের দ্বারা; অর্জিত হয়েছিল এইসব অসুবিধাকে পরাস্ত করে; এই সমস্ত অসুবিধা পরাস্ত করার করণীয় কাজের জন্য পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণীকে সমবেত ও সক্রিয় করে; অসুবিধাগুলি পরাস্ত করার জন্য সংগ্রাম সংগঠিত করে; অদক্ষ কার্যনির্বাহকদের অপসারিত করে এবং অসুবিধাগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে সক্ষম দক্ষতর কার্যনির্বাহকদের মনোনীত করে।

এই সমস্ত অসুবিধা কি এবং কোথায় সেগুলি নিহিত আছে?

এই অসুবিধাগুলি হল আমাদের সাংগঠনিক কাজ এবং আমাদের সাংগঠনিক নেতৃত্বের অসুবিধা। সেগুলি রয়েছে আমাদের নিজেদের মধ্যে, আমাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে, আমাদের সংগঠনসমূহের মধ্যে, আমাদের পার্টি, সোভিয়েত, অর্থনৈতিক, ট্রেড ইউনিয়ন, যুব কমিউনিস্ট লীগ এবং অন্যান্য সমস্ত সংগঠনের যন্ত্রের মধ্যে।

আমাদের এটা অবশ্যই বুঝতে হবে যে, আমাদের পার্টির, সোভিয়েতের, অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য সংগঠনের ও তাদের নেতাদের শক্তি ও মর্যাদা অভূতপূর্ব মাত্রায় বেড়েছে। এবং ঠিক যেহেতু তাদের শক্তি ও মর্যাদা অভূতপূর্ব মাত্রায় বেড়েছে, সেইহেতু তাদের কাজ এখন সব কিছু, অথবা প্রায় সব কিছু নির্ধারণ করে। তথাকথিত বাস্তব অবস্থাসমূহ উল্লেখ করার কোন ন্যায্যতা থাকতে পারে না। এখন যখন পার্টির রাজনৈতিক লাইনের সঠিকতা কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতার দ্বারা সমর্থিত ও অনুমোদিত হয়েছে এবং পার্টির এই লাইন সমর্থন করতে শ্রমিক ও কৃষকদের প্রস্তুতিতে আর কোন সন্দেহ নেই, তখন তথাকথিত বাস্তব অবস্থার ভূমিকা এখন সর্বনিম্ন পর্যায়ে হ্রাস পেয়েছে; তদ্বিপরীতে আমাদের সংগঠনসমূহের এবং তাদের নেতাদের ভূমিকা চূড়ান্ত ও অসাধারণ হয়ে পড়েছে। এর অর্থ কি? এর অর্থ হল এই যে, এখন থেকে

আমাদের কাজের ব্যর্থতা ও ত্রুটিবিচ্যুতির দায়িত্ব নির্ভর করবে 'বাস্তব' অবস্থার উপর নয়, নির্ভর করবে আমাদের, একমাত্র আমাদেরই উপর।

আমাদের পার্টিতে ২০ লক্ষের বেশি সদস্য ও প্রার্থীসদস্য আছে। যুব কমিউনিস্ট লীগে আছে সদস্য ও প্রার্থীসদস্য মিলিয়ে ৪০ লক্ষের বেশি। আমাদের আছে ৩০ লক্ষের বেশি শ্রমিক ও কৃষক সংবাদদাতা। আকাশপথে ও রাসায়নিক প্রতিরক্ষার উন্নতিবর্ধন করার সোসাইটির আছে ১ কোটি ২০ লক্ষের বেশি সদস্য। ট্রেড ইউনিয়নগুলির সদস্য-সংখ্যা ১ কোটি ৭০ লক্ষের বেশি। আমরা আমাদের সাফল্যগুলির জন্য এই সংগঠনগুলির কাছেই ঋণী। এবং যদি এই ধরনের সংগঠনের অস্তিত্ব ও এরূপ সম্ভাবনাসমূহ সত্ত্বেও—যা সাফল্য অর্জনকে সহজতর করে—আমাদের যদি এখনো কাজে বেশ ভাল সংখ্যক ত্রুটিবিচ্যুতি এবং বেশ কিছু ব্যর্থতা ঘটে, তাহলে আমরা নিজেরাই, আমাদের সাংগঠনিক কাজ এবং আমাদের অদক্ষ সাংগঠনিক নেতৃত্বই এর জন্য দোষী।

প্রশাসনিক যন্ত্রে আমলাতন্ত্র এবং লাল ফিতে; খাঁটি ও বাস্তব নেতৃত্বের বদলে 'সাধারণ নেতৃত্ব' সম্পর্কে বাজে বকবকানি; আমাদের সংগঠনগুলির কর্তব্যমূলক কাঠামো; কাজকর্মে ব্যক্তিগত দায়িত্বের অভাব এবং মজুরীর সমানীকরণ; সিদ্ধান্তগুলির বাস্তবায়নের প্রশ্নে সুসম্বদ্ধভাবে পরীক্ষা করে দেখার অভাব; আত্মসমালোচনার ভীতি—এইগুলিই হল আমাদের অসুবিধাগুলির উৎস; এখানেই এখন আমাদের অসুবিধাগুলি নিহিত।

এটা মনে করা মূর্খামি হবে যে এই সমস্ত অসুবিধাকে প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তের দ্বারা অতিক্রম করা যায়। ক্ষমতাসীন আমলারা এবং লাল ফিতের অনুসরণকারীরা কথায় পার্টির ও সরকারী সিদ্ধান্তগুলির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করার বিদ্যায় এবং কাজে সেসব বানচাল করার ক্ষেত্রে বহুদিন ধরে সম্পূর্ণ দক্ষতা দেখিয়েছে। এই সমস্ত অসুবিধা অতিক্রম করতে আমাদের সাংগঠনিক কার্যকলাপ এবং পার্টির রাজনৈতিক লাইনের প্রয়োজনীয় শর্তের মধ্যেকার অসমতার অবসান করা প্রয়োজন ছিল; প্রয়োজন ছিল জাতীয় অর্থনীতির সমস্ত ক্ষেত্রে সাংগঠনিক নেতৃত্বের স্তরকে রাজনৈতিক নেতৃত্বের স্তরে উন্নীত করা; প্রয়োজন ছিল এদিকে নজর দেওয়া যেন আমাদের সাংগঠনিক কাজ পার্টির রাজনৈতিক স্লোগান এবং সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন সুনিশ্চিত করে।

এই সমস্ত অসুবিধা অতিক্রম করতে এবং সাফল্য অর্জন করতে প্রয়োজন

ছিল সেগুলি নিশ্চিহ্ন করার জন্য সংগ্রাম সংগঠিত করা; প্রয়োজন ছিল ব্যাপক শ্রমিক ও কৃষক জনতাকে এই সংগ্রামে টেনে আনা; খোদ পার্টিকে সক্রিয় করা; প্রয়োজন ছিল পার্টি ও অর্থনৈতিক সংগঠনগুলিকে অনির্ভরযোগ্য, শিথিল, এবং অধঃপতিত লোকজন থেকে মুক্ত করা।

এরজন্য কি প্রয়োজন ছিল?

প্রয়োজন ছিল এইগুলি সংগঠিত করা:

(১) আত্মসমালোচনার পরিপূর্ণ বিকাশ এবং আমাদের কাজে ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহের উদ্‌ঘাটন।

(২) অসুবিধাগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য পার্টি, সোভিয়েত, অর্থনৈতিক, ট্রেড ইউনিয়ন এবং যুব কমিউনিস্ট লীগ সংগঠনগুলিকে জমায়েত ও সক্রিয় করা।

(৩) পার্টি ও সরকারের শ্লোগান ও সিদ্ধান্তগুলির প্রয়োগের জন্য সংগ্রাম করতে ব্যাপক শ্রমিক ও কৃষক জনতাকে জমায়েত ও সক্রিয় করা।

(৪) মেহনতী জনগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্বমূলক প্রতিযোগিতা ও শক-ব্রিগেডের কাজের পরিপূর্ণ বিকাশ।

(৫) মেশিন ও ট্রাক্টর স্টেশন এবং রাষ্ট্রীয় খামারগুলির রাজনৈতিক বিভাগসমূহের ব্যাপক জালবিস্তার এবং পার্টি ও সোভিয়েত নেতৃত্বকে গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর করে তোলা।

(৬) গণ-কমিশারমণ্ডলী, প্রধান প্রধান বোর্ড এবং ট্রাস্টগুলিকে আরও বিভক্ত করা এবং অর্থনৈতিক নেতৃত্বকে কর্মসংস্থাগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর করে তোলা।

(৭) কাজকর্মে ব্যক্তিগত দায়িত্বের অভাবের বিলোপসাধন এবং মজুরী সমানীকরণ নির্মূল করা।

(৮) 'কর্তব্যমূলক' প্রথার নিশ্চিহ্নকরণ, ব্যক্তিগত দায়িত্বের সম্প্রসারণ এবং কলেজিয়াম-পরিচালনার বিলোপসাধনের দিকে লক্ষ্যীভূত নীতি রূপায়ণ।

(৯) সিদ্ধান্তগুলি বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তার তদারক বৃদ্ধি এবং এই তদারক আরও বাড়ানোর উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশন এবং শ্রমিক ও কৃষকদের পরিদর্শন পুনঃসংগঠিত করার দিকে লক্ষ্যীভূত নীতি রূপায়ণ।

(১০) দক্ষ কর্মীদের অফিস থেকে উৎপাদনের অধিকতর নিকট পদে স্থানান্তরণ।

(১১) সংশোধনের অযোগ্য ক্ষমতাহীন আমলাদের এবং দীর্ঘসূত্রী আমলাতান্ত্রিকদের মুখোস খুলে দেওয়া এবং প্রশাসনিক যন্ত্র থেকে তাদের বহিষ্করণ।

(১২) যে সমস্ত ব্যক্তি পার্টি এবং সরকারের সিদ্ধান্তগুলিকে লংঘন করে তাদের, 'দেশ্‌নাই-কাজে-পারদর্শী' এবং বাক্‌সর্বস্ব ব্যক্তিদের তাদের পদ থেকে অপসারণ ও তাদের জায়গায় নতুন নতুন লোকদের উন্নীতকরণ— ব্যবসাদারসুলভ সুশৃংখল এবং চটপটে লোক যারা তাদের উপর ন্যস্ত কাজকর্ম বাস্তবে পরিচালনা করতে এবং পার্টি ও সোভিয়েত নিয়মানুবর্তিতা জোরদার করতে সক্ষম।

(১৩) সোভিয়েত এবং অর্থনৈতিক সংগঠনগুলিকে শুদ্ধ করা এবং তাদের কর্মীসংখ্যা কমানো।

(১৪) সবশেষে, অনির্ভরযোগ্য এবং অধঃপতিত লোকজন থেকে পার্টিকে বিমুক্ত করা।

অসুবিধাগুলি অতিক্রম করতে, আমাদের সাংগঠনিক কাজকে রাজনৈতিক নেতৃত্বের লক্ষ্যের স্তরে উন্নীত করতে এবং এইভাবে পার্টি লাইনের প্রয়োগ সুনিশ্চিত করতে মোটের উপর এগুলিই হল ব্যবস্থা যা পার্টির গ্রহণ করতে হবে।

আপনারা জানেন যে, সমীক্ষাধীন সময়কালে ঠিক এইভাবেই পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি তার সাংগঠনিক কাজকর্ম সম্পাদন করেছিল।

এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় কমিটি লেনিনের এই অত্যুৎকৃষ্ট চিন্তা দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল যে, সাংগঠনিক কাজে প্রধান জিনিস হল **কর্মীবৃন্দ মনোনীত করা এবং কাজের বাস্তবায়ন পরীক্ষা করে দেখা।**

সঠিক লোকদের **মনোনীত করা** এবং যারা তাদের উপর স্থাপিত আস্থার ন্যায্যতা প্রতিপাদন করতে ব্যর্থ হয় তাদের পদচ্যুত করা সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই।

যাদের অপসারণ করা সম্পর্কে আমাদের মধ্যে কোন মতদ্বৈধতা নেই, সেই ক্ষমতাহীন আমলা এবং দীর্ঘসূত্রী আমলাতান্ত্রিকরা ব্যতীত দুই ধরনের কার্যনির্বাহক আছে যারা আমাদের কাজের গতিবেগ শ্লথ করে, কাজ ব্যাহত করে এবং আমাদের অগ্রগতি রোধ করে।

এইসব কার্যনির্বাহকদের অন্যতম হল সেইসব লোক যারা অতীতে কিছু কিছু কাজ দিয়েছে, যারা কেউকেটা হয়ে দাঁড়িয়েছে, যারা মনে করে যে,

পার্টির সিদ্ধান্ত এবং সোভিয়েতের আইনসমূহ তাদের জন্য নয়, সেগুলি হল বোকাদের জন্য। এই লোকগুলি পার্টি ও সরকারের সিদ্ধান্তগুলি কাজে পরিণত করা তাদের কর্তব্য বলে মনে করে না এবং এইভাবে তারা পার্টির ও রাষ্ট্রের শৃংখলার বনিয়াদ ধ্বংস করে। তারা পার্টির সিদ্ধান্ত ও সোভিয়েতের আইন লংঘনের সময় কিসের উপর নির্ভর করে? তারা ধরে নেয় যে, তাদের অতীত সেবার জন্য সোভিয়েত সরকার তাদের গায়ে হাত দিতে সাহস করবে না। এইসব অতিশয় আত্মগর্বী কেউকেটারা মনে করে যে, তাদের বদলী মিলবে না এবং তারা নিরাপদে নেতৃস্থানীয় সংস্থাগুলির সিদ্ধান্ত লংঘন করতে পারে। এই ধরনের কার্যনির্বাহকদের সম্পর্কে কি করতে হবে? তাদের অতীতের সেবা নির্বিশেষে নেতৃস্থানীয় পদ থেকে নির্দ্বিধায় অতি অবশ্য অপসারণ করতে হবে। (**সমবেত কণ্ঠস্বর:** 'সম্পূর্ণ সঠিক!') তাদের অতি অবশ্য নিম্নতর পদে অবনতি ঘটাতে হবে এবং সংবাদপত্রে তা ঘোষণা করতে হবে। (**সমবেত কণ্ঠস্বর:** 'সম্পূর্ণ সঠিক!') এইসব আত্মগর্বী কেউকেটা আমলাদের কিছুটা নিস্তেজ করা এবং তাদের যথাযথ স্থানে স্থাপন করার জন্য এটা অবশ্য প্রয়োজনীয়। আমাদের সমগ্র কাজে পার্টি ও সোভিয়েত শৃংখলা জোরদার করার জন্য এটা অবশ্য প্রয়োজনীয়। (**সমবেত কণ্ঠস্বর:** 'সম্পূর্ণ সঠিক!' **হর্ষধ্বনি।**)

এখন দ্বিতীয় ধরনের কার্যনির্বাহকদের সম্পর্কে। আমার মনে রয়েছে বাক্-সর্বস্বদের কথা—আমি বলব এরা সৎ বাক্সর্বস্ব (**হাস্য**), এরা সেইসব ব্যক্তি যারা সৎ এবং সোভিয়েত ক্ষমতার প্রতি অনুগত কিন্তু যারা নেতৃত্বদানে কোন জিনিস গড়ে তুলতে অক্ষম। গত বছর এরূপ একজন কমরেডের, অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় কমরেডের সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয়েছিল; কিন্তু এই কমরেডটি একজন অসংশোধনীয় বাচাল, কোন জীবন্ত প্রতিষ্ঠানকে বাক্যের বন্যায় ডুবিয়ে দিতে সক্ষম। কথাবার্তাটি হল এইরকম:

আমি: বীজ বপনের ব্যাপারে আপনারা কতদূর অগ্রসর হয়েছেন?

তিনি: কমরেড স্তালিন, বীজ বপনের ব্যাপারে? আমরা নিজেদের সক্রিয় রেখেছি। (**হাস্য।**)

আমি: ভাল, তারপরে?

তিনি: বিষয়টিকে আমরা যথাযথভাবে উপস্থাপিত করেছি। (**হাস্য।**)

আমি: তারপরে?

তিনি : কমরেড স্তালিন, একটা মোড়, শীঘ্রই মোড় ফিরবে। (**হাস্য**।)

আমি : কিন্তু তাহলেও ?

তিনি : আমরা কিছুটা উন্নতির লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। (**হাস্য**।)

আমি : কিন্তু তাহলেও, বীজ বপনের ব্যাপারে আপনারা কতদূর অগ্রসর হয়েছেন ?

তিনি : কমরেড স্তালিন, বীজ বপনের ব্যাপারে এ পর্যন্ত আমাদের কোন অগ্রগতিই হয়নি। (**সাধারণ হাস্যধ্বনি**।)

এখানে আপনারা পাচ্ছেন বাক্সর্বস্বতা সম্পর্কে একটা স্পষ্ট বর্ণনা। তারা নিজেদের জমায়েত ও সক্রিয় করেছে, বিষয়টি যথাযথভাবে উপস্থিত করেছে, তাদের মোড় ফিরেছে, কিছুটা উন্নতি ঘটেছে, কিন্তু ব্যাপারটা যেখানে ছিল সেখানেই রয়ে গেছে।

একজন ইউক্রেনী শ্রমিককে কোন একটা সংগঠনের নির্দিষ্ট লাইন আছে কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি সেই সংগঠনটির অবস্থা সম্প্রতি ঠিক এইভাবে বর্ণনা করেছিলেন : তিনি বলেন, 'আচ্ছা, তাদের লাইন সম্পর্কে · তা তাদের একটা লাইন ঠিকই আছে বটে, তবে মনে হয় না তারা কোন কাজ করছে।' (**সাধারণ হাস্যধ্বনি**।) স্পষ্টতঃই, সেই সংগঠনটিতেও সৎ বাগাড়ম্বর-প্রিয় ব্যক্তিরা আছে।

এইসব বাকসর্বস্ব ব্যক্তিদের যখন পদচ্যুত করা হয় এবং পরিচালন কার্য থেকে সরিয়ে নিয়ে দূরে কোনও কাজ দেওয়া হয় তখন তাঁরা সবিস্ময়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে প্রশ্ন করেন : 'আমাদের পদচ্যুত করা হল কেন ? কাজ শেষ করার জন্য যা যা করা দরকার ছিল তা কি আমরা করিনি ? আমরা কি শক-ব্রিগেড কর্মীদের সমাবেশ সংগঠিত করিনি ? এইসব শক্-ব্রিগেড কর্মীদের সম্মেলনে পার্টির ও সরকারের স্লোগানগুলি কি আমরা প্রচার করিনি ? আমরা কি কেন্দ্রীয় কমিটির সমগ্র পলিটব্যুরোকে সম্মানীয় সভাপতিমণ্ডলীতে নির্বাচন করিনি ? (**সাধারণ হাস্যরোল**।) আমরা কি কমরেড স্তালিনকে অভিনন্দন-বাণী পাঠাইনি—আমাদের কাছ থেকে আপনারা আর কি চান ? (**সাধারণ হাস্যরোল**।)

সংশোধনের অতীত এইসব বাক্সর্বস্ব ব্যক্তিদের নিয়ে কি করা যায় ? কারণ, এদের যদি পরিচালনকার্যে রাখা হয়, তাহলে এরা প্রাণবন্ত কর্মপ্রচেষ্টাকে অফুরন্ত বক্তৃতার বানের জলে ডুবিয়ে দেবে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, প্রধান

প্রধান পদ থেকে তাদের সরাতেই হবে এবং পরিচালনকার্য ছাড়া অন্য কোনও কাজ তাদের দিতে হবে। পরিচালনার কাজে বাক্‌সর্বস্ব ব্যক্তিদের স্থান নেই। (**সমবেত কণ্ঠস্বর :** 'খুব সঠিক !' **হর্ষধ্বনি।**)

কেন্দ্রীয় কমিটি কিভাবে রাষ্ট্রীয় সংস্থার ও অর্থনৈতিক সংস্থার কর্মী নির্বাচনের কাজ সম্পন্ন করেছে এবং সিদ্ধান্তগুলির বাস্তবায়ন পরীক্ষা করবার ব্যবস্থা জোরালো করেছে, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমি ইতিমধ্যে দিয়েছি। কমরেড কাগানোভিচ কংগ্রেসের কার্যসূচীর তৃতীয় দফা সম্বন্ধে তাঁর রিপোর্টে এই বিষয়টি আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবেন।

তবে, সিদ্ধান্তগুলির বাস্তবায়নের অতিরিক্ত পরীক্ষা সম্পর্কে আরও কাজের বিষয়ে আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই।

আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে ও লাল ফিতের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য সিদ্ধান্তগুলির বাস্তবায়ন পরীক্ষা করার সঠিক সংগঠন চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিচালক সংস্থাগুলির সিদ্ধান্ত কি বাস্তবে পরিণত হচ্ছে, না আমলারা বা লাল ফিতেওয়ালারা সেগুলি বানচাল করছে? সিদ্ধান্তগুলি কি ঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয়, না তাদের বিকৃত করা হয়? কর্মপরিচালন যন্ত্রে কি বিবেকবুদ্ধির সঙ্গে বলশেভিক পদ্ধতিতে কাজ হয়, না সেখানে উদ্দেশ্যহীনভাবে কাজ চলে? সিদ্ধান্তগুলির বাস্তবায়ন সম্পর্কে সুসংগঠিত পরীক্ষা-ব্যবস্থার দ্বারাই কেবল এই বিষয়গুলি চট্‌ করে বোঝা যায়। সিদ্ধান্তগুলির বাস্তবায়নের সুসংগঠিত পরীক্ষা হচ্ছে সার্চ-লাইট; কর্মপরিচালন যন্ত্র কিভাবে চলছে, তা এই আলোর সাহায্যে যে-কোন সময় দেখা যায় এবং আমলা ও লাল ফিতেওয়ালাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়। সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন পরীক্ষা করে দেখার যথাযথভাবে সুসংগঠিত ব্যবস্থা না থাকাই আমাদের নয়-দশমাংশ ত্রুটিবিচ্যুতি ও ব্যর্থতার কারণ। এই বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে, এরূপ পরীক্ষা ব্যবস্থা থাকলে ত্রুটি ও ব্যর্থতা রোধ করা নিশ্চয়ই সম্ভব হতো।

বাস্তবায়ন-পরীক্ষা সফল করার জন্য অন্তত: দুটি শর্ত পালিত হওয়া প্রয়োজন: প্রথমতঃ, নিয়মিতভাবে বাস্তবায়নকে পরীক্ষা করতে হবে—আক্ষেপাত্মকভাবে নয়; দ্বিতীয়তঃ, পার্টির, সোভিয়েতের এবং অর্থনৈতিক সংস্থাগুলির সমস্ত বিভাগে বাস্তবায়ন পরীক্ষা কার্যের ভার দ্বিতীয় স্তরের লোকদের উপর দিলে চলবে না, যথেষ্ট ক্ষমতাসম্পন্ন লোকদের হাতে—সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির যারা নেতা তাদের হাতে এই কাজ দিতে হবে।

সমস্ত শীর্ষস্থানীয় কেন্দ্রীয় সংস্থার পক্ষে বাস্তবায়ন-পরীক্ষার উপযুক্ত সংগঠন সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। শ্রমিক ও কৃষকদের পরিদর্শনের যে সাংগঠনিক কাঠামো, তাতে বাস্তবায়ন-পরীক্ষার সুরচিত প্রণালীর প্রয়োজন মেটাতে পারে না। কয়েক বছর আগে অর্থনৈতিক কাজকর্ম যখন অপেক্ষাকৃত সহজ ও কম সন্তোষজনক ছিল এবং যখন আমরা সমস্ত গণ-কমিশারমণ্ডলীর ও অর্থনৈতিক সংস্থার কাজ পরিদর্শন করা সম্ভব বলে মনে করতে পারতাম, তখন শ্রমিক ও কৃষকদের পরিদর্শন যথাযথরূপই ছিল। কিন্তু বর্তমানে যখন আমাদের অর্থনৈতিক কাজকর্মের প্রসার ঘটেছে ও তা আরও জটিল হয়েছে এবং যখন একটি কেন্দ্র থেকে তার পরিদর্শন আর সম্ভব নয় বা তার প্রয়োজন নেই, তখন শ্রমিক ও কৃষকদের পরিদর্শন অতি অবশ্য পুনঃসংগঠিত করতে হবে। এখন আমাদের যেটা প্রয়োজন, সেটা পরিদর্শন নয়—প্রয়োজন হল কেন্দ্রের সিদ্ধান্তগুলির বাস্তবায়ন পরীক্ষা করা, কেন্দ্রের সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন নিয়ন্ত্রিত করা। আমাদের এখন এমন একটি সংগঠন আবশ্যক, যা প্রত্যেক বিষয়কে ও প্রত্যেক ব্যক্তিকে পর্যবেক্ষণের সার্বজনীন লক্ষ্য নিয়ে কাজে আত্মনিয়োগ করবে না,—যা নিয়ন্ত্রণের কাজের উপর, সোভিয়েত শক্তির কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির বাস্তবায়ন পরীক্ষা করার কাজের উপর তার সমগ্র মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে পারবে। ইউ. এস. এস. আর-এর গণ-কমিশার পরিষদের অধীনে একটি সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণ কমিশনই কেবল এরূপ একটি সংগঠন হতে পারে, যা গণ-কমিশার পরিষদের অধীনে কাজ করবে, যার স্থানীয় প্রতিনিধিরা স্থানীয় সংস্থাসমূহের প্রভাব-বহির্ভূত থাকবে। এবং এই সংগঠনের যাতে যথেষ্ট ক্ষমতা থাকে এবং প্রয়োজন হলে কোন দায়িত্বপূর্ণ কার্যনির্বাহকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারে তার জন্য সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণ কমিশনের প্রার্থীরা অতি অবশ্য পার্টি কংগ্রেসের দ্বারা মনোনীত হবেন এবং গণ-কমিশার পরিষদের ও ইউ. এস. এস. আর-এর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ অনুমোদন করবে। আমার মনে হয়, একমাত্র এই ধরনের সংগঠনই সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণকে এবং সোভিয়েত নিয়মানুবর্তিতাকে শক্তিশালী করতে পারবে।

সকলেই ভালভাবে জানেন যে প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ পার্টিতে বিভেদ রোধ করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশন গঠিত হয়েছিল। আপনারা জানেন যে, একসময়ে সত্যই বিভেদ ঘটার সম্ভাবনা দেখা দেয়। আপনারা এ কথাও জানেন যে, কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশন এবং তার সংগঠনগুলি বিভেদের আশংকা দূর করতে সক্ষম হয়েছিল। এখন বিভেদের আশংকা আর

নেই। কিন্তু পক্ষান্তরে, আমাদের এমন একটি সংগঠনের জরুরী প্রয়োজন যা প্রধানতঃ পার্টির ও কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তগুলির বাস্তবায়ন পরীক্ষা করার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করতে পারে। সি. পি. এস. ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটির অধীন পার্টি নিয়ন্ত্রণ কমিশনই কেবল তেমন সংগঠন হতে পারে; পার্টির ও কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশে এই সংগঠন কাজ করবে, অঞ্চলগুলিতে তার প্রতিনিধিরা থাকবে, এবং সে-সব প্রতিনিধি আঞ্চলিক সংগঠনগুলির প্রভাব-বহির্ভূত থাকবে। স্বভাবতঃই, এরূপ দায়িত্বসম্পন্ন সংগঠনের যথেষ্ট ক্ষমতা থাকবে। এই সংগঠনের যাতে যথেষ্ট ক্ষমতা থাকে এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যসহ যে-কোন দায়িত্বসম্পন্ন কার্যনির্বাহক অপরাধ করলে, তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের ক্ষমতা এই কমিশন যাতে লাভ করে সেজন্য এই কমিশনের সদস্য নিয়োগের ও তাদের পদচ্যুত করার ক্ষমতা একমাত্র পার্টির সর্বোচ্চ সংস্থার উপর অর্থাৎ পার্টি কংগ্রেসের উপর অর্পিত হবে। কোন সন্দেহ নেই যে, এই ধরনের সংগঠন পার্টির কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন নিয়ন্ত্রণের এবং পার্টির নিয়মানুবর্তিতা শক্তিশালী করার নিশ্চয়তা সৃষ্টি করতে সম্পূর্ণ সক্ষম হবে।

সাংগঠনিক নেতৃত্ব সংক্রান্ত প্রশ্নের বিষয়টি এইরকম।

সাংগঠনিক কার্যের ক্ষেত্রে আমাদের কর্তব্য হল:

(১) পার্টির রাজনৈতিক কর্মপন্থার সঙ্গে সাংগঠনিক কার্যের সঙ্গতি রক্ষা করে চলা;

(২) সাংগঠনিক নেতৃত্বকে রাজনৈতিক নেতৃত্বের স্তরে উন্নীত করা;

(৩) সাংগঠনিক নেতৃত্ব যাতে পার্টির রাজনৈতিক শ্লোগান ও সিদ্ধান্তগুলি বাস্তবে পরিণত করার পূর্ণ নিশ্চয়তা সৃষ্টি করতে পারে, তার ব্যবস্থা করা।

কমরেডগণ, আমি আমার রিপোর্টের শেষ অংশে আসছি।

এ থেকে কোন্ কোন্ সিদ্ধান্ত টানা যাবে?

প্রত্যেকেই এখন স্বীকার করেন যে, আমাদের সাফল্যগুলি বিরাট এবং অসাধারণ। অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের দেশ শিল্পায়নের ও যৌথীকরণের পথে রূপান্তরিত হয়েছে। সাফল্যের সঙ্গে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার

বাস্তবায়ন ঘটেছে। এতে আমাদের শ্রমিকদের মনে গর্বের উদ্রেক হয়েছে এবং তাদের আত্মবিশ্বাস বেড়েছে।

এটা অবশ্য খুব ভাল কথা। কিন্তু কখনো কখনো সাফল্যের একটা খারাপ দিকও থাকে। তা থেকে সময় সময় কিছু কিছু বিপদ ঘটে, যাকে বাড়তে দিলে সমস্ত কাজ নষ্ট হতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে, সাফল্য আমাদের কিছু কিছু কমরেডের মধ্যে বিহ্বলতা আনতে পারে সে বিপদ রয়েছে। আপনারা জানেন যে, এরকম ঘটনা আমাদের মধ্যে ঘটেছে। এই বিপদ রয়েছে যে, আমাদের কোনও কোনও কমরেড সাফল্যের নেশায় উন্মাদ হয়ে আত্মম্ভরিতার মত্ততায় গর্ব-প্রণোদিত এইসব গান ধরে নিজেদের ঘুম পাড়িয়ে রাখবেন—'এটা অতি সহজ ব্যাপার', 'আমরা যে কেউকে হারিয়ে দিতে পারি' ইত্যাদি। কমরেডগণ, এ সম্ভাবনা কিছুতেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই ধরনের মনোভাবের চেয়ে বড় বিপদ আর কিছু নেই, যেহেতু এতে পার্টি নিরস্ত্র হয়,এবং সাধারণ কর্মীর দল ভেঙে যায়। এই মনোভাব যদি আমাদের পার্টিতে বেড়ে ওঠে তাহলে আমাদের সমস্ত সাফল্য বিনষ্ট হওয়ার আশংকা দেখা দিতে পারে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অবশ্যই সাফল্যের সঙ্গে বাস্তবায়িত হয়েছে। এটা খুবই সত্য কথা। কিন্তু কমরেডগণ, ব্যাপারটির এখানেই শেষ নয়, শেষ হতেও পারে না। আমাদের সামনে রয়েছে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, যা আমাদের বাস্তবায়িত করতে হবে এবং সাফল্যের সঙ্গেই বাস্তবায়িত করতে হবে। আপনারা জানেন যে অসুবিধার বিরুদ্ধে সংগ্রামের এবং অসুবিধাগুলিকে জয় করার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পরিকল্পনাগুলি কাযে পরিণত হয়। তার অর্থ, অসুবিধা থাকবেই এবং তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। কমরেড মলোটভ ও কুইবিশেভ আপনাদের কাছে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্পর্কে রিপোর্ট উপস্থাপিত করবেন। এই বৃহৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে কি বিরাট সব অসুবিধা অতিক্রম করতে হবে তা আপনারা তাঁদের রিপোর্ট থেকেই জানতে পারবেন। তার অর্থ, আমরা অতি অবশ্য পার্টিকে নিশ্চিন্ত রাখব না, তার সতর্কতা তীব্র করব, পার্টিকে ঘুম পাড়িয়ে রাখব না, তাকে কর্মতৎপরতার জন্য প্রস্তুত রাখব; তাকে নিরস্ত্র না করে অস্ত্রসজ্জিত করব; তাকে ভেঙে না দিয়ে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বাস্তবায়নের জন্য পার্টিকে যুদ্ধের প্রস্তুতির অবস্থায় রাখব।

সুতরাং, প্রথম সিদ্ধান্ত হল : **অর্জিত সাফল্যে আমরা বুদ্ধিভ্রষ্ট হব না, আত্মগর্বী হব না।**

আমাদের সাফল্য ঘটেছে এই কারণে যে আমরা পার্টির কাছ থেকে সঠিক কর্মপন্থার নির্দেশ পেয়েছিলাম এবং সেই কর্মপন্থাকে রূপায়িত করতে জনগণকে সংগঠিত করতে আমরা সমর্থ হয়েছিলাম। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এই বিষয়গুলি ব্যতিরেকে আমরা সাফল্য অর্জন করতে পারতাম না, যে সাফল্যের জন্য আমরা সঙ্গতভাবেই গর্ব অনুভব করি। শাসকদলের পক্ষে সঠিক কর্মপন্থার নির্দেশ এবং তদনুযায়ী তাকে কাজে পরিণত করার সামর্থ্য খুবই বিরল।

আমাদের চারিপাশের দেশগুলির দিকে তাকান : আপনারা কি এমন অনেক শাসকদল দেখতে পান যাদের একটি সঠিক কর্মপন্থা আছে এবং তা বাস্তবে পরিণত করছে? বস্তুতঃ, বিশ্বে এমন কোন দল এখন নেই ; কারণ ভবিষ্যতের কোন নিশ্চিত সম্ভাবনা ছাড়াই তারা সব বাস করছে ; তারা সংকটের আবর্তে নাকানিচোবানি খাচ্ছে এবং জলা থেকে উঠবার কোন পথ পাচ্ছে না। একমাত্র আমাদের পার্টিই জানে কোন্ পথে তার তরী চালাতে হবে এবং সাফল্যের সঙ্গেই সেদিকে অগ্রসর হচ্ছে। আমাদের পার্টির এই উৎকর্ষ লাভ করার কারণ কি? তার কারণ—আমাদের পার্টি একটি মার্কসবাদী পার্টি, একটি লেনিনবাদী পার্টি। তার কারণ, এই পার্টি তার কাজে মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের দেওয়া শিক্ষার দ্বারা পরিচালিত হয়। এই বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, যতদিন আমরা এই শিক্ষা মেনে চলব, যতদিন এই দিক্‌নির্ণয় যন্ত্র আমাদের হাতে থাকবে, ততদিন আমাদের কাজে আমরা সাফল্যলাভ করব।

বলা হয়ে থাকে যে, পাশ্চাত্যের কোনও কোনও দেশে ইতিমধ্যেই মার্কসবাদকে ধ্বংস করা হয়েছে। বলা হয়, ফ্যাসিবাদ নামে বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদী ভাবধারা মার্কসবাদকে ধ্বংস করেছে। এটা একেবারেই বাজে কথা। ইতিহাস সম্বন্ধে যারা অজ্ঞ একমাত্র তারাই এ কথা বলতে পারে। শ্রমিকশ্রেণীর মৌলিক স্বার্থসমূহের বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তি হল মার্কসবাদ। মার্কসবাদকে ধ্বংস করতে হলে অতি অবশ্যই শ্রমিকশ্রেণীকে ধ্বংস করতে হবে।' কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীকে ধ্বংস করা অসম্ভব। মার্কসবাদ ময়দানে অবতীর্ণ হওয়ার পর ৮০ বছরের বেশি অতিবাহিত হয়েছে। এই সময়কালে শত

শত বুর্জোয়া সরকার মার্কসবাদকে ধ্বংস করতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু তার ফল কি হয়েছে? বুর্জোয়া সরকারগুলি এসেছে এবং চলে গেছে, কিন্তু মার্কসবাদ রয়ে গেছে। (**তুমুল হর্ষধ্বনি**)। তা ছাড়া, বিশ্বের এক-ষষ্ঠাংশে মার্কসবাদ পূর্ণ বিজয়লাভ করেছে, এবং বিজয় ঘটেছে ঠিক সেই দেশটিতে, যেখানে মার্কসবাদ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়েছে বলে মনে করা হতো। (**তুমুল হর্ষধ্বনি।**) যে দেশে মার্কসবাদের পূর্ণ বিজয় ঘটেছে একমাত্র সেই দেশেই সংকট নেই, বেকার নেই—এটা আকস্মিক ব্যাপার বলে মনে করা যায় না; অপরপক্ষে ফ্যাসিষ্ট দেশগুলি সহ অন্য সমস্ত দেশে গত চার বছর ধরে সংকট ও বেকারি চলেছে। না, কমরেডগণ, এটাও আকস্মিক ব্যাপার নয়। (**দীর্ঘস্থায়ী হর্ষধ্বনি**)

হাঁ, কমরেডগণ, আমাদের সাফল্যের কারণ হল আমরা মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের পতাকার নিচে কাজ করেছি এবং সংগ্রাম করেছি।

সুতরাং দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত হল: **আমারা মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের মহান পতাকা শেষ পর্যন্ত ধরে থাকব।** (**হর্ষধ্বনি।**)

সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রমিকশ্রেণীর কেবল লেনিনবাদী পার্টি আছে বলেই তারা শক্তিশালী হয়নি—সংগ্রামের ক্ষেত্রে এই পার্টির বিচার এবং পরীক্ষাও হয়েছে; তা ছাড়া, শুধু ব্যাপক মেহনতী কৃষক জনতার সমর্থন পাওয়ার জন্যই তারা শক্তিশালী নয়—বিশ্বের সর্বহারারা তাদের সমর্থন ও সহায়তা করার জন্যও তারা শক্তিশালী। ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণী বিশ্বের সর্বহারাশ্রেণীরই অংশ, তারই অগ্রবর্তী বাহিনী এবং আমাদের প্রজাতন্ত্র হল বিশ্ব সর্বহারাশ্রেণীর সস্নেহে পালিত সন্তান। এই বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না যে, আমাদের শ্রমিকশ্রেণী যদি পুঁজিবাদী দেশসমূহের শ্রমিকশ্রেণীর সমর্থন না পেত, তাহলে তাদের পক্ষে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা সম্ভব হতো না, সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের অবস্থা তারা সৃষ্টি করতে পারত না এবং তার ফলে, যে সাফল্য তারা অর্জন করেছে তা অর্জন করা তাদের পক্ষে অসম্ভব হতো। ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণীর এবং পুঁজিবাদী দেশসমূহের শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেকার আন্তর্জাতিক বন্ধনসূত্র, ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকদের সঙ্গে সমস্ত দেশের শ্রমিকশ্রেণীর ভ্রাতৃত্বসুলভ মৈত্রী হল সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের শক্তি ও ক্ষমতার অন্যতম ভিত্তিপ্রস্তর। পাশ্চাত্যের শ্রমিকরা বলে যে, ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণী বিশ্ব সর্বহারাশ্রেণীর শক-ব্রিগেড।

কর্মী। এটা খুবই ভাল কথা। এর অর্থ হল বিশ্বের সর্বহারাশ্রেণী তাদের সাধ্যমত ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিকশ্রেণীকে সবরকমে ক্রমাগত সমর্থন জানাতে প্রস্তুত। কিন্তু তাতে আমাদের উপর দারুণ কর্তব্য চেপেছে। এর অর্থ হল, কাজের দ্বারা আমাদের অতি অবশ্য প্রমাণ করতে হবে যে সকল দেশের সর্বহারাশ্রেণীর শক-ব্রিগেড কর্মীর সম্মানসূচক উপাধির আমরা যোগ্য। এর অর্থ হল, আমাদের দেশের সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য এবং অন্যান্য দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ের জন্য আরও ভাল করে কাজ করার, আরও ভাল করে সংগ্রাম করার কর্তব্য আমাদের উপর চেপেছে।

সুতরাং, তৃতীয় সিদ্ধান্ত হল: সর্বহারার আন্তর্জাতিক স্বার্থের প্রতি, সকল দেশের সর্বহারাশ্রেণীর ভ্রাতৃত্বমূলক মৈত্রীর প্রতি শেষ পর্যন্ত আমরা অনুগত থাকব। (হর্ষধ্বনি।)

এইগুলিই হল সিদ্ধান্ত।

মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের অজেয় পতাকা দীর্ঘজীবী হোক। (সমগ্র কক্ষ থেকে তুমুল ও সুদীর্ঘ হর্ষধ্বনি। কংগ্রেস কমরেড স্তালিনের জয়-ধ্বনি দেয়। 'আন্তর্জাতিক সঙ্গীত' গীত হয়। তারপরে আবার বর্ধিত উদ্যমে জয়ধ্বনি আরম্ভ হয়। ধ্বনি ওঠে: 'স্তালিনের জয়!' 'স্তালিন দীর্ঘজীবী হউন!' 'পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি দীর্ঘজীবী হোক!')

প্রাভদা, সংখ্যা ২৭
২৮শে জানুয়ারি, ১৯৩৪

শ্রমিক ও কৃষকের লালফৌজের ফ্রুঞ্জ সামরিক অ্যাকাডেমীর প্রধান ও কমিশার কমরেড শাপোশনিকোভকে। রাজনৈতিক কার্যক্রমের সহকারী কমরেড শ্চাদেঙ্কোকে

লাল নিশান সামরিক অ্যাকাডেমীর ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মকর্তাবৃন্দকে অ্যাকাডেমীর পঞ্চদশ বার্ষিকী ও অর্ডার অব্ লেনিন প্রাপ্তি উপলক্ষে অভিনন্দন জানাই।

আমাদের মাতৃভূমির প্রতিরক্ষার জন্য যা একান্ত প্রয়োজনীয় যুদ্ধকৌশলের বিশারদ শিক্ষিত বলশেভিক কম্যাণ্ডারদের সেইভাবে প্রশিক্ষিত করার কাজে অ্যাকাডেমীর পূর্ণ সাফল্য কামনা করি।

জে. স্তালিন

প্রাভদা, সংখ্যা ১৮
১৮ই জানুয়ারি, ১৯৩৫

আলোচনার জবাবের পরিবর্তে

৩১শে জানুয়ারি, ১৯৩৪

কমরেডগণ, এই কংগ্রেসের আলোচনাসমূহ পার্টি নীতির, বলা যায়, সমস্ত প্রশ্নেই আমাদের পার্টি নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গির পূর্ণ ঐক্যকে প্রতিফলিত করেছে। আপনারা জানেন যে রিপোর্ট সম্বন্ধে কোনও ধরনের আপত্তিই উত্থাপিত হয়নি। সুতরাং, এটাই প্রতিফলিত হয়েছে যে আমাদের পার্টির সদস্য সারির মধ্যে অসাধারণ মতাদর্শগত, রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিক সংহতি বিদ্যমান। (**হর্ষধ্বনি।**) প্রশ্ন ওঠে: এসবের পরে আলোচনার কোনও জবাবের আর দরকার আছে কি? আমার তো মনে হয় না যে তা আছে। সুতরাং আমাকে কোনও সমাপ্তিকালীন মন্তব্যদান থেকে বিরত থাকতে অনুমতি দিন। (**উচ্চরোল জয়ধ্বনি। সকল প্রতিনিধি উঠে দাঁড়ান। প্রচণ্ড** 'হুররে!' **ধ্বনি। সমবেত কণ্ঠে আওয়াজ:** 'স্তালিন দীর্ঘজীবী হোন!' **সকল দণ্ডায়মান প্রতিনিধি 'আন্তর্জাতিক সঙ্গীত' গান। তারপর আবার জয়ধ্বনি।** 'হুররে!' 'স্তালিন দীর্ঘজীবী হোন!' 'কেন্দ্রীয় কমিটি দীর্ঘজীবী হোক্' **ধ্বনি।**)

প্রাভদা, সংখ্যা ৩১
১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪

টীকা

১। ২৬শে জুন-১৩ই জুলাই, ১৯৩০ তারিখে মস্কোয় অনুষ্ঠিত সি. পি. এস. ইউ (বি)র ষোড়শ কংগ্রেস পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক রিপোর্টসমূহ : কেন্দ্রীয় হিসাবরক্ষা কমিশন, কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশন ও কমিনটার্নের কর্মপরিষদে সি. পি. এস. ইউ (বি)র প্রতিনিধিবৃন্দের রিপোর্ট আলোচনা করে। এ ছাড়া ঐ কংগ্রেসে শিল্পক্ষেত্রে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পূরণ সম্বন্ধে, যৌথ খামার আন্দোলন ও কৃষির উন্নয়ন সম্বন্ধে এবং পুনর্গঠন পর্বে ট্রেড ইউনিয়নসমূহের কর্তব্য সম্পর্কিত রিপোর্টগুলি আলোচিত হয়। কংগ্রেস পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক লাইন ও কার্যধারাকে অনুমোদন করে এবং তাকে নির্দেশ দেয় অব্যাহতভাবে বলশেভিক বেগমাত্রায় সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ-কাণ্ডকে সুনিশ্চিত করতে, চার বছরের মধ্যে পঞ্চবার্ষিকী যোজনার লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে এবং সমগ্র রণাঙ্গন জুড়ে ব্যাপক সমাজতান্ত্রিক আক্রমণোদ্যোগ ও পূর্ণ যৌথীকরণের ভিত্তিতে কুলাকদের শ্রেণী হিসেবে উৎসাদন অটলভাবে চালিয়ে যেতে। কৃষি বিকাশের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে পরিবর্তনের কল্যাণে যৌথ খামার কৃষকসমাজ সোভিয়েত ক্ষমতার এক বাস্তব ও সুস্থিত সমর্থন হয়ে দাঁড়িয়েছে তার বিরাট ব্যাপক গুরুত্বকে কংগ্রেস লক্ষ্য করেছে। কংগ্রেস পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিকে নির্দেশ দিয়েছে অব্যাহতভাবে এক দৃঢ় শান্তির নীতি অনুসরণ করতে এবং ইউ. এস. এস. আর-এর প্রতিরক্ষা-সামর্থ্যকে শক্তিশালী করতে। কংগ্রেস এই নির্দেশগুলি জারী করেছে : ভারী শিল্পকে চূড়ান্তভাবে বিকশিত করতে হবে এবং দেশের পূর্বাঞ্চলে এক নতুন শক্তিশালী কয়লা ও ধাতু শিল্পের ঘাঁটি তৈরী করতে হবে ; সমস্ত গণ-সংগঠনের কাজকে পুনঃসংগঠিত করতে হবে এবং সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যে ট্রেড ইউনিয়নসমূহের ভূমিকা বাড়াতে হবে ; সমাজতান্ত্রিক ভ্রাতৃত্বমূলক প্রতিযোগিতার আন্দোলনে সকল শ্রমিককে ও শ্রমজীবী জনসাধারণকে সামিল করতে হবে। পার্টির ভেতর কুলাকদের দালাল হিসেবে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদীদের অবস্থানকে কংগ্রেস পুরোপুরি উদ্‌ঘাটিত করেছে এবং ঘোষণা করেছে যে দক্ষিণপন্থী বিরুদ্ধবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গি সি. পি. এস. ইউ(বি)র সদস্যদের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিহীন। কংগ্রেস পার্টি-সংগঠনসমূহকে নির্দেশ দিয়েছে জাতিগত প্রশ্নে বিচ্যুতিগুলির বিরুদ্ধে,

বৃহৎ জাতিদম্ভী মনোভাব ও আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ আর তাদের প্রতি আপোষমুখী মনোভাবের বিরুদ্ধে লড়াই জোরদার করতে এবং লেনিনবাদী জাতিগত নীতিকে দৃঢ়ভাবে কার্যকরী করতে যা ইউ. এস. এস. আর-এর সংস্কৃতিসমূহের বিস্তৃত বিকাশকে—কাঠামোগতভাবে জাতীয় ও অন্তঃসারগত-ভাবে সমাজতান্ত্রিক—সুনিশ্চিত করে। পার্টির ইতিহাসে ষোড়শ কংগ্রেস সর্বক্ষেত্র জুড়ে সমাজতন্ত্রের প্রচণ্ড আক্রমণ চালাবার কংগ্রেস, শ্রেণী হিসেবে কুলাকদের উচ্ছেদ ঘটাবার কংগ্রেস এবং পূর্ণ কৃষি যৌথীকরণ রূপায়ণের কংগ্রেস বলে পরিচিত। জে. ভি. স্তালিন সি. পি. এস. ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক রিপোর্টটি দেন ২৭শে জুন (**রচনাবলী**, নবজাতক সং, ১২ নং খণ্ড, পৃঃ ২২২-৩৫১) এবং রিপোর্টের অপর আলোচনার জবাব দেন ২রা জুলাই। সি. পি. এস. ইউ (বি)র ষোড়শ কংগ্রেস সম্বন্ধে 'সি. পি. এস. ইউ (বি)র ইতিহাস, সংক্ষিপ্ত পাঠ', এন. বি. এ. সং, পৃঃ ৩৩০-৩৩২ দেখুন। কংগ্রেসের প্রস্তাবাবলী সম্বন্ধে 'সি. পি. এস. ইউ র কংগ্রেস, কনফারেন্স ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামসমূহের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ,' ২য় ভাগ, ১৯৫৩ দ্রষ্টব্য।)

২। জে.ভি. স্তালিন, **প্রাচ্যের জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক কর্তব্যসমূহ**, (**রচনাবলী**, ৭ম খণ্ড, নবজাতক সং, পৃঃ ১৩৩-১৪৮ দেখুন)।

৩। ভি. আই. লেনিন, **রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সং, ২৭তম খণ্ড দেখুন।

৪। ১০ই-১৭ই নভেম্বর, ১৯২৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সি. পি. এস. ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনাম নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচনা করে: ১৯২৯-৩০ সালের জাতীয় অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ সংখ্যাতথ্যসমূহ; যৌথ খামার অগ্রগতির ফলাফল ও আরও কর্তব্য প্রভৃতি। দক্ষিণপন্থা ভ্রষ্টাচারীদের গোষ্ঠী সম্বন্ধীয় প্রশ্ন পর্যালোচনা করার পর প্লেনাম ঘোষণা করে যে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী দৃষ্টি-ভঙ্গির প্রচার ও তার প্রতি সমঝওতার মনোভাব হল সি. পি. এস. ইউ (বি)র সদস্যপদের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিহীন। প্লেনাম সি. পি. এস. ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরো থেকে দক্ষিণপন্থী আত্মসমর্পণকারীদের পাণ্ডা বুখারিনকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং দক্ষিণপন্থী বিরোধীপক্ষের রাইকভ, তমস্কি ও অন্যান্য সদস্যদের সতর্ক করে দেয়। (সি. পি. এস. ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামের গৃহীত প্রস্তাবগুলি সম্বন্ধে 'সি. পি. এস. ইউ (বি)র কংগ্রেস, কনফারেন্স ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামসমূহের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ,' ২য় ভাগ, ১৯৫৩ দেখুন।)

৫। উরাল অঞ্চলের দশম পার্টি সম্মেলনটি ৩রা-১৩ই জুন, ১৯৩০-এ স্বের্দলোভ্‌স্কে অনুষ্ঠিত হয়। তা পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক লাইনকে পুরোপুরি অনুমোদন করে। রাইকভের দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী কৌশলকে উদ্‌ঘাটন করে ও কমিউনিস্ট আন্দোলনে দক্ষিণপন্থী ভ্রষ্টাচারীদের প্রতিবিপ্লবী, বিশ্বাসঘাতক ভূমিকার ওপর জোর দিয়ে এই সম্মেলন তার সিদ্ধান্তসমূহের মাধ্যমে উরাল পার্টি-সংগঠনকে পার্টির ও তার লেনিনবাদী কেন্দ্রীয় কমিটির নীতির লাইনের প্রতি দক্ষিণপন্থী আত্মসমর্পণকারীদের বিরুদ্ধা-চরণের সকল প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে এক অদম্য কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছে।

৬। এখানে ট্রান্সককেশিয়ার (আজারবাইজান, আর্মেনিয়া ও জর্জিয়া) কমিউনিস্ট সংগঠনসমূহের ষষ্ঠ কংগ্রেসের উল্লেখ করা হয়েছে যা ৫ই-১২ই জুন, ১৯৩০ তিফলিসে অনুষ্ঠিত হয়। এই কংগ্রেস সি. পি. এস. ইউ (বি)-র কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক লাইনকে এবং ব্যবহারিক কাজকে পূর্ণরূপে অনুমোদন করে।

৭। জে. ভি. স্তালিন, 'ইউ. এস. এস. আর-এ কৃষি নীতির প্রশ্ন প্রসঙ্গে'। ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯২৯ কৃষি প্রশ্নের মার্কসবাদী ছাত্রদের একটি সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ (**রচনাবলী**, ১২তম খণ্ড, বাং সং, নবজাতক প্রকাশন, পৃঃ ১৩৯-১৬৬ দেখুন)।

৮। জে. ভি. স্তালিন, 'সি. পি. এস. ইউ (বি)র ষোড়শ কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক রিপোর্ট' (**রচনাবলী**, ১২তম খণ্ড, বাং সং, নবজাতক প্রকাশন, পৃঃ ২২৪ দেখুন)।

৯। ভি. আই. লেনিন, **সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়** (**রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সং, ২২তম খণ্ড দেখুন)।

১০। জে. ভি. স্তালিন, 'সি. পি. এস. ইউ (বি)র ষোড়শ কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক রিপোর্ট' (**রচনাবলী**, ১২তম খণ্ড, বাং সং, নবজাতক প্রকাশন, পৃঃ ৩০১-৩০২ দেখুন)।

১১। জে. ভি. স্তালিন, **রচনাবলী**, ৮ম খণ্ড, বাং সং, নবজাতক প্রকাশন দেখুন।

১২। ভি. আই. লেনিন, **রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সং, ২১তম খণ্ড দেখুন।

১৩। ঐ।

১৪। সমাজতান্ত্রিক শিল্পের নেতৃস্থানীয় কর্মীদের প্রথম সারা-ইউনিয়ন সম্মেলন ৩০শে জানুয়ারি থেকে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ১৯৩১ তারিখে মস্কোয় অনুষ্ঠিত হয়। এতে যোগ দেন ৭২৮ জন প্রতিনিধি যার মধ্যে ছিলেন শিল্প কম্বাইন-গুলির প্রতিনিধিরা, কারখানা পরিচালক ও নির্মাণকর্মের প্রধানরা, ইঞ্জিনীয়ার, ফোরম্যান ও অগ্রগণ্য শক্-ব্রিগেড কর্মীরা এবং পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনসমূহের নেতৃবৃন্দ। সম্মেলনে উপস্থিত সকলে জাতীয় অর্থনীতির সর্বোচ্চ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান জি. কে. ওর্জোনিকিদজের '১৯৩১ সালের নিয়ন্ত্রণ পরিসংখ্যানসমূহ ও অর্থনৈতিক সংগঠনগুলির কর্তব্য' শীর্ষক রিপোর্টটি শোনেন। ৩রা ফেব্রুয়ারি তারিখে গণ-কমিশারদের কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ভি. এম. মলোটভ 'অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বুনিয়াদী প্রারম্ভিক সূত্র ও পরি-পূরণ' সম্বন্ধে সম্মেলনে ভাষণ দেন। ৪ঠা ফেব্রুয়ারি সম্মেলনের চূড়ান্ত অধি-বেশনে জে. ভি. স্তালিন 'উদ্যোগ-কর্মকর্তাদের কর্তব্যসমূহ' বিষয়ে একটি ভাষণ দেন। জে. ভি. স্তালিনের নির্দেশগুলিকে দিশারী হিসেবে গ্রহণ করে সম্মেলন প্রথম পঞ্চবার্ষিকী যোজনা পর্বের তৃতীয় ও নির্ণায়ক বৎসরের জন্য জাতীয়-অর্থনৈতিক পরিকল্পনার পরিপূরণের উদ্দেশ্যে ব্যবহারিক ব্যবস্থাবলী নিরূপণ করে। উদ্যোগ-কর্মকর্তাদের প্রধান কর্তব্য হিসেবে সম্মেলন নিম্নলিখিতগুলির ওপর জোর দেয়: প্রকৌশলের আয়ত্তি, শিল্পক্ষেত্রে নেতৃত্বের মানোন্নয়ন, এক-ব্যক্তিক পরিচালনার নীতির সঙ্গতিপূর্ণ প্রয়োগ, ব্যবসায় হিসাবরক্ষণের প্রবর্তন ও বর্ধিত শ্রম-উৎপাদনশীলতার জন্য লড়াই, উৎপাদনব্যয়ের সংকোচন এবং উৎপাদনের মানোন্নয়ন। সম্মেলন থেকে সি. পি. এস. ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটিকে অভিনন্দন প্রেরিত হয়।

১৫। এখানে শাখ্তি ও অন্যান্য ডনবাস এলাকায় বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞদের একটি প্রতিবিপ্লবী গোষ্ঠীর অন্তর্ঘাত কার্যকলাপের উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯২৮ সালের গোড়াতে এই সংগঠনটি আবিষ্কৃত হয়। ১৯২৮ সালের ১৮ই মে থেকে ৫ই জুলাই তারিখে মস্কোয় ইউ. এস. এস. আর-এর সুপ্রীম কোর্টের এক বিশেষ অধিবেশনে শাখ্তি মামলার বিচার হয়। (শাখ্তি ঘটনা প্রসঙ্গে জে. ভি. স্তালিন, রচনাবলী, ১১তম খণ্ড, বাং সং, নবজাতক প্রকাশন, পৃঃ ৬০-৬৯ এবং 'সি. পি. এস. ইউ (বি)র ইতিহাস, সংক্ষিপ্ত পাঠ', এন. বি. এ. সং, পৃঃ ৩১১ দেখুন।)

১৬। 'শিল্প-পার্টি' নামে পরিচিত ধ্বংসবাজ ও গুপ্তচরদের প্রতিবিপ্লবী

সংগঠনটির বিচার মস্কোয় ১৯৩০ সালের ২৫শে নভেম্বর থেকে ৭ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। মামলার শুনানী হয় ইউ. এস. এস. আর-এর সুপ্রীম কোর্টের এক বিশেষ অধিবেশনে। বিচারে প্রমাণ হয় যে এই 'শিল্প-পার্টি' যা পুরানো বুর্জোয়া প্রযুক্তিবিদ্ বুদ্ধিজীবীদের উচ্চ স্তরভুক্ত প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলিকে এক-জোট করেছিল তা ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নে আন্তর্জাতিক পুঁজির এক গুপ্তচর ও সামরিক এজেন্সি। তার যোগ ছিল জারতন্ত্রী রাশিয়ার পূর্বতন বৃহৎ পুঁজিপতি—শ্বেতদেশান্তরীদের সঙ্গে এবং তা ফরাসী জেনারেল স্টাফের প্রত্যক্ষ নির্দেশে কাজ করে সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা সামরিক আগ্রাসনের ও সোভিয়েত সরকারকে সশস্ত্র উৎখাতের জন্য প্রস্তুতি চালাচ্ছিল। ইউ. এস. এস. আর-এর জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন প্রশাখায় গুপ্তচরবৃত্তি ও অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্ম চালানোর জন্য বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা ঐ ধ্বংসবাজদের নির্দেশ ও অর্থ যুগিয়েছিল।

১৭। এন. এ. নেক্রাসোভের কবিতা 'রাশিয়ায় কে ভাল আছে?' থেকে। (এন. এ. নেক্রাসোভের **নির্বাচিত রচনাসমূহ**, রুশ সং, ১৯৪৭ দেখুন।)

১৮। ১৪ই মে, ১৯৩১ ম্যাগানিতোগোর্স্ক লৌহ ও ইস্পাত কারখানার নির্মাতারা জে. ভি. স্তালিনকে তারবার্তাযোগে জানান যে ম্যাগনিৎনায়া পাহাড়ে খনির কাজ শুরু হয়েছে।

১৯। ২২শে-২৩শে জুন, ১৯৩১ সালে সি. পি. এস. ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে ব্যবসায়-কর্মকর্তাদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন ইউ. এস. এস. আর এর জাতীয় অর্থনীতির সর্বোচ্চ কাউন্সিলের অধীনে ঐক্যবদ্ধ অর্থনৈতিক সংগঠনসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ ও ইউ. এস. এস. আর এর সরবরাহবিষয়ক গণ-কমিশারগণের প্রতিনিধিবৃন্দ। জে. ভি. স্তালিন ২২শে ও ২৩শে জুন সম্মেলনে উপস্থিত হন ও ২৩শে তারিখে 'নতুন পরিবেশ—অর্থনৈতিক নির্মাণক্ষেত্রে নতুন কর্তব্য' শীর্ষক তাঁর ভাষণটি দেন। ভি. এম. মলোটভ, কে. ওয়াই. ভরোশিলভ, এ. এ. আন্দ্রেয়েভ, এল. এম. কাগানোভিচ, এ. আই. মিকোয়ান, এন. এম. স্ভেরনিক, এম. আই. কালিনিন, জি. কে. ওরজোনিকিদ্‌যে এবং ভি. ভি. কুইবিশেভ সম্মেলনের কাজে অংশ নেন।

২০। দেশের অন্যতম বৃহৎ শিল্পপ্রকল্প মস্কো অ্যামো অটোমোবাইল ওয়ার্কসের ১লা অক্টোবর, ১৯৩১ তারিখে উদ্বোধন উপলক্ষে জে. ভি. স্তালিন

এই অভিনন্দনবার্তাটি লেখেন। কারখানা চালু হওয়ার দিন অনুষ্ঠিত শ্রমিক, ইঞ্জিনীয়ারিং ও কারিগরী কর্মী এবং অফিস কর্মচারীদের এক সাধারণ সম্মেলনে শ্রমিকদের অনুরোধক্রমে কারখানাটির নামকরণ হয় কমরেড স্তালিনের নামে এবং বর্তমানে তা স্তালিন অটোমোবাইল ওয়ার্কস বলে অভিহিত।

২১। **তেখ্‌নিকা** (প্রকৌশল)—১৯৩১-এর অক্টোবর থেকে ১৯৩৭ পর্যন্ত প্রতি তিন দিনে প্রকাশিত একটি সংবাদপত্র। জানুয়ারি, ১৯৩২ পর্যন্ত এটা ছিল ইউ. এস. এস. আর-এর জাতীয় অর্থনীতির সর্বোচ্চ কাউন্সিলের মুখ-পত্র এবং পরবর্তীকালে তা হয় ইউ. এস. এস. আর-এর ভারী শিল্পবিষয়ক গণ-কমিশারমণ্ডলীর মুখপত্র। **তেখ্‌নিকার** ১নং সংখ্যায় ১০ই অক্টোবর, ১৯৩১ স্তালিনের অভিনন্দনটি প্রকাশিত হয়।

২২। **প্রলেতারস্কায়া রিভল্যুৎসিয়া** (সর্বহারার বিপ্লব)—১৯২১ সাল থেকে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত পার্টির ইতিহাস দপ্তর (অক্টোবর বিপ্লব এবং সি. পি. এস. ইউ (বি)র ইতিহাসবিষয়ক একটি কমিশন) যা পরবর্তীকালে সি. পি. এস. ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটির দপ্তর হয় তৎকর্তৃক প্রকাশিত ও ১৯২৮-এর অক্টোবর থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত সি. পি. এস. ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটির লেনিন ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত একটি ঐতিহাসিক পত্রিকা। এক বছর বিরতির পর পত্রিকাটি ১৯৩৩ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত সি. পি. এস. ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটির মার্কস-এঙ্গেলস্‌-লেনিন ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

২৩। ভি. আই. লেনিন, **রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সং, ২২তম খণ্ড দেখুন।

২৪। ঐ, ৫ম খণ্ড দেখুন।

২৫। ভি. আই. লেনিন, 'কৃষক আন্দোলনের প্রতি সোশ্যাল ডিমো-ক্র্যাসির দৃষ্টিভঙ্গি' (**রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সং, ৯ম খণ্ড দেখুন)।

২৬। কার্ল মার্কস, 'Misere de la Philosophie. Reponse a la Philosophie de la Misere de M. Proudhon.' Marx-Engels, 'Gesamtausgabe', Bd. 6, Abt. 1.

২৭। ভার্সাই ব্যবস্থা হল ১৯১৪-১৮-র বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে জার্মানি ও তার মিত্রদের পরাজয়ের পর ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পুঁজিবাদী দেশগুলির পারস্পরিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের এক ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার বনিয়াদ ছিল ভার্সাই শান্তি চুক্তি আর তৎসংশ্লিষ্ট

আরও কতকগুলি চুক্তি যা বিশেষ করে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির নতুন সীমান্ত নির্ধারণ করে।

২৮। মার্কস ও এঙ্গেলস্, 'Die deutsche Ideologie. Kritik der neusten deutschen Philosophie in ihren Represantanten, Feuerbach, B. Bauer und Stirner, und des deutschen Sosialismus in seinen verschiedenen Prophenten. Teil I' (see Marx-Engels, 'Gesamtausgabe', B. 5, S. 1-432).

২৯। মার্কস ও এঙ্গেলস্, **নির্বাচিত রচনাবলী**, ১ম খণ্ড, মস্কো, ১৯৫৫।

৩০। এখানে স্টকহোল্‌মে আর. এস. ডি. এল. পি-র চতুর্থ কংগ্রেস (১৯০৬); লণ্ডনে আর. এস. ডি. এল. পি-র পঞ্চম কংগ্রেসের সময় (১৯০৭); এবং ক্র্যাকো ও ভিয়েনায় জে. ভি. স্তালিনের বিদেশ সফরের সময় (১৯১২ ও ১৯১৩) জে. ভি. স্তালিন এবং ভি. আই. লেনিনের সাক্ষাৎকারগুলির কথা বলা হয়েছে।

৩১। জে. ভি. স্তালিন, **রচনাবলী**, বাং সং, নবজাতক প্রকাশন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৫৮-৩৭৬ দেখুন।

৩২। জে. ভি. স্তালিনের নিকট ২৫শে মার্চ, ১৯৩২ তারিখে লিখিত একটি পত্রে **এ্যাসোসিয়েটেড প্রেস** সংবাদ সংস্থার প্রতিনিধি মি. রিচার্ডসন বিদেশী সংবাদপত্রে এই মর্মে যে গুজব চলছে যে বার্লিনের চিকিৎসক জোন্‌ডেক্‌কে জে. ভি. স্তালিনের চিকিৎসার জন্য মস্কোয় আমন্ত্রিত করা হয়েছে তার সত্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন।

৩৩। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক গণ-কমিশারমণ্ডলী যা ১৯২০ সালে শ্রমিক ও কৃষকের পরিদর্শন বিষয়ক গণ-কমিশারমণ্ডলীতে পরিবর্তিত হয় তার অধীনে ১৯১৯ সালের এপ্রিল মাসে নালিশ সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। অভিযোগ ও আবেদন সম্পর্কিত কেন্দ্রীয় ব্যুরোর কর্তব্য ও কর্মপরিধি ৪ঠা মে, ১৯১৯-এর এক বিধিবলে নির্দেশিত হয় এবং কেন্দ্রীয় ব্যুরোর আঞ্চলিক দপ্তরগুলির কর্তব্য ও কর্মপরিধি নির্দেশিত হয় ২৪শে মে, ১৯১৯-এর এক বিধিবলে—এতে স্বাক্ষর ছিল রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণবিষয়ক গণ-কমিশার জে. ভি. স্তালিনের। স্থাপনের দিন থেকেই কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক ব্যুরোগুলি শ্রমজীবী জনগণের অভিযোগ ও বক্তব্যগুলি তদন্ত করা ও খুঁটিয়ে দেখার ক্ষেত্রে এই কাজে শ্রমিক ও কৃষকের এক ব্যাপক সংখ্যক কর্মীদের সহযোগিতা আদায়ের জন্য অনেক কিছুই করেছে।

১৯৩৪ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে নালিশ ও আবেদন সংস্থার গণ-কমিশারদের কাউন্সিলের অধীন সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণ কমিশনের ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তা ইউ. এস. এস. আর-এর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ-বিষয়ক গণ-কমিশারমণ্ডলীর একটি দপ্তর (পরবর্তীকালে—মন্ত্রণালয়) তৈরী করে।

জে. ভি. স্তালিনের 'নালিশ সংস্থাসমূহের গুরুত্ব ও কর্তব্যসমূহ' নিবন্ধটি লেখা হয় সি. পি. এস. ইউ (বি)-র কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের প্রেসিডিয়ামের এবং ইউ. এস. এস. আর-এর শ্রমিক ও কৃষকের পরিদর্শন-বিষয়ক গণ-কমিশার-মণ্ডলীর কলেজিয়ামের এক সিদ্ধান্তক্রমে ৯ই-১৪ই এপ্রিল, ১৯২২ তারিখে পাঁচ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত ব্যুরোগুলির কাজের সারা ইউনিয়ন পর্যালোচনা ও পরীক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে।

৩৪। সারা ইউনিয়ন লেনিনবাদী যুব কমিউনিস্ট লীগের সপ্তম সারা-ইউনিয়ন সম্মেলনটি মস্কোয় ১লা-৮ই জুলাই, ১৯৩২ অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে নিম্নরূপ বিষয়গুলি আলোচিত হয়: পঞ্চবার্ষিকী যোজনাপর্বের চতুর্থ, চূড়ান্ত বৎসর ও লেনিনবাদী যুব কমিউনিস্ট লীগের কর্তব্যসমূহ (সমাজতান্ত্রিক ভ্রাতৃত্বমূলক প্রতিযোগিতা, শক্-ব্রিগেড কার্যাবলী প্রভৃতি); যু. ক. লী, এবং ইয়ং পায়োনীয়ার সংগঠনের অগ্রগতি ও যু. ক. লী. এবং ইয়ং পায়োনীয়ারদের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষা-কার্যক্রমের অবস্থা। সম্মেলনের শেষ অধিবেশনে ৮ই জুলাই তারিখ জে. ভি. স্তালিনের অভিনন্দনবার্তাটি পঠিত হয়।

৩৫। 'ম্যাক্সিম গোর্কীকে অভিনন্দন'টি লিখিত হয় ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ তারিখে মহান সর্বহারার লেখক আলেক্সেই ম্যাক্সিমোভিচ গোর্কীর সাহিত্যিক ও বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের চল্লিশতম বার্ষিকী অনুষ্ঠানের পরিপ্রেক্ষিতে।

৩৬। এখানে ১৮৬১-৬৫ সালে আমেরিকার উত্তর ও দক্ষিণ রাজ্যগুলির গৃহযুদ্ধের উল্লেখ করা হয়েছে।

৩৭। ৭ই-১২ই জানুয়ারি তারিখে অনুষ্ঠিত সি. পি.এস. ইউ (বি)-র কেন্দ্রীয় কমিটি এবং কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের যুগ্ম প্লেনামটিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছিল: প্রথম পঞ্চবার্ষিকী যোজনার এবং ১৯৩৩ সালের জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার—দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী যোজনাপর্বের প্রথম বছরের ফলাফল (কমরেড স্তালিন, মলোটভ ও কুইবিশেভের রিপোর্ট); মেশিন ও ট্রাক্টর স্টেশনসমূহ এবং রাষ্ট্রীয় খামারগুলির রাজনৈতিক দপ্তরসমূহের লক্ষ্য ও

কর্তব্যসমূহ; অন্তঃপার্টি প্রশ্নসমূহ। ৭ই জানুয়ারি প্লেনামের অধিবেশনে জে. ভি. স্তালিন 'প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলাফল' বিষয়ে একটি রিপোর্ট দেন এবং ১১ই জানুয়ারির অধিবেশনে 'গ্রামাঞ্চলে কাজ' সম্বন্ধে একটি ভাষণ দেন। প্লেনাম তার সিদ্ধান্তসমূহের মাধ্যমে সাম্প্রতিক ইতিহাসে সবচেয়ে বিশিষ্ট ঘটনা হিসেবে চার বছরে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার রূপায়ণের ফলাফলের গুরুত্বের ওপর জোর দেয়। প্লেনাম দেখিয়ে দেয় যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী যোজনাপর্বে নতুন নির্মাণকাণ্ডের শ্লোগানকে শিল্পক্ষেত্রে নতুন উদ্যোগ আয়ত্ত করার ও কৃষিক্ষেত্রে নতুন উদ্যোগগুলিকে সংগঠিতভাবে শক্তিশালী করার শ্লোগান দিয়ে অবশ্যই পরিপূরিত করতে হবে। প্লেনাম সকল অর্থনৈতিক, পার্টি এবং ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলিকে শ্রম উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ও উৎপাদন ব্যয় হ্রাসের কর্তব্য যাতে পূর্ণতররূপে সম্পন্ন হয় তার জন্য প্রধান নজর কেন্দ্রীভূত করতে নির্দেশ দেয়। মেশিন ও ট্রাক্টর স্টেশনগুলিকে এবং রাষ্ট্রীয় খামারগুলিকে রাজনৈতিকভাবে সুসংহত করার জন্য, গ্রামাঞ্চলে তাদের রাজনৈতিক ভূমিকা ও প্রভাব প্রসারিত করার জন্য এবং যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামারসমূহে পার্টির সংগঠনগুলির কাজ উন্নত করার জন্য প্লেনাম মেশিন ও ট্রাক্টর স্টেশনগুলিতে এবং রাষ্ট্রীয় খামারসমূহে রাজনৈতিক দপ্তরগুলিকে সংগঠিত করার এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৩৩ সাল জুড়ে পার্টিতে এক বিশুদ্ধীকরণ অভিযান চালানোর ও সেই বিশুদ্ধীকরণ অভিযান শেষ না হওয়া পর্যন্ত পার্টিতে সদস্যভুক্তি স্থগিত রাখার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর যে সিদ্ধান্ত প্লেনাম তা অনুমোদন করে। (সি. পি. এস. ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের যুগ্ম প্লেনামের প্রস্তাবাবলী সম্বন্ধে 'সি. পি. এস. ইউ (বি)র কংগ্রেস, কনফারেন্স ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামসমূহের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ', ২য় ভাগ, ১৯৫৩ দেখুন।

৩৮। ভি. আই. লেনিন, **রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সং, ৩২তম খণ্ড দেখুন।

৩৯। **দি নিউ ইয়র্ক টাইমস্**—একটি বুর্জোয়া দৈনিক সংবাদপত্র। মার্কিন পুঁজিবাদীদের প্রভাবশীল সংবাদ-মুখপত্র; তথাকথিত ডিমোক্র্যাটিক দলের সঙ্গে জড়িত; ১৮৫১ সাল থেকে নিউ ইয়র্কে প্রকাশিত।

৪০। **দি ডেইলি টেলিগ্রাফ**—রক্ষণশীল দলের নেতৃত্বের ঘনিষ্ঠ একটি ব্রিটিশ প্রতিক্রিয়াশীল দৈনিক সংবাদপত্র। ১৮৫৫ সাল থেকে লণ্ডনে প্রকাশিত। ১৯৩৭ সালে এটি **মর্নিং পোস্ট**-এর সঙ্গে মিশে যায় এবং তদবধি

লণ্ডন ও ম্যাঞ্চেস্টারে **দি ডেইলি টেলিগ্রাফ** ও **মর্নিং পোস্ট** নামে প্রকাশিত হয়।

৪১। **গ্যাজেতা পোল্স্কা** (পোলিশ গেজেট)—ফ্যাসিষ্ট পিল্সুদস্কি চক্রের মুখপত্র একটি পোলিশ বুর্জোয়া সংবাদপত্র। ১৯২৯ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত ওয়ার্শতে প্রকাশিত হয়।

৪২। **দি ফিন্যান্সিয়াল টাইমস**—একটি ব্রিটিশ বুর্জোয়া দৈনিক সংবাদপত্র, শহরের শিল্প ও অর্থবিষয়ক চক্রগুলির মুখপত্র, ১৮৮৮ সাল থেকে লণ্ডনে প্রকাশিত।

৪৩। **পোলিতিকা**—একটি ইতালীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক পত্রিকা। এখানে ইতালীয় বৃহৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হতো। এর প্রকাশ শুরু হয় ১৯১৮ সাল থেকে রোমে।

৪৪। **কারেণ্ট হিস্টোরি** (সাম্প্রতিক ইতিহাস)—বুর্জোয়া ঐতিহাসিকদের এবং মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেণ্টের আগ্রাসনবাদী বিদেশ নীতির তত্ত্ববিদদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রচারক একটি পত্রিকা। ১৯১৪ সাল থেকে এটি নিউ ইয়র্কে প্রকাশিত হয়।

৪৫। **লা তেম্পস্** (সময়)—একটি ফরাসী বুর্জোয়া দৈনিক সংবাদপত্র যা ১৯৩১ সাল থেকে ছিল ভারী শিল্প সমিতির সম্পত্তি। ১৮৬১ থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত এটি প্যারিতে প্রকাশিত হয়।

৪৬। **দি রাউণ্ড টেবল** (গোলটেবিল)—একটি ব্রিটিশ বুর্জোয়া পত্রিকা যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঔপনিবেশিক নীতির এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করে। ১৯১০ সাল থেকে লণ্ডনে প্রকাশিত এই পত্রিকাটি ব্রিটিশ বুর্জোয়াশ্রেণীর রক্ষণশীল মহলের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রকাশ করে।

৪৭। **দাই নিউ ফ্রি প্রেস**—একটি অস্ট্রীয় বুর্জোয়া সংবাদপত্র যা বাণিজ্য ও শিল্প বুর্জোয়াশ্রেণীর এবং ব্যাঙ্ক মহলের দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশক। এটি ১৮৬৪ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত ভিয়েনায় প্রকাশিত হয়।

৪৮। **দি নেশন** (জাতি)—পেটি-বুর্জোয়া মতের প্রতিফলক একটি উদারনৈতিক ঝোঁকের মার্কিন সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাহিত্য পত্রিকা। ১৮৬৫ সাল থেকে এটি নিউ ইয়র্কে প্রকাশিত হয়।

৪৯। '**ফরওয়ার্ড**—'বামপন্থী' সংস্কারবাদী মার্কা একটি ট্রেড ইউনিয়ন সাপ্তাহিকী ; এটির প্রকাশ শুরু হয় ১৯০৬ সালে গ্লাসগোয় (স্কটল্যাণ্ড)।

৫০। ভি. আই. লেনিন, **রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সং, ২৫তম খণ্ড দেখুন।

৫১। ঐ, ৩১তম খণ্ড দেখুন।

৫২। ঐ, ৩৩তম খণ্ড দেখুন।

৫৩। ঐ।

৫৪। ১৯৩১ সালের শেষাশেষি চীন ও দূর প্রাচ্যে শাসন কায়েমে সচেষ্ট সাম্রাজ্যবাদী জাপান যুদ্ধ ঘোষণা না করেই মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে। এই অঞ্চল দখলের পাশাপাশিই ইউ.এস.এস.আর সীমান্তে জাপ ফৌজকে কেন্দ্রীভূত করা হয় এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য শ্বেতরক্ষী গুপ্তচর ও দস্যুদের সমবেত করা হয়। সোভিয়েত দূর প্রাচ্য এবং সাইবেরিয়া দখলের উদ্দেশ্য নিয়ে জাপ সাম্রাজ্যবাদীরা ইউ. এস. এস. আর-এর ওপর আক্রমণ হানার জন্য উপযুক্ত অবস্থান তৈরী করছিল।

৫৫। ভি. আই. লেনিন **রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সং, ৩০তম খণ্ড দেখুন।

৫৬। ঐ, ২৪তম খণ্ড দেখুন।

৫৭। ঐ, ৩০তম খণ্ড দেখুন।

৫৮। ঐ, ২৪তম খণ্ড দেখুন।

৫৯। ঐ, ৩০তম খণ্ড দেখুন।

৬০। এখানে 'ফাট্‌কাবাজির বিরুদ্ধে সংগ্রাম' বিষয়ে ২২শে আগস্ট, ১৯৩২ তারিখের ইউ. এস. এস. আর-এর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ, এবং গণ-কমিশারদের কাউন্সিলের সিদ্ধান্তের উল্লেখ করা হয়েছে।

৬১। এখানে ইউ. এস. এস. আর-এর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ এবং গণ-কমিশারদের কাউন্সিলের 'রাষ্ট্রীয় উদ্যোগসমূহ, যৌথ খামার ও সমবায় প্রতিষ্ঠান-গুলির সম্পত্তি সংরক্ষণ এবং জনগণের (সমাজতান্ত্রিক) সম্পত্তির সংহতীকরণ' সম্বন্ধে ৭ই আগস্ট, ১৯৩২ তারিখের সিদ্ধান্তটির উল্লেখ করা হয়েছে। জে. ভি. স্তালিন কর্তৃক লিখিত এই সিদ্ধান্তে বলা হয়: 'ইউ. এস. এস. আর-এর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ এবং গণ-কমিশারদের কাউন্সিল মনে করে যে জনগণের সম্পত্তি (রাষ্ট্রীয়, যৌথ খামার ও সমবায়ের সম্পত্তি) হল সোভিয়েত ব্যবস্থার বনিয়াদ; এটা পবিত্র ও অলংঘনীয়, জনগণের সম্পত্তির বিরুদ্ধে অপরাধকারী ব্যক্তিদেরকে অবশ্যই জনগণের শত্রু বলে গণ্য করতে হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সোভিয়েত ক্ষমতার হাতিয়ারগুলির এক মুখ্য কর্তব্য হল জনগণের সম্পত্তি যারা অপহরণ করে তাদের বিরুদ্ধে এক দৃঢ়পণ সংগ্রাম পরিচালনা করা।' এই

সিদ্ধান্তটি ৮ই আগস্ট, ১৯৩২ তারিখের ২১৮নং সংখ্যার **প্রাভদায়** প্রকাশিত হয়।

৬২। ইউ. এস. এস. আর-এর গণ-কমিশার পরিষদ এবং সি. পি. এস. ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটির ৬ই মে, ১৯৩২ তারিখে '১৯৩২ সালের শস্যোত্তোলন থেকে শস্য সংগ্রহের এবং শস্যক্ষেত্রে যৌথ খামার বাণিজ্যের অগ্রগতির পরিকল্পনা' বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তটি ৭ই মে, ১৯৩২ তারিখের ১২৫নং সংখ্যার **প্রাভদায়** প্রকাশিত হয়।

৬৩। এখানে ১৯২১ সালের মার্চে ক্রোন্‌স্তাদের প্রতিবিপ্লবী বিদ্রোহের উল্লেখ করা হয়েছে। এই বিদ্রোহের নেতৃত্বে ছিল শ্বেতরক্ষীরা, তাদের সঙ্গে সংযোগ ছিল মেনশেভিক, সোশ্যালিস্ট রিভলিউশনারি ও বিদেশী রাজ্যের দালালদের।

৬৪। **রাবোৎনিৎসা** (শ্রমজীবী নারী)—**প্রাভদা** প্রকাশনালয় থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকা; জানুয়ারি, ১৯২৩ থেকে এর প্রকাশ হয়।

৬৫। যৌথ খামার শক-ব্রিগেড কর্মীদের প্রথম সারা-ইউনিয়ন কংগ্রেসটি মস্কোয় ১৫ই-১৯শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩ সালে ১,৫১৩ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়। জে. ভি. স্তালিন কংগ্রেসের কার্যক্রমে অংশ নেন। সেখানে তাঁকে কংগ্রেসের সম্মানীয় সভাপতিমণ্ডলীতে নির্বাচিত করা হয় ও লক্ষ লক্ষ যৌথ খামার কৃষকের কাছ থেকে তাঁকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়। কংগ্রেস যৌথ খামারগুলিকে শক্তিশালী করার এবং বসন্তকালীন রোপণের কর্তব্যের প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করে। ১৯শে ফেব্রুয়ারি কংগ্রেসের সমাপ্তিকালীন অধিবেশনে জে. ভি. স্তালিন ভাষণ দেন। অন্যান্য বক্তারা ছিলেন ভি. এম. মলোটভ, এল. এম. কাগানোভিচ, এম. আই. কালিনিন, কে. ওয়াই. ভরোশিলভ এবং এস. এম. বুদিয়োন্নি। ইউ. এস. এস. আর-এর সকল যৌথ খামার কৃষকদের কাছে কংগ্রেস তার আবেদনে যৌথ খামারগুলিকে বলশেভিক করে তোলার এবং এক প্রাচুর্যপূর্ণ শস্যোত্তোলন ও বসন্তকালীন রোপণের দৃষ্টান্তমূলক প্রস্তুতি ও রূপায়ণের জন্য রাষ্ট্রীয় এবং যৌথ খামারগুলির সারা-ইউনিয়ন সমাজতান্ত্রিক ভ্রাতৃত্বমূলক প্রতিযোগিতার বিকাশের জন্য আহ্বান দেয়।

৬৬। এখানে মধ্য-ভোল্‌গা অঞ্চলের (বর্তমান কুইবিশেভ অঞ্চল) যেসব এলাকা বেজেনচুক মেশিন ও ট্রাক্টর স্টেশন দ্বারা পরিসেবিত সেখানকার

যৌথ খামার সদস্যদের দ্বারা জে. ভি. স্তালিনকে প্রেরিত পত্রটির উল্লেখ করা হয়েছে। পত্রটি ২৯শে জানুয়ারি, ১৯৩৩-এর ২৮নং সংখ্যক প্রাভদায় প্রকাশিত হয়।

৬৭। **মেট্রো-ভিকার্স**—একটি ব্রিটিশ বিদ্যুৎ-ইঞ্জিনীয়ারিং প্রতিষ্ঠান যা সোভিয়েত বিদ্যুৎ শিল্পের উদ্যোগগুলিকে প্রযুক্তিগত সাহায্য দেবে এই মর্মে ইউ. এস. এস. আর-এর সঙ্গে চুক্তি করেছিল। ১৯৩৩ সালের মার্চে এই মেট্রো-ভিকার্সের মস্কো দপ্তরের কর্মচারী ছ'জন ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হয় এই অভিযোগে যে তারা সোভিয়েত বিদ্যুৎ শক্তিকেন্দ্রগুলিতে ব্যাপকভাবে ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত। তদন্ত এবং ১২ই-১৯শে এপ্রিল, ১৯৩৩-এ অনুষ্ঠিত বিচারের মাধ্যমে এটা প্রমাণ হয় যে মেট্রো-ভিকার্স কর্মচারীদের যারা গ্রেপ্তার হয়েছে তারা ইউ. এস. এস. আর-এ গুপ্তচরবৃত্তি চালিয়েছিল এবং এক-দল অপরাধী ব্যক্তিদের সাহায্য নিয়ে সোভিয়েত শিল্পের শক্তিকে বিপর্যস্ত করার ও সোভিয়েত রাষ্ট্রকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে ইউ. এস. এস. আর-এর বিদ্যুৎ শক্তিকেন্দ্রগুলিতে ব্যাপকভাবে যন্ত্রপাতি নষ্ট, দুর্ঘটনা ও অন্তর্ঘাতমূলক কাজ সংগঠিত করেছিল।

৬৮। এখানে ১৬ই নভেম্বর, ১৯৩৩ তারিখে ইউ. এস. এস. আর এবং ইউ. এস. এ-র মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন উপলক্ষে ২০শে নভেম্বর, ১৯৩৩ তারিখে মার্কিন জনগণের প্রতি এম. আই কালিনিনের বেতার ভাষণের উল্লেখ করা হয়েছে।

৬৯। ১২ই জুন থেকে ২৭শে জুলাই ১৯৩৩ তারিখে লণ্ডনে এক বিশ্ব অর্থনীতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এর উদ্যোগীরা—ব্রিটেন এবং অন্যান্য পুঁজি-বাদী দেশগুলি একে অর্থনৈতিক সংকটের অবসানের জন্য পুঁজিবাদের 'পুন-র্বাসন'-এর জন্য এক সার্বভৌম প্রতিকার হিসেবে হাজির করতে চেষ্টা করে। সম্মেলনের অভিলষিত আলোচ্য বিষয় ছিল: মুদ্রা স্থিতিকরণ, উৎপাদন ও বাণিজ্য সংগঠন, শুল্ক প্রাচীর দূরীকরণ এবং সকল পুঁজিবাদী দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক শান্তি প্রতিষ্ঠার সমস্যাসমূহ। শান্তির লক্ষ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এবং বাণিজ্যিক বন্ধনকে শক্তিশালী করার জন্য ইউ. এস. এস. আর-এর অপরিবর্তনীয় ইচ্ছা জানিয়ে সম্মেলনের সোভিয়েত প্রতিনিধিবৃন্দ এক অর্থ-নৈতিক অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব পেশ করে এবং অনুরূপভাবে ঘোষণা করে যে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ পাওয়ার ভিত্তিতে ও সোভিয়েত বিশেষজ্ঞদের জন্য

স্বাভাবিক পরিবেশ তৈরীর ভিত্তিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিদেশে ১০০ কোটি ডলার মূল্যের অর্ডার দিতে প্রস্তুত। সোভিয়েত প্রতিনিধিবৃন্দের প্রস্তাবগুলি সম্মেলন কর্তৃক সমর্থিত হয় না। অর্থনৈতিক সংকট থেকে এবং পুঁজিবাদী দেশগুলির পরস্পরের মধ্যে, মুখ্যতঃ ব্রিটেন ও ইউ. এস. এ-র মধ্যে এবং জার্মানি ও তার পাওনাদারদের মধ্যে দ্বন্দ্বের আরও যে তীব্রায়ন তা থেকে বেরিয়ে আসার কোনও পথ খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারে পুঁজিবাদী দুনিয়ার পুরো-পুরি ব্যর্থতাই এই সম্মেলনে প্রকট হয়। নিষ্ফলা আলোচনার পর উত্থাপিত সমস্যাগুলির একটিরও মীমাংসা না করেই সম্মেলন এক ব্যর্থতার মধ্যে শেষ হয়।

৭০। সি. পি. এস. ইউ (বি)র সপ্তদশ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় মস্কোয় ১৯৩৪ সালের ২৬শে জানুয়ারি থেকে ১০ই ফেব্রুয়ারি। এখানে আলোচিত হয় সি. পি. এস. ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্ট, কেন্দ্রীয় হিসাবরক্ষণ কমিশনের, কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশন এবং শ্রমিক ও কৃষকের পরিদর্শন সংস্থার কমিনটার্নের কর্মপরিষদে সি. পি. এস. ইউ (বি)র প্রতিনিধিবৃন্দের রিপোর্টসমূহ এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী যোজনা সম্বন্ধে ও সাংগঠনিক প্রশ্নসমূহ (পার্টি ও সোভিয়েত বিষয়ে) সম্বন্ধে রিপোর্টসমূহ। সি. পি. এস. ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটির কাজের বিষয়ে জে. ভি. স্তালিনের রিপোর্টের ওপর কংগ্রেস একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যাতে তা সি. পি. এস. ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক লাইন ও ব্যবহারিক কাজকে পুরোপুরি অনুমোদন করে এবং সকল পার্টি-সংগঠনকে তাদের কাজের ক্ষেত্রে জে. ভি. স্তালিনের রিপোর্টে বিবৃত নীতি ও কর্তব্যসমূহের দ্বারা পরি-চালিত হতে নির্দেশ দেয়। ইউ. এস. এস. আর-এ সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকর্মের নির্ণায়ক সাফল্যগুলি কংগ্রেস লক্ষ্য করে এবং ঘোষণা করে যে পার্টির সাধারণ কর্মনীতিটি জয়যুক্ত হয়েছে। সি. পি. এস. ইউ (বি)র সপ্তদশ কংগ্রেসটি পার্টির ইতিহাসে বিজেতাদের কংগ্রেস বলে স্থান পেয়েছে। ভি. এম. মলোটভ এবং ভি.ভি. কুইবিশেভের রিপোর্টের ওপর কংগ্রেস 'ইউ. এস. এস. আর-এর জাতীয় অর্থনীতির বিকাশের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী যোজনা (১৯৩৩-১৯৩৭)'—সমাজ-তান্ত্রিক সমাজ গঠনের পরিকল্পনা বিষয়ে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে ও তদ্দ্বারা সমগ্র জাতীয় অর্থনীতির প্রযুক্তিগত পুনর্গঠন করার এবং শ্রমিক ও কৃষকের জীবনযাত্রার ও সাংস্কৃতিক মানকে আরও দ্রুত উন্নত করার এক ব্যাপক কর্ম-সূচী অনুমোদন করে। কংগ্রেস জোর দিয়ে বলে যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরি-

কল্পনার সময়পর্বে মূল রাজনৈতিক কর্তব্য হল পুঁজিবাদী শক্তিগুলির চূড়ান্ত উৎসাদন এবং অর্থনৈতিক জীবনে ও জনগণের মনে পুঁজিবাদের অবশেষগুলির পরাজয়সাধন। এল. এম. কাগানোভিচের রিপোর্টের ওপর কংগ্রেস সাংগঠনিক প্রশ্নসমূহে (পার্টি ও সোভিয়েত বিষয়ে) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কংগ্রেস দেখিয়ে দেয় যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মুখ্য কর্তব্যগুলি সর্বক্ষেত্রে কাজের মান এবং প্রধানতঃ ও প্রথমতঃ সাংগঠনিক ও ব্যবহারিক নেতৃত্বের মান উন্নত করার প্রশ্নটিকে তীক্ষ্ণভাবে তুলে ধরেছে। কংগ্রেস নতুন পার্টি বিধি গ্রহণ করে। কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশন এবং শ্রমিক ও কৃষকের পরিদর্শন সংস্থার স্থানে আসে সি. পি.এস. ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটির অধীন একটি পার্টি-নিয়ন্ত্রণ কমিশন এবং ইউ. এস. এস. আর-এর গণ-কমিশার পরিষদের অধীন একটি সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণ কমিশন। (সি.পি.এস.ইউ (বি)র সপ্তদশ কংগ্রেস সম্বন্ধে 'সি. পি. এস. ইউ (বি)-র ইতিহাস, সংক্ষিপ্ত পাঠ,' এন. বি. এ. সং, পৃঃ ৩০৯-৩০৪ দেখুন। কংগ্রেসের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কে দেখুন' সি. পি. এস. ইউ (বি)র কংগ্রেস, কনফারেন্স ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামসমূহের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ', ২য় ভাগ, ১৯৫৩।)

৭১। ১৯৩১ সালে স্পেনের শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজ ১৯২৩ সালে প্রতিষ্ঠিত জেনারেল প্রাইমো দে রিভেরার সামরিক-ফ্যাসিবাদী স্বৈরতন্ত্রের উৎখাত ঘটায় এবং রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করে। ১৪ই এপ্রিল, ১৯৩১ স্পেনে একটি সাধারণতন্ত্র কায়েম হয়। কিন্তু সর্বহারাশ্রেণীর রাজনৈতিক দুর্বলতা ও সাংগঠনিক অনৈক্যের দরুণ এবং সোশ্যালিষ্ট দলের নেতৃত্ব ও নৈরাজ্যবাদীদের বেইমানীর জন্য বুর্জোয়াশ্রেণী ও জমিদারেরা ক্ষমতা দখলে সক্ষম হয় এবং বুর্জোয়া দলগুলি ও সোশ্যালিষ্টদের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কোয়ালিশন সরকার তৈরী হয়। বিপ্লবের আরও বিকাশকে রুদ্ধ করার জন্য কোয়ালিশন সরকারের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও জমিদার ও বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রমিক ও কৃষকের বিপ্লবী গণ-সংগ্রাম অব্যাহত থাকে। ১৯৩৪ সালের অক্টোবরে সাধারণ ধর্মঘট ও আস্টুরিয় খনি-শ্রমিকদের সশস্ত্র সংগ্রামের সাথে সাথে এই সময়পর্বের বিপ্লবী আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে।

৭২। **সংগ্রাম কাউন্সিল** (কাউন্সিল অব্ এ্যাকশন)—ব্রিটেন, ফ্রান্স ও অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশগুলির শ্রমিকদের বিপ্লবী সংগঠনসমূহ যা ১৯১৮-২০ সালে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সামরিক আগ্রাসনের প্রতিরোধে অংশ

নেয়। সংগ্রাম পরিষদ জেগে ওঠে 'সোভিয়েত রাশিয়া থেকে হাত ওঠাও!' শ্লোগানে। সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে শ্রমিকরা এই আগ্রাসনের বিপর্যয় ঘটানোর উদ্দেশ্যে ধর্মঘট ও বিক্ষোভ সংগঠিত করে এবং সমর-সরঞ্জাম যোগান দিতে অস্বীকার করে। সংগ্রাম পরিষদ সবচেয়ে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে ব্রিটেনে ১৯২০ সালে।

৭৩। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেস ১৯শে জুলাই থেকে ৭ই আগস্ট, ১৯২০ সালে অনুষ্ঠিত হয়। এর উদ্বোধন হয় পেট্রোগ্রাদে; পরবর্তী অধিবেশনগুলি মস্কোয় অনুষ্ঠিত হয়। ৩৭টি দেশের শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠনগুলির প্রতিনিধিত্বকারী ২০০ জনেরও বেশি এই কংগ্রেসে উপস্থিত হন। সম্মেলন আহ্বান করার সমস্ত প্রস্তুতিমূলক কাজ নির্দেশিত হয় ভি. আই. লেনিন দ্বারা। কংগ্রেসে ভি. আই. লেনিন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রধান কর্তব্যসমূহ সম্বন্ধে রিপোর্ট পেশ করেন এবং অন্যান্য রিপোর্ট ও ভাষণ দেন। সি. পি. এস. ইউ (বি)র প্রতিনিধিবৃন্দ কর্তৃক ভি. আই. লেনিন ও জে. ভি. স্তালিন কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্মপরিষদে নির্বাচিত হন। দ্বিতীয় কংগ্রেস কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কর্মসূচী, সাংগঠনিক নীতিসমূহ, রণনীতি ও রণকৌশলের বনিয়াদ স্থাপন করে।

৭৪। ভি. আই. লেনিন, **রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সং, ৩১তম খণ্ড দেখুন।

৭৫। ক্ষুদ্র আঁতাত (দি লিট্‌ল আঁতাত): ১৯২০ সাল থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত স্থায়ী চেকোস্লোভাকিয়া, রুমানিয়া ও যুগোস্লোভিয়ার মধ্যে একটি রাজনৈতিক মৈত্রী। এটা ছিল ফরাসী প্রভাবাধীন এবং এর অস্তিত্বের প্রায় শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এর চরিত্রটি ছিল এক সোভিয়েত-বিরোধী জোটের। ক্ষুদ্র আঁতাত গঠনকারী দেশগুলির বুর্জোয়া-জমিদার শাসক চক্র একে গণ্য করত ভার্সাই শান্তিচুক্তি বলে তাদের প্রাপ্ত এলাকাগুলির ওপর তাদের দখল বজায় রাখার একটি মাধ্যম হিসেবে এবং মধ্য ইউরোপে বিপ্লবের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের একটি হাতিয়ার হিসেবে। জার্মান ফ্যাসিবাদ কর্তৃক আগ্রাসনের আতংক এবং ইউ. এস. এস. আর-এর বর্ধমান আন্তর্জাতিক সম্মান সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি ক্ষুদ্র আঁতাতের দেশগুলির মনোভাবের পরিবর্তন করে। ১৯৩৩ সালে ক্ষুদ্র আঁতাতের দেশগুলি অন্যান্য দেশসমেত ইউ. এস. এস. আর-এর সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষরে যোগ দেয় যাতে আগ্রাসনের সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রদত্ত খসড়াই এই চুক্তির বনিয়াদ হিসেবে গৃহীত হয়েছিল।

১৬। ভি. আই. লেনিন, **পণ্যের মাধ্যমে কর** (**রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সং, ৩২তম খণ্ড দেখুন)।

১৭। ভি. আই. লেনিন, গ্রামাঞ্চলে কাজের বিষয়ে সি. পি. এস. ইউ (বি)র অষ্টম কংগ্রেসে প্রদত্ত রিপোর্ট, ২ শে মার্চ, ১৯১৯ (**রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সং, ২৯তম খণ্ড দেখুন)।

১৮। সি. পি. এস. ইউ (বি)র পঞ্চদশ কংগ্রেস ২রা-১৯শে ডিসেম্বর, ১৯২৭-এ মস্কোয় অনুষ্ঠিত হয়। ৩রা ডিসেম্বর তারিখে জে. ভি. স্তালিন সি. পি. এস. ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক রিপোর্টটি দেন এবং ৭ই ডিসেম্বর তিনি আলোচনার জবাবী ভাষণ দেন। কংগ্রেস পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক লাইনকে অনুমোদন করে এবং তাকে নির্দেশ দেয় এক শান্তির নীতি ও ইউ. এস. এস. আর-এর প্রতিরক্ষা-সামর্থ্যকে শক্তিশালী করার নীতি অব্যাহতভাবে অনুসরণ করতে, দেশের সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়নকে অবিরাম বেগমাত্রায় অব্যাহত রাখতে, কৃষির যৌথীকরণকে পূর্ণ বিকশিত করতে এবং জাতীয় অর্থনীতির থেকে পুঁজিবাদী শক্তিগুলিকে দূর করার দিকে একটি প্রক্রিয়া পরিচালনা করতে। বিরোধীপক্ষ সম্বন্ধে তার সিদ্ধান্তসমূহে কংগ্রেস লক্ষ্য করে যে পার্টি ও বিরোধীপক্ষের মতানৈক্যগুলি কর্মসূচীগত মতানৈক্যে দাঁড়িয়েছে, ট্রট্‌স্কিপন্থী বিরোধীপক্ষ সোভিয়েত-বিরোধী লড়াইয়ের পথ গ্রহণ করেছে। কংগ্রেস ঐ সিদ্ধান্তসমূহে ঘোষণা করে যে ট্রট্‌স্কি-পন্থী বিরোধীপক্ষের সমর্থন ও তাদের দৃষ্টিভঙ্গির প্রচার হল বলশেভিক পার্টির সদস্যপদের পক্ষে অসমঞ্জস। ট্রট্‌স্কি ও জিনোভিয়েভকে বহিষ্কারের জন্য সি. পি. এস. ইউ (বি)র কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের যুগ্ম সভা ১৪ই নভেম্বর, ১৯২৭ যে সিদ্ধান্ত নেয় কংগ্রেসে তা অনুমোদন করে এবং পার্টি থেকে ট্রট্‌স্কি-জিনোভিয়েভ গোষ্ঠীর সকল সক্রিয় সদস্যকে ও গোটা 'গণতান্ত্রিক মধ্য-মাগিতা' গোষ্ঠীকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নেয়। (সি. পি. এস. ইউ (বি)র পঞ্চদশ কংগ্রেস সম্বন্ধে 'সি. পি. এস. ইউ (বি)-র ইতিহাস, সংক্ষিপ্ত পাঠ', এন. বি. এ. সং, পৃঃ ৩০৬-৩১১ দেখুন। কংগ্রেসের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তগুলি সম্পর্কে দেখুন 'সি. পি. এস. ইউ-র কংগ্রেস, কনফারেন্স এবং কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামসমূহের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ', ২য় ভাগ, ১৯৫৩।)

১৯। সি. পি. এস. ইউ (বি)র সপ্তদশ সম্মেলন মস্কোতে ৩০শে জানুয়ারি থেকে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ১৯৩২-এ অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনটি পরিচালিত হয় জে.

ভি. স্তালিন দ্বারা। সেখানে ১৯৩১ সালের শিল্পবিকাশের ফলাফল এবং ১৯৩৩ সালের কর্তব্যসমূহ সম্বন্ধে জি. কে. ওরজোনিকিদ্জের রিপোর্ট এবং ১৯৩৩-৩৭ সালে ইউ. এস. এস. আর-এর জাতীয় অর্থনীতির বিকাশের উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী যোজনা প্রণয়নের জন্য নির্দেশগুলি সম্বন্ধে ভি. এম. মলোটভ ও ভি. ভি. কুইবিশেভের রিপোর্টগুলি আলোচিত হয়। সম্মেলন লক্ষ্য করে যে একটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বনিয়াদ নির্মাণ ও সম্পূর্ণ করার বিষয়ে এবং ইউ. এস. এস. আর-এর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করার বিষয়ে পার্টি কংগ্রেসগুলির সিদ্ধান্তসমূহ বিপুল সাফল্যের সঙ্গে বাস্তবায়িত হয়েছে। ১৯৩২ সালে সমাজতান্ত্রিক শিল্পের বিকাশের পরিকল্পনাটি কংগ্রেস অনুমোদন করে যা চার বছর সময়কালের মধ্যে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী যোজনার লক্ষ্যমাত্রা পূরণকে নিশ্চিত করে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী যোজনা প্রণয়নের জন্য তার নির্দেশসমূহে সম্মেলন ঐ পরিকল্পনার মুখ্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্তব্যগুলি নির্ধারণ করে, সম্মেলন এটা নির্দেশিত করে যে ঐ পরিকল্পনার প্রধান ও নির্ণায়ক অর্থনৈতিক কর্তব্য হল অত্যাধুনিক প্রকৌশলের ভিত্তিতে গোটা জাতীয় অর্থনীতির পুনর্গঠন সম্পূর্ণ করা। (সি. পি. এস. ইউ (বি)র সপ্তদশ সম্মেলনের প্রস্তাবসমূহ সম্পর্কে 'সি. পি. এস. ইউ-র কংগ্রেস, কনফারেন্স এবং কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনাম-সমূহের প্রস্তাব ও সিদ্ধান্তসমূহ', ২য় ভাগ, ১৯৫৩ দেখুন।)

৮০। কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্, **নির্বাচিত রচনাবলী**, ১ম খণ্ড, মস্কো, ১৯৫৫ দেখুন।

৮১। ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্, **এ্যান্টি-ডুরিং**, মস্কো, ১৯৫৪ দেখুন।

৮২। ভি. আই. লেনিন, **রচনাবলী**, ৪র্থ রুশ সং, ২৯তম খণ্ড দেখুন।